বামাবোধিনী পত্রিকা

১২৭৯

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০৫ সংখ্যা { বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ } ৮ম ভাগ

নব বর্ষ।

ঘুরিছে কালের চক্র অনিবার গতি,
উন্নতির পথে বিশ্ব সদা অগ্রসর॥
আবার নবীন বর্ষ হইয়া ভূপতি,
সাধিতে ধবার হিত হইল তৎপর॥

পাঠিকা ভগিনীগণ! আবার নূতন বৎসরত দেখিতে দেখিতে উপস্থিত হইয়াছে। এ সময় আইস, তোমাদিগের সহিত একবার নব বর্ষোচিত সম্ভাষণ করি। বামাবোধিনী তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছে, তোমাদিগের নিকটে গিয়া হৃদযের গুপ্ত ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য উৎসুক। বামাবোধিনীর সে ভাব কি? তোমাদিগের জ্ঞানোন্নতি ও মঙ্গলোন্নতি দর্শন। ভগিনীগণ! এখনও কি তোমরা অজ্ঞান অন্ধকারে নিদ্রিত হইয়া থাকিতে ভাল বাস? এখনও কি নিকৃষ্ট ভাবে পশুর ন্যায় জীবন ধারণ করিয়া আপনাদিগকে সুখী বোধ কর? এ সময় স্পষ্ট করিয়া মনের ভাবটী খুলিয়া বলিতে হইবে। এ সময় বড় অবহেলার সময় নয়,—চিন্তার সময়, প্রতিজ্ঞার সময়, দৃঢ়ব্রত হইয়া নিয়ম অবলম্বন করিবার সময়। এখন মনে যেরূপ ভাব, সংবৎসর সেইরূপ ভাবে কাটিবে। এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন 'কোন কাজ ভাল করিয়া আরম্ভ করিতে পারিলে অর্দ্ধেক সম্পন্ন করা হইল।' তোমরা গত অনেক সময় বৃথা [illegible]

যাহা গিয়াছে তাহার জন্য শোক করিয়া কালহরণ করা মিছা। ভবিষ্যতে ভাল হইয়া মনের সকল আশা পূর্ণ করিবে এ কল্পনায় অধিক সময় যাপন করিলেও কোন ফল দর্শিবে না। বর্ত্তমান যে সময় হস্তে উপস্থিত, যাহাকে যত্ন না করিলে এখনি তোমাদিগকে অপরাধী করিয়া চলিয়া যাইবে সেই সময় দিয়া আপনাদের উন্নতি সাধন কর। অচেতন থাকিও না, জাগ্রৎ হইয়া উত্থান কর। দেখ মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমাদিগের প্রতি বিশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া কেমন উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছেন, হস্ত ধরিয়া তোমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য চারিদিকে কত সহায় বন্ধু রাখিয়াছেন, দৃষ্টান্ত দিয়া তোমাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য কত আদর্শ রমণী পৃথিবীর নানাস্থলে প্রদর্শন করিতেছেন। তোমাদিগের জন্য বিদ্যালয়, তোমাদিগের জন্য সভা, তোমাদিগের জন্য পত্রিকা, তোমাদিগের জন্য কত নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। এ সময়ে আপনার উন্নতি সাধন যদি করিয়া না লইবে তবে আর কোন্ সময়ে করিবে? এখন বামাগণের উন্নতির আন্দোলন স্থানে স্থানে এক একটী তরঙ্গের ন্যায় উঠিতেছে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও কালে এই তরঙ্গ সকল মহাসিন্ধুর আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীকে প্লাবিত করিবে। তোমাদিগের সুখের অবধি থাকিবে না।

বামাবোধিনী তোমাদিগকে যে উন্নতির পথে উত্থিত হইতে আহ্বান করিতেছে, তাহাতে আরোহণ করিতে পারিলেই জীবনের প্রকৃত পথ অবলোকন করিতে পারিবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যেমন চলিতে থাকিবে, উন্নতির পর উন্নতি, কল্যাণের পর কল্যাণ লাভ করিবে। নববর্ষের উন্নতির ইচ্ছা সংবৎসরকে এক সূত্রে বদ্ধ করিবে, নববর্ষের আনন্দ সংবৎসরে পরিব্যাপ্ত হইবে। যখন এ দেশের সকল ভগ্নীগণ এই উন্নতির পথে পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইবেন, তখন ভারতের কি অপূর্ব্ব শোভা হইবে, তখন নারীপ্রকৃতি কি উজ্জ্বল ভাবে আমাদিগের নিকট প্রকাশ পাইবে, তখন নারীজাতি সৃজন করিবার যে মহান্ উদ্দেশ্য তাহা সুসম্পন্ন হইতে থাকিবে।

প্রত্যেক ভগিনীর প্রতি আমাদিগের বিনয় সহকারে অনুরোধ কেহ আর অনিয়মে অমূল্য জীবনকে বৃথা নষ্ট করিবেন না। যাঁহার নিকট

ঈশ্বর উন্নতির যে উপায় আনিয়া দিয়াছেন, তিনি দৃঢ় রূপে তাহা অবলম্বন করুন এবং আপনার যত্ন ও পরিশ্রমে যতদূর কার্য্যসাধন হয় তাহা অধ্যবসায় ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করুন। যত্নের ফল অবশ্যই ফলিবে, সাধু কামনা অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে। বামাবোধিনীর ক্ষুদ্র বলে যে সাহায্য দান সম্ভব হয়, তিনি তাহাতে ত্রুটি করিবেন না। ঈশ্বর করুন যেন বৎসরান্তে এদেশীয় ভগিনীগণের প্রকৃত উন্নতি আশানুরূপ দর্শন করিয়া সুখী হওয়া যায়।

প্রাকৃতিক আলোচনা কি মনোহর।

কঠিন শব্দের অর্থ।

কুসুম গুচ্ছ—ফুলের রাশি বা থোকা।
ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।
ভূতভাবন—যিনি জীবের মঙ্গল চিন্তা করেন।
স্বর নিধান—স্বরের আধার।
আশীবিষ, উরগ—সর্প।
কর্ণ ও দণ্ড—হাল ও দাঁড়।
পুরোভাগ—সম্মুখ।
মণ্ডুক—ভেক।
অণ্ডজ—যে জন্তু ডিম্ব হইতে জন্মে।

যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, এই তত্ত্বানুসন্ধানে অনির্ব্বচনীয় সুখোদয় হয় এবং মনুষ্য মাত্রেই এই সুখের অধিকারী হইতে পারেন। প্রাকৃতিক আলোচনাতে বাল্যরোপিত ও অজ্ঞানসম্ভূত কুসংস্কার সকল সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়, ইহা দ্বারা নির্ম্মল জ্ঞান ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হইয়া তমসাচ্ছন্ন মনকে আলোকময় করে। যে দেশে যে পরিমাণে প্রাকৃতিক বিদ্যার আলোচনা হইয়া থাকে, তত্রত্য লোকেরা সেই পরিমাণে সভ্যতা-পদবীতে অধিরূঢ় হয়, অর্থাৎ সেই পরিমাণে তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রাকৃতিক জ্ঞান দ্বারা মানুষ এই বিশ্বসংসারে জগদীশ্বরের অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারেন ও তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া নির্ম্মল সন্তোষ লাভ করেন। অসংখ্য প্রকার বর্ণবিশিষ্ট মেঘমালার মনোহারিণী শোভা; নবপল্লবিত ফলভারাবনত বিশাল বৃক্ষ সমূহ, নানা প্রকার সুন্দর বর্ণরঞ্জিত সুগন্ধ পুষ্প, মনোহর কুসুমগুচ্ছ ভূষিত লতা-

পুষ্প ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম শ্রেণী, অসংখ্য প্রকার পশুপক্ষিগণের ভিন্ন ভিন্ন স্বর, রূপ ও গঠনের মাধুরি ও সৌন্দর্য্য; নদী নির্ঝর ও কুণ্ডাদির স্বচ্ছ সলিল, সেই সলিল প্রবাহের কল কল ধ্বনি, সূর্য্য কিরণে তাহার চাক্‌চিক্য এবং তন্মধ্যে অশেষবিধ রমণীয় বর্ণভূষিত মৎস্যাদি জল-জন্তুগণের অঙ্গ-সঞ্চালন ও ইতস্ততঃ সন্তরণ, প্রাতঃকালের অপূর্ব্ব তাম্রবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল ও শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাদল, নিশিতে সুধাময় করসংযুক্ত নিশানাথের নয়ন তৃপ্তিকর শোভা ও মেঘাবৃত আকাশ-মণ্ডলস্থ উজ্জ্বল ক্ষণপ্রভা---এ সমস্ত দেখিয়া কাহার মনে অপূর্ব্ব আনন্দ ও বিস্ময়ের উদয় না হইয়া থাকে? কিন্তু যখন তাহাদের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বভাব, গুণ ও কার্য্যকারিতা এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায়, তখন এই আনন্দ ও বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না।

প্রাকৃতিক আলোচনাতে চেতন পদার্থের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা অর্থাৎ অনুশীলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দজনক ও হিতকর। প্রথমতঃ যে সকল জন্তু সতত আমাদিগের সংসর্গী হইয়া নয়নপথে থাকিয়া জনসমাজের নানা প্রকার হিতসাধন করিতেছে, তাহাদিগের তত্ত্ব অবগত হওয়া উচিত; পরে দূরবর্ত্তী ও অপরিচিত পশুদিগের বৃত্তান্ত শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কুক্কুর, ঘোটক, বিড়ালাদি পশুবর্গ সর্ব্বদা আমাদিগের সমক্ষে কৃতজ্ঞতা, বাধ্যতা, প্রভৃতি কত প্রকার ধর্ম্মের পরিচয় দেয়, কিন্তু আমরা প্রায়ই অনবধানতা প্রযুক্ত তাহাতে দৃষ্টিপাত করি না। ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ গুণ অবগত হইলে আমরা ইহাদিগের প্রতি সমধিক যত্ন ও সদ্ব্যবহার করি, এবং আমাদিগের পরিচর্য্যার জন্য এই সকল জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া জগৎস্রষ্টার প্রতিও কৃতজ্ঞচিত্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হই। এই সকল জীবের জন্ম মরণ বৃদ্ধি, ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, আহারদ্রব্যের ভালমন্দ বিচার, শাবকগণের প্রতি স্নেহ ও স্বস্ব জীবন রক্ষার উপায় অবধারণ ইত্যাদি বিষয় সকল মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করা উচিত; অনন্তর বন্য ও দূরদেশবাসী জীববর্গের তত্ত্ব জানা আবশ্যক। হস্তির সহজে শিক্ষা করিবার শক্তি; দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র ও হায়না নামক পশুর ভয়ানক স্বভাব; উষ্ট্রদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা সহিষ্ণুতার আশ্চর্য্য শক্তি; গণ্ডার ও মহিষগণের প্রবল পরা-

ক্রম; এই সকল আলোচনা অতিশয় আনন্দজনক। এক এক প্রকার জন্তুর এক একটী বিশেষ বিশেষ গুণ থাকাতে তত্তৎ জন্তুসম্বন্ধে আমাদিগের মনে বিশেষ বিশেষ কৌতূহল জন্মে, এবং সেই কৌতূহলের বশম্বদ হইয়া আমরা যত জানিবার চেষ্টা করি, ততই নব নব বিষয় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। আমরা এই অনুসন্ধান দ্বারা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারি যে, বিশ্বস্রষ্টা পৃথিবীর যে অংশে যে জাতীয় জীবের সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহারা সেই সেই স্থানেরই নিতান্ত উপযুক্ত, স্থানান্তর হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও প্রাণপর্য্যন্ত বিয়োগ হইতে পারে। আমরা আরো দেখিতে পাই যে, সেই ভবভাবন ভগবান জীবকুল রক্ষার্থে অনির্ব্বচনীয় করুণা-সহকারে দুর্দ্দান্ত ও ভীষণস্বভাব পশুদিগের সংখ্যা অন্য জাতি অপেক্ষা অনেক অল্প করিয়াছেন, ও যেখানে মানবাদির সমাগমের কোন সম্ভাবনা নাই, এমন ভয়ঙ্কর গহন কাননে বা নির্জ্জন পর্ব্বতগহ্বরে তাহাদের বাস-স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

চতুষ্পদ জন্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া, পরে পরম শোভাকর সুমধুর স্বরনিধান শান্তস্বভাব পক্ষিজাতির বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত। প্রথমে পক্ষিজাতির প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারা যায় যে, সচরাচর যে সকল পক্ষী বিবিধ মনোহর বর্ণে বিভূষিত, প্রায় তাহাদের সুমধুর স্বর শ্রবণ করা যায় না; আর যাহারা সুমিষ্ট স্বরে গান করিতে পারে, তাহাদের সুরূপ দৃষ্ট হয় না। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শুকপক্ষিদিগের ও শিখিকুলের নানা প্রকার সুন্দর বর্ণ ও অত্যদ্ভুত শারীরিক গঠন অবলোকন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়; কিন্তু তাহাদের মধুর স্বর নাই। আবার কোকিলাদি কতকগুলি পক্ষিজাতির এরূপ আশ্চর্য্য স্বর যে, দূর হইতে তাহাদিগের কণ্ঠবিনিঃসৃত সুললিত মধুময় গান শ্রবণ করিলে মোহিত হইতে হয়, কিন্তু তাহাদের ময়ূরাদির ন্যায় সুরূপ দেখা যায় না। জগৎপাতার কি অদ্ভুত কৌশল! তিনি এক একটী পক্ষীকে এমনি এক একটী গুণে বিভূষিত করিয়াছেন যে, তদ্দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে হয়; তাহাদের অন্য কোন গুণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয় না। পক্ষিজাতির ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া

যায় যে, জল ও স্থল এই উভয় ভূতই কি অদ্ভুত নিয়মানুসারে তাহাদের নিবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। হংস, সারস প্রভৃতি কতকগুলি বিহগজাতি যেমন ভূপৃষ্ঠে অনায়াসে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে, সেই রূপ আবার সলিলোপরি অতি সহজে সন্তরণ করিতে পারে। পরমেশ্বর পক্ষিগণের শরীর নির্ম্মাণ বিষয়ে যে রূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপমা দিবার স্থল নাই। তাহাদের যে যে অঙ্গের প্রতি বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই তাঁহার নিরুপম শিল্প নৈপুণ্য প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগকে সতত বায়ুসাগরে সন্তরণ করিতে হয় বলিয়া, পরমেশ্বর তাহাদিগের শরীর ঠিক একখানি তরণিস্বরূপ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষ দণ্ডস্বরূপ, পুচ্ছ হালস্বরূপ এবং বক্ষস্থল নৌকার পুরোভাগ স্বরূপ। শরীর ভারী হইলে, তাহারা আকাশপথে উড্ডীয়মান হইতে অসমর্থ হইবে, এই বিবেচনায়, তিনি তাহাদের অঙ্গ সমুদায় অত্যন্ত লঘু পদার্থে প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাদিগকে অক্লেশে বায়ু ভেদ করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাহাদের মস্তকের অগ্রভাগ অঙ্কুল ও চঞ্চুপুট সুতীক্ষ্ণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই সকল ব্যাপারের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিলে প্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধায়ীর মন বিস্ময়সাগরে মগ্ন হয়। পরে তাহাদের চঞ্চু, পাখা ও পুচ্ছ ইত্যাদি বিবিধ অঙ্গের অশেষবিধ নির্ম্মাণ কৌশল, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সংস্কার ও সুপরিষ্কৃত কুলায় নির্ম্মাণ করিবার শক্তি, শাবকগণের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিলে অপার আনন্দ-সাগরে ভাসিতে হয়।

বিহঙ্গম জাতির একে বাহ্য শোভা দেখিলেই মোহিত হইতে হয়, আবার তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি ও সংস্কার ঘটিত তত্ত্ব সকল জানিতে পারিলে চিত্ত যে কি পর্য্যন্ত প্রফুল্ল হয় তাহা বলা যায় না।

পক্ষিজাতির বিবরণ অবগত হইলে পর কুম্ভীর সর্পাদি সরীসৃপ জাতীয় জীব সমূহের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এই শ্রেণীস্থ প্রাণীদিগের মধ্যে অধিকাংশই দেখিতে মনোহর নহে, অধিকন্তু পরানিষ্টকারী, সুতরাং তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি ইহাদের তত্ত্বানুসন্ধানে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রীতিলাভ করেন। ভয়ঙ্কর কুম্ভীর, তীক্ষ্ণবিষসংযুক্ত আশীবিষ, চঞ্চলস্বভাব মণ্ডূক,

নির্ব্বিরোধ কচ্ছপ প্রভৃতি জীববর্গের বৃত্তান্ত অবগত হইলে আমরা স্থির জানিতে পারি যে, যাহার শরীরে যে যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নিহিত হইয়াছে তাহার পক্ষে তাহাই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত ও হিতকর, এমন কি সেই সেই ধর্ম্ম না থাকিলে তাহার সুখে কালযাপন করার পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইত। এই শ্রেণীস্থ জীবদিগের মধ্যে যে জাতি অনিষ্টকারী, করুণাময় বিশ্বপাতা সেই সেই জাতির সংখ্যা অনেক ন্যূন করিয়াছেন। সর্প জাতিরা অনিষ্টকারী বটে, কিন্তু যখন আমরা ভাল রূপে ইহাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখন অশেষ সুন্দর ও সুচিক্কণ বর্ণবিশিষ্ট উরগজাতি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। আরো দেখিতে পাই, যে অনিষ্টকারী অপবাদ আছে বটে, কিন্তু অনেক জাতীয় সর্প বিনা দোষে হিংসায় প্রবৃত্ত হয় না, এবং অনেকের পক্ষে এই অপবাদ নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাহাদের বিষ নাই। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণিগণের বিবরণ অপ্রীতিকর হইলেও ইহাদের সৃষ্টিতে জগদীশ্বরের এত আশ্চর্য্য কৌশল বিস্তারিত আছে, যে তাহাদের অনুসন্ধানে প্রাকৃতিক ইতিবেত্তার শ্রম ও আয়াস অশেষ প্রকারে সার্থক হয়।

সরীসৃপ জাতির অনুসন্ধানের পর প্রাকৃতিক ইতিবেত্তার জ্ঞাতব্য বিষয় মৎস্য জাতি। এই জাতির নিবাসস্থান জল। মৎস্যদিগের জলের সহিত কি অদ্ভুত সম্বন্ধ! অপর জীবের যে জলে শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণবিয়োগ হয়, মৎস্যজাতি অতলস্পর্শ গভীর সাগরগর্ভে সেই জলের মধ্যে পরমসুখে কালযাপন করিতেছে। বিবিধ প্রকার মৎস্যজাতির শারীরিক গঠন, বিস্ময়কর শরীরাভ্যন্তরস্থিত বায়ুকোষাদি নানা প্রকার যন্ত্র কি পরিপাটী রূপে যথোপযুক্ত স্থানে নিয়োজিত হইয়াছে! অসংখ্য অসংখ্য অণ্ড প্রসবের নিয়ম কি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার এই সকল আলোচনাতে আনন্দ উপস্থিত হয়। মৎস্যগণ যখন দলবদ্ধ হইয়া সাগর, নদী বা সরোবরের তীরে উপনীত হয় ও মধ্যে২ মস্তকোত্তলন করিয়া উপরের বায়ুরাশি হইতে বায়ুগ্রহণ করে, বা আহারের দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ গ্রাস করিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন হয়, তখন তাহাদিগকে দেখিতে কি মনোহর! মৎস্যের শারীরিক শোভা অতি চমৎকার! কোন কোন জাতির শরীর এরূপ সুন্দর বর্ণে আবৃত যে তাহা যত বার দেখা যায়, তত বারই নূতন

বলিয়া বোধ হইতে থাকে ও দেখিবার জন্য প্রতি বারই নয়নদ্বয়ের নবীন অনুরাগ উপস্থিত হয়। তাহাদিগের শারীরিক সৌন্দর্য্যই যদি এত মনোরম হইল, তবে তাহাদের নিগূঢ় তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিলে আমাদিগের চিত্ত যে কি অপরিসীম আনন্দের আধার হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

মৎস্য জাতির জ্ঞানলাভ সমাপ্ত হইলে প্রাকৃতিক ইতিবেত্তা পতঙ্গ ও কীট জাতি সম্বন্ধীয় অসীম বিস্তারিত জ্ঞান সাগরতটে উপনীত হন। সহস্র সহস্র বৎসর অতিশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অশেষ আয়াস ও শ্রমসহকারে একান্ত চিত্তে এই বিষয়ের অভ্যাস ও আলোচনা করিয়া ইহার শেষ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সাধ্যমতে যত দূর জানা যাইতে পারা যায়, মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহা জানিতে চেষ্টা করিলে বিশ্বপতির অসীম কৌশলের সহস্র সহস্র নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও তাহার প্রত্যেক পত্র কোন না কোন পতঙ্গজাতিতে পরিপূর্ণ আছে, এই বৃক্ষ ও পত্রে তাহারা যুগপৎ বাসস্থান ও ভক্ষ্য দ্রব্য লাভ করে। তাহাদের অধিকাংশকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দর্শন করিতে পারা যায় না। ইহাদের সকল জাতিই অণ্ডজ। অনেকানেক পতঙ্গজাতি শরীরের পূর্ণাবস্থায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ধারণ করে। প্রজাপতি জন্মাবধি পূর্ণাবস্থা পর্য্যন্ত এত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উত্তীর্ণ হয় যে, সেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার এক একটী কীট একত্রে সংগ্রহ করিয়া নিরীক্ষণ করিলে কোন ক্রমেই তাহাদিগকে একজাতীয় বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পতঙ্গজাতির বাহ্য শোভা যে কত রূপ তাহা বলা যায় না। কোন কোন পতঙ্গজাতি দিবাভাগে প্রভাহীন সামান্য মক্ষিকা বা কীটের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু নিশাকালে উজ্জ্বল দীপের ন্যায় প্রভা ধারণ করিয়া শূন্যমার্গে বা বৃক্ষোপরি জগৎপাতার কৌশল কল্প বিস্তার করিয়া থাকে। আবার কোন কোন পতঙ্গ জাতি নানা বর্ণে ভূষিত সুপরিষ্কৃত কাচের ন্যায় মনোহর শোভা-বিশিষ্ট; ও কোন জাতি উজ্জ্বল স্বর্ণ রৌপ্যের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট; ইহাদের অশেষবিধ বাহ্য শোভা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। আবার ইহাদের শরীরাভ্যন্তরের কৌশল যত

জানা যায়, ততই আমাদের জ্ঞাননয়ন বিস্ফারিত ও আনন্দপ্রবাহ বৃদ্ধি হইতে থাকে। পতঙ্গজাতির ন্যায় কীট জাতিরাও পৃথিবীর সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহারা মরুভূমিস্থিত অসংখ্য বালুকাকণার ন্যায় আমাদের পানীয় জল, আহারদ্রব্য ও অবনীমণ্ডলের সকল অংশেই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহারা চক্ষুর অগোচর যৎপরো-নাস্তি ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও বিশালাকৃতি পশুদিগের ন্যায় জীবনের নানাবিধ সুখভোগে অধিকারী। বিশ্বস্রষ্টা পরমাশ্চর্য্য কৌশলসহকারে তাহাদের শরীর ও বিভিন্ন প্রকার অঙ্গের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, বিবিধ বৃত্তি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বহুবিধ ভোগের অধিকারী করিয়াছেন, স্ত্রী ও পুরুষ সহযোগে তাহাদিগের বংশ বৃদ্ধিরও আশ্চর্য্য নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। কীট ও পতঙ্গ জাতি অবলোকন করিলে কাহার মনে সেই বিশ্বপিতার মহিমা জাজ্বল্যতর রূপে প্রতিভাত ও তৎসম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত না হয়?

কীট পতঙ্গ জাতির পর শঙ্খ, শম্বুক ও ঝিণুকাদি সাগর গর্ভস্থিত কঠিন ত্বকবিশিষ্ট অদ্ভুত প্রাণীর ইতিহাসে প্রাকৃতিক ইতিবেত্তার মনকে আকর্ষণ করে। জগদীশ্বর তাহাদের গাত্রাবরণের সুদৃঢ় ত্বকে যে কি অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোন কোন জাতির উপরিস্থিত ত্বক এরূপ স্বচ্ছ ও বিবিধ মনোহর উজ্জ্বল বর্ণে শোভিত, যে তাহাতে দ্রষ্টা অনায়াসে নিজের প্রতিরূপ দর্শন করিতে পারেন। এই শ্রেণীস্থ প্রাণীদের মধ্যে কোন কোন জাতি একবারে নিশ্চলস্বভাব, তাহারা সকলেই একস্থানে এরূপ একভাবে অবস্থিতি করে, যে কোন মতেই তাহাদিগকে সজীব পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু জগৎপাতার কি আশ্চর্য্য কৌশল! তাহারা সেই ত্বকের মধ্যে থাকিয়াও আপন আপন জীবন-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছে। ত্বকটী তাহা-দের আবাসস্থান ও আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রের কার্য্য করে। এই ত্বগভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নির্ম্মাণ কৌশল, জীবনক্রিয়া সম্পাদনের পরমাদ্ভুত নিয়ম প্রভৃতি যত প্রকার নিগূঢ়-তত্ত্ব আছে সমুদয় অবগত হইতে পারিলে আমাদিগের মনোমধ্যে জ্ঞান সমুদ্রের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতে থাকে।

দম্পতির কর্ত্তব্য।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্তা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥

যে পরিবারে ভার্য্যার প্রতি ভর্ত্তা এবং ভর্ত্তার প্রতি ভার্য্যা সন্তুষ্ট, সেই পরিবারে নিশ্চয় কল্যাণ হয়।

পতির সহিত পত্নীর চিরজীবনের সম্বন্ধ। চিরজীবন যাঁহারা পরস্পরকে লইয়া থাকিবেন, তাঁহারা যদি পরস্পরকে ভাল চক্ষে না দেখেন, চিরকালই তাহাদিগকে অসুখে মরিতে হয় তাহার সন্দেহ কি? যে বস্তুকে আমি ভাল না বাসি তাহা যত আমা হইতে দূরে থাকে ততই আমার পক্ষে ভাল এবং তাহা যত নিকটস্থ হয়, ততই আমার মনের গ্লানি বাড়িতে থাকে। আর যাহাকে ভাল বাসি, তাহাকে সর্ব্বক্ষণ দেখিতে, তাহার সহিত থাকিতে অপার আনন্দ হয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। যে সকল পুরুষ মনোমত রমণী লাভ করিয়াছেন, এবং যে সকল ললনা মনোমত পতি পাইয়াছেন তাহারা সংসারে যথার্থ ভাগবান্। কিন্তু এ পৃথিবীতে এরূপ সৌভাগ্য প্রায় অল্পই ঘটে। গৃহে গৃহে অন্বেষণ কর, সর্ব্বত্র দেখিবে যথাযোগ্য মিলন প্রায়ই হয় নাই। কত বিদ্বান পতি মূর্খ স্ত্রীকে লইয়া অসুখী, কত কোমল স্বভাব সাধু ধার্ম্মিক পুরুষ অসৎ প্রকৃতি ভার্য্যা লইয়া জ্বালাতন। আবার অন্য দিকে দেখ কত ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা নারী সুরাপায়ী বেশ্যাসক্ত নরাধম স্বামীর অত্যাচারে দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসিতেছেন। এরূপ বিচিত্রতা সংসারে চিরকাল আছে ও থাকিবে। এইরূপ বিরুদ্ধ প্রকৃতিই একমাত্র দুঃখের কারণ নহে, কত স্থলে সাংসারিক কামনার অতৃপ্তিতে দম্পতির হৃদয় সর্ব্বক্ষণ দগ্ধ হইতেছে। বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকের রমণী পতির ধন নাই বলিয়া তাহাকে অনাদর করেন, গুণবতী সতী কামিনীর রূপলাবণ্য নাই বলিয়া স্বামী তাহাকে চক্ষুর শূল বলিয়া পরিত্যাগ করেন। আবার কত সময় কাল্পনিক কারণে পতি পত্নীর মনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। যে পুরুষ আপনার অপেক্ষা নির্গুণ ও নির্ধন ব্যক্তির স্ত্রীভাগ্য আপনার সহিত তুলনায় শ্রেষ্ঠ বোধ করেন এবং যে রমণী আপনার

অপেক্ষা অল্প রূপ ও গুণ বিশিষ্ট কামিনীর স্বামিভাগ্য আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করেন তাঁহাদিগের ক্ষোভের আর সীমা পরিসীমা থাকে না। এইরূপ গুণ ভেদে, অবস্থা ভেদে, রুচি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কল্পনা যোগে স্ত্রী পুরুষের মন এরূপ অতৃপ্ত হইতে পারে যে তাহাতে কেহ যে কখন কাহাকে ভাল বাসিতে পারেন আমরা সম্ভব বোধ করি না। কারণ একাধারে সকল গুণ থাকে না এবং কুভাবে দেখিলে গুণও দোষ বলিয়া বোধ হয়। এরূপ স্থলে স্বামী ও স্ত্রীতে প্রণয় কিরূপে হইতে পারে? প্রণয় না হইলে পরিবারের বন্ধন কোথা হইতে হইবে? প্রকৃত পরিবার বন্ধন যদি না হয়, অথচ চিরকাল এক সঙ্গে জীবন কাটাইতে হয় তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? অসন্তুষ্ট পতি ও পত্নীর সন্তান সন্ততিগণও কুশল লাভ করিতে পারে না।

তবে কি এই পৃথিবীতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অনুরাগ সঞ্চার হইবে না? মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদিগকে চির অসুখে দগ্ধ করিবার জন্য কি বিবাহের নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন? এরূপ কেহ মনে করিও না। দম্পতির গুণ, অবস্থা ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে, অথচ তাহারা একহৃদয় হইবেন। ইহার মূলমন্ত্র পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট হইতে অভ্যাস করা। সন্তোষ বাহিরের কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না, ইহা আমাদের নিজের মনের ভাব এবং দয়াময় পরমেশ্বর এমন কৌশল করিয়া দিয়াছেন যে প্রয়োজন মতে আমরা সকল অবস্থাতেই ইহা অবলম্বন করিয়া সুখী হইতে পারি। ধনীর পুত্র চিরকাল অট্টালিকায় শয়ন করিতেন, ভাগ্য-দোষে তাঁহাকে কুটীর বাসী হইতে হইল; তিনি তখন মনকে সেই অবস্থায় সুখী করেন। অনেক পুত্রবতী কামিনী এক কালে পুত্রহীনা হইলেন, তাঁহাকে আবার সেই অবস্থাতেই ধৈর্য্য ধরিয়া প্রবোধ মানিতে হয়। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও ধীর, তাঁহারা আপনাদের মনকে সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত রাখিয়া সুখী হন, যদি অগ্রে প্রস্তুত রাখিতে না পারেন ক্রমে অভ্যাস করিয়া মনের অসুখ নিবারণ করেন। যাহারা চঞ্চলপ্রকৃতি ও নির্ব্বোধ, তাহারা কেবল দুরাকাঙ্ক্ষা করে। আকাঙ্ক্ষার মত অবস্থা ঘটে না, সুতরাং তাহারা কেবলি দুঃখপায়। আমরা প্রত্যেক স্বামী ও স্ত্রীকে

অনুরোধ করি তাহারা এই বিষয়টী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্তোষ শিক্ষা করিবেন।

আমাদের দেশের লোক এবং শাস্ত্রকারগণ দম্পতির সন্তুষ্ট হইবার আবশ্যকতা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এদেশে স্ত্রী পুরুষের প্রতি যাহাতে ভাল ভাব হয় এবং কোন প্রকার কুভাব সঞ্চার হইতে না পারে, তজ্জন্য অনেক গুলি উপায় দেখা যায়। বিবাহ কালে বরকন্যার যখন সাক্ষাৎ হয়; তখন শুভদৃষ্টি করিবার প্রথা আছে অর্থাৎ পরস্পরকে প্রথমেই যতদূর ভাল ভাবে দেখাযায় দেখিতে চেষ্টা করা, তাহাহইলে চিরকাল সেই ভাব থাকিবে। বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে "যদেব হৃদয়ং তব তদেব হৃদয় মমং" তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক; ধনে ধর্ম্মে, সুখে কেহ কাহাকে অতিক্রম করিব না ইত্যাদি বচন অতি উপাদেয়। গাঁট ছড়া বাঁধা প্রভৃতিও কতক গুলি আচার পরস্পরের হৃদয় দৃঢ়রূপে বাঁধিবার চিহ্ন স্বরূপ। শাস্ত্রকারেরা এজন্য যে কত দূর যত্নবান্ তাহা আমরা এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিযাছি. তাহা পাঠ করিলেই বোধ হইতে পারে। তাঁহারা পতিকে যেমন স্ত্রীর এক মাত্র গুরু বলিয়া আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ "স্ত্রিয় শ্রিয়শ্চ গেহেষু" স্ত্রীগণ গৃহের লক্ষ্মী এবং তাহাদের প্রতি সমাদর ও সম্মান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। স্ত্রীর পক্ষে স্বামি পরিত্যাগ যেমন, পতির পক্ষে পত্নীত্যাগও তেমনি দূষ্য বলিয়া দণ্ডের বিধান করিয়াছেন।

ফলতঃ স্ত্রী পুরুষে একবার পবিত্র বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলে সেটী বিধাতার অখণ্ড নির্ব্বন্ধ বলিয়া এদেশের লোকে যে বিশ্বাস করেন, তাহা একটী উচ্চ ধর্ম্ম ভাব বলিতে হইবে। এই ভাবে তাঁহারা আপনাদিগের ভাগ্য মস্তক পাতিয়া লইয়া তদ্দ্বারা যাহাতে সুখী হইতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন। কুরূপ নির্গুণ স্বামীও ভক্তি ভাজন দেবতা হন এবং কদাকার গুণহীনা স্ত্রীও সহধর্ম্মিণী বলিয়া গৃহীত হন। অবস্থা যত অপকৃষ্ট হউক না কেন আমরা যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা অবলম্বন করি, তাহা হইতে সুখ শান্তি ও ধর্ম্ম অবশ্যই লাভ হয়। রূপবান ধনবান্ গুণী

লোককে সকলেই আদর করে, যিনি রূপহীন দরিদ্র নির্গুণকে ভাল বাসিয়া তাঁহাকে লইয়া সন্তোষের সহিত কালযাপন করিতে পারেন তাঁহার উচ্চ ভাব ও মহত্ত্ব অধিক বলিয়া কে না স্বীকার করিবে?

আমাদিগের দেশের স্ত্রীগণ যদি নিজের কুশল ও পরিবারের কল্যাণ চান, যেরূপ স্বামী পাইয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে শিক্ষা করুন। স্বামী অত্যন্ত অধম, তাহাকে লইয়া কখনই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না, তাঁহারা কি একথা মুখ হইতে বাহির করিতে পারেন? যে দেশে বালিকার সহিত বৃদ্ধের, কুরূপ নির্গুণ পুরুষের সহিত রূপবতী গুণবতী কন্যার এবং মানী নির্ধনের সহিত রাজকন্যাদিগেরও বিবাহ নিয়ম চিরপ্রথা রূপে চলিয়া আসিতেছে, তথাপি যে দেশের ন্যায় পতিব্রতা নারীর দৃষ্টান্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, সে দেশের স্ত্রীলোকগণ যে কত দূর সহিষ্ণু ও সন্তুষ্টচিত্ত হইতে পারেন তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ এদেশের নারীগণের ন্যায় কোমল প্রকৃতি ধৈর্য্যশীল ক্ষমাপরায়ণ সন্তুষ্টচিত্ত রমণী যে আর কোন দেশে আছে এরূপ বোধ হয় না। তাহাদিগের গুণেই হিন্দুগৃহসকল এরূপ উজ্জ্বল। এদেশের নব্য রমণীগণের যদি সে স্বভাবের পরিবর্তন না হয় এবং পুরুষগণেরও স্ত্রীর প্রতি সেই রূপ ভাব হয়, তাহা হইলে হিন্দু পরিবারের ন্যায় সুখী পরিবার পৃথিবীতে বিরল হয়।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা প্রণালী।

হাম।

অনেক স্ত্রীলোকের এই রূপ সংস্কার যে হাম অতি সামান্য পীড়া, ইহাতে কিছু মাত্র চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। এ সংস্কার অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। যদি কোন উপসর্গ উপস্থিত না হয় তবে বিনা ঔষধে হাম আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু কঠিন উপসর্গ হইলে হাম রোগে প্রাণ বিয়োগের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। চিকিৎসার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না থাকাতেই এরূপ সংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, ডাক্তারখানা হইতে কিম্বা কবিরাজদিগের নিকট হইতে যে ঔষধ আনে তাহাই কেবল

ঔষধ, তাহা সেবন না করিলে চিকিৎসা হয় না। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঔষধ ও চিকিৎসার সংজ্ঞা ও লক্ষণ অন্যরূপ প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন যে, যাহা ব্যবহার করিলে রোগ আরোগ্য হয় তাহাই প্রকৃত ঔষধ এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে রোগী সুস্থতা লাভ করে তাহাই প্রকৃত চিকিৎসা। বিশুদ্ধ জল বায়ু সুনিদ্রা, এ সকলকে ঔষধ বলিয়া গণ্য করা কবা কর্ত্তব্য। মিষ্টালাপ দ্বারা রোগীর মনোরঞ্জন করাকে সুচিকিৎসা বলিয়া গণনা করা উচিত। সুতরাং ডাক্তার খানার ঔষধ না খাইলেই যে চিকিৎসা হইবে না তাহা নহে। যাহাহউক হামরোগকে উপেক্ষা করা কখনই উচিত নহে।

হামের লক্ষণ প্রথমে অত্যন্ত জ্বর, গাত্র বেদনা, বমনোদ্বেগ, কাহার কাহার বমনেচ্ছা হয় না। কোষ্ঠ বদ্ধ, কাহার কাহার উদরাময় হয়। কোন কোন বালকের আক্ষেপ ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। হাম বহির্গত না হইলে জ্বর হ্রাস হয় না। জ্বরের তিন দিন পরে হাম বহির্গত হয়, কোন কোন বালকের ৭।৮ দিন পরে বহির্গত হয়। প্রথমে কপালে দাড়িতে মুখে বহির্গত হয়, পরে অন্যান্য অঙ্গে বাহির হয়। হাম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে এক একটা হামের পরিমাণ এক বুরুলের ১২ ভাগের এক ভাগ। অনেক গুলি হাম একত্রীভূত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করে।

হাম জ্বরকে বসন্ত জ্বর হইতে প্রভেদ করা কর্ত্তব্য। বসন্ত জ্বরে মস্তকে ও পৃষ্ঠ দেশে অত্যন্ত বেদনাও বমনেচ্ছা হইয়া থাকে। বসন্তের গুটি যখন বহির্গত হয় তখন টিপিলে ছিটা গুলির ন্যায় বোধ হয়। হামের লক্ষণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। উপসর্গ। শ্বাসবদ্ধকাশ (ক্রুপ্), আক্ষেপ, মূর্চ্ছা, মস্তকে রক্তাধিক্য, উদরাময় ইত্যাদি। ইহার একটীও সামান্য নহে।

হামজ্বর অনুভব হইলে জ্বর রোগের ঔষধ প্রদান করিবে না। হাম বাহির হইবার পূর্ব্বে জ্বর ত্যাগ হইলে বালক নানা পীড়ায় আক্রান্ত হয়। অবশেষে প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা। হাম বাহির হইতে বিলম্ব হইলে এবং শরীর শুষ্ক বোধ হইলে গরম জল দ্বারা গাত্র মুছাইয়া দিবে এবং তৎক্ষণাৎ শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা গাত্র মুছাইবে, নতুবা গাত্রে জল বসিয়া কাশ রোগ হইবে। সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পিরাণ দ্বারা গাত্র আবৃত রাখিবে।

হাম বাহির হইলে পরও যদি জ্বর কিম্বা অন্য পীড়া থাকে ডাক্তার আনাইয়া তাহার চিকিৎসা করাইবে। অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে শীতল জল কিম্বা বরফ জল আশ মিঠাইয়া খাইতে দিবে। চক্ষু লাল হইলে এবং এলো মেলো বুকনি, কিম্বা আক্ষেপ থাকিলে মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া সর্ব্বদা বরফ দ্বারা কিম্বা সির্কা জল দ্বারা মস্তক আর্দ্র রাখিবে এবং যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তাহার চেষ্টা করিবে ও বলকারক ঔষধ ও পথ্য দিবে। মাংসের জুস অত্যন্ত উপকারী। শ্বাস বন্ধ কাশ হইলে ঐ রোগের চিকিৎসায় যেরূপ বিধান করা হইয়াছে সেইরূপ করিবে।

এইকথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, হাম বহির্গত না হইলে অত্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা। শরীরের গ্লানি বাহির করিবার জন্য পরমেশ্বর হাম রোগের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অধিকার বিস্তার।

১৭৫৭ অব্দের ২৩ এ জুন ইংরেজদের অতি স্মরণীয় দিন। সেইদিন পলাসীর যুদ্ধে ইংরেজেরা বাঙ্গলার নবাব সেরাজুদ্দৌলাকে পরাজয় করিয়া এদেশের প্রকৃত অধীশ্বর হন। কিন্তু তাঁহারা অতি চাপা লোক, যতদূর বাহিরে ভদ্রতা রক্ষা হয় তাহাতে কখন ত্রুটী করেন না। তাঁহারা নবাবের সেনাপতি মির্জাফরকে নবাব করিবেন বলিয়াছিলেন, ফলেও তাহা করিলেন। এদেশে একবৎসর পূর্ব্বে ইংরেজদিগের কি অবস্থা ছিল এবং এখন কি হইল ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ১৭৫৬ অব্দের জুন মাসে কলিকাতা লুণ্ঠিত ও ভস্মসাৎ হয়, তাহার ইউরোপীয় অধিবাসীরা হত হয় এবং বাঙ্গলাতে কোম্পানীর অধিকার সমূলে ধ্বংস হয়। ১৭৫৭ অব্দের জুন মাসে ইংরাজেরা রাজধানী পুনরায় অধিকার করিলেন, তাঁহাদের ইউরোপীয় বিপক্ষদিগকে নিঃশেষ করিলেন এবং আড়াই কোটী লোকের বাসস্থল বাঙ্গলা মুলুকে স্বপক্ষ একব্যক্তিকে সুবাদার করিলেন। যাহাহউক আপাততঃ তাঁহারা রাজা নাম লইলেন না, কেবল ক্ষতি পূরণ স্বরূপ পূর্ব্বে যে ২ কোটী ২০ লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন, তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মিরজাফরের

নামে রাজত্ব চলিতে লাগিল, তাঁহারা প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে সাহায্যদান করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক সকল ক্ষমতা তাঁহাদের মুঠার মধ্যে ছিল। ১৭৬০ অব্দে মির্জাফরকে শাসনে অক্ষম দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং তাহার জামাতা মির কাসিমকে নবাব করিলেন। মির কাসিম পুরস্কার স্বরূপ কোম্পানিকে মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম এবং বর্দ্ধমান এই তিন জেলা দান করিলেন, সমুদয় বাঙ্গলার যত রাজস্ব এই কয় জেলায় তাহার তৃতীয় অংশ ইংরেজদের হস্তগত হইল। মির কাসিম অতি ক্ষমতাবান্ ও তেজীয়ান ছিলেন। কোম্পানি বিনা মাস্থলে বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানী করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, তাহাদের কর্ম্মচারী ইংরেজেরা সেই সুযোগে আপনারা ফাঁকি দিয়া বাণিজ্য করিতেন। মির কাসিম এই অন্যায় ব্যবহার নিবারণ করিতে গিয়া ইংরেজদের কোপে পড়িলেন। ইংরেজদেব সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। নবাব নানা স্থানে হারিয়া শেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরেজেরা বৃদ্ধ মির্জাফরকে আবার সিংহাসনে বসাইলেন এবং ঠিক্ অনুগত হইয়া চলিবেন স্বীকার করাইয়া লইলেন। ইতিমধ্যে মির কাসিম আউডের নবাব সুজা উদ্দৌলাব শরণাপন্ন হন। ইনি দিল্লীর সম্রাটের উজীর অথব প্রধান মন্ত্রী। ১৭৬৪ অব্দের অক্টোবর মাসে বক্সারে একটী যুদ্ধ হয়। তাহাতে আউডের নবাব, বাদসাহ এবং মির কাশিম তিন জনেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ইংরেজদের নিকট পরাজিত হইলেন। নবাব উজীর তৎপরে কাল্পীর যুদ্ধেও হারিয়া যান। উজীর দিল্লীশ্বর অপেক্ষাও ক্ষমতাবান্ ছিলেন, এই দুই যুদ্ধে ইংরেজেরা তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। সম্রাট স্বয়ং তাঁহাদিগের শিবিরে গিয়া আপনাকে পদস্থ রাখিবার প্রার্থনা করিলেন। ১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট আলাহাবাদে ক্লাইবের সহিত বাদসাহ সা আলমের এক সন্ধিপত্র হইল, তাহাতে সম্রাট দিল্লী ছাড়া করা ও এলাহাবাদের অধিকার পাইলেন এবং ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্ব পাইবেন এই নিয়মে ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ, বেহার ও উড়িষ্যা ইজারা দিলেন। তৎকালে দিল্লীর সম্রাটের ক্ষমতা থাকুক্ না থাকুক, তাঁহার সনন্দ ব্যতীত ভারতবর্ষে কাহার কোন স্বত্ব গ্রাহ্য হইত না। ইংরাজেরা এই স্বত্ব পাইয়া ন্যায়মতে ভারতবর্ষের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। উজীর

[illegible] সহিতও সন্ধি হইল এবং তিনি পুনরায় আউড [illegible] [illegible]। এখন পশ্চিমে মারহাট্টাগণ এবং দক্ষিণে মহীশূরের রাজা [illegible] [illegible] ভারতের মধ্যে ইংরেজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ রহিল না।

এদিকে ১৭৬৫ অব্দে নবাব মির্জাফরের মৃত্যু হইল। কলিকাতার কৌন্সেল সভা তাঁহার পুত্র নাজিম উদ্দৌলাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কিন্তু শাসনের মূল ক্ষমতা সকল স্বহস্তে রাখিলেন। কিছুদিন মধ্যে ইংরেজেরা দেখিলেন সময় হইয়াছে। তখন তাঁহারা নবাবের বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং সমুদয় শাসন ভার স্বহস্তে লইয়া মুরসিদাবাদের পরিবর্ত্তে কলিকাতাকেই রাজধানী করিলেন। কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিবার ফল এত দিনে ফলিল।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

(১০৪ সংখ্যা ৩৬৬ পৃষ্ঠার পর।)

কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় জানিবার [illegible] উপায় এই—যে ব্যবহার দ্বারা উভয়ের মনে সন্তোষ হয় তাহাই [illegible]। জগদীশ্বরের নিয়ম এই যে সৎকর্ম্ম করিলেই হৃদয়ে আনন্দ অনুভব [illegible], যাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা যায়, তিনিও প্রীতিলাভ করেন। [illegible] কল্পনা করিলে মনে ভয় হয়; কর্ম্ম সম্পাদন করিলে অশেষ বিধ অনুতাপ হয়; অপরের নিকট প্রকাশিত হইলে লজ্জাবোধ হয়; এবং যাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করা যায় তাহার অপকার ও মনের কষ্ট হয়। জগতের মঙ্গলই জগদীশ্বরের নিয়ম সমুদায়ের উদ্দেশ্য, সেই মঙ্গল সাধনে যাহাতে বিঘ্ন হয় তাহাই তাঁহার নিয়মবিরুদ্ধ এবং তাহাই অকার্য্য। কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা এই রূপ সহজ, তথাপি নানাবিধ ভ্রমবশতঃ সেই বিবেচনার [illegible] জন্মে এবং অনেক কষ্টেও অনেকের কার্য্যাকার্য্যবিষয়ে চৈতন্য হয় না, এই জন্যই এত [illegible] ও [illegible]।

কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা [illegible] বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে গৃহী ব্যক্তির নিজের [illegible] [illegible] বিষয় [illegible]

সামান্য হিতোপদেশ শিক্ষা করা এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে অভ্যাস নিতান্ত আবশ্যক, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মনুষ্য স্বভাবতঃ যে রূপ হীনশক্তি, তাহাতে তিনি নিজের বলবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এই জন্য শাস্ত্রে বলে,

দৈবোপি ভাবয়েৎ পশ্চাৎ মানুযোপি নসংশয়ঃ।
অন্যোন্যভাবনা কার্য্যা সস্তেয়ী যোন ভাবয়েৎ॥

অগ্রে দেবচিন্তা অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তা, পশ্চাৎ পুরুষকার চিন্তা অর্থাৎ আত্ম চেষ্টা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। উক্ত পর্য্যায়ক্রমে এই দুইচিন্তা যে ভাবনা না করে, তাহাকে শাস্ত্রকারেরা স্তেয়ী পুরুষ অর্থাৎ চোর কহিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ ঈশ্বরে মতি না থাকিলে লোকের চিত্ত স্থির থাকে না এবং কি ভাল, কি মন্দ বুঝিতে পারে না। জগদীশ্বরের ইচ্ছাতেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে এইটি মনে করিয়া দৈবচিন্তা করিবে, এবং মনুষ্যের উদ্যোগ ব্যতীত কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না এই রূপ মনে করিয়া পুরুষকার চিন্তা করিবে। সকল ধর্ম্মের মূল এই যে ঈশ্বরে প্রীতি কর ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর।

প্রেম তরু পুষ্পে সুখ সুধার সঞ্চার:
চয়ন করিতে তাহা হও শুদ্ধাচার।
আত্মা সহ প্রেম জেন পুষ্প সচন্দন।
পরমেশ পদে নিত্য কর সমপণ॥
সে চরণামৃত নিত্য যেবা করে পান।
নিখিল সন্তাপে সেই পায় পরিত্রাণ॥
হৃদয় উদ্যানে যার সে পুষ্প বিকাসে।
অলিসম সব সুখ ভ্রমে তার পাশে॥

সত্য এবং দয়া সকলের প্রধান ধর্ম্ম। সত্যবচন, অঙ্গীকার প্রতিপালন, ও অকপট ব্যবহারকে সত্যাচরণ কহাযায়।

বাক্‌চৈব মধুরশ্লক্ষ্ণা হৃদি হালাহলং বিষং।
বদত্যন্যং করোত্যন্যং দ্বাবেতৌ বিষমৌ স্মৃতৌ॥

অন্তরে গরল মুখে মধুর বচন।
বলে এক করে আর বিষম দুর্জন॥

পরোপকার, বিনয়, সর্ব্বজীবে সমভাব, পরনিন্দা বর্জ্জন, ক্ষমা, ইত্যাদি প্রধান প্রধান গুণ সমুদয়ই দয়ার অন্তর্গত। সত্য এবং দয়া এই দুই মূল ধর্ম্ম স্থির করিয়া গৃহীব্যক্তি সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইবেন।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

ব্রতসম নিষ্ঠাসহ সত্যের পালন।
করে সদা দীনপ্রতি দয়া আচরণ।
কাম ক্রোধে নিজবশে রাখে যে নিশ্চয়,
লোকে মানে তার সিদ্ধ ত্রিলোক বিজয়॥

সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

সত্যকথা হিতকর প্রিয় যদি হয়।
মৃদুভাবে কহিবেন সুধীর নিশ্চয়॥
নিজের প্রশংসা কিম্বা পরের নিন্দন।
সাবধানে করিবেন সর্ব্বদা বর্জ্জন॥

সর্ব্বেষামেব নিন্দাঞ্চ মনসাপি বিবর্জ্জয়েৎ।
যঃকুর্য্যাৎ সো ঽধমো পাপো নিন্দিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

লোকের নিন্দায় স্থান নাহি দিবে মনে।
অধম নিন্দিত পাপী পরছিদ্র গণে॥

যড়্ গুণালঙ্কৃতে সাধৌ দোষান্ মৃগয়তে খলঃ।
বনে পুষ্পসমাকীর্ণে শলভঃ কণ্টকানি চ॥

নানা গুণে গুণী যদি হয় সাধুজন।
খল তার করে তবু দোষ অন্বেষণ॥
নানা পুষ্পে বিভূষিত বনের ভিতরে।
শলভ কণ্টক মাত্র অন্বেষণ করে॥

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্রচ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥

ইহপর কালে হিত হয় প্রাণিগণে॥
এমন আচরে সাধু বাক্য কায় মনে।

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ।
হীনাচারপরীতাত্মা প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি॥

আচার পরম ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।
হীনাচারে কোন কালে নাহি শুভোদয়॥

শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিং তথান্তরং॥

বাহিরের অন্তরের শৌচ দ্বিপ্রকার।
মৃত্তিকা জলেতে হয় বাহ্যশৌচাচাব॥
ভাবশুদ্ধি দ্বারা হয় নির্ম্মল হৃদয়।
অভ্যন্তর শৌচ তাহে বুধগণে কয়॥

সামান্যতঃ যে সকল হিতোপদেশ বাক্য উল্লিখিত হইল, তাহাতে গৃহস্থ ও গৃহিণী উভয়েরই মনোযোগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু স্ত্রীজাতির একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, সেটি তাহাদের রসনা। নারীমাত্রেরই রসনাটী প্রায় মিষ্ট বটে, কিন্তু বড় চঞ্চল; উহাকে বশে রাখিতে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নবোঢ়া বধূদিগের কথা যেমন কর্ণগোচর হয়না, তেমনি অল্পকালমধ্যেই তাঁহাবা বহুভাষিণী হইয়া পড়েন। অনেকস্থলে যেখানে গৃহকর্ম্ম অধিক নহে অথবা সমস্ত কর্ম্ম করিতে না হয়, অর্থাৎ যে কোন কারণ বশতঃই হউক, যেখানে স্ত্রীলোকদিগের অবকাশ অধিক থাকে, সেখানে প্রায় নিশ্চয় দেখাযায়, যে তাহাদিগের কথোপকথনের বিষয় আত্মাভিমানপ্রকাশ ও পরনিন্দা। এটি তাহাদিগের স্বভাবের দোষ বলা যাইতে পারে না, ইহা তাহাদিগের শিক্ষা ও অভ্যাসেরই দোষ। [illegible] প্রতিসংসারেই শিক্ষিতা অপেক্ষা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের

সংখ্যা অনেক অধিক; সুতরাং তাহাদের কথোপকথন বিদ্যাবতী লোকের মনোগত হওয়া সম্ভব নহে। সেই সকল কথোপকথন কালে তাহাদিগের মনের হানি ব্যতীত উন্নতি হইতে পারে না। অতএব কর্ম্মের আধিক্য বা যে কোন প্রকারেই হউক, তাহাদের এরূপ কথোপ কথনেব জন্য যত অল্প সময় থাকে ততই ভাল। তাহাদের অধিক কথাই সংসারের অনেক কলহের মূল। রসনার উপর তাহাদের শাসন না থাকাতে স্বভাবতঃই মিথ্যাকথার বা পরনিন্দার সূত্রপাত হয়, এবং কথা এক বাব উক্তদোষে দূষিত হইলে তাহার প্রবাহের আর সীমা থাকে না। কথাতেই কথা বাড়ে; এবং যেমন ঢিলটী ছুড়িলে আর আপনার বশ নহে, তেমনি কথাও কহিলে আর গিলিবার নহে, অতএব কথার দোষেই অশেষ অনর্থ ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক মনে পাপ না থাকিলে, কথায় পাপ থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু নির্ম্মল মন কাহার কাছে? যে পরিমাণে লোকের মনে পাপ থাকে, সেই পরিমাণে যদি কথাও দূষিত হয়, তাহা হইলে সংসারে এক দণ্ডের নিমিত্তও শান্তি প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু সেরূপ যে ঘটে না তাহার কারণ কেবল সকল সময়ে রসনা অন্তরের গরলকে কথা দ্বারা প্রকাশ করে না, অন্তরের গরল অন্তরেই থাকে। যদিও কথায় এক প্রকার ও কার্য্যে অন্য প্রকার হওয়া নিতান্ত গর্হিত; তথাপি যে সকল কথায় হলাহল বর্ষণ হইয়া সংসারের শান্তি নাশ করে, সে কথা গোপন রাখিয়া ক্রমশঃ হৃদয়ের হলাহলই নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে অন্তরের ও কথার বৈসাদৃশ্য দোষ আর থাকিবে না। "আমার পেটে এক খানা, মুখে আর এক খানা নাই" এ গর্ব্ব করিয়া অন্তরের গরলোদ্গার করা অপেক্ষা, মনের ভাব মনে রাখিয়া এবং মনকে নির্ম্মল করিবার পর উক্ত রূপে হক্ কথা কহিয়া প্রিয় হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সত্য এবং প্রিয় বাক্য কহিবে, অপ্রিয় বাক্য সত্য হইলেও স্থল বিশেষে কহা কর্ত্তব্য, এবং স্থল বিশেষে অকর্ত্তব্য; এই দুইটি স্থল বিবেচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক। অসত্য কথা বা পরনিন্দা ইত্যাদি কারণে নানা প্রকার প্রমাদ ঘটিয়াই থাকে, কিন্তু তদ্ব্যতিরেকেও যথোচিত বিবেচনা না করিয়া কথা কহিলে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, অতএব [illegible]

অনেক অনর্থের মূল নিশ্চয় জানিয়া অতি সাবধানে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

রসনাকে দমন করা যেমন আবশ্যক, তেমনি আর একটি বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের সাবধান হওয়া উচিত। এ দোষটিও তাঁহাদের সুশিক্ষার অভাবে ঘটিয়া থাকে। দোষটি এই যে অন্যের কোন কথা তাহারা এমনি কুভাবে গ্রহণ করেন যে তাহার প্রকৃত ভাবের বিরূপ করিয়া প্রায় বিষম কলহ ঘটাইয়া তোলেন। অপরের অন্তঃকরণ যদিও দুষিত হয়, তথাপি যদ্যপি আমরা তাহা লক্ষ্য না করিয়া তাহার কথাকে যতদূর সদ্ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে ততদূর সদ্ভাবে গ্রহণ করি, তাহা হইলে কেবল যে আমরা উপস্থিত কলহের কারণকে নিবারণ করি এমন নহে, তদ্দ্বারা আমরা তাহার দুষিতান্তঃকরণকে যথেস্ট পরিমাণে সংশোধিত্ত করিতে সক্ষম হই। এরূপ সদাচরণের ফল এমন ঘটিতে পারে যে সেই ব্যক্তি তাহার নিজের মনের পাপ জানিতে পারিয়া এবং অন্যে তাহার কথার সদ্ভাব গ্রহণ করে ও তাহার নিকট সদাচরণ প্রত্যাশা করে দেখিয়া লজ্জিত হয়, এবং তাহার নিজের দোষ সংশোধন করিতে অধিক যত্নবান্ হইতে পারে।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

সু। মা, দোলের সময় সকল ছেলে পিচকিরী লয়ে খেলা করে দেখে আমরা একটী পিচ্‌কিরী কিনে এনেছি। পিচকিরীর মুখ জলে রেখে বাঁটটী ধরে টানিলেই কেমন জল উঠিয়া থাকে, আবার বাঁটটী ঠেলিলেই জল কেমন জোরে বাহির হয়!

মা। পিচ্‌কিরী লয়ে খেলা করিতে তোমাদের এত আমোদ হয়; কিন্তু হইাতে জল কেমন করে উঠে বলিতে পার?

সু। আমার বোধ হয় বাঁট জল টানিয়া লয়, তাই পিচকিরিতে জল উঠে।

মা। পূর্ব্বকালে অজ্ঞান লোকে

মনে করিত, জন্তুরা যেমন মুখ দিয়া জল পান করে, পিচ্‌কিরী তেমনি জল পান করিয়া থাকে, তোমারও যুক্তি সেইরূপ দেখিতেছি।

সত্য। পিচ্‌কিরী কি জন্ত তাই পেট ভরিয়া জল খাইবে? আমার বোধ হয় শূন্য স্থান খালি পড়িয়া থাকিতে পাবে না। হয় তাহাতে বাতাস নয় জল, নয় আর কোন বস্তুতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিবে। পিচ্‌কিরীর মুখ জলে রাখিয়া যখন তার বাঁট টানা যায়, তখন তার ভিতর কিছুই থাকে না—এইজন্য জল উঠিয়া শূন্য স্থান অধিকার করে।

সু। বাঁট টানিলে পিচ্‌কিরীর নলের ভিতর কি বাতাস থাকে না?

মা। নলের এক মুখ জলে বন্দ আর এক মুখ বাঁটের দ্বারা বন্ধ, তার ভিতর কেমন করিয়া বাতাস যাইবে? কিন্তু সত্য যা বলিল সেটীও ভ্রম। সেকেলে পণ্ডিতদের এইরূপ মত ছিল। তাঁহারা বলিতেন "স্বভাব শূন্য স্থানকে ঘৃণা করেন।" গালিলিও নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত এইরূপ যুক্তি ধরিয়া পিচকিরীতে জল উঠে কেন বুঝাতে দেছিলেন। কিন্তু একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া তাঁহার মতের ভুল দেখাইয়া দিল।

সত্য। মা! কি রকম ঘটনা বল না?

মা। ইটালী দেশের পিসা নগরে গালিলিও বাস করিতেন। সেই খানে খুব উঁচু একটী জলের নলে ৩২ ফিটের (২১হাতের) অধিক জল কোন মতে উঠে নাই, নলের অবশিষ্ট ভাগ শূন্য পড়িয়াছিল। 'স্বভাব শূন্য স্থান ঘৃণা করেন, তবে এখানে শূন্য স্থান ভাল বাসিলেন কেন? ইহা দেখিয়া সকলে বড় চমৎকৃত হইলেন এবং গালিলিওর নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি স্বয়ং অনেক করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন "স্বভাব শূন্য স্থান ঘৃণা করেন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এটী পৃথিবীর উপরে ৩২ ফিট অর্থাৎ ২১ হাত পর্য্যন্ত। তার উপরে শূন্য স্থান থাকিলে স্বভাবের কোন আপত্তি নাই।" এ মতটী যে মিথ্যা পরে ঠিক্ জানা গেল।

সু। সে কি মা, ২১ হাতের উপরে জল কি উঠে না?

মা। ২১ হাতের (৩২ ফিটের) বেশী লম্বা যদি পিচকিরি কি নল

কর, তাহার মধ্যে ৩২ ফিট অবধি জল উঠিয়া থামিয়া যাইবে, আর কোন মতে উঠিবে না।

সত্য। এ বড় আশ্চর্য্য! শূন্য স্থান খালি পড়িয়া থাকিবে তাহাতে জল উঠিবে না? মা, ইহার কারণটী কি বল না?

মা। জল যখন পিচকিরী কি নলের ভিতর উঠে, তখন নল জল-পান করে না, স্বভাব শূন্য স্থান ঘৃণা করে বলিয়া জল যে তথায় দৌড়িয়া যায় তাহাও নহে। বাহি-রের বাতাসের চাপে নলের মধ্যে জল ঠেলিয়া দেয়।

সু। বাহিরের বাতাস ত সর্ব্ব-ক্ষণ আছে। কৈ সুধু সুধু একটা নল কি পিচকিরী জলে রাখিলেই জল তাতে উঠে না?

মা। পিচকিরীতে জল উঠে কেন দেখ। পিচকিরীর মুখ জলে রাখিয়া যখন বাঁটটী টানিয়া লও, তখন তাহার ভিতরে বাতাস রহিল না। জলের উপর বাহিরের বাতাসের চাপ রহিয়াছে, তাহাতে জলকে চারিদিকে সমান রূপে ঠেলিতেছে। পিচকিরীর ভিতর শূন্য সুতরাং সে দিকে জলের উপর বাতা-সের কোন চাপ না থাকাতে জল কাজে কাজে সে দিকে উঠিয়া পড়ে। একটা কাদার তাল, কি তুলার বস্তার যদি চারিদিকে চাপিয়া একটী দিকে অল্প স্থান খালি রাখিয়া দেও, কাদা বা তুলা সেই দিকেই লম্বা হইয়া পড়িবে। জলের তেমনি সব দিকে বাতাসের চাপ রহিল, কেবল একদিকে রহিল না, ইহাতে সেই স্থানে জল ফুলিয়া উঠিবে তার আর সন্দেহ কি?

সত্য। তবে জলের উপর কোন স্থান যদি বাতাস শূন্য করা যায়, বাহিরের বাতাসের চাপে সেই খানে ৩২ ফিট জল কি উঁচু হইয়া উঠিবে?

মা। আমাদের মাথার উপর ও চারিদিকে যে বায়ু মণ্ডল আছে; ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে তাহার ভার আমরা বোধ করি না, কিন্তু তথাপি সকল বস্তুর উপর তাহার চাপ রহিয়াছে। যদি সমুদায় বায়ু মণ্ডলটী সরাইয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে সমুদ্র, নদী পুষ্করিণী সকলের জল এখনি ৩২ ফিট উঁচু হইয়া উঠিবে।

সু। জল যদি ৩২ ফিট উঁচু হইয়া উঠে, তা হলে ত আমাদের ঘর দোর সব ভাসিয়া যায়। বাতাস এমন করিয়া জল চাপিয়া রাখি-

যাছে? আমরা এর কিছুই জানিতাম না।

মা। যে গালিলিও পণ্ডিতের কথা বলিয়াছি, তাঁহার শিষ্য টরিসেলি বাতাসের এই আশ্চর্য্য গুণটী আবিষ্কার করেন। তিনি ভাবিলেন, বাতাসের চাপে জল যদি ৩২ ফিট উঠে, জলের অপেক্ষা হালকা বস্তু অধিক দূরে উঠিবে এবং ভারী বস্তু কম দূরে উঠিবে। কারণ সমান জোরে ঠেলিলে ভারী অপেক্ষা হালকা বস্তুকে অধিক দূরে লইয়া যাওয়া যায়। পারা জল অপেক্ষা প্রায় ১৩ গুণ ভারী জানা ছিল; সুতরাং তিনি মনে করিলেন বাতাসের চাপ না থাকিলে নলের ভিতর জল যদি ৩২ ফিট উঠে, পারা জলের ১৩ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ২৮ বুরুল মাত্র উঠিবে। তিনি ৩ ফিট লম্বা একটী কাচের নলে পারা পূরিয়া তাহার নীচের মুখ আগুনে গলাইয়া বন্ধ করিয়া আঁটিলেন; পরে উপর মুখে অঙ্গুলি দিয়া চাপিয়া নলটী উলটাইয়া এক পাত্র পারার উপর আস্তে আস্তে ডুবাইয়া ধরিলেন। দেখিলেন, নলের পারা পাত্রে নামিয়া পড়িয়াছে, কেবল ২৮ বুরুল পারা নলে রহিয়াছে এবং নলের উপরভাগ শূন্য। এখন তাঁহার মনে বাতাসের চাপের বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু পরে পাস্‌কাল নামে আর একটী পণ্ডিত এবিষয় আরও নিঃসংশয় রূপে সপ্রমাণ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, পৃথিবীর উপর বাতাসের ভারে পারাকে যদি ২৮ বুরুল চাপিয়া রাখে, কোন পর্ব্বতের উপর উঠিলে কতক বাতাস নীচে পড়িয়া থাকিবে; সুতরাং পর্ব্বতের উপর বাতাসের ভার কম হইয়া পারাকে কম চাপিবে। তিনি পাহাড়ের উপরে উঠিয়া দেখিলেন, যা ভাবিয়াছিলেন ঠিক্ হইল— সিসির মধ্যে পারা ২৮ বুরুল অপেক্ষা কম উঠিল। ইহাতে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বাতাসের চাপেই জল পারা সকলে যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে শূন্য নলে উঠিয়া থাকে, সে বিষয় তিনি সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিলেন।

সত্য। মা! এক পিচকিরী থেকে এত কৌশল বাহির হইল, অথচ আমরা তার বিষয় কিছুই ভাবি না, কেবল খেলা করিয়া আমোদ হয় তাই করি!

সু। আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে। বাতাস জল চাপিয়া ত কম কাণ্ড করছে না। বাতাসের জোর না থাকিলে সমুদ্র আজ এখনি পর্ব্বতের মত উথলিয়া সৃষ্টি নাশ করিত!

বামাহিতৈষিণী সভার সাংবৎসরিক উৎসব।

আমরা গত বৎসর বৈশাখ মাসের বামাবোধিনীতে যে বামাহিতৈষিণী সভা সংস্থাপনের বিষয় সাধারণকে অবগত করিয়াছি, বৎসরান্তে এই বৈশাখে তাহার সাংবৎসরিক উৎসব যথা নিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে। মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছীস্থ উদ্যানে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে অনেক গুলি ব্রাহ্মিকা ও হিন্দু-রমণী উপস্থিত ছিলেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সভ্যাগণের কয়েকটী বক্তৃতা এবং সভাপতির সারগর্ভ উপদেশের মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রকটন করিলাম, ইহা পাঠ করিলে আমাদিগের পাঠিকাগণ এই সভা দ্বারা কি প্রকার উপকার দর্শিতেছে কতক পরিমাণে জানিতে পারিবেন।

সভ্যাগণের বক্তৃতা।

অদ্য কি শুভদিন! অদ্য আমাদের বামাহিতৈষিণী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন! ১২৭৮ শালের ১৭ই বৈশাখ শুক্রবার এই সভা সংস্থাপিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির নিমিত্ত ভক্তিভাজন বামাহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং স্ত্রীনর্ম্মাল ও বয়স্থা বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়দ্বয় ইহা স্থাপন করেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে এই সভার তাবৎ কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা সমস্ত ভার গ্রহণে অসমর্থ হওয়াতে ইহাতে তাঁহাদিগকে কোন কোন অংশে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। এই সভার স্থাপন অবধি এই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কেশব বাবু ইহার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিতেছেন। নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রীগণ লইয়াই প্রথমতঃ সভা সংগঠিত হয়, তাঁহারাই ইহার সভ্য শ্রেণী রূপে পরিগণিত হয়েন। ১৩। ১৪ জন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে ২৪। ২৫ জনে পরিণত হইয়াছে। সভাপতি এপর্য্যন্ত যে সকল বিষয় বলিয়াছেন নিম্নে তাহাদের নাম লিখিত হইল।

১ প্রকৃত শিক্ষা,
২ প্রকৃত স্বাধীনতা,
৩ স্ত্রীলোক দিগের নিরুদ্যম ও উৎসাহ হীনতা,
৪ লজ্জা,
৫ বিনয়;
৬ অভ্যর্থনা,
৭ সভ্যতা,
৮ পরিচ্ছদ,
৯ নম্রতা,
১০ অহঙ্কার;
১১ ক্রোধ,
১২ গৃহকার্য্য,

১৩ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, ১৪ হিংসা, ১৫ ভগ্নীভাব, ১৬ দয়া।

এই সভার কার্য্য প্রণালী যদিও তত বিস্তৃত নহে, তথাপি আনন্দের বিষয় এই যে ইহার প্রতি কোন কোন স্ত্রীলোকের বিশেষ যত্ন আছে এবং ইহা দ্বারা অনেকে কিছু কিছু উন্নতিও লাভ করিয়াছেন। সভার নিয়মিত সভ্যাগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন।
" সৌদামিনী কাস্তগিরী।
" সৌদামিনী মজুমদার।
" যোগমায়া গোস্বামী।
" সারদাসুন্দরী ঘোষ।
" বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়।
" সরলা সুন্দরী দাস।
" সুশীলা সুন্দরী দাস।
" জগত্তারিণী বসু।
" ভবতারিণী বসু।
" কৃষ্ণবিনোদিনী বসু।
" জগন্মোহিনী রায়।
" কৈলাসকামিনী দত্ত।
" অন্নদায়িনী সরকার।
" কৃষ্ণকামিনী দেব।
" মহামায়া বসু।

ইহাভিন্ন সময়ে সময়ে অনেকের ইহাতে সমাগম হইয়াছে।

শ্রীরাধারাণী লাহিড়ী।
সম্পাদক।

আমাদের ক্ষুদ্র বামাহিতৈষিণী সভা এক বৎসর কাল হইল সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা যখন স্থাপন করা হয় তখন আশা ছিল না যে ইহা স্থায়ী হইবে এবং ইহাতে কেহ উৎসাহ দান করিবেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদিগকে একেবারে নিরাশ হইতে হয় নাই। অনেক ভগিনী এই সভার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, সময়ে সময়ে অনেকে উপস্থিত হইয়া সভার আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এরূপ সভা স্থাপনে যে কিছু উন্নতি লাভ হইয়াছে তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা মূর্খতা ও কুসংস্কারের মধ্যে অবস্থিত এবং পুরুষদিগের কর্ত্তৃক ইতর জন্তুর ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের সমুদয় জীবন কেবল সাংসারিক অতি নিকৃষ্ট কার্য্যে অতিবাহিত হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি অনেক জ্ঞানীর চক্ষু তাঁহাদিগের উপর নিপতিত হইয়াছে। সমাজসংস্কারকেরা ইহাকে বঙ্গদেশের দুর্দ্দশা দুর্গতির প্রধান কারণ বলিয়া যাহাতে এই ঘোরতর বিপদের নিবারণ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এমন কি শত যোজন দূরবর্ত্তী ইংলণ্ড বঙ্গের এই অবস্থা দর্শনে স্থির থাকিতে সক্ষম হইতেছেন না। তাহার শত শত নারী এই অবস্থায় [illegible] অবস্থার [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] জাগিত [illegible]

পিতা, মাতা ভগিনী, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ও প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ করতঃ অপার নীরনিধি অতিক্রম করিয়া চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্গমহিলাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানের ও ধর্ম্মের আলোক প্রকাশ করিতে আপনাদিগের সমুদয় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, আমাদের স্বদেশস্থ অনেকেও এ বিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন। ভগিনীগণ! এখনও কি আমরা নির্জীব ও নিরুৎসাহ হইয়া থাকিব? এত দেখিয়াও কি আমাদের জ্ঞান হইবে না? চিরকালই কি এই ভাবে যাইবে? পান, ভোজন ভিন্ন কি আর কিছু শিখিব না? অলস হইয়া নিদ্রা যাওয়াই কি আমাদের জীবনের প্রকৃত সুখ? হে বঙ্গ মহিলাগণ! তোমরা নিশ্চয় জেনো যে আর ঘুমাইবার দিন নাই। প্রিয়তম বঙ্গদেশের সুখ দুঃখ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা যদি বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতে চাও, যদি আপন আপন পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্রদিগকে সুখী করিতে চাও, যদি যথার্থ নারী নামের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমাদিগের নিকট দুঃখিনী বঙ্গমাতার—তোমাদের প্রিয়তম বন্ধু বান্ধবের হৃদয়ের প্রার্থনা যে তোমরা উৎসাহী হইয়া একমনে জ্ঞান উপার্জ্জনে নিরত ও ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হও। ভারত দেখুক, বঙ্গদেশ দেখুক এবং স্বামীরাও দেখুন যে স্ত্রীলোক পশু নয়, জড় পদার্থ নয়, ভূমণ্ডলের কণ্টক নয়; কিন্তু এই অশেষ দুঃখ সংকুল পৃথিবীর ও সন্তাপিত পরিবারের হৃদয়শীতলকারী বন্ধু। ভগিনীগণ! সকলেই বোধ হয় জ্ঞাত হইয়াছেন নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা- বলিতে কি, নারীদিগের সমুদয় বিষয় লইয়াই সম্প্রতি মহা আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু কি কর্ত্তব্য কিছুই অবধারিত হইতেছে না। কেহ বা উৎসাহের স্রোতে পড়িয়া কর্ত্তব্যের অনুসরণে তত সফলমনোরথ হইতে পারিতেছেন না, কেহ বা আবার নির্জীব অসাড় হইয়া সেই কারাগার স্বরূপ অন্তঃপুরে চিরাগত কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারে নিপতিত রহিয়াছেন। আহা! এই উভয়বিধ অবস্থাই কি পরিতাপকর। ভগিনী সকল! এই সময় একবার চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক চিন্তাশক্তি উন্মোচন করিয়া আপন কর্ত্তব্য বুঝিয়া লও। প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইয়া জগৎকে দেখাও স্ত্রীলোক ভক্তির পাত্র, শ্রদ্ধার সামগ্রী; তাহারা পাদদলিত হইবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। সকলে স্বাধীন হও, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল আলোকে নারী জাতির হৃদয় অন্ধকারময় এবং তাহারা কলের পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে, একথা আর শ্রবণ করা যায় না।

ঐ

সম্মানাস্পদ প্রিয় ভগিনীগণ! অদ্য

আমাদের প্রিয় বামাহিতৈষিণী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে আপনাদিগের নিকট আমার যৎসামান্য কিছু বক্তব্য আছে। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে বঙ্গ কুলবালাদিগের বিদ্যালোচনার রীতি প্রচলিত ছিল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীন অবস্থাও ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে অবস্থা তিরোহিত হইয়া এই প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, যে স্ত্রীলোকে বিদ্যাশিক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদিগের আত্মার হওয়ার উন্নতি অবনতি কি? নারী জাতি সংসারে যাহা উত্তম রূপে সম্পন্ন করিবে, লজ্জাশীলা হইবে এবং গুরুজনের আজ্ঞাকারী থাকিবে, তাহা হইলে যথেষ্ট হইল। আমি ইহা স্বীকার করি যে সংসার কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারা এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তি রাখিয়া তাঁহাদের আজ্ঞাকারী থাকা, লজ্জাশীলা হওয়া এ গুণ সমূহ বামাগণের হৃদয়ের ভূষণস্বরূপ, কিন্তু নারী জাতি যদি চিরকাল বিদ্যা বুদ্ধিহীনা হইয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে তাঁহাদিগের দ্বারা এসমস্ত গুণ প্রকৃত রূপে সম্ভবিতে পারে? বঙ্গাঙ্গনাদিগের মধ্যে অনেকের এ প্রকার অনেক সদ্গুণ আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা আপনাদের জীবনে কোন উচ্চ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া, কি কর্ত্তব্য জ্ঞানে একটীও সদ্গুণের অনুকরণ করিতে সমর্থ হন না, আপনাদিগের উপর নির্ভর রাখিয়া কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হন না। তাঁহারা জানেন না যে সংসার ব্যতিরেকে তাঁহাদের জীবনের অন্য কোন উচ্চ উদ্দেশ্য আছে কি না। যাহা হউক এক্ষণে বঙ্গ মহিলাদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাদের উন্নতির জন্য অধিকাংশ সুবিজ্ঞ পুরুষের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে এবং স্ত্রীজাতিরাও আপনাদিগের দুঃখ বুঝিতে পারিয়া কিসে আত্মার উন্নতি হইবে ইহার জন্য পিপাসিত হইয়াছেন। আমাদিগের জ্ঞান উন্নতির জন্য বামাহিতৈষী ভ্রাতারা স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া আমাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষাদান করিতেছেন। পরে বামাকুলের সুহৃদ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সাহায্য ও উৎসাহে এবং আমাদিগের মধ্যে কতকগুলি ভগিনীর আগ্রহ ও যত্নে এই বামাহিতৈষিণী সভা সংস্থাপিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য এই যে কি প্রকারে আমাদিগের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে। এক বৎসর প্রায় নিয়মিত রূপে এই সভার কার্য্য সংসাধিত হইয়া আসিয়াছে। আনন্দের বিষয় এই সভাটি একবৎসর কাল নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইয়া নববর্ষে পদার্পণ করিতেছে। আমাদিগের প্রিয় সভাটীর সাম্বৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে স্বদেশীয় বিদেশীয় যে সকল ভগিনী উপস্থিত আছেন তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে আগামী বৎসরে এই বামাহিতৈ-

ষিণী সভাব উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবতী হন এবং আমাদিগকে উৎসাহ দান করেন।

সৌদামিনী মজুমদার।

সভাপতির মীমাংসা।

এই সভার সাম্বৎসরিক কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে সভাপতির কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য। সকল সভাতেই এই পদ্ধতি আছে এবং সেই পদ্ধতি অনুসারে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান সময় স্ত্রীজাতির উন্নতির অনুকূল সময়। চারি দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় স্ত্রীগণের মন প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং উন্নতির শুভ লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে। বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীগণের সাহায্যে বয়স্থা হিন্দুমহিলাগণ অন্তঃপুর মধ্যে জ্ঞান লাভ করিতেছেন, কুসংস্কার অন্ধকার দিন দিন তিরোহিত হইতেছে। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, মাতা শিশু সন্তানকে লালন পালন করিতে সক্ষম হন, কন্যা পিতার সেবা করিতে সমর্থ হন, স্ত্রী স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে ক্ষমতা লাভ করেন এরূপ চেষ্টা নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নিতান্ত আনন্দের ব্যাপার। এই আন্দোলনের তরঙ্গ প্রবল বেগে সমুদায় হিন্দু সমাজকে আঘাত করিতেছে, স্থির নিদ্রিতকে সচেতন করিয়া দিতেছে, নিরুৎসাহীকে উৎসাহিত করিতেছে, নিরাশকে আশা দিতেছে। এসমুদায় আন্দোলনের পরিণাম কি হইবে কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে, এই আন্দোলনে প্রবাহিত হইয়া হিন্দু সমাজতরী কোথায় গিয়া অবশেষে উপস্থিত হইবে? যাহা হউক ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে ঈশ্বরকৃপায় পরিশেষে মঙ্গলই হইবে। আপাতত ইহাতে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইবে এবং কিছু কিছু অনিষ্টও হইতে পারে, কিন্তু শেষে নিশ্চয় মঙ্গল হইবে। মনুষ্যের নির্বুদ্ধিতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি বশতঃ অনিষ্টের সম্ভাবনা, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় আমরা বিশ্বাস করি শেষে সকলে মেঘ কাটিয়া যাইবে এবং জন-সমাজের মঙ্গল হইবে।

স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন প্রকৃতি। উভয়ের স্বভাব ভিন্ন এবং অধিকারও ভিন্ন। দুই জনেরই উন্নতি পথে চলিবার অধিকার এবং উভয়েরই তদুপযোগী স্বভাব আছে। কিন্তু এ অধিকার ভিন্ন; যদিও পরিমাণে সমান। অধিকার প্রকৃতি ও স্বভাব অনুসারে। সাহস ও বলসাপেক্ষ কার্য্যে পুরুষ জাতির অধিকার; দয়া মমতার কার্য্য স্ত্রী জাতির কোমল প্রকৃতির উপযোগী। যখন স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, তখন তাহাদের উন্নতি সাধনের চেষ্টাও এ দেশে বিভিন্ন হওয়া উচিত। স্ত্রী জাতির উন্নতি সাধন ভিন্ন

ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ বিদ্যাশিক্ষা; ২ গৃহের সুনিয়ম সংস্থাপন; ৩ জনসমাজে স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, ভারতবর্ষের কোন স্থানে স্ত্রী শিক্ষার বিশুদ্ধ প্রণালী সংস্থাপিত হয় নাই। কেবল ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতির আলোচনাতে স্ত্রী জাতির উন্নতি হয় এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। স্ত্রীজাতিকে স্ত্রী জাতীয় সদ্গুণে উন্নত করিতে হইবে, পুরুষ জাতীয় গুণে তাহাদিগকে উন্নত করিলে উন্নতি না হইয়া অবনতিই করা হইল। স্ত্রীজাতির যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা ও মধুরতা রক্ষা করিতে হইবে। কাঁঠালকে আম্র বা আমড়াকে নিম করিলে তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। প্রকৃতি বিনাশ উন্নতি নহে। প্রকৃতি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দেখা উচিত যে প্রকৃতিসঙ্গত শিক্ষা হইতেছে কি না? গৃহকার্য্য সম্পাদন, পিতা মাতার সেবা, সন্তান পালন, পুরুষগণ সহ সমুচিত ব্যবহার এসকল বিশেষরূপে শিক্ষা করা উচিত। ইতিহাস অঙ্ক ন্যায় প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত হওয়া যায়, দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে বিদায় লাভ করা যায়, এক এক জন স্ত্রী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারেন; কিন্তু ইহা স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বিশুদ্ধ স্ত্রী, বিশুদ্ধ মাতা, বিশুদ্ধ কন্যা, বিশুদ্ধ ভগ্নী হওয়া স্ত্রীজাতির জ্ঞান লাভের এই লক্ষ্য। স্বামী, কন্যা, মাতা ও ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য না জানা নারীদিগের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় মূর্খতা। কেবল ইতিহাস, ভূগোল পড়িলে তোমরা কৃতবিদ্য বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারিবে না। ব্যাকরণে সন্ধি শিখিয়াছ বটে, কিন্তু আপনার পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে এখনও সন্ধি স্থাপন করিতে পারিলে না। যেখানে গৃহ কার্য্যের সুশৃঙ্খলা নাই, বস্ত্র মলিন, শয্যা মলিন, শরীর অপরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব; যেখানে পিতা মাতা পুত্র কন্যা ইহাদিগের মধ্যে অসদ্ভাব, স্বামী স্ত্রীতে অপ্রণয় ও অসম্মিলন, সেখানে প্রকৃত স্ত্রী শিক্ষা নাই। যাহাতে পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সংসার ধর্ম্ম পালনে তাচ্ছিল্য ভাব দূর হইয়া তৎপ্রতি অনুরাগ হয় এরূপ জ্ঞান শিক্ষা অত্যাবশ্যক।

স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছি। আমাদিগের মধ্যে অসাধুভাব কত দিন থাকিতে পারে, কত দিন আন্দোলন চলিবে? এ সকল আন্দোলনে শুভ ফল প্রসূত হইবেই হইবে। দুই পাঁচ দিন আন্দোলন হইবে এবং আন্দোলন ভিন্ন উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? আমার বিশ্বাস উন্নতির তিন

নিকটস্থ আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে নিদ্রিত লোকদিগের চৈতন্য হইবে। বহুদিনের রোগ হইলে তাহার বিনাশ জন্য শক্ত ঔষধ দেওয়া আবশ্যক। যাঁহারা স্ত্রীলোককে অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখিতে চান, আমি তাঁহাদের দলে নই। স্বাধীন ভাবে প্রমত্ত হইয়া কর্ত্তব্যের দিকে যাঁহাদের দৃষ্টি নাই আমি সে দলস্থও নহি। জনসমাজ নূতন প্রণালীতে গঠিত হয় আমার ইচ্ছা, কিন্তু যদি এই নূতন গঠনে স্ত্রী জাতিকে আমরা যথাস্থানে রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। যে নৌকাতে স্ত্রী নিমগ্ন হইবেন, সেই নৌকাতে পুরুষও ডুবিয়া মরিবেন। স্ত্রীর আত্মা যে অস্ত্রে বিনাশ পাইবে, সেই অস্ত্রে স্বামীকেও বিনাশ পাইতে হইবে। প্রতি দিন আমরা সংসারে কি দেখিতে পাই? তোমরা যখন সুখী, আমরাও তখন সুখী। স্ত্রীর মুখ যে দিন ম্লান হইল, স্বামীর মুখও সে দিন ম্লান। স্ত্রীর সুস্থতা দর্শনে স্বামীর সুস্থতা। স্ত্রী মূর্খ, স্বামী পুস্তকে উচ্চজ্ঞান লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে স্ত্রীর কুসংস্কারে কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে; স্ত্রীর নিবুদ্ধিতা পদে পদে তাঁহাকে অসুখী করিবে। স্ত্রী স্বামীর অনুরূপ না হইলে তিনি কিরূপে সুখী হইবেন? সমুদায় উন্নতির পথে তিনি কণ্টক হইয়া দাঁড়াইবেন। সহধর্ম্মিণী হইয়া যিনি সকল বিষয়ে আমার সহায় হইবেন, তিনি তাহা না হইলে কেবল অশান্তি ভোগ সার হইবে। সংসারে অর্থ প্রচুর উপার্জ্জন করিলাম। কিন্তু যদি স্ত্রী পুরুষের মনের মিলন না থাকে তবে সকলই বিফল হইল। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এ দেশে এখন স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের মধ্যে যথার্থ মিলন নাই। জনসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটি কুসংস্কার অন্ধকার পূর্ণ, একটি জ্ঞানের আলোকে আলোকিত। এ বিভক্ত অবস্থাতে সাধারণের মধ্যে কষ্ট অনুভূত হইবেই হইবে। স্ত্রী ও স্বামীর একতা না হইলে কখন সমাজের প্রকৃত উন্নতি লাভ হইবে না, কেবল যাতনা ও অসুখ বৃদ্ধি পাইবে। তোমরা কোন্ প্রণালী অনুসারে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিবে তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ইহা না হইলে সংসার আমাদের নিকট যন্ত্রণা সাগর হইয়া থাকিবে এবং পরিশেষে উভয়কে ডুবিয়া মরিতে হইবে। পুরুষ উন্নত হইয়া দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার উন্নতির গাড়ী দৌড়িয়া যাইতে লাগিল। স্ত্রীকে ধরা ধরি করিয়া চারি পাঁচ দিন সঙ্গে লইলেন বটে, কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়া তিনি আর সঙ্গে যাইতে পারিলেন না; স্বামী অগ্রগামী হইয়া পড়িলেন, স্ত্রী আর দৌড়িয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারেন না। শেষে [illegible] জল ফেলা সার হইল। [illegible]

ব্যবধান হইয়া পড়িল যে ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল। মধ্য পথে স্ত্রীকে এখন কে রক্ষা করে? এরূপ হইলে সমাজ সংস্কার চলে না। বিবেককে সমাজ সংস্কারের মূলে রক্ষা করিতে হইবে। সমুদায় নীচ ইন্দ্রিয় কামনা বিবেকের শাসনে শাসিত হইবে। বিবেক যাহা বলিবেন, তাহাই করিতে হইবে। যদি বিবেকের আদেশে জাতি কুটুম্ব সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। এ দেশের পুরুষেরা এত অগ্রসর কি প্রকারে হইলেন? যেই বিবেক বলিলেন অনেকটি অসত্য অনেকটি কপটতা তোমাদিগকে এখনি উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখনই তাঁহারা তাঁহার আদেশে সেই কপটতা অসত্য পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহাদের উন্নতির দ্বার মুক্ত হইল। ভগিনীগণ! বিবেকের অবমাননা করিও না। যদি তোমরা অসন্তোষ পথে কপটভাব পথে যাইতে পার, তবে তোমাদিগের দ্বারা তোমাদের জাতির উন্নতি সাধিত হইল না। সকল বিষয়ে বিবেককে নেতা না করিলে তোমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তোমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য যদি তাহা সাধন করিতে না পারিলে তবে গৃহ সম্বন্ধে, স্বামী সম্বন্ধে, পিতা মাতা পুত্র কন্যা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য সকল তোমরা কিরূপে সাধন করিবে? যদি তোমরা এরূপ হও, সংসার হইতে ধর্ম্ম পুণ্য পবিত্রতা চলিয়া যাইবে। সংসার এখনও যেমন বিনাশের দ্বার, তখনও তেমনি বিনাশের দ্বার থাকিবে। জানিও উন্নতি বিবেক ভিন্ন হয় না। উন্নতির শাস্ত্র, উন্নতির যুক্তি এক মাত্র বিবেক। তুমি অনুরোধে পড়িয়া স্বামীর মতানুসারে কয়েক দিন কার্য্য করিতে পার, কিন্তু সেই কার্য্যের সঙ্গে যদি বিবেকের অনুমোদন না থাকে, তবে তোমার সে কার্য্য করাতে কেবল কষ্ট হইবে, মনে হইবে এ আপদ্ চুকিয়া গেলে বাঁচা যায়। স্বামী ধরিয়া বান্ধিয়া প্রকাশ্য স্থানে লইয়া গেলেন, সেখানে যাইবার তোমার আন্তরিক ইচ্ছা নাই, তাহা তুমি কর্ত্তব্য মনে কর না। অনুরোধে পড়িয়া গেলে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে থাকিলে, জড় সড় হইয়া থাকিলে, গলদ্ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, মনে করিলে, এখন ছেড়ে দিলে কেন্দে বাঁচি।" বল এরূপ প্রকাশ্য স্থানে যাতায়াতে কি ফল? এ জন্য বলি, সকল উন্নতির মূলে বিবেককে স্থাপিত কর, যাহা তোমাদের বিবেকের অনুমোদিত, ফলাফল গণনা না করিয়া তদনুসারে চলিতে থাক, প্রকৃত উন্নতি আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কিছু নির্দ্ধারণ করিতে হইবে না।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহার সার এই, ১—আমাদিগকে প্রকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে স্ত্রী শিক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। ২—বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে,

গৃহ সম্বন্ধে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করিতে হইবে। ৩—স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, ইহা শিক্ষা করিতে হইলে যাহাতে পরস্পর পরস্পরের উন্নতির পথে ব্যাঘাত না হন, পরস্পর পরস্পরের স্বাধীনতা গ্রাস না করেন এজন্য বিবেককে নেতা করিতে হইবে। বিবেক নেতা হইলে উভয়কে প্রকৃত পথে নিয়োগ করিবে; পরস্পর স্বাধীন ভাবে পরস্পরের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করিবেন এবং সংসারকে স্বর্গ ধাম করিয়া তুলিবেন।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, ডিরেক্টর আটকিন্সন সাহেব ভারতসংস্কার সভার শিক্ষ[illegible] সাহায্যার্থ মা[illegible] ২০০ দুইশত টাকা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের যেরূপ ঔদাসীন্য, তাহাতে শেষ ফল কি হয় না দেখিলে আমাদের প্রত্যয় নাই।

২। কলিকাতায় ডেঙ্গু নামে এক নূতন রোগ এ বৎসর আসিয়াছে। ইহা জ্বরের ন্যায়। ইহাতে প্রথমে অত্যন্ত গাত্রবেদনা হয়, পরে ২।৩ দিন জ্বরে অচেতন থাকিতে হয়, তৎপরে ১৫।২০ দিন গাঁটে ব্যথা থাকে এবং শরীরের দুর্ব্বলতা যায় না। কোন গৃহে ইহার আক্রমণ বাকি নাই এবং সকলেই ইহার ভয়ে শশব্যস্ত। ইংরেজিতে ইহার আর একটী নাম হাড় ভাঙ্গা জ্বর। ইহার কোন ঔষধ ডাক্তারেরা জানেন না। হোমিওপেথী চিকিৎসার অনেক ফল দর্শিতেছে।

৪। ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলে পণ্ডিচেরী নামে ফরাসীদের যে একটী অধিকৃত স্থান আছে, তথায় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

৫। যবদ্বীপে সাদাব নামে একটী মুসলমান পত্নীর মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া সন্ন্যাসী হন। তিনি ২৪ বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, কাহারো সহিত একটী কথাও নাই। ৬২ বৎসর বয়সে মরিয়াছেন। স্ত্রীবিয়োগে স্বামীর দুঃখ হয় না কে বলে?

৬। গত ১৩ই এপ্রিল ভারত সংস্কার সভার সাংবৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসনে আসীন হন। সম্পাদক বাবু গোবিন্দচাঁদ ধর বার্ষিক বিবরণ সকল পাঠ করেন। সংবৎসরে সভার পাঁচ বিভাগে ১০৭১১৬৮/০ আয়, ৯৭২৫।৶/০ ব্যয় এবং ৯৮৬।৶/০ স্থিতি হইয়াছে। ইহার সকল বিভাগেই অনেক দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে। বার্ষিক বিবরণ পাঠের পর কলিকাতার মহামান্য লর্ডবিশপ, রেবরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মরে মিচেল, জজ দ্বারকানাথ মিত্র, প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়া সভার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০৬ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

এদেশীয় নারীগণের সঙ্গীত শিক্ষার আবশ্যকতা।

প্রেমময় পরমেশ্বর নারীজাতিকে আপনার প্রেমের আদর্শে সৃজন করিয়াছেন। তাহাতেই তাহাদিগের এত কোমলতা ও মাধুর্য্য! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদিগের কণ্ঠকে তিনি যেমন কোমল করিয়াছেন এমন আর কিছু দেখা যায় না। সঙ্গীত বিদ্যা সুকোমল বিদ্যা। ইহাতে [illegible] হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু এই সঙ্গীত যখন বামাকণ্ঠ হইতে [illegible]সৃত হইতে থাকে, তখন স্বর্গহইতে সুধাধারা বর্ষিত হইয়া যেন জগৎকে মোহিত করিয়া দেয়। নারীদিগের স্বাভাবিক কথাই যখন মধুরতা পূর্ণ, তখন তাহাদিগের কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত যে ভুবন মোহন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

সঙ্গীত শক্তি নারীগণের স্বাভাবিক এবং একটী অসাধারণ [illegible] এই জন্য সকল দেশে ইহা তাঁহাদিগের একটী প্রধান অলঙ্কার বলিয়া গণ্য। অসভ্য দেশে যাও, সুসভ্য দেশে যাও, মনুষ্যগণ নারীকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণ একটী প্রধান সুখসাধন বলিয়া জ্ঞান করেন। [illegible] কালে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে সঙ্গীতচর্চ্চা ছিল, তাহা এদেশের পুরাণ ও প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়। [illegible] কন্যাগণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিবার জন্য গায়ক গায়িকা নিযুক্ত [illegible]

যাঁহারা মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন বিরাট রাজা কন্যাকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নপুংসক বেশধারী অর্জুনকে আপনার গৃহে রাখিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী মহারষ্ট্রীয় প্রভৃতি হিন্দুজাতিদিগের স্ত্রীগণ বিবাহাদি উপলক্ষে দলে দলে একত্র হইয়া গান করিয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না।

বঙ্গদেশে নারীগণ ঈশ্বরপ্রদত্ত যে সকল শক্তি লাভ করিয়া তাহার পরিচালন করিতে পারেন না, তন্মধ্যে বাক্‌শক্তি একটী প্রধান। এদেশের অনেক গুলি আচার ব্যবহার এরূপ অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণই সদাচার ও সভ্যতা বলিয়া গণ্য। যদি কোন বিদেশীয় ব্যক্তি এদেশের অন্তঃপুরস্থ বধূদিগের অবস্থা দর্শন করিয়া যান, তাহাদিগকে কেবল অবলা বলিবেন না, কিন্তু অবোলা জন্তু বলিয়া স্থির করিবেন। স্ত্রীলোকের মুখে বাক্ স্ফূর্ত্তি হওয়া যেখানে দোষের, সেখানে তাহাদিগের কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত নিঃসরণ ভয়ানক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে তাহার সন্দেহ কি? যাহাহউক স্বভাবকে বিনষ্ট করা কি মনুষ্যের সাধ্য? বঙ্গদেশীয়গণ আপনাদিগের নারীগণের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু নারীমুখ নিঃসৃত সঙ্গীত শুনিতে তাহাদিগের আমোদ ও অনুরাগের ক্রটি দেখাযায় না। কে না দেখিয়াছেন, যদি স্ত্রীলোকের যাত্রা, কীর্ত্তন কি কবি হয়, তাহাতে কত অসংখ্য লোক সমাগত হইয়া থাকেন? ঈশ্বর দত্ত পবিত্র সুখে অবহেলা করিলে অপবিত্র সুখদ্বারা মনের লালসাকে পরিতৃপ্ত করিতে হয়। এদেশের লোকে পরিবার মধ্যে পবিত্র সঙ্গীত শ্রবণে বঞ্চিত হইয়া অপবিত্র উপায় দ্বারা আশা পূর্ণ করেন। বলিতে হৃদয় শোক দুঃখ ও ঘৃণাতে অভিভূত হয়, এদেশের অনেক যুবক ও সুখপ্রিয় লোক পরিবার মধ্যে পবিত্র সুখভোগে অসমর্থ হইয়া নরকময় বেশ্যা গৃহের আশ্রয় গ্রহণ করে। সঙ্গীত বারাঙ্গনাগণের একটী প্রধান মোহিনী শক্তি, তাহার প্রলোভনে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হইয়া যার পর নাই কুৎসিত পথে পদার্পণ করে।

আমরা দুঃখের সহিত অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে কথার উল্লেখ করিলাম এদেশের [illegible]গণ বিশেষতঃ নারীগণ সে বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিবেন,

তাহাতে পরিবারের সমূহ সুমঙ্গল লাভ হইবে। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে সুধাময় কণ্ঠ দান করিয়াছেন, পবিত্র ভাবে তদ্দ্বারা তাঁহার আরাধনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাঁহারা ঈশ্বরের দান অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারা যে কেবল সুখে বঞ্চিত হন তাহা নয়, তাঁহারা তজ্জন্য অপরাধী এবং সে অপরাধের ফলও হাতে হাতে ফলিয়া থাকে। এদেশের লোক পরিবারস্থ স্ত্রীগণের কণ্ঠ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সুতরাং গৃহের একটী প্রধান সুখ সম্ভোগ করিতে পান না এবং অমৃতের অভাব বিষপান দ্বারা পূরণ করিতে প্রয়াস পান--কুশ্চরিত্রা নারীগণের কণ্ঠ-বমিত অপবিত্র গান শুনিতে উৎসুক হন। যদি আমরা আমাদিগের রমণীগণের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়া সদ্ভাবপূর্ণ ও পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীত রসে তাঁহাদিগের কণ্ঠকে অভিষিক্ত করিতে দিতাম, তাহা হইলে আমাদিগের সুখের সীমা থাকিত না--কত শান্তি ও পবিত্রভাবে আত্মাকে উন্নত করিতে পারিতাম। গৃহের মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে অনেক অবোধ পুরুষ কুস্থানে গমন করিয়া পতিত হইতেন না। ধর্ম্ম ও পবিত্রতার সুমধুর প্রভাবে পাপের আকর্ষণ একেবারে পরাজিত হইত।

অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিতে হইবে এদেশের কুৎসিত সঙ্গীত প্রথা ক্রমশঃ সংশোধিত হইতেছে। কোন কোন ধার্ম্মিক পরিবার আপনাদিগের কুলাঙ্গনাগণকে পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত শিক্ষায় উৎসাহ দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার আশ্চর্য্য মধুময় ফল আস্বাদন করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করিতেছেন। যে সঙ্গীত আলাপ করিয়া বামাগণের কণ্ঠ সার্থক হয় এবং যাহা শ্রবণ করাইয়া কত আত্মাকে সাধুতা, পবিত্রতা ও ঈশ্বরের পথে উত্থিত করা যায়, আমাদিগের একান্ত অনুরোধ কেহ তাহাতে অবহেলা করিবেন না। সকলে তাহা অন্তঃপুর মধ্যে প্রচলিত করিয়া বঙ্গীয় গৃহে একটী অভূতপূর্ব্ব বিশুদ্ধ সুখের স্রোত উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।

বৈদিক সময়ের স্ত্রীগণ।

আমাদিগের দেশে অতি পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ স্ত্রী-জাতিকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, ইহা জানিতে আমাদিগের অনেক পাঠিকার কৌতূহল হইতে

পারে। প্রাচীন হিন্দুগণ অতি সরল প্রকৃতি ছিলেন এবং নারীগণকে গৃহ-লক্ষ্মী বলিয়া তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। যে সময়ে মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিতি করে, তখন নারী-জাতি অত্যাচরিত না হইয়া বরং সমাদৃত হইবেন, ইহাই সম্ভব। বস্তুতঃ মনুষ্য যে পর্য্যন্ত স্বজাতি হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত কঠোর ও বিকৃতহৃদয় না হইয়া যায়, তদ্দিন তাহাদের হৃদয় স্বাভাবিক কোমল অবস্থায় অবস্থান করে। যখনি তাহারা বিদেশীয় জাতিকে শত্রু জ্ঞানে ধ্বংস করিয়া তাহাদের নারীগণের প্রতি অসদাচরণ করে, তখনি স্বদেশীয়া দুর্ব্বলা মহিলাগণের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। সকল দেশেরই মধ্যমাবস্থায় নারীগণের প্রতি যে অত্যাচার ও অসদাচরণ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই তাহার কারণ।

আমাদিগের দেশে পরিণীতা স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া থাকে, ইহার মূল অন্বেষণ করিলে আর্য্যগণের অতি প্রাচীন ব্যবহারের দিকে আমাদিগের দৃষ্টি পড়ে। আমরা মহাভারতাদিতে পাঠ করিয়াছি অশ্বমেধ রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞে রাজাদিগকে সস্ত্রীক অধিষ্ঠিত থাকিতে হইত। রাম সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়া যজ্ঞের সময়ে স্বর্ণময়ী সীতার প্রতিমার সহায়তা লইয়াছিলেন। এ ব্যবহারটি বৈদিক সময়ের। বেদোক্ত যে সকল যজ্ঞাদি আছে, তাহাতে স্ত্রী স্বামী উভয়ে পরস্পরের হস্ত বন্ধন করিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিবেন এই রূপ বিধান আছে। যজ্ঞের জন্য যে যজ্ঞস্থলী নির্ম্মিত হইত, তাহাতে অনুষ্ঠাতার স্ত্রী সমাসীন থাকিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

আমাদিগের দেশে এখন যেমন স্ত্রীগণকে হেয় জ্ঞান করা হয়, বৈদিক সময়ে তেমন ছিল না। ফলতঃ তৎকালীন স্ত্রীগণ গৃহোপরি সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্ব করিতেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈদিক বিবাহ অনুষ্ঠানে লিখিত আছে "এই স্ত্রী শ্বশুরের উপর রাজ্ঞী হউন, শ্বশ্রূর উপরে রাজ্ঞী হউন, ননন্দগণের উপরে রাজ্ঞী হউন, দেবরগণের উপর রাজ্ঞী হউন।" (১) স্ত্রীগণের প্রতি তৎকালীন হিন্দুগণের এতদূর সম্মাননা ছিল, যে

(১) "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব। ননন্দরি

ঋষিগণ যে অগ্নিকে পাবক অর্থাৎ পবিত্রকারী বলিয়া পূজা করিতেন অনিন্দ্যা প্রিয় পত্নীর পবিত্রতার সহিত তাহার তুলনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন- স্ত্রী যেমন গৃহকে ভূষিত করেন, অগ্নি সেই রূপ যজ্ঞস্থানকে অলঙ্কৃত করেন।

বৈদিক সময়ে স্ত্রীগণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেন, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহারা সে সময়ে স্বয়ং পতিকে বরণ করিতেন ইহারও স্পষ্ট বিধান আছে। "সুখী সেই স্ত্রী, যিনি সুন্দরী; তিনি জন গণের মধ্যে হইতে স্বয়ং আপনার প্রীতিপাত্রকে মনোনীত করেন।"(২) বেদের এক স্থানে যেরূপ লেখা আছে তাহাতে এত দূর পর্য্যন্ত প্রতীত হয় যে, "স্ত্রীলোক স্বীয় গুণ দ্বারা অপর স্ত্রীগণকে পরাজয় করিয়া কোন মহৎ বিদ্বান পুরুষকে আপনার স্বামী করিয়া লইতেন।" সে সময়ে পুরোহিত বংশের সহিত রাজ কন্যা গণের বিবাহ হইত, কিন্তু ঋষি না হইলে কেহ কখন রাজ কন্যা লাভ করিতে পারিতেন না। একজন অত্রিবংশীয় পুরোহিত একটি রাজপুত্রীকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনাকে ঋষি করত পশ্চাৎ তাঁহাকে লাভ করেন। ইহাতে বোধ হয় তখন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিবাহের নিষেধ ছিল না। বেদের এক স্থানে উল্লিখিত আছে যে কন্যাগণ পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী।

বৈদিক সময়ে বহুবিবাহ ছিল না বলা যায় না, কিন্তু অতি বিরল ছিল। এখন যেমন স্ত্রীগণকে চির বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তৎ কালে সেরূপ প্রথা ছিল না। "যে স্ত্রী পূর্ব্বস্বামীর মৃত্যুর পর অপর স্বামী গ্রহণ করিয়াছে সে যদি অজ পঞ্চৌদন * দেয়, তবে নূতনস্বামী হইতে কোনকালে বিচ্ছিন্ন হয় না। যে স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছে সে যদি অজপঞ্চৌদন দেয়

সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।" ঋক্ বেদ ১০। ৮৫। ৪৬।

(২) "ভদ্রাবধূ র্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ।" ঋক ১০। ২৭। ১২।

* বেদ বিহিত এক প্রকার অনুষ্ঠান।

তবে তাহার পুনর্ভূ অর্থাৎ পুনর্বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত একই লোকে বাস করে।"(২)বস্তুতঃ পূর্ব্বস্বামীর মৃত্যু হইলেই স্ত্রীকে অন্য স্বামী গ্রহণের স্বাধীনতা অর্পিত হইত, এটী অতি প্রাচীন বৈদিক প্রথা। তবে দেবরকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিবার অতি জঘন্য প্রথা এখনও উড়িষ্যা প্রভৃতি কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে, এটীও বৈদিক সময়ের রীতি বলিয়া প্রতীত হয়, কারণ স্তোত্র বিশেষ দৃষ্টান্তস্থলে তাদৃশ ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়।

বৈদিক সময়ের স্ত্রীগণ এখনকার স্ত্রীগণের ন্যায় বেশ ভূষা প্রিয় ছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। কবিগণের বর্ণনাতে তাহাদের বেশভূষার উল্লেখ বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়াযায়। তাঁহাদের বর্ণনাতে প্রতীত হয় বেশভূষা দ্বারা যে স্ত্রীগণের অতি রমণীয় সৌন্দর্য্য হয় তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতেন।

কোন প্রাচীন কালের গ্রন্থ দেখিয়া সে কালের আচার ব্যবহার নির্ণয় করিলে অনেক সময়ে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, ইহা আমরা অবগত আছি। গ্রন্থে যেরূপ উন্নত প্রকৃতির বর্ণনা থাকে সে জাতির লোকের জীবন তেমন উন্নত না হইতে পারে, আবার গ্রন্থে যেরূপ গর্হিত ব্যবহারের উল্লেখ থাকে, লোকের জীবন তেমন গর্হিত না হইতেও পারে। তবে অধিকাংশ ঠিক্ হয় তাহার সন্দেহ নাই। আমরা বৈদিক গ্রন্থ হইতে পাঠিকাগণের জানিবার যোগ্য বৈদিক স্ত্রীগণের কতক বিষয় সংগ্রহ করিলাম। স্ত্রীগণের কতকগুলি দোষের উল্লেখ আছে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল না। পাঠিকাগণ জানিবেন মনুষ্য সমাজ ভাল মন্দ উভয়বিধ লোক লইয়া চিরকাল গঠিত হইয়া আসিতেছে, এবং এ পর্য্যন্ত সমাজ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয় নাই। ভগিনীগণ! সমাজ বিশুদ্ধ করিয়া লইবার ভার আপনাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে, এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

(৩) যা পূর্ব্বং পতিং বিত্বা অথান্যং বিন্দতে পতিং। পঞ্চৌদনঞ্চ তাবজং সদাতোন বিযোষতাঃ। সমান লোকো ভবতি পুনর্ভুবাহ পরাঃপতিঃ। যোহ জং পঞ্চৌদনাং দক্ষিণ জ্যোতিষং দদাতি। অথর্ব্ব। ৯। ৫। ২৭। ২৮।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

(১০৫ সংখ্যা ১৩ পৃষ্ঠার পর)

যাঁহার জগদীশ্বরে মতি আছে, অর্থাৎ তিনি মঙ্গলালয়, সকল সুখের কারণ, সৎকর্ম্মের সিদ্ধিদাতা ও আপদের শান্তিকর্ত্তা ইহা যাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাহার মন কখন চঞ্চল হয় না। অত্যন্ত বিপদেও তিনি হতোদ্যম হন না। যাঁহার সত্যাচরণে নিষ্ঠা ও সর্ব্বজীবে দয়া আছে, যিনি সদাচার ও সচ্চরিত্র তাঁহার সকলেই সুহৃৎ। এরূপ গৃহস্থ গৃহিণীর সংসারে কখন দুঃখের আশঙ্কা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রশস্তমনা লোক জগতে সুদুর্লভ। যেদেশেই বাস হউক ও যেমন অবস্থাই হউক, যাহার সর্ব্বভূতে আত্মবৎ বিবেচনা এবং সর্ব্বজীবে সমান দয়া তাঁহার সর্ব্বত্রই আপনার গৃহ এবং সকল লোকেই আপনার বন্ধু। কিন্তু কিরূপে মন সে রূপ প্রশস্ত হইতে পারে, তাহা শিক্ষা দেওয়া যায় না। তাহা মনের সরল ভাব এবং আচরণ দ্বারা প্রকাশ পায়; সেটি মুখের কথা নহে। আমার বাটী, আমার ঘর, আমার জিনিশ, এই রূপ সকলেই আমার আমার বলিয়া থাকে। কিন্তু আমি কি পদার্থ? আমিও যে পদার্থ, জগতে যত লোক আছে প্রত্যেকেই সেই পদার্থ। আমার যেমন 'আমার বাটী আমার জিনিশ' এই রূপ জ্ঞান আছে, সকলেরই তেমন, সকলেরই মন সুখ দুঃখ চিন্তা আশা ইত্যাদি নানা ভাবাপন্ন হয়। আমার যেমন ব্যারাম হইলে কিরূপে পীড়া শান্তি হইবে, কেই বা বিপদে সাহায্য করিবে এই রূপ ভাবনা হয়, সকলেরই সেইরূপ হইয়া থাকে। আমার কোন বস্তুর ক্ষতি হইলে যেমন দুঃখ হয়, অন্যেরও সেই রূপ হয়। জগৎ পিতার এই বৃহৎ সংসারের মধ্যে সকলেই পরস্পরে ভাই বা ভগিনী সম্বন্ধে আবদ্ধ ও এক নিয়ম সূত্রে গ্রথিত। আমিও যেমন সুখী হইব ইচ্ছা করি, [illegible]কেরই সেইরূপ ইচ্ছা। আমার সুখের নিমিত্ত যেমন অন্যের সহায়তা প্রত্যাশা করি, অন্যেও সেইরূপ আমার সহায়তা প্রত্যাশা করে। আমি [illegible] নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, অপরকে সুখী করিতে চেষ্টা করি[illegible] কি চমৎকার জগদীশ্বরের নিয়ম! সেই চেষ্টাতে আবার আমার[illegible] সুখ [illegible]।

অপরের সুখেই আমার যে সুখ, সে সুখ কি নির্ম্মল, কি প্রীতিকর! কিন্তু কেবল আমি সুখী হইব, অপরে যে যার আপনার চিন্তা করুক, এরূপ মনে করিলে কখনই মনের সুখ হয় না। অতএব যেখানে আমি যাহা চাই অন্যেও তাহা চায়, সেখানে অন্যের আকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলে আমার কদাচ সুখ লাভ হইতে পারে না। আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যিনি অপরের সুখচেষ্টা করেন, আপনি নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া অপরের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ করেন, অপরের সৌভাগ্যে যাহার মনে আনন্দ হয়, অপরের দুঃখে যাহার মনে দুঃখ হয় ও তাহা নিরাকরণের চেষ্টা হয় তিনিই সর্ব্বভূতে সমদর্শী।

সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলে সকলি আমার, সকলের সুখেই আমার সুখ, আমার বলিয়া আর বিশেষ কিছুই থাকে না। কোন বস্তুরই সহিত আমার স্বার্থ সম্বন্ধ নাই, তথাপি সকলি আমার, কেননা সকলি আমার পিতা জগদীশ্বরের এই প্রকার জ্ঞান জন্মে। আমার পুত্রের পীড়া হইলে আমি তাহার আরামের জন্য ব্যস্ত থাকি, কেহ তাহা আমাকে বলিয়া দেয় না। কিন্তু একটী অনাথ শিশু যে জাতির বা যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই হউক না কেন, যদি পীড়িত হয় তাহাকে দেখিয়াই তাহার আরামের জন্য কি আমি সেই রূপ ব্যস্ত হই? যদি না হই তবে আমার জগদীশ্বরের প্রতি বা সর্ব্বজীবে প্রেমভাব কেবল মুখের কথা। আমার প্রতিবাসীর ও সহকর্ম্মীর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে তাহা দেখিয়া আমার মনে কি ক্ষোভ হয়? আমি কি মনে মনে বলি যে আমার না হইয়া উহার কেন এমন হইতেছে? তবে আমার সর্ব্বভূতে সমদর্শন কোথায়?

মনকে পবিত্র কর, উদার কর, সকল ধর্ম্মেই বলে। কিন্তু তাহা কিরূপে হয়? অ.জ্ঞানের কিছু গূঢ় ভাব আছে সেইটি বুঝিলে ইহা সহজে সম্পন্ন হয়। সেই গূঢ় ভাবটির নাম প্রেমভাব। ইহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভৌতিক পদার্থের মধ্যে যেমন আকর্ষণী শক্তির কার্য্য ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, প্রেম ভাবের ভাবনা তদপেক্ষাও বিস্ময়জনক। যেমন একটি জড় পদার্থ আর একটির সমীপবর্ত্তী হইলে পরস্পর আকর্ষণ করে, যেমন দুইবিন্দু জল যথেষ্ট নিকটস্থ করিলে দুইটি

মিলিয়া এক বিন্দু হয়, তেমনি প্রেমভাব দ্বারা দুই মন এক ভাবাপন্ন হয়। দুই ব্যক্তির প্রকৃতি যদি সমান হয়, তাহা হইলেই প্রেম ভাবের সঞ্চার হয়, নতুবা হয় না। প্রেমের ফল সুখ। মনের মিলন হইলে উভয়েরই আনন্দ হয়। পৃথিবীর মধ্যে এমন দুইটি লোক কি আছে, যাহাদের সকল সময়ে সকল বিষয়ে মনের মিলন হইতে পারে? বোধ হয় নাই। তবে কোন ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণীকে যে সমভাবে দেখিবে একি দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়? কিন্তু দুঃসাধ্যকে সুসাধ্য করিবার সাধন আছে এবং যদিও সম্পূর্ণ সাধন না হয় তথাপি যতদূর হয়, ততই ভাল। সে সাধনের উপায় একটী উপমাদ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। যেমন মৃৎপিণ্ডে জল দিলে তাহা কোমল হয় এবং তাহাতে যাহা ইচ্ছা গঠন করা যায়, সেই রূপ আমার মন যদি প্রেমরসে আর্দ্র থাকে, তাহা হইলে অপরের মনের সহিত সংলগ্ন হইয়া তাহার মন কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইতে পারে এবং আমার মনের অনুরূপ ভাবে তাহা গঠিত হইতে পারে। অপরের মনের সহিত আমার মন যে রূপে সংলগ্ন হয় তাহা এই প্রকার। যেমন মনের চেষ্টা দ্বারা কোন বিষয় স্মরণ করিতে পারি, কোন বিষয় কল্পনা করিতে পারি, তেমনি অন্যের মনের ভাবও অনুমান করিতে পারি। এইরূপে যখন আমার মনের ভাব অপরের মনের সহিত সমভাবাপন্ন হয়, তখন উভয় মনের মিলন হয়। এমন অবস্থায় যদি উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে প্রেমরস সঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে কোন কার্য্যই হয় না, কিন্তু একের মনে প্রেমরস থাকিলে অপরের মনও আর্দ্র হয়। কোন পরোপকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পাঠে, শ্রবণে বা দর্শনে আমাদের মনের ভাব কিরূপ হয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভাল, তবে আমার মনে যদি প্রেমরস থাকে, তাহা হইলে আমার মন যখন অপরের মনের ভাবাপন্ন হয়, তখন ভৌতিক পদার্থের ঘাত প্রতিঘাত নিয়ম সদৃশ মনের যে নিয়ম আছে তদনুসারে অপরের মনও কোমল হয়। যদিও অপরের মন তাহাতে প্রেমার্দ্র বা সংশোধিত না হয়, তথাপি যতদূর হয় ততদূরই তাহার পক্ষে উপকারজনক। তাহাদ্বারা আমার সহিত তাহার সমভাব ও মনের মিলন হইয়া বন্ধুতা ও সুখ উৎপন্ন হয়, তাহার কোন সংশয় নাই। এইরূপে

অতি মন্দ লোকও আমার বন্ধু হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাহার দোষে আমি দূষিত না হইয়া সে বরং ভাল হইতে পারে। অতএব অপরের বিষয়ে কিছু বিবেচনা করিতে, কহিতে বা কোন কার্য্য করিতে হইলে আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা তাহার অবস্থা ও মনের ভাব অনুমান করিয়া তদনুযায়ী বিবেচনা, কথোপকথন বা কার্য্য করি। তাহা হইলে অনেক কলহের কারণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

আমরা অপর লোককে যত মন্দ বিবেচনা করি, যদি আমরা তাহার চক্ষু দ্বারা তাহার কার্য্য সকল দেখি অর্থাৎ তাহার অবস্থা ও মনের ভাব বিবেচনা করিয়া তাহার কার্য্য সকলের বিচার করি, তাহা হইলে সেই সকল কার্য্য কখনই তত মন্দ বোধ হয় না এবং সেই ব্যক্তিকে প্রথমে যত অধার্ম্মিক ও দুরাচার বিবেচনা করা যায় তাহাকে ততদূর মন্দ লোক বোধ হয় না। আমাদিগের বিষয়েও আমরা যে রূপ সৎ বিবেচনা করি, আমরা বাস্তবিক সেই পরিমাণে সৎ কদাচ নহি, অপর লোকে বিশেষতঃ শত্রুরা আমাদিগের বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা করে, তাহা বুঝিয়া আমরা কেমন সৎ বা অসৎ তাহা অনুমান করা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক আমরা যেমন আপনাদিগকে সৎ বিবেচনা করি তেমন সৎ নহি এবং অপরকে যেমন অসৎ বিবেচনা করি সে তেমন অসৎ নহে। এই রূপ বিবেচনা করিলে আমরা পরকে পর বলিয়া যত অন্তর হইতে অন্তর করিয়া থাকি তাহার অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। পরে পরস্পরের অন্তরে প্রেম ভাব থাকিলে, সেই প্রেম ভাবের গুণে পরস্পরের মধ্যে অবশিষ্ট যত অন্তর থাকে, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া ক্রমে মনের সমতা, মিলন ও ঐক্য হয়। এমন ঘটনা হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গভূমি হয়। কিন্তু এমন দিন কি কখন আসিবে? প্রেমময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় যথা সময়ে আসিবেই আসিবে। যতদিন না আইসে, তজ্জন্য চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য এবং তাহাতে যতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যায় ততই ভাল।

কে বল ধার্ম্মিক বর জগৎ ভিতরে?
যেই ভাবে কি অভাব পরের অন্তরে॥
সুবিমল জলে নাহি আকার বরণ।
আধার যেমন তাহা দেখিবে তেমন॥

সেই রূপ ভাবি দেখ পবিত্র অন্তর।
যাহার যে ভাব হয় তাহার গোচর॥
যে আকার যে বরণ যে দেশের নর।
অনুরূপ দেখে তাহে নিজের অন্তর॥
তাপিত হৃদয় তাহে হয়ে সুশীতল।
প্রেমিক হৃদয়ে সুখ বর্ষে অবিরল॥

প্রেমনীতি সম্বন্ধে যে সকল কথা সামান্যতঃ বক্তব্য, তাহা উল্লিখিত হইল। পরে কাহার প্রতি কেমন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষ রূপে বিবেচনা করা যাইবে। তাহাতে দেখিবে যে প্রেম ভাবটী এক, কিন্তু বিষয় ভেদে ইহার নাম ও কার্য্যের ভেদ হয়।

নারী জীবনের কর্ত্তব্য ভার।

পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা সুখেতে ভোগেতে প্রতিপালন করিবেন আর স্ত্রীরা কেবল চিরদিন তাঁহাদের স্কন্ধে সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া আপনারা যখন যাহা আবশ্যক হইবে কড়ায় গণ্ডায় তাহা বুঝিয়া লইবেন, এরূপ হইলে সুখের ঘর কন্না কখন হইতে পারে না। স্বামীরা কি বিবাহ করিয়া চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছে, না খতে পত্রে এমন কিছু লেখা আছে যে, ভার্য্যারা তাঁহাদিগের নিকট যখন যাহা চাহিবেন তাহা দিতেই হইবে? নাবালক সন্তান দিগকে যেমন লালন পালন করা পিতার কর্ত্তব্য, স্ত্রীর প্রতি কি সেই রূপ কর্ত্তব্য স্বামীকে চির দিনই পালন করিতে হইবে? তাঁহাদেরই কি আর গ্রহণ ভিন্ন কিছুই প্রত্যর্পণ করিতে নাই? নর নারী যদি প্রত্যেক বিষয়ে সমান অধিকার পাইয়া থাকেন, তবে নারীরা অবশ্যই স্বীয় স্বীয় ভারার্পিত কার্য্য সাধনের জন্য জনসমাজে ও পরিবারের নিকট দায়ী রহিয়াছেন। কেবল সন্তান প্রতিপালন আর সংসারের নিয়মিত কার্য্য করাই একমাত্র তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য নহে, স্বামীর ভারের সমভাবী হইয়া প্রত্যেক বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবেন তবে পরিবারের শান্তি কুশল বিস্তার হইবে, তদ্ভিন্ন কোন

কালে সংসারের অশান্তি ও গণ্ডগোল ঘুচিবে না।

পৃথিবীর যতই সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, বিবাহিত পুরুষদিগের শরীরের শোণিত ততই শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে। সভ্য রমণীদিগের সুখস্পৃহা—স্বার্থপর ভোগ বাসনার উন্নতি দেখিয়া এখন অনেক কৃতবিদ্য উন্নত লোকেও চিরকৌমার অবস্থায় জীবন কর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। বিবাহিত দম্পতি পরস্পরকে সহানুভূতি করিতে পারেন না বলিয়াই এত হৃদয়-বিদারক গৃহ বিচ্ছেদ সকল ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশেও জ্ঞান সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মারাত্মক রোগ আসিয়া নারী হৃদয়কে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা একটী ঘোর প্রহেলিকা যে স্ত্রীলোকেরা এক্ষণে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী হইয়াও অজ্ঞান বালকের ন্যায় স্বামীদের কাছে আবদার করেন। এত বুঝিতে পারেন, কিন্তু স্বামীর সাংসারিক অবস্থা বুঝিতে পারেন না। অথবা স্বার্থপরতার প্রতাপ এমনি যে তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধিতে উন্নত হইয়া পরিপক্ক বয়সে এ প্রকার বাল্য ব্যবহার কি ভাল দেখায়? নারীরা যেমন স্বভাবতঃ অতিশয় লজ্জাশীলা, তেমনি স্বার্থ পরতার জন্য তাঁহাদিগকে লজ্জিত হওয়া উচিত।

ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে পুরুষের পরিশ্রান্ত শরীর মন কোথায় বনিতার সুকোমল স্নেহ বাক্যে সান্ত্বনা পাইবে, তাহা না হইয়া আরও তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। অর্থেতে ভোগেতে সুখেতে ভাল রাখিতে পারিলে যে ভার্য্যার মন সন্তুষ্ট হয়, কিম্বা স্বামীর প্রতি তাঁহার অধিক ভালবাসা প্রকাশিত হয়, ইহাতে কিছুই মহত্ত্ব নাই; কিন্তু যিনি স্বামীর সুখ দুঃখের সমভাগিনী হইয়া বিপদে সম্পদে তাঁহার বন্ধু হন, তিনিই যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গিনী। পৃথিবীতে কত লোকে অপবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াও সমধিক প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে; ধন সম্পত্তি সুখ সচ্ছন্দতার উপর যদি উদ্বাহিত দম্পতির প্রেমও নির্ভর করিল, তবে আর পবিত্র নিঃস্বার্থ প্রেমের গৌরব কোথায়? স্ত্রীলোকেরা যখন নিতান্ত জ্ঞানহীনা কুসংস্কারাপন্না ছিলেন তখন আশা ছিল তাঁহারা বিদ্যার আলোক পাইলে সংসার বড় সুখের স্থান হইবে, কিন্তু এখনও সে বাঞ্ছনীয় শান্তির সংসার

বহুদূরে রহিয়াছে। আমরা আশা করি যে গুণবতী ভার্য্যারা তাঁহাদের স্বর্গীয় কোমলতা ও মধুময় প্রেমিকতা প্রদর্শন করিয়া উদ্ধত প্রকৃতি হৃদয়বিহীন স্বামীদিগকে কোমল করিবেন, কিন্তু তাহা কি দেখিবার অবস্থা এখন হইয়াছে? স্ত্রীলোকেরা যদি নিশ্চিন্ত মনে পান ভোজন দেহ সজ্জা প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই আপনাদিগকে সুখী মনে করেন, তাহাহইলে আর পুরুষেরা তাঁহাদিগের নিকট কি প্রত্যাশা করিবেন? কিন্তু ইহা ঈশ্বরের আজ্ঞা যে নারীরা প্রেম স্নেহ পবিত্র ভাব বিস্তার করিয়া পুরুষ অন্তঃকরণকে প্রেমিক ও সরস করিবেন; এজন্য তাঁহারা পুরুষের নিকট বিশেষ রূপে দায়ী রহিয়াছেন। যদি এই ঈশ্বর দত্ত কর্ত্তব্য ভার পালন করিতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হন, তবে তাঁহাদিগের পুরুষের নিকট কোন বিষয় দাওয়া করিবার অধিকার নাই। যখন পুরুষের প্রকৃতি নানাবিধ কঠোর পরীক্ষায় পতিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হয় এবং এক বিন্দু প্রেম লাভের জন্য ব্যাকুল অন্তরে হাহাকার করে, তখন প্রেম স্নেহের মূর্ত্তিমতী নারীপ্রকৃতি ঈশ্বর প্রীতিতে গদগদ হইয়া কি তাঁহাদের মরুভূমি তুল্য হৃদয়কে প্লাবিত করিবে না? তাহা না হইলে বিধাতার সৃষ্টির সামঞ্জস্য কিরূপে থাকিবে? কোমলহৃদয় বামাগণের নিকট আমরা আর কিছুই চাহি না, তাঁহারা কেবল মাতৃ ভাবের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিস্তার করিয়া সেই স্নেহময়ী পরম মাতার প্রেমের আস্বাদন আমাদিগকে বুঝিতে দিন; ঈশ্বর-ভক্তি রসামৃত যাহা প্রচুর রূপে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিতরণ করিয়া আমাদের পাষাণময় বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শীতল করুন। পুরুষের ক্রীড়া পুত্তলিকা তাঁহারা নন, কিন্তু বিধাতার সৃষ্টির পরম সৌন্দর্য্য এবং তাঁহার প্রেমের প্রতিমা স্বরূপ। নারীজীবনের এই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া একবার হে ভগিনীগণ! তোমাদের বর্ত্তমান জীবনকে উন্নত ও বিশোধিত করিতে চেষ্টা কর।

রাবণের প্রতি সীতা।

স্থান——————অশোক বন।

সময়——————নিশীথ।

কি তুমি রাজ্যের লোভ দেখাও আমারে ?
ধন রত্ন দেখিয়াছি ঢের ;
ত্রিসংসার যদি পায়, পড়ে গড়াগড়ি যায়,
তবু কি সতীর দৃষ্টি ভুলাইতে পারে ?
হেন কথা কহিও না ফের।

প্রতারক শঠ তুমি ছলনা করিয়ে
একা পেয়ে আনিয়াছ হবে,
যদি বুঝ নিজ মান, উদ্বন্ধনে ত্যজো প্রাণ,
কিম্বা সাগরের জলে মরগে ডুবিয়ে।
কিবা কাজ এ জীবন ধরে ?

তব রাজ্যে—তব করে আছি একাকিনী,
জন প্রাণী নাহিক সহায়।
তাই বুঝি মনে কর, যা ইচ্ছা করিতে পার,
ভাব বুঝি নিরুপায় নিতান্ত কামিনী,
ধর্ম্ম বুঝি কল্পনা ধরায় ?

লম্পট কপট তুমি নারকী বর্ব্বর,
ধর্ম্ম বল বুঝিবে কেমনে ?
শত মুণ্ড লক্ষ কর, যদি ইচ্ছা হয় ধর,
দুই শত চক্ষে অগ্নি বর্ষো নিরন্তর।
তাহে সীতা ডরিবে না মনে।

বড়ই প্রতাপ তব বসো সিংহাসনে,
স্বর্ণ লঙ্কা বসতির স্থান।

তুচ্ছ দেখ ত্রিসংসার, কিন্তু ভেবে দেখ সার,
তব সম কাপুরুষ নাহিক ভুবনে,
কেবা ভীরু তোমার সমান?

চোরের কি সাধ্য আছে সতীর শরীরে
হাত দিবে সাহস করিয়ে?
বড় বড় মহাতেজা, দেখেছি অনেক রাজা,
আর কেন যাও তুমি আপন মন্দিরে।
ডরিব না ও চক্ষু দেখিয়ে।

এদিকে গর্ব্বেতে মন আমা হেন বীর
কোথা আর নাই ত্রিসংসারে,
তাই চৌর্য্য বৃত্তি করে, পরস্ত্রী আনিলে হরে,
যাঁদের প্রতাপে—মরি পৃথিবী অস্থির!
এ বীরতা কে বর্ণিতে পারে?

নির্লজ্জ পুরুষ আমি তোমার সমান
দেখি নাই আরত ভারতে।
তোমাকে যে অবিরত, শৃগাল কুকুর মত
ভাবে, তুমি কোন মুখে এস তার স্থান?
খোসামোদ কর নানা মতে।

বল কি, না কেটা রাম পথের ভিখারী
রাজপুত্র হয়ে বনবাসী।
পাপী তুমি দুরাচার, হেন ভাগ্য কি তোমার,
বুঝিবে কি গুণ ধরে সেই জটাধারী
যে গুণেতে সীতা তাঁর দাসী?

সামান্য মানুষ নন মোর প্রাণেশ্বর
রাজা তুমি জানিও নিশ্চয়,
লক্ষ স্বর্ণ সিংহাসন-পরাজিত সে চরণ,

দশ মুণ্ড যাহে দশ মুকুট সুন্দর
সে চরণে হয় হে বিক্রয়।

সাধে কি জানকী তাঁর চরণের দাসী,
সাধে প্রাণ কাঁদে তাঁর তরে।
কোন্ নারী ভাগ্যবতী, পেয়েছে এমন পতি,
তাঁর সঙ্গে কে না চাহে হতে বনবাসী?
শত ক্লেশ কে না তুচ্ছ করে?

দিতেছ অশেষ কষ্ট দাও সাধ পূরে
দিন তব ঘনায়ে আসিল।
সয়ে সব অপমান থাকিবে সীতার প্রাণ,
——ওই শুন কলরব হইতেছে দূরে,
ওই যুদ্ধ দুন্দুভি বাজিল।

সমর দুন্দুভি রবে কাঁপিল রাবণ।
সেতু বাঁধি রাম উপনীত।
স্বর্ণ লঙ্কা হুলস্থূল, কাঁপিল পুরীর মূল,
অশোক কানন হতে ছুটে দশানন।
শিশু বৃদ্ধ সবে সশঙ্কিত।

দম্পতির কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে "গুণভেদে, অবস্থা ভেদে, রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কল্পনাযোগে স্ত্রীপুরুষের মন এরূপ অতৃপ্ত হইতে পারে যে তাহাতে কেহ যে কখন কাহাকে ভাল বাসিতে পারেন আমরা সম্ভব বোধ করি না।" কিন্তু "অবস্থা যত অপকৃষ্ট হউক না আমরা যদি সন্তুষ্টচিত্তে তাহা অবলম্বন করি তাহা হইতে সুখ শান্তি ও ধর্ম্ম অবশ্যই লাভ হয়।" এই দুই পরস্পর বিরোধী কথার মর্ম্ম পাঠিকাগণ কি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন? যে দম্পতি ভাবেন যে আমার স্বামী বা স্ত্রীতে কোন বিষয়ে কোন ত্রুটী

লক্ষিত হইবে না, তিনি সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আমার মনের মত হইবেন তাঁহাদের চিরকাল অসুখে যাইবে। আর যে স্বামী ও স্ত্রী আপনাদিগের ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট জানিয়া পরস্পরের বিভিন্নতা ও ত্রুটী সত্বেও পরস্পরের সহিত মিলিত হন তাহারাই সুখী হইবেন। শেষ কথাটার ভিতর অতি গূঢ় ভাব আছে, পরিবারমধ্যে সুখ লাভ করিবার সেইটী মূল মন্ত্র। এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করিলে স্ত্রী বলিবেন ঈশ্বর আমাকে যে স্বামী দিয়াছেন, আমি যাবজ্জীবন তাহার সেবা করিব, স্বামীও বলিবেন যে পত্নীর ভার আমার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে আমি প্রীতির সহিত তাহার সেবা করিব। এস্থলে কেহ মনে করিতে পারেন যাহার রূপ নাই, ধন নাই, বিদ্যা নাই অথবা ধর্ম্মভাব নাই তাহাকে কি প্রীতি কিম্বা সেবা করা যায়? ইহার উত্তর স্থলে বলা যায় কেন যাইবে না? পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে রাশি রাশি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যাঁহার প্রকৃতি ভাল এবং যিনি সুখী হওয়া অপেক্ষা লোককে সুখ দান করায় অধিক মহত্ব বুঝিয়াছেন তিনি যাহাকে না ভাল বাসিতে পারেন এমন লোক জগতে নাই। যে যত নির্গুণ ও অধম তিনি তাহার প্রতি তত অধিক স্নেহ দয়া প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া তাহাকে লইয়া অধিক সুখী হন। কত ধার্ম্মিক ব্যক্তি দুঃখী ও পাপীর সাহায্য করিয়া যত সুখী হইয়াছেন, ধনী ও পুণ্যবানদের সেবা করিয়া সেরূপ হন নাই। এস্থলে ধর্ম্মভাবে ঈশ্বরের উদার প্রেমে সকল মনুষ্যকে তাঁহার সন্তান বলিয়া গ্রহণ করাতেই হৃদয়ের এত সুখোদয় হয়। পতি পত্নী যদি পরস্পরকে সেইরূপ ঈশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া চিনিতে পারেন, কোন একটী পবিত্র মধুর যোগে তাঁহারা আবদ্ধ হন। দুজনের মধ্যে যিনি ইহা স্বীকার করেন, তাহারই হৃদয় প্রশস্ত হইয়া কোথা হইতে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও অপূর্ব্ব সুখ লাভ করে। হৃদয়ে যেমন সুখ শান্তি হয়, ইহাতে ধর্ম্মেরও তেমনি উন্নতি হয়। পরস্পরকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া জানিলে পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন এক দিকে সহজ হয়, অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ও ভালবাসা বৃদ্ধি হয়। ইহা ছাড়া এর আর কি আছে?

উড্ডীয়মান মৎস্য।

পশুরা ভূমিতে চরে, পাখিরা আকাশে উড়িয়া বেড়ায় এবং মাছেরা জলে সাঁতার কাটিয়া যায়, জন্তুদিগের এই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টিতে কেবল সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তৎসঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ কৌশল ও করুণার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এমন পশু করিয়াছেন যাহারা উড়িয়া বেড়ায় বা জলে সাঁতার দেয়, এমন পক্ষী আছে যাহারা উড়িতেপারে না, কিন্তু ভূমির উপর দ্রুতবেগে দৌড়ে অথবা জলে বাস করে। তবে মৎস্য উড়িবে তাহাতে আর অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি? জগদীশ্বর যখন সাধারণ হইতে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করেন, তখন কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য, এই মৎস্যের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহার আশ্চর্য্য গঠনের কারণ কি, বুঝিতে পারা যাইবে।

উড্ডীয়মান মৎস্যের পাখা তাহার কানকুরার নিকট হইতে উৎপন্ন হয়। সাত আট খানি পাঁজরা বা সরু হাড়ের উপর স্বচ্ছ, নমনশীল ও তৈলাক্ত এক খানি চামড়া দিয়া ইহা নির্ম্মিত। ইহা দ্বারা ঐ মৎস্য জল হইতে ২।৩ হাত উচ্চে লাফাইয়া উঠে এবং বরাবর পাঁচ ছয় শত হাত অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারে। ইচ্ছানুসারে সম্মুখদিকে বা পশ্চাৎ দিকে উড়িতে পারে। জলের মধ্যে ও এই পাখা গতির সাহায্য করে।

মৎস্যেরা প্রায় পরস্পরকে শিকার করিয়াই জীবন ধারণ করে। যাহাদের হাঁ বড়, তাহারা বড় মৎস্য আক্রমণ করে; যাহাদের ছোট তাহারা ছোটতেই সন্তুষ্ট হয়। উড্ডীয়মান মৎস্য ক্ষুদ্রাকার এবং সমুদ্রে থাকে, সমুদ্রের অধিকাংশ জন্তুই ইহার শত্রু। এরূপ স্থলে জলে বাস করা ইহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর ইহাকে উড়িবার শক্তি দিয়াছেন। জলচর জন্তুদিগের মধ্যে ডোরাডো নামে এক প্রকার মৎস্য ইহার দারুণ বিপক্ষ। সে যেমন লোভী, সেই রূপ [illegible]তগামী। ডোরোডো দৈর্ঘে চারি হাত, ও সৌল মৎস্যের ন্যায় মোটা এবং [illegible] সকল ডোরাডো আকারে জলের মধ্যে তীরের ন্যায় ছুটিতে পারে। কিন্তু সে শিকারে

যেমন পটু, উড্ডীয়মান মৎস্য পলায়নেও সেইরূপ। ইহার শরীর অপেক্ষা বৃহৎ দুই যোড়া ডানা এবং সবল মাংসপেশী থাকাতে বিলক্ষণ বেগে সন্তরণ করিতে পারে।

যাঁহারা সমুদ্রে ডোরাডো ও উড্ডীয়মান মৎস্যের ছুটাছুটী দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন এমন আমোদকর ক্রীড়া আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। উড্ডীয়মান মৎস্যকে দেখিবামাত্র ডোরোডো আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া যায়, কিন্তু সে যেন আমোদ করিবার জন্য জল-ছাড়া হয় না, যতক্ষণ শক্তি থাকে দ্রুতবেগে সন্তরণ করিয়া শত্রুর মুখ হইতে আত্মরক্ষা করে। পরে যখন সাঁতরাইয়া সাঁতরাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন পাখার সাহায্য গ্রহণ করিয়া আকাশ পথে লাফাইয়া উঠে এবং বিপক্ষকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। তাহার যে পাখা জলে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা এখন আর এক আকার ধারণ করিয়া ভিন্ন রূপে ভিন্ন দিকে চালিত হয় এবং মহাবল প্রকাশ করিতে থাকে। সে জলের উপর পাঁচ ছয় শত হাত উড়িয়া বেড়ায়, পরে পরিশ্রান্ত হইলে আবার জলে নামিয়া দ্রুতবেগে সন্তরণ আরম্ভ করে। কিন্তু বিপক্ষ ছাড়িবার পাত্র নয়, সে এতক্ষণ ধরিয়া সতর্ক রূপে তাহার গমন অনুসন্ধান করিতেছিল এবং জলে নামিলেই অধিকতর বেগে তাহার অনুসরণ করে। উড্ডীয়মান মৎস্য আবার সন্তরণে ক্লান্ত হইয়া উড়িতে থাকে এবং আবার জলে সন্তরণ করে। শত্রু যদি তথাপি সঙ্গ ধরিয়া যায়, অবশেষে এককালে হতবল হইয়া তাহার করাল গ্রাসে পতিত হয়।

কেবল জলেতেই উড্ডীয়মান মৎস্যের শত্রু নয়, আকাশে উড়িলে অনেক সময় পক্ষিগণ তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। জলে ও শূন্যে উভয় পথে বেড়াইবার শক্তি থাকিলেও ইহার মত দুর্ভাগ্য জীব বোধ হয় আর জগতে নাই। কিন্তু আমরা যা ভাবি বাস্তবিক তা নয়। মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে এত বিপদের মধ্যেও তাহাদের প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে। সমুদ্র পথে গমন করিলে তাহারা কখন ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে, কখন জাহাজের উপর লাফাইয়া পড়িতেছে দেখা যায়।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা প্রণালী।

আক্ষেপ বা কনভলসন।

এই রোগ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই হয় এস্থলে কেবল বালকদিগের পীড়া লিখিত হইবে।

এই আক্ষেপ রোগের বিশেষ বিবরণ অবগত না থাকাতে এদেশের অবলাগণ ভয়ানক গোলযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আক্ষেপ রোগকে পেঁচোয় পাওয়া ভূতে পাওয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ঐ কুসংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া নির্দ্দোষ বালককে যথোচিত কষ্ট দিয়া মারিয়া ফেলেন। কতকগুলি অজ্ঞ রোজাই ভূতে পাওয়া রোগের একমাত্র চিকিৎসক, তাহাদিগকে যমের বৈমাত্র ভাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহারা বালককে যেরূপ কষ্ট প্রদান করে, তাহা দেখিলে পাষাণহৃদয় মনষ্যও না কান্দিয়া স্থির থাকিতে পারে না। এই প্রস্তাব লেখক একদিন স্বচক্ষে যেরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে।

শান্তিপুরে কোন ভদ্রগৃহস্থের একটী শিশু সন্তানের আক্ষেপ রোগ হইয়াছিল। প্রাচীন সংস্কার অনুসারে রোজা দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা হইতেছিল। যখন বালকটী আধমরা হইয়াছে তখন কোন ব্যক্তি আমাকে এই সংবাদ প্রদান করিল। আমি ত্বরায় গমন করিয়া দেখি বালকটী মৃতপ্রায়, রোজা প্রহার করিতেছে ও মন্ত্র পড়িতেছে। আমি এই দুর্ঘটনা সহ্য করিতে না পারিয়া রোজাকে ভৎসনা করিয়া দূর করিয়া দিলাম এবং বালকের পিতামাতাকে ভৎসনা করিলাম। তখন বালকের মাতা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আমার পায়ে পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন "বাপু! আমার ছেলেটীকে ভাল করিয়া না দিলে তোমাকে ছাড়িব না।" তাঁহার সেই ক্রন্দনে আমিও ক্রন্দন করিলাম। পরে করুণাময় পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া বালকের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিন ঘণ্টার মধ্যে বালকটী আরোগ্য লাভ করিল। বালকের পিতা মাতা উর্দ্ধবাহু হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি এই অবকাশে ভূতে পাওয়া যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা বুঝাইয়া দিলাম।

পাঠিকাগণ! তোমরাও কি এখন পর্য্যন্ত ভূতে পাওয়া বিশ্বাস কর?

তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও এ কুসংস্কার থাকে, তবে তাঁহাকে এই মাত্র বলিতেছি যে, ঔষধ দ্বারা যে রোগ তিন ঘণ্টার মধ্যে আরাম হইয়া থাকে, তাহাকে ভুতে ধরা বলা অত্যন্ত মূর্খতা। বিশেষতঃ তোমরা নিশ্চয় জানিও যে মনুষ্যের মৃত্যুহইলে মনুষ্যের আত্মা পরলোকে গমন করিয়া পাপ পুণ্যের ফলাফল ভোগ করিয়া অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে থাকে। সেই আত্মা যে ভূত হইয়া তোমাদিগকে অত্যাচার করিতে আইসে, ইহা স্বপ্নেও চিন্তা করিও না। দেখ ভুতে পাওয়া কুসংস্কার থাকাতে অনেক বালক অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তোমরা প্রাণান্তেও রোজাদিগকে বিশ্বাস করিও না।

আক্ষেপ রোগ নানা কারণে হইয়া থাকে। সূতিকাগারে অধিক অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে, বায়ু সঞ্চালিত না থাকিলে, বালকের রোগ বৃদ্ধি হইলে, পীড়িতা মাতার দুগ্ধ পান করিলে, বালকের অন্ত্রে কৃমি হইলে, যে বালক হাঁটিতে পারে সে অধিকক্ষণ রৌদ্রে পরিভ্রমণ করিলে, কোন কারণে অনাহারে থাকিলে বা অধিক আহার দ্বারা অজীর্ণ হইলে, বালককে অত্যন্ত প্রহার করিলে এবং দন্ত উঠিবার সময় বালকের আক্ষেপ রোগ হইতে পারে। সূতিকাগারে এই রোগ হইলে তাহাকে পেঁচ পাওয়া বলে। ২।৩ মাস বয়স্ক বালক হইতে ৮।১০ বৎসর বয়স্ক বালকের এই পীড়া হইলে তাহাকে তড়কা কহে।

কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই পীড়ার চিকিৎসা করিতে হইবে। সচরাচর প্রায়ই কোষ্ট বদ্ধ থাকে এজন্য প্রথমেই ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ দিবে। তাহার পর বালককে উষ্ণ জলের টবে বসাইয়া মস্তকে শীতল জলের ধারা দিবে। ইহাতে আরাম না হইলে মেরুদণ্ডে অর্থাৎ পিঠের দাঁড়ায় ক্লোরকরম্ লিনিমেণ্ট্ দ্বারা মালিস্ করিবে। অজীর্ণ জন্য হইলে বমন করাইবে। আমাসার জন্য হইলে উপযুক্ত আহার দিবে। কৃমিজন্য হইলে সেণ্ট্‌নাইন্ দিবে। চিকিৎসকের নিকট সেণ্ট্‌নাইন্ ভাগ করিয়া লইয়া সেবন করিতে দিবে, কারণ সেণ্ট্‌নাইন অধিক দিলে অপকার হইতে পারে। দন্ত উঠিবার সময় এই রোগ হইলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারী চিকিৎসা করিয়া দিবে। এইরূপ চিকিৎসায় বালক আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

রোগ প্রাচীন হইলে ব্রোমাইড্ অব পোটাস উত্তম ঔষধ। এই ঔষধের মাত্রা যথা—১ মাসের সন্তানের জন্য সিকি গ্রেন্, ৪ মাসের সন্তানের জন্য আধ গ্রেন্ এবং এক বৎসরের সন্তানের জন্য ১ এক গ্রেন্। এই রোগের আরও অনেক প্রকার চিকিৎসা আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করা হইল না। এই মাত্র বিশেষ বক্তব্য যে, পীড়ার আরম্ভ হইলে উত্তম চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। রোজা আনাইয়া যেন বালকের প্রাণনাশ করা না হয়।

পৃথিবীর সহিত ভারতবর্ষের তুলনা।

প্রশ্ন। সমুদায় পৃথিবীর পরিমাণ ভারতবর্ষ অপেক্ষা কত অধিক?

উ। সমুদায় পৃথিবীর পরিমাণ জলে স্থলে ১৯ কোটী ৭০ লক্ষ বর্গ মাইল, ভারতবর্ষের পরিমাণ ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ২১২ বর্গ মাইল সুতরাং ভারতবর্ষ অপেক্ষা পৃথিবীর পরিমাণ প্রায় ১৪০ গুণ বড়।

প্র। পৃথিবীর সঙ্গে তুলনায় ভারতের লোক সংখ্যা কত?

উ। পৃথিবীতে ১৩০ কোটী লোক বাস করে, ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা প্রায় ২০ কোটি অর্থাৎ তাহার প্রায় সাড়ে ছয় ভাগ মাত্র।

প্র। পৃথিবীর সঙ্গে ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্যের তুলনা করিলে কিরূপ হয়?

উ। পৃথিবী গোল পদার্থ তাহার দৈর্ঘ্য নাই। তাহার পরিধি অর্থাৎ বেড় ২৫০০০ মাইল, ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল অর্থাৎ তাহার প্রায় ১৪ ভাগ।

প্র। ভারতবর্ষের পাহাড় কত বড়?

উ। হিমালয় পৃথিবীর সকল পর্ব্বত অপেক্ষা বড়, ইহার এভারেষ্ট বা দেবডাঙ্গা নামক শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯০০২ ফিট। আমেরিকার আন্দিজ পর্ব্বতের পরিমাণ ২৩৯১০ ফিট, তদ্ভিন্ন আর কাহার সহিত ইহার তুলনা হয় না।

প্র। ভারতবর্ষে নদী কত বড় আছে?

উ। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় নদী সিন্ধু, তাহার দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল, গঙ্গা ও ব্রহ্ম পুত্র অপেক্ষা ৩০০ মাইল করিয়া অধিক। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী আমে-

জন আমেরিকা খণ্ডে; তাহা ৫০০০ মাইল দীর্ঘ।

প্র। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কেমন?

উ। ভূগোলবেত্তারা বলেন, পরমেশ্বর ইহাকে সমুদায় পৃথিবীর এক খানি ক্ষুদ্র ছবি করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অর্থাৎ এখানে সকল রাজ্যের জল বায়ু, সকল রাজ্যের ফল শস্য ও সর্ব্ব প্রকার মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র। ভারতবর্ষে বৃহৎ বৃক্ষ কেমন আছে?

উ। উচ্চতায় এ দেশের শাল, নারিকেল, এবং বিস্তারে বটবৃক্ষের ন্যায় গাছ পৃথিবীতে দেখা যায় না। আফ্রিকায় বেওবাব গাছ কেবল ইহাদের তুলনা স্থল।

প্র। ভারতবর্ষে আর আর দেশ অপেক্ষা বড় জন্তু কি আছে?

উ। এখানে বৃহৎকায় হস্তী, সিংহ, সুন্দর বনের ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতির নিকট পৃথিবীর কোন্ জন্তু দাঁড়াইতে পারে? বন্য সর্প এবং নদীস্থ কুম্ভীরও ভয়ানক।

প্র। এখানকার পক্ষী জাতি কিরূপ?

উ। এখানকার ময়ূর পক্ষী আফ্রিকার উট পক্ষীর ন্যায় আকারে বৃহৎ নহে, কিন্তু ইহা সৌন্দর্য্যে পৃথিবীর সকল পক্ষীর রাজা বলা যায়।

প্র। ভারতবর্ষে মূল্যবান্ পদার্থ কেমন আছে?

উ। ভারতবর্ষ রত্নগর্ভা, ইহার খনিতে হীরা স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি পাওয়া যায়; ইহার জলে মুক্তা, ইহার পাহাড় সকলে চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত প্রভৃতি নানা বর্ণের উজ্জ্বল মণি মানিক্য পাওয়া যায়। পৃথিবীর সকল জাতি ভারতবর্ষকে ধন ভাণ্ডার বলিয়া জানে এবং ইহা জয় করিবার জন্য প্রবল জাতি মাত্রেরই লোভ অতি পূর্ব্বকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

প্র। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ কি একটী প্রাচীন সভ্য দেশ?

উ। চিন, মিসর, পারস্য, গ্রীশ প্রভৃতি কয়টী দেশ পৃথিবীতে প্রাচীন বলিয়া খ্যাত, ভারতবর্ষ তাহাদের অপেক্ষা হউক না হউক, তাহাদের তুল্য প্রাচীন সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বকালের সভ্যতা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি তাহার যে সকল নিদর্শন আছে তাহা আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে

হয়। ইহার বেদ গ্রন্থের পূর্ব্বে পৃথিবীতে যে আর কোন পুস্তক রচিত হইয়াছিল, তাহা বিদেশীয় পণ্ডিতেরাও সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। ইহার উপনিষদ্ পুরাণ পভৃতি পুস্তকে যেরূপ পরমার্থ জ্ঞান ও ধর্ম্মনীতির উপদেশ আছে তাহা বাইবেল কি কোরাণ কাহার উপদেশ অপেক্ষা কম মূল্যবান্ নহে। ইহার রামায়ণ মহাভারত গ্রীকদের অদ্বিতীয় হোমার, রোমানদের বার্জিল ও ইংরেজদের মিল্টনের গ্রন্থের সমকক্ষ হইতে পারে। ইহার কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাস ইংরেজদের মহাকবি সেক্সপিয়ের তুল্য। ইহার প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ভাষা আর পৃথিবীতে নাই। ইহার ষড় দর্শন কোন দেশের দর্শনশাস্ত্রের নিকট পরাজিত নহে। ইহার প্রাচীন রাজনীতি, গণিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রও উন্নত সভ্যতার পরিচয় দেয়। পূর্ব্বকালে এখানে অনেক দিগ্বিজয়ী ও বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি এখানকার ধর্ম্ম প্রচারকগণ আত্মার উন্নতির যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পৃথিবীতে অল্প লোক সেরূপ দেখা যায়।

প্র। এখন পৃথিবীর সঙ্গে তুলনায় ভারতের অবস্থা কিরূপ?

উ। এখন ইহার যার পর নাই হীনাবস্থা। ইহার জাতীয় স্বাধীনতা নাই, সুতরাং এখানকার লোকেরা একটী জাতি বলিয়া গণনীয় নহে। এখানকার ধর্ম্ম বিকৃত, সভ্যতা বিলুপ্তপ্রায়, এবং জ্ঞানচর্চ্চা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। সাহস, বল, বিক্রম, ধর্ম্মোৎসাহ হিন্দু জাতির আর তেমন কোথায়? সুতরাং এদেশীয় লোকে প্রাচীন কালের সভ্যতার গৌরবে অর্দ্ধ সভ্য বলিয়া উক্ত হন। যাহাহউক এখন এই একটী সৌভাগ্যের বিষয় যে ইংরেজ রাজত্বের প্রসাদে ভারতের বহুকালের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে এবং সকল বিষয়ের পুনরুন্নতির আশা হইতেছে।

বিজ্ঞান বিষয় কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

সত্য। মা! আজি কালি আমরা যেমন ঘড়ী দেখে সময় ঠিক্ করি, পূর্ব্বকালের লোকেরা কি এইরূপ করিত?

মা। আগেকার লোকে এত বুদ্ধি কৌশল জানিত না; সুতরাং তাঁহাদের এমন ঘড়ী ছিল না। তাঁহারা সূর্য্য ঘড়ী, বালুকা ঘড়ী, জলের ঘড়ী বা বাতির ঘড়ী করিয়া কাজ চালাইতেন।

স। মা! সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিকে থাকে তখন প্রাতঃকাল, মাথার উপর আসে তখন দুপর বেলা, আর যখন পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ে তখন বৈকাল এতে মোটামুটি এক রকম সময় জানা যায়, কিন্তু ঘণ্টা ঘণ্টা সকল সময় ত জানা যাইতে পারে না?

মা। সকল সময় ইহা দ্বারা কিরূপে জানা যাইবে? তবে ইহা দ্বারা কেবল সকাল দুপর বৈকাল নয়, আরও কিছু সময়ের সূক্ষ্ম হিসাব হইতে পারে। এক খানি কাগজে বা কোন ধাতু পাত্রে গোলাকার রেখা টানিয়া যদি তাহা ১২ ঘণ্টায় বিভাগ করা যায়, আর তাহার মধ্যস্থলে একটী কাঠি বা শলাকা খাড়া করিয়া রৌদ্রে রাখা যায়, সেই কাঠি বা শলাকার ছায়া দেখিয়া সময় অনেকটা ঠিক্ করা যায়।

সত্য। কিন্তু মা! তাহাতে রাত্রিকালে সময় কিরূপে নির্ণয় হইবে?

মা। কেবল রাত্রিকালে নয় মেঘলার দিনেও ঘড়ী বন্দ থাকে; এ জন্য মনুষ্যেরা সময় ঠিক্ জানিবার জন্য আর কয়েক প্রকার উপায় অবলম্বন করেন।

স। বালুকা ও জলের ঘড়ী কি প্রকার?

মা। একটী পাত্রে এক পাত্র বালি বা জল রাখিয়া তাহার নিম্নদিকে যদি একটী ছোট ছিদ্র রাখা হয়, তাহাতে বালি ঝুর ঝুর করিয়া বা জল টপ টপ করিয়া পড়ে। সমস্ত দিনে যত বালি বা জল পড়ে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া দিনের এক এক ভাগের পরিমাণ ঠিক্ করা যায়; সেই পাত্রে সেই হিসাব করিয়া দাগ দিয়া লইতে হয়। তখন এক এক ঘণ্টায় যত বালি বা জল পড়ে, তাহার মত ছোট ছোট পাত্র ঠিক্ করিয়া রাখিতে হয় এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাহাতে বালি ও জল পূরিয়া দিতে হয়।

স। আমি এরূপ ঘড়ী অক্লেশে তৈয়ার করিতে পারি, কিন্তু কি ঘণ্টায় কে আবার জল ও বালি পূরিবার জন্য বসিয়া থাকিবে? তাহাতে ঢের কষ্ট।

স। বাতির ঘড়ী কিরূপ?

মা। ইংলণ্ডের আল্‌ফ্রেড রাজা

এই রাজা সময়ের বড় কৃপণ ছিলেন, একটু সময়ও মিছা কাটাইতেন না। তিনি দিবারাত্রিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ রাজকার্য্যে, এক ভাগ পাঠ ও উপাসনায় এবং এক ভাগ আহার, নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক কার্য্যে ক্ষেপণ করিতেন। তাঁহার বাতি এমন ঠিক্‌ ছিল, যে ২০ মিনিটে এক এক বুরুল পুড়িত। ইহাতে ব্যয় হইত বটে; কিন্তু দিবা রাত্রির সকল সময়ই জানা যাইত।

সু। এতে বেশ এক রকম বুদ্ধি প্রকাশ পায়, আমার টাকা থাকিলে সেরূপ করিতাম।

স। আচ্ছা মা! এখনকার ঘড়ীতে কিছুই করিতে হয় না, একবার কল ফিরাইয়া দিলেই আপনা আপনি কেমন চলিতে থাকে। ইহার সৃষ্টি কিপ্রকারে হইল?

মা। যে গালিলিও পণ্ডিতের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি ইহার কল বাহির করেন। একটী অতি সামান্য ঘটনা দেখিয়া তিনি সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া এই কৌশল আবিষ্কার করেন। তিনি একস্থানে দেখিতে পান, দড়ীতে ঝুলান একটী লণ্ঠন কোন প্রকারে আঘাত পাইয়া দুলিতেছিল। এরূপ ঘটনা অনেকে দেখিয়াছেন, কিন্তু তার ভিতরে যে ভাবিবার কিছু আছে কেহ স্বপ্নেও ভাবিতেন না। তিনি দেখিলেন দড়ী দুলিবার সময় এক পাশে যত দূর যাইতেছে, অন্য পাশেও তত দূর যাইতেছে, দোলন কমিবার সময়ে একপাশে যেমন কমিতেছে, অন্য পাশেও সেইরূপ। আরও তিনি অনুমান করিলেন যে, দোলন বেশীই হউক আর কমই হউক, এক পাশে যাইতে যত সময় লাগে, অন্য পাশে যাইতে ঠিক তত সময় লাগে। ইহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন যে এই দোলনই সময় নিরূপণ করিবার উৎকৃষ্ট উপায়, অতএব দোলন ওয়ালা একটী যন্ত্র তৈয়ার করিতে পারিলে সময় জানিবার আর কোন অভাব হয় না। ঘড়ীর মধ্যে যে পেণ্ডুলম বা দোলপিণ্ড নিয়ত দুলিতে দেখা যায়, ইহা হইতে তিনি তাহার সৃষ্টি করেন। ঘড়ী চলার মূল কারণ সেইটী। পেণ্ডুলম থামিলেই ঘড়ী চলা বন্দ হইয়া যায়।

সু। আমি এত দিন ভাবিতাম, ঘড়ীর কাঁটা বুঝি আপনা আপনি চলে, এখন বুঝিতেছি পেণ্ডুলমের

[দো]লাতেই ঐ কাঁটা চলিয়া থাকে।
[কি]ন্তু মা! মাঝে মাঝে বন্দ হয় [কে]ন?

মা। ঘড়ীর ভিতর স্প্রীং অথবা [তা]রের মত তার গুটান আছে; [তা]হার সঙ্গে এক দিকে পেণ্ডুলম অন্যদিকে কাঁটার যোগ। ঘড়ীতে [মা]ঝে মাঝে দিতে হয়, তাহাতে সেই তার একত্র হইয়া গুটাইয়া যায়। পেণ্ডুলমের দোলাতে তাহা ক্রমে ক্রমে খুলিয়া আল্‌গা হয় এবং সব আল্‌গা হইয়া গেলে আর তাহার জোর থাকে না। পেণ্ডুলম থামিয়া যায়; ঘড়ীর কাটাও চলা বন্দ হয়। এইজন্য আবার একদিন বা একসপ্তাহ চলিবার জন্য দম দিতে হয়। এ বিষয়ে আর আর কথা পরে বুঝাইয়া দিব।

নূতন সংবাদ।

১। লেডি নেপিয়ার যখন কলিকাতায় ছিলেন, মান্দ্রাজের বালিকা ও অন্তঃপুরস্থ বিদ্যালয় সকলের ছাত্রী ও শিক্ষকগণ চন্দন কাষ্ঠের বাক্স করিয়া তাঁহাকে এক খানি অভিনন্দন পত্র পাঠান, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তত্ত্বাবধায়িকা বিবি সত্যাসাধনকে এইরূপ স্নেহসূচক প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছেন :—

"আপনার ও রেবরও সত্যাসাধনের অধীনস্থ মান্দ্রাজের বালিকা ও অন্তঃপুরস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষকগণের স্বাক্ষরিত এক খানি অভিনন্দন পত্র পাইয়াছি, যে সকল বন্ধু এইরূপ পত্র দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তোষকর স্নেহ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদান করিবেন।

আপনাকে আরও অনুরোধ করিতেছি যে উক্ত স্বাক্ষরকারিগণকে বলিবেন যে তাঁহাদের প্রণয়পূর্ণ বাক্য সকলে আমি মুগ্ধ হইয়াছি এবং তাঁহাদের সঙ্গে যে সুখকর সময় আমি যাপন করিয়াছি, তাহার সম্পূর্ণ স্মরণ আমি স্বদেশে লইয়া যাইব এবং তাঁহাদিগের কল্যাণার্থ সকল সময়েই চেষ্টা করিব। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে তাঁহারা এদেশে যেরূপ আগ্রহের সহিত বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রয়াসী, ঈশ্বর প্রসাদে তদ্দ্বারা তাহাদের ইহকাল ও অনন্ত কালের সুখ লাভ হউক।

উচ্চপদস্থ নারীগণের এরূপ ব্যবহার যার পর নাই প্রশংসনীয়।

২। মালেয়া উপদ্বীপের অন্তঃপাতী মাটামেন রাজার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক আছে। ইহার বর্ণ অতি শুভ্র, ইহা ওজনে প্রায় /১০ দেড় ছটাক। ইহার আকৃতি ঠিক একটী ডিম্বের মত, কেবল একধারে একটী ছিদ্র। ইহা ঐ রাজপরিবারে শতাধিক বৎসর রহিয়াছে। রণজিৎ সিংহের কোহিনূর হীরা

অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট। কোহিনুর ওজনে প্রায় ৴৹ এক ছটাক এবং তাহার মূল্য ৪৹ লক্ষ টাকা মাত্র।

৩। ঢাকা বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব তত্রত্য উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার অনেক উন্নতি হইতেছে বলিয়া তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে প্রশংসা করিয়াছেন।

৪। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অনুরোধে বাঙ্গলার লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুযায়ী নূতন বিবাহের রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন
" দুর্গামোহন দাস
হুগলী " শিবচন্দ্র দেব
ঢাকা " গোবিন্দচন্দ্র দাস

ইহাঁদের আফিস হইতে ৫ মাইল দূরের মধ্যে বিবাহ হইলে ৪ টাকা ফি লাগিবে, তদতিরিক্ত হইলে প্রতি মাইল ।৹ আনা অধিক লাগিবে।

৫। কাশ্মীরের স্ত্রীলোকেরা আর্সিনিক নামে এক প্রকার বিষ সেবন করিয়া থাকে, তাহাতে মুখমণ্ডল সুন্দর এবং লাবণ্যযুক্ত হয়, ইউরোপের অনেকস্থানেও এই রূপ প্রথা আছে। কিন্তু কিছুকাল ইহা সেবন করিলে অভ্যাস ছাড়া যায় না এবং অবশেষে ঠোঁট ও মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়।

৬। বোম্বাই নগরে বিকাজী জেম [illegible] নাম্নী এক পারসী রমণী গুজরাটী ভাষায় প্রাকৃতিক [illegible] বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ছলে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

৭। গত ৬ই এপ্রেল ভারত ও প্রশান্তমহাসাগরের মধ্যস্থিত ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জে মেনিলা নগরে একটী ভূমিকম্প হইয়াছে। ইহার অন্তঃপাতী জম্বালিকা প্রদেশেও একটী ভূমিকম্প হয়, তাহাতে পৃথিবীর ভিতর হইতে অস্ফুট শব্দ ক্রমাগত হয়, এবং নদীর জল দশ হাত ফুলিয়া উঠে। অধিবাসীরা ভয় পাইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করে।

৮। কিছুদিন হইল ইটালীর অন্তঃপাতী বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের একটী অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইহা যেরূপ ভয়ঙ্কর হইত, এবার তত হয় নাই।

৯। চামারদী গ্রামে কোন ব্রাহ্মণ পণদিয়া বিবাহ করেন এইক্ষণে বিবাহিতা স্ত্রী বাগ্‌দীর কন্যা প্রকাশ পাওয়াতেবড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। যেখানে টাকার [illegible] বিবাহ, সেখানে অনেক [illegible] ঘটিয়া থাকে।

১০। লেডি নেপিয়ার স্বামী [illegible] ব্যাহারে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। মান্দ্রাজের স্ত্রীলোকেরা তাঁহার গুণে এমন বশীভূত হইয়াছেন, যে তাঁহাকে উপহার দানার্থে ২০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

১১। "নিউ ইষ্টন মেইন নামক স্থানের কতকগুলি যুবতী এক সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, যে

পুরুষ তামাক খায়, তাহাকে তাহারা স্পর্শ করিবে না। তথাকার কতকগুলি যুবকও সভা করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে যে সকল যুবতী পদ্মচুলা পরিধান করে, তাহারা তাহাদের মুখ দেখিবে না।"

১২। মহারাণী স্বর্ণময়ী বল্লভপুর গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ২০৲ এবং মেদিনী পুরের কাদড়া স্কুলে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন। রাণী স্বর্ণময়ী গোস্বামী দুর্গাপুরের স্কুল গৃহের জন্য ৩০৲ টাকা দিয়াছেন।

১৩। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রমানাথ কবিরাজ ডেঙ্গুজ্বরের একটী ঔষধ বাহির করিয়াছেন। জ্বর হইবার পূর্ব্বে অর্দ্ধ ছটাক ঘৃত গরম করিয়া খাইলে জ্বর হয় না; এবং জ্বর হইলে গন্ধ ভাদালীর পাতার ভাবরা লইলে শরীরের বেদনা ও জ্বর সারিয়া যায়।

১৪। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল মহাত্মা লর্ড নর্থ ব্রুক বোম্বাই দিয়া আসিবার সময় তথাকার মানিকজীর বালিকা বিদ্যালয়ে ৫০০ টাকা দান করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহার বিদ্যার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ দেখা যাইতেছে। কলিকাতায় অতি অল্প দিন ছিলেন, তাহার মধ্যে এখানকার প্রায় সমুদায় প্রধান বিদ্যালয় গুলি যত্ন পূর্ব্বক দর্শন করিয়াছেন।

১৫। দিনাজপুরের রাণী শ্যামমোহিনী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়া অসংখ্য রোগীদিগকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। ঐ জেলায় ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব শুনিয়া তিনি মাজেষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে তিনজন উপযুক্ত ডাক্তার চাহিয়াছেন, তাহাদের সমুদয় ব্যয় স্বয়ং নির্ব্বাহ করিবেন।

বামাগণের রচনা।

বামাহিতৈষিণী সভার বক্তৃতা।*

এক্ষণে সুসভ্য জাতি মাত্রই নারী জাতির প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে নিতান্ত যত্নশীল হইয়াছেন। পুরুষজাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতি উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে যে জনসমাজ সম্যক রূপে উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারেনা ইহা প্রায় সকল সভ্যজাতির হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। যে ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল, এক্ষণে তাহা শুদ্ধ নারী জাতির অবনতির জন্য অন্যান্য সভ্য দেশের পশ্চাৎ পড়িয়া রহিয়াছে।

অস্মদ্দেশীয়া অবলাকুল, পুরুষ জাতি কর্ত্তৃক অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ ও দাসীর ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছেন ইহা প্রায় সকলেই অবগত

* আমরা গতবারে বামাহিতৈষিণী সভার সাংবৎসরিক উৎসবের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে যে সকল বক্তৃতা হয়, তন্মধ্যে ইহাও একটী।

আছেন। আমাদের দেশীয় পুরুষেরা মনে করেন যে স্ত্রীজাতি শুদ্ধ গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ ও পার্থিব সুখের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। উন্নতি সম্বন্ধে কোন বিষয়ে ইহাঁদের অধিকার নাই। এই কারণেই ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণ অন্যান্য সভ্যদেশীয়া মহিলা অপেক্ষা উন্নতি সম্বন্ধে এত দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন।

মঙ্গলময় জগদীশ্বর স্ত্রীজাতিতে যাবদীয় স্নিগ্ধ ও কমনীয় গুণ নিচয় বিধান করিয়াছেন; এবং পুরুষ দিগকে তদ্বিপরীত অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কঠোর গুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা নরনারী জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি উন্নতি সম্বন্ধীয় বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিবেন। যদ্যপি কোন পরিবারে শুদ্ধ পুরুষ থাকেন, তথায় যে সৎকার্য্যই করা হউক না কেন, যে জ্ঞানালোচনাই করা হউক না সকলই ন্যায়পরতা, কঠোর যুক্তি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই পরিবারটীর সর্ব্বত্রই প্রায় অনেকটা কঠোরতা দৃষ্ট হয়। আর যদি কোন পরিবারে শুদ্ধ স্ত্রীলোক থাকেন, তাঁহারা হয়ত সকলবিষয়ই দয়া, বিশ্বাস ইত্যাদি কোমল গুণ দ্বারা সম্পাদিত করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা এই রূপই হইতে পারে, হয় সাংসারিক সকল বিষয় নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িবে; নয় পুরুষোচিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে করিতে তাঁহাদের হৃদয় অনেকটা কঠিন ও উদ্ধত হইয়া পড়িবে। কিন্তু যে পরিবারে স্ত্রীপুরুষ একত্র বাস করেন, যে উন্নতির কার্য্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হস্ত থাকে, সেই পরিবারের যাবতীয়কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত ও সেই উন্নতির কার্য্য প্রকৃত উন্নতিতে পরিণত হয়। কিন্তু আমাদের দেশীয়া স্ত্রীগণ যেরূপ অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তাহাতে স্ত্রী-পুরুষ এই উভয় জাতির পরস্পরের সাহায্য করা দূরে থাকুক, স্ত্রী দিগের নিমিত্তই পুরুষেরা সম্যকরূপে উন্নতির পথে উত্থিত হইতে পারিতেছেন না।

দয়াময় জগদীশ্বর উন্নতি সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া পুরুষজাতি স্ত্রীদিগকে আপনাদিগের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে যতদিন পর্য্যন্ত না বিমুক্ত করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিদ্যালোকে আলোকিত করিবার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা না হইবে; ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদয় জ্ঞানে ধর্ম্মে বিভূষিত হইবে না। পুরুষ জাতি আপনাদের ভগ্নী দিগের প্রতি যতদিন পর্য্যন্ত না পবিত্র ভাবে দৃষ্টি ও সম্মানের সহিত ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিতে পারিবেন এবং স্ত্রীলোকেরাও ভ্রাতাদিগের নিকট সম্মানলাভের উপযুক্ত হইতে চেষ্টা না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত কি স্ত্রী কি পুরুষ কোন জাতি সম্মা

রূপে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না।

বিদ্যাশিক্ষা উন্নতির একটি প্রধান সোপান। যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি লাভ করিতে না পারিলে কোন প্রকারেই প্রকৃত উন্নতি লাভ করা যায় না।

স্বাধীনতা উন্নতি লাভের আর একটি প্রধান উপায়। ইহা না থাকিলে মানব জীবনই বৃথা। দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশীয় স্ত্রীদিগের এইটি নাই। ইহা পুনরায় লাভ করিতে ও ইহার সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিতে প্রাণপণে অন্যান্য প্রকার উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক করে। ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীলোকেরা বহুকাল হইতে অন্তঃপুরে নিবদ্ধা থাকাতে ও জড়ের ন্যায় কালযাপন করিয়া আসাতে তাঁহাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতার ভাব অত্যন্ত প্রবল। এই জন্য তাঁহারা আপনার বিবেচনায় কোন কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। অতএব অধিক পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা, ধর্ম্মোন্নতি, জ্ঞানোন্নতি ও মানসিক স্বাধীনতা নিতান্ত আবশ্যক। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার ইত্যাদি অত্যন্ত আবশ্যক করে।

শ্রীসৌদামিনী কান্তগিরি।

পশম।*

শুনগো পশম তুমি মম হিতকারী।
তোমার যে গুণ আমি বর্ণিতে না পারি॥
হিমালয়ে জন্ম তব আহা মরি মরি।
সতত নিকটে থাক হয়ে সহচরী॥
যখন করেতে আমি করিগো ধারণ।
হৃদয়ের চিন্তা যত হয় নিবারণ॥
রূপের কি তুল্য আছে অতি চমৎকার।
ক্যাম্বিশ উপরে সদা দিতেছ বাহার॥
কমল সদৃশ অঙ্গ কত রূপ ধর।
নীল লাল কত রঙ্ শোভে থর থর॥
রাজ মকুটেতে যথা হীরা শোভা পায়।

---

* দুই, তিন মাস হইল আমাদিগের মাননীয়া লেখিকা পশম বিষয়ক এই পদ্যটী এবং তৎসঙ্গে স্বহস্ত রচিত নানাবিধ মনোরম পশমের শিল্প কার্য্য উপঢৌকন স্বরূপ আমাদিগের নিকট প্রেরণ করেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট [illegible] বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ, এতদিন তাহা প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার শিল্প কার্য্য গুলি প্রদর্শন জন্য আমরা রাখিয়াছি।

কামিনীর হাতে তোমা সেরূপ দেখায় ॥
ছাগ মেষ লোমে তব শরীর ধারণ।
ফল ফুল পশু পক্ষী করে যত জন ॥
জামা মোজা গলাবন্ধ টুপী কত মত।
আসন গালিচা মোড়া হয় কত শত ॥
রূপ গুণ সমতুল্য দেখিবারে পাই।
তোমাকে হেরিয়া আমি নয়ন জুড়াই ॥
প্রিয় সখী হয়ে কর নিকটেতে বাস।
তিলেক বিচ্ছেদে আমি করি হা হুতাশ ॥
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন।
তোমার ওরূপ দেখি সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
যে গুণেতে তুষিয়াছ চিত্ত চিরদিন।
এখন সে রূপ দেখি নহে শোভাহীন ॥
প্রভাতে অথবা বেলা শেষের সময়।
যখনি তোমারে হেরি সুখোদয় হয় ॥
নিশিতে নক্ষত্র পুঞ্জ শশীর কিরণ।
তোমার রূপের কাছে হয় সে তুলন।
যখন সন্তাপে মন দগ্ধ হতে থাকে।
সুশীতল হয় মন স্পর্শিলে তোমাকে ॥
অবলার প্রিয় বস্তু বন্ধু তুমি অতি।
তোমাকে যতনে রাখে যত কুলবতী।
মূল্যেতে কিনিয়া রাখে বাক্সের ভিতর,
অমূল্য বলিয়া তবু করে সমাদর।
নিজ প্রাণ হতে সখী না ভাবিগো ভিন্ন
তোমার প্রণয় ডোরে বাঁধা চিরদিন ॥
নয়নের দৃষ্টি গেল হেরি তব রূপ।
তথাপি তোমার প্রতি না হই বিরূপ ॥
পশম শুনিলে কানে সুখ হয় কত।
দিবা নিশি আছি সখী তোমাতেই রত ॥
তুমি ছাড়া হলে সুখ নাহি পাই মনে।
তোমারে সাজাই সখী বিবিধ যতনে ॥
কিন্তু সাজিলেই সখী আমারে না চাও।
পরেরে করিতে সুখী পরবাসে যাও ॥

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০৭ সংখ্যা | আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ।

ভারত আশ্রম।

অনেকে বোধ করি শুনিয়াছেন যে কলিকাতায় এক আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। গত মাঘ মাসে বেলঘরিয়া গ্রামে ইহার সূত্রপাত হয়। দুই মাস পরে উহা স্থানান্তরিত হইয়া, কাঁকুড়গাছীস্থ রাণী স্বর্ণময়ীর উদ্যান বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাহইতে এক মাস হইল উহা কলিকাতায় উঠিয়া আসিয়াছে। এই আশ্রমের নাম "ভারতাশ্রম"। আশ্রম কি, ইহাতে কি হয়, ইহা দ্বারা দেশের বিশেষ কি উপকারের সম্ভাবনা তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। এজন্য পাঠিকাগণের গোচারার্থ আমরা ভারতাশ্রমের সম্বন্ধে দুই পাঁচটী কথা বলিতে উদ্যত হইলাম।

বঙ্গদেশের যে রূপ হীনাবস্থা, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ যেরূপ বিকৃত ভাব এবং সাধারণতঃ সমস্ত পরিবার মধ্যে যে রূপ অশান্তি, তাহাতে সম্পূর্ণ গৃহসংস্কার ও গৃহশুদ্ধি ভিন্ন মঙ্গলের আশা নাই। যেখানে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন নহে এবং জ্ঞান ধর্ম্মে বিপরীত ভাব ধারণ পূর্ব্বক পরস্পরের সহিত কলহ বিবাদে তৎপর, সেখানে প্রকৃত উন্নতি ও শান্তি স্থান পায় না। যখন পুরাতন হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সংস্কার এদেশে প্রবল ছিল, তখন নর নারীর একই ভাব ও এক রীতি ছিল। সুতরাং তাঁহারা এক প্রকার সদ্ভাবে ও কুশলে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

কিন্তু এক্ষণে ইংরাজি শিক্ষা প্রভাবে হিন্দু সমাজের পত্তন ভূমি বিকম্পিত হইয়াছে এবং রীতি পদ্ধতি আচার ব্যবহার, এমন কি মনের সংস্কার ও রুচি পর্যন্ত আন্দোলিত হইয়াছে। এ অবস্থায় ভগ্ন হিন্দু সমাজকে পবিত্র ধর্ম্ম এবং উন্নত জ্ঞান অনুসারে পুনরায় গঠন করা আবশ্যক।

এই উদ্দেশেই ভারতাশ্রম খোলা হইয়াছে। কয়েকটী পরিবার নিয়মিত উপাসনা, বিদ্যা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসাধন দ্বারা বালক যুবা বৃদ্ধ সকলকে উন্নত করা ও সকলের মধ্যে শান্তি বিস্তার করা সংস্থাপকদিগের লক্ষ্য। তাঁহাদের এই অভিপ্রায়, যে কি রূপে শরীর মন ও আত্মাকে রক্ষা করিতে হয়; পরস্পরকে ভাই ভগিনী বলিয়া ভাল বাসিতে হয়; কি রূপে পিতা মাতার সেবা ও সন্তান পালন করিতে হয়; ও কি রূপে ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিতে হয়, তাহা সকলে শিক্ষা করেন। আদর্শ অতি উচ্চ, লক্ষ্য মহান, আশ্রমাধ্যক্ষেরা যে সম্পূর্ণরূপে একেবারে কৃতকার্য্য হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এমত শুভ কার্য্যে যতটুকু ফল ফলে তাহাই আনন্দের বিষয়।

আশ্রম মধ্যে ভিন্ন লোক ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র ঘর আছে। আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ঘরে তাঁহারা বাস করেন। উপাসনা বিদ্যাশিক্ষা ও আহার সাধারণ স্থানে নির্ব্বাহিত হয়। বায়ু সেবনের জন্যও সাধারণ ছাদ আছে। ধর্ম্ম জ্ঞান সংসার সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা।—

৬ টা হইতে	৭ পর্য্যন্ত	পাঠ
৭ টা …	৮ …	স্নান
৮ টা …	৯॥০ …	উপাসনা
৯॥০ …	১০ …	গৃহকার্য্য
১০ …	১০॥০ …	স্ত্রীলোকদিগের আহার
১০॥০ …	১১ …	পুরুষদিগের আহার
১১ …	১২ …	গৃহকার্য্য
১২ …	৫ …	বিদ্যালয়

৫ টা হইতে	৬ পর্য্যন্ত	গৃহকার্য্য
৬	৭	স্নান ভোজন
৭	৮	পাঠ
৮	৯	উপাসনা
৯	৯॥০	স্ত্রীলোক দিগের আহার
৯॥০	১০	পুরুষদিগের আহার
১০	১১	পাঠ
১১	৬	নিদ্রা

আশ্রমবাসী দিগকে সময় জানাইবার জন্য প্রত্যূষ হইতে ১১টা রাত্রি পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে ঘড়ি বাজান হয ও আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজে।

ভারত সংস্কার সভা সংক্রান্ত (শিক্ষয়িত্রী) স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় আশ্রম ভবনে প্রতিষ্ঠা হওয়ায় আশ্রমবাসিনীদিগের পক্ষে বিদ্যাভ্যাসের বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। শনি ও রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ উক্ত বিদ্যালয় খোলা থাকে। এক জন উপযুক্ত ইংরাজ শিক্ষয়িত্রীর হস্তে উহার ভার সমর্পিত হইয়াছে। তাঁহার উপদেশে ছাত্রী দিগের অনেক উপকারের সম্ভাবনা। বাঙ্গালা ভাষাতে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার আছে। ইহার সহকারী দুইজন সুযোগ্য পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন, তন্মধ্যে এক জন (এম এ) উপাধিধারী। উভয়েই সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন এবং ধৈর্য্যশীল ও সচ্চরিত্র। আমরা শুনিয়াছি যে ইংলণ্ড হইতে একজন বিবি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করায় তাঁহার প্রর্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে। বোধ করি দুই তিন মাসের মধ্যে তিনি এ দেশে আসিয়া উক্ত কার্য্য ভার গ্রহন করিবেন। তিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে বাঙ্গালীদিগের নিকট বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করিতেছেন এবং শিক্ষা কার্য্যে সমুচিত নৈপুণ্য লাভের জন্য "ওয়ার্কিং উইমেন কালেজ" নামক বিদ্যালয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার যেরূপ জ্ঞান, সাধুতা ও অধ্যবসায় তাহাতে তিনি যে এ দেশের অশেষ উপকার করিতে পারিবেন ইহা বলা বাহুল্য। এই বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রী আশ্রমে বাস করেন, সুতরাং তাঁহারা যে কেবল বিদ্যালয়ে একত্র পাঠ করেন এমত নহে, কিন্তু অনাময়েও পর-

স্পরের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞানালোচনা করেন এবং পরস্পরকে সাহায্য দান করেন।

বিদ্যালয়ে যেমন জ্ঞান লাভ হয়, বামাহিতৈষিণী সভাতে সেই রূপ জ্ঞান চর্চ্চা হয়। এই সভাতে স্ত্রী জাতির উন্নতি সম্বন্ধীয় নানাবিধ গুরুতর বিষয় আলোচিত হয়, সভ্যেরা আপন আপন মত প্রকাশ করেন, কিম্বা সংশয় উপস্থিত হইলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; সভাপতি মহাশয় কুতর্ক ও কুযুক্তি খণ্ডন করিয়া পরিশেষে আলোচিত বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা করিয়া দেন। এরূপ সমালোচনা দ্বারা সভ্যাদিগের বুদ্ধি পরিষ্কার হয়, কুসংস্কার দূর হয় এবং চিন্তা শক্তি ও ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়।

জ্ঞান উপার্জ্জনের তৃতীয় উপায় পুস্তকালয়, কতক গুলি উৎকৃষ্ট এবং নারীজাতির উপযোগী ইংরাজি ও বাঙ্গলা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। আশ্রমবাসিনীদিগের ইচ্ছা হইলে যথা সময়ে ঐ সকল পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারেন। দেশীয় বাঙ্গলা সংবাদ পত্র তাঁহাদের ব্যবহার জন্য উক্ত পুস্তকালয়ে রক্ষিত হয়।

আহার বিভাগের তত্বাবধান জন্য এক জন অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহার এক জন বৈতনিক সহকারী আছেন। অধ্যক্ষ মহাশয় আহারের সমস্ত ব্যবস্থা করেন এবং যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা বিধান করেন। সাধারণের জন্য অন্ন এবং রুটি বরাদ্দ আছে। রোগ বা অস্বাস্থ্য হেতু বিশেষ পথ্যের প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের বিধানানুসারে তাহা দেওয়া হয়। চিকিৎসক মহাশয় আবশ্যক হইলে প্রতি দিন অন্ততঃ একবার আশ্রমে আসিয়া সকল ঘরের তত্ত্ব লইয়া ঔষধ ও পথ্য বিধান করেন।

আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রত্যেকের নিম্ন লিখিত পরিমাণে মাসে মাসে টাকা দিতে হয়:—

পূর্ণ বয়স্ক	...	৬
১০ বৎসরের ন্যূন বালক বালিকা	...	৩৸০
দুগ্ধ পোষ্য	...	১৷৹
ভৃত্য	...	৪৷৹

দুগ্ধ, জল খাবার, আদির ব্যয় প্রত্যেকের আপনার আপনার। ঘর ভাড়া ঘরের তারতম্য অনুসারে নিরূপিত হয়।

আর এক জন অধ্যক্ষের হস্তে উপাসনার ও ধর্ম্ম শাসনের ভার আছে। প্রাতঃ কালে তিনি ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা প্রণালী অনুসারে উপাসনা কার্য্য সমাধা করেন। উপাসনা ঘর অতি প্রশস্ত, তাহার এক দিকে পুরুষেরা অপর পার্শ্বে স্ত্রীলোকেরা উপবিষ্ট হন। প্রতিদিন প্রায় ৪০। ৫০ জন নর নারী একত্র হইয়া সমস্বরে ও এক হৃদয়ে পরম পিতার পূজা করেন; ইহা দেখিলে হৃদয়ে অপার আনন্দের সঞ্চার হয়। সে সুন্দর মনোহর দৃশ্য অবলোকনে ইচ্ছা হয় এই সংসর্গে জীবন যাপন করি। এই উপাসনার ভাব যখন আশ্রমের নরনারীদিগের সমস্ত জীবনকে অধিকার করিবে, তখন উহা স্বর্গতুল্য হইবে। সত্য বটে ভারতাশ্রমে এখন অনেক ক্রটী দোষ আছে এবং অধর্ম্ম অসদ্ভাবও অনেক পরিমাণে লক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা আশা করি ঈশ্বরপ্রসাদে কাল ক্রমে এসমস্ত দোষ সংশোধিত হইবে, সকল অভাব পূরণ হইবে, পুণ্য ও প্রেম প্রতি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঈশ্বর করুন্ যেন এই ভারতাশ্রম তাঁহার পবিত্র পরিবারের আদর্শ স্বরূপ হয়।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

(১০৬ সংখ্যা ৪৫ পৃষ্ঠার পর।)

অনেকে বলিতে পারেন গৃহিণীর আবার সংসারের মধ্যে গুরু লোক কে যে তিনি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবেন? সংসারের সকলের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠা যে নারী তিনিই গৃহিণী, অতএব নারীদিগের মধ্যে গৃহিণীর গুরু লোক থাকার সম্ভাবনা কোথায়? ইহার মীমাংসা এই যে গৃহিণী গৃহের কর্ত্রী ঠাকুরাণী বটেন, কিন্তু তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী, ভাসুর ও স্বামীর যাবতীয় গুরুলোক তাঁহার গুরুলোক ও ভক্তির আস্পদ। বিশেষতঃ অনেক সংসারে দেখাযায় সন্তান কার্য্যক্ষম ও উপার্জ্জনশীল হইলে এবং তাহার পিতা যে কোন্ কারণ বশতঃ কার্য্যে অপটু হইলে সন্তানকেই সংসারের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে হয়। সেইরূপ মাতাও কোন কারণ

বশতঃ সাংসারিক কার্য্য সমুদয় বিশেষ যত্ন সহকারে সম্পাদন করিতে অশক্তা হইলে তাহার পুত্রবধূর উপর তাবৎ ভার সমর্পণ করিয়া থাকেন। এমন স্থলে ঐ পুত্রবধূই সংসারের গৃহিণী। যাহাদের মনে কিছুমাত্র স্নেহ ভক্তি আছে, এই রূপে পিতা মাতা জরাজীর্ণাবস্থাপন্ন হইলে তাহাদের সেবা করা তাঁহারা সকলেই পরম ভাগ্য করিয়া মানেন। কিন্তু সেরূপ অবস্থা না হইলেও তাঁহাদের সেবা করা কর্ত্তব্য। পিতা মাতা ব্যতীত অন্য আত্মীয় গুরুলোকের ও সেবা করিতে হয়, যথা শাস্ত্রকারকদিগের মতে

মাতা পিতা গুরু শ্রেয়ান্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতামহঃ।
শ্বশুরো মাতুল শ্চৈব তথা মাতামহঃ স্মৃতঃ।
পিতুর্জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠশ্চ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠা নিজস্বসা।
পিতুঃ স্বসা জনন্যাশ্চ এতে গুরু জনাঃ স্মৃতা।
পত্ন্যা পিতামহাদীনং তথৈব গুরবঃ স্মৃতা।
এতেষুহি পিতা শ্রেয়ান গুরুরেব মহাগুরুঃ।

মাতা পিতা শ্রেষ্ঠ গুরু, তদ্ভিন্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতামহ ও পিতামহী, শ্বশুর ও শাশুড়ী মাতুল ও মাতুলানী মাতামহ ও মাতামহী, পিতার ভ্রাতা ও তৎ পত্নী, নিজ জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এবং পিতার ও মাতার ভগ্নী ইহারাও গুরুলোক মধ্যে পরিগণিত। ইহাদিগকে সম্যক্ রূপে মান্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; ইহাদিগের মধ্যে কেহ অসমর্থ ও অসহায় হইলে তাহাকে যথা সাধ্য প্রতিপালন করা এবং যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। ইহার নিয়ম এই যে পিতা মাতা এবং গুরুলোকের প্রসাদে আমার কল্যাণ হইতেছে, এবং তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদিগকে সেবা করিয়া সুখী হইতেছি এইটি মনে করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক গৃহস্থব্যক্তি তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিবে। শাস্ত্রকারকেরা কহিয়াছেন যিনি এই প্রকারে সেবা করেন তিনি স্বর্গ লোকেও সুখানুভব করেন। যে গৃহস্থ গুরুলোকের সেবা না করে, তাহারত কথাই নাই, কিন্তু সেবা করিয়াও যে তাঁহাদিগের প্রসাদে সেবা করিতেছে এমন বিবেচনা না করিয়া আমি এই সকল সৎকর্ম্ম করিতেছি এমন মনে অভিমান করে সেই নিন্দনীয়। আহা! কি চমৎকার নীতি কৌশল! যে ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে, তাহাকে আর

কিছু অধিক শিক্ষা দেওয়া বাহুল্য। তথাপি পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা বিষয়ক কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার মর্ম্ম লেখা যাইতেছে, যথা,

মাতরং পিতরং চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নত :॥

গৃহীব্যক্তি মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা রূপে জানিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সেবা করিবে।

আসনং শয়নং বস্ত্রং পানং ভোজন মেবচ।
তত্তৎ সময় মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ॥

বসিবার কালে আসন, আহার করিবার কালে অপূর্ব্ব ভোজনীয় বস্তু, পরে তৃষ্ণার সময় শীতল জলাদি, পরিধানের সময়ে অপূর্ব্ববস্ত্র, শয়ন করিবাব কালে মৃদুস্পর্শ শয্যা প্রস্তুত করিয়া মাতা পিতার আজ্ঞামত তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত করিবে।

শ্রাবয়েন্ মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয় মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারীস্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥

সর্ব্বদা পিতা মাতাকে নম্রবাক্য শ্রবণ করাইবে, তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্য সমাচরণ করিবে ও তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারী হইবে, যে পুত্র এইরূপ করে সেই সাধু পুত্র এবং তাহাদ্বারা কুল পবিত্র হয়।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ চাপল্যং বহুভাষণং।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনোহিতং॥

যে আপনার হিত ইচ্ছাকরে সে পিতামাতার নিকট উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিবে না, পরিহাস এবং চাপল্য ত্যাগ করিবে, বহুভাষণে নিরস্ত হইবে অর্থাৎ সাজান বা অনাবশ্যক কথা কহিবে না।

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ স সংভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥

পিতা মাতাকে দেখিয়া প্রণাম পূর্ব্বক সংভ্রমের সহিত দণ্ডায়মান হইবেক, তাঁহাদের আজ্ঞাবিনা উপবেশন করিবে না এবং সর্ব্বদা পিতার শাসনে সংস্থিত থাকিবে।

বিদ্যাধন মদোন্মত্তোন কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনং।
সযাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ॥

যে ব্যক্তি বিদ্যামদে বা ধনমদে উন্মত্ত হইয়া পিতা মাতাকে অবহেলা করে সে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে যায়।

মাতরং পিতরং পুত্রদারানতিথি সোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥

কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও মাতা পিতা অতিথি ভ্রাতা পুত্রকন্যা স্ত্রী ইহাদিগকে অন্ন না দিয়া গৃহীব্যক্তি কখনই ভোজন করিবেক না।

গৃহীব্যক্তির যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য তাহা শাস্ত্রকারকেরা উক্তরূপে কহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে ধর্ম্ম লাভ হয় এবং সংসারের সুখ হয়। যে সমুদয় কার্য্য গৃহীব্যক্তির কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইল, সে সমুদায়ই গৃহিণীরও কর্ত্তব্য। গৃহস্থ যেমন তাহার পিতা মাতা বা অন্য গুরুলোককে শ্রদ্ধাভক্তি সম্মান করিবেন, গৃহিণীও তাহার শ্বশুর শাশুড়ী বা অন্য গুরু লোককে তদ্রূপ বরং তদধিক শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান করিবেন এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বিশেষতঃ পুরুষের অর্থোপার্জ্জনই প্রধান কার্য্য সুতরাং তদনুরোধে সংসারের কোন বিষয়ের বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে তাহার সুবিধা হয় না। অতএব সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যায়, তাহার সমস্ত ভারই গৃহিণীর উপর পড়ে। গৃহিণীরই কর্ত্তব্য যে তিনি শ্বশুর শাশুড়ীর বা অন্যান্য গুরুলোকের যখন যাহা আবশ্যক তাহা মনে বুঝিয়া তাহাদিগকে আসন শয়ন বস্ত্রপান ভোজনাদি প্রদান করেন।

যে সংসারে গুরুলোকের যথোচিত ভক্তি ও সেবা করা হইয়া থাকে, সে সংসারের সুখের সীমা নাই। পিতা মাতা এবং সন্তান সন্ততির মধ্যে পরস্পর প্রীতিভাবের যে সুন্দর প্রবাহ বহিতে থাকে তাহা কর্কশ বা কটূক্তি বিবাদ বা কলহ দ্বারা কদাচ অবরুদ্ধ হয় না। জনক জননীর সমগ্রে সন্তানের হৃদয়ের ভক্তি ও বাৎসল্য ভাব সর্ব্বদা ভাসমান হইতে থাকে। পিতা মাতার মনোরঞ্জন করা, তাঁহাদের আজ্ঞা মাত্র তাহা সম্পাদন করা, তাঁহাদের অনুমোদনসূচক সদয় হাস্যে পুলকিত

হওয়া, এবং কোন কার্য্য দ্বারা তাহাদের অসন্তোষ মাত্রের কারণ না হওয়া সংসারের সকল সন্তানেরই নিয়ত এই লক্ষ্য হইবে। সন্তান ভক্তি করিয়া তাহার পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে তাহাদিগের মনে যেরূপ সুখ অনুভব হয় তেমন সুখ আর কিছুতেই হয় না। সে সুখ এমন সুমধুর যে এই জীবন নানা ক্লেশবশতঃ যদিও বিষ ভাণ্ডবৎ বিবেচনা করা যায়, তথাপি তাহার মধুরতা প্রভাবে ইহাই যেন অমৃতের আধার বোধ হয়। ইহা দ্বারা পিতা মাতার হৃদয় কি শোকে কি রোগে কি মৃত্যুশয্যায় যেন আনন্দ সলিলে ভাসিতে থাকে। পিতা মাতার হৃদয়ে এমন সুখ প্রদান করা কি অল্প সৌভাগ্যের ফল।

নীতি গর্ভ উপন্যাস।

একদা কোন তৃষ্ণাতুর ঘুঘু এক নদীতীরে জল পান করিতে করিতে দেখিল একটী পিপীলিকা জলে ভাসিতেছে এবং তটে উত্তীর্ণ হইবার জন্য যৎপরোনাস্তি কষ্ট করিয়াও বিফল হইতেছে। পিপীলিকার অবস্থা দেখিয়া ঘুঘুর মনে দয়ার সঞ্চার হইল। সে তৎক্ষণাৎ এক গাছি তৃণ আনিয়া তীর সংলগ্ন করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। পিপীলিকা সেই তৃণাবলম্বনে অনায়াসে সহর্ষে ও দ্রুতবেগে তীরে উত্তীর্ণ হইল। মানুষের ন্যায় পিপীলিকা অকৃতজ্ঞ নহে, সে বন-কপোতের সেই উপকার স্মরণ করিয়া তীর দিয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছে এমত সময় দেখিল জনৈক ব্যাধ তাহার উপকারী পক্ষিবরকে শিকারার্থ নিঃশব্দে পদসঞ্চালন করিতেছে। ব্যাধ স্থির হইল, পিপীলিকাও তাঁহার নিকট অগ্রসর হইল। ব্যাধ যেমন নির্য্যাস সংযুক্ত যষ্টির অগ্রভাগ পক্ষিগাত্রে স্পর্শ করিতে যাইবে, পিপীলিকা তাহার পাদদেশে উঠিয়া সজোরে দংশন করিল। ব্যাধ চমকিয়া উঠিল, পক্ষী টের পাইয়া উড়িয়া গেল। উপকার করিলে অত্যন্ত হীনজন হইতেও উপকৃত হওয়া যাইতে পারে।

২। প্রভাতে কোন কুক্কুটী শাবক গণ লইয়া গোশালায় বিচরণ করিতে-

ছিল। শাবকগণ তাহার অনুগামী হইয়া খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে একটী কূপ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। কুক্কুট মাতা সম্মুখস্থ বিপদ দেখিয়া অন্যদিকে শাবকগণকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে এই বলিয়া সকলকে উপদেশ দিল "তোমরা দেখিও, কখন এই কূপের নিকট আসিও না— আসিলে ইহার অভ্যন্তরস্থ শত্রু তোমাদিগের প্রাণ সংহার করিবে।' এই রূপ নিষেধ করিয়া মাতা চলিয়া গেল। সময়ান্তরে একটী সাহসী কুক্কুট-শাবক কূপসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ভাবিল 'মাতা স্ত্রীসুলভ ভয়ে আমাদিগকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। কই এখানে তো কাহাকেও দেখিতে পাই না। আর যদি কেহ থাকে স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহা হইতে বিমুখ হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। বোধ হয় আমার বল বিক্রম মা জানেন না। দেখিই না ইহার ভিতর কি আছে।' এই কথা বলিয়া যেমন কূপ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিবে দেখিল অন্য একটী কুক্কুট তন্মধ্যে তাহার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে। কুক্কুটের ক্রোধ জন্মিল এবং শরীর স্ফীত হইল। প্রতিবিম্বিত কুক্কুটকেও তদ্রূপ দেখা গেল। তখন শাবকটী যুদ্ধার্থ তাহার প্রতি ধাবমান হওয়াতে কূপমধ্যে নিপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। অজ্ঞানের নিকট হিতকথা বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। যে অহঙ্কারে আপনার হিতকারীর সতর্কতা বাক্য না শুনে, তাহার নিশ্চয়ই বিপদ্ ঘটে।

৩। একটী বালক কূপের ধারে বসিয়া রোদন করিতেছিল। একজন চোর তথায় হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বালককে তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল 'দড়ি ছিঁড়িয়া একটী রূপার ঘটি কূপ মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।' চোর সান্ত্বনা বাক্যে কহিল তাহার জন্য ভাবনা কি? আমি তোমার ঘটি তুলিয়া দিতেছি। বলিয়া বসনাদি কূপধারে রাখিয়া কেবল কৌপীনধারী হইয়া তন্মধ্যে অবতরণ করিল। জল মধ্যে কতক্ষণ খুজিয়া খুজিয়া হতাশ হইল, কিছুই পাইল না। উপরে উঠিয়া দেখে সে বালক নাই তাহার বস্ত্রাদিও নাই। সেই ধূর্ত্ত বালক চোরের উপরে বাটপাড়ি করিয়া গিয়াছে।

৪। নদী তীরে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে করিতে কোন কাঠুরিয়ার হস্ত হইতে

কুঠার স্খলিত হইয়া নদীর মধ্যে পতিত হইল। কাঠুরিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া কুঠার অন্বেষণ করিল, কিন্তু কিছুতেই পাইল না। পরে দরিদ্র কাঠুরিয়া তীরে বসিয়া জীবিকা সাধনস্বরূপ সেই কুঠারের জন্য রোদন করিতে লাগিল। জলদেবতা বরুণ সদয় হইয়া তাহাকে দর্শন দিলেন। কাঠুরিয়া আপন শোকের কারণ বিজ্ঞাপন করিলে দেবতা জলে নিমজ্জিত হইলেন। পুনবায় উত্থিত হইয়া এক খানি সুবর্ণ কুঠার কাঠুরিয়াকে প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই কুঠার কি তোমার? কাঠুরিয়া অস্বীকার করিলে বরুণ দেব আবার জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক খানি রূপার কুঠার উত্তোলন করিলেন। কাঠুরিয়াকে পুনর্ব্বার তদ্রূপ জিজ্ঞাসা করিলে সে এবারেও তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না। সুতরাং দেবতাকে আর একবার জলতলস্থ হইতে হইল। এবারে তিনি সেই স্খলিত লৌহ কুঠার উত্তোলন করিয়া কাঠুরিয়াকে প্রদর্শন করিবা মাত্র তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ কহিল এই আমার কুঠার। বরুণ কুঠার প্রদান করিলেন এবং তাহার লোভ সম্বরণ ও সত্য কথনের পুরস্কার স্বরূপ সেই দুই সুবর্ণ ও রজত কুঠারও তাহাকে দান করিলেন। কাঠুরিয়া মহানন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুবর্ণ ও রজত কুঠার লাভের বিবরণ প্রচার করিয়া দিল। অনন্তর অপর এক কাঠুরিয়া সেই নদীতীরে কাষ্ঠ আহরণার্থ আগমন করিল। বৃক্ষচ্ছেদন করিতে করিতে সে আপনি কুঠার খানি জলে ফেলিয়া দিল। ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্ব কাঠুরিয়ার ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বরুণ সমুপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় জলমগ্ন হইয়া তাহার জন্যও এক খানি স্বর্ণ কুঠার আনয়ন করিলেন। স্বর্ণকুঠার দেখিবামাত্র কাঠুরিয়া মহোল্লাসে তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল এমত সময় বরুণ বারিরাশিতে মিশাইয়া গেলেন। যাইবার সময় এই কথাটী বলিয়া গেলেন 'আমার পুরস্কার সাধুদিগের জন্য, দুষ্ট লোকদিগের জন্য নয়।' তিনি আর পুনরুত্থান করিলেন না। কাঠুরিয়া পূর্ব্ব সম্বল কুঠার খানি বিসর্জ্জন দিয়া রিক্তহস্তে মহাদুঃখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রাম ধনু।

উঠিয়াছে রামধনু রঞ্জিত বরণে,
জয়ের নিশান ওই গগণে শোভিত ;
এই বেলা দেখ নর সার্থক নয়নে,
নহিলে বিলীন হায় হইবে ত্বরিত।

পেয়েছ কি রামরাজ ! এই পুরস্কার,
ভাঙ্গিয়া হরের ধনু জনক সদনে ?
কেন তবে বলে লোকে এ ধনু তোমার ?
কোরেছে বিচার ভাল তারা মনে মনে !

সূর্য্য বংশে জন্ম তব বিদিত ভুবনে
তাই কি মিলাও ধনু তপন বিভায় ;
নমে তারে বামাকুল ভক্তির হৃদয়ে,
উদ্ধার করেছ যাহে পবিত্র সীতায় ?

সুরপুর শশিকলা, শোভার ভাণ্ডার
কত মুক্তা মণি রত্ন, প্রবালে খচিত !
পাঠায়েছে ইন্দ্র কিবা করি অহঙ্কার,
সুর্য্যেরে দেখাতে শোভা বরণ রঞ্জিত।

দেখাইতে নররাজে অমরার ধন,
লোভিতে হৃদয় তার ত্রিদিবের পানে,
কি ছত্রে শোভিত হয় স্বর্গের তোরণ,
কতই মোহন শোভা বিরাজে সেখানে !

এই বটে সুর রাজ যোগ্য শরাসন,
কি ধনে গড়েছ মরি এ চাপ রতনে !
পাঠাও না সুধীবরে ভাঙ্গিতে কখন,
ভাঙ্গিতে এ সুখভ্রম মানবের মনে।

চাহিনে ভাঙ্গিতে ভ্রম অর্জ্জিত শৈশবে,
কেন এ নির্ম্মিত দেশ স্বর্গ মর্ত্ত্য মাঝে ?
নাবে হেথা সুকুমারী সুরবালা সবে,
দেখিতে ধরণী শোভে কি সুন্দর সাজে।

কোথা এ ভাবের কাছে, সুধী উপদেশ
এমন মোহন কান্তি হয় কি কারণ ?
পারে কি পরাতে তায় হেন চারু বেশ
তোমার ও গায় ধনু পূরিত রতন।

প্রকৃতি বদন হোতে যখন বিজ্ঞান,
সুমোহন আবরণ করে বিমোচন ;
প্রবেশে তখন মনে কি নীরস জ্ঞান,
ভাঙ্গি যায় কত হায় সুখের স্বপন।

তবুও সে, ধনুরাজ কবির অন্তর,
মাতিবে আনন্দে মহা দেখিয়া তোমায়,
মন তার নাচে হেরি কুহক সুন্দর,
বিজ্ঞানে সে করে তুচ্ছ স্বভাব শোভায়।

হরষে ধরণী তোমা করে ধূপ দান,
চাতকে তোমার গীত গায় উচ্চ রবে ;
মোহিত মানবে করে শোভার বাখান,
সহাস্য ক্ষেত্রের পরে ভাস তুমি যবে।

শিশু কালে যে হরষে হেরেছি তোমায়,
আজিও সে মহানন্দে মাতে মোর মন,
যখন তোমার ধনু সুবর্ণ বিভায়,
শোভিয়াছে দেখি চারু অর্দ্ধেক গগন।

কৌস্তভ রতন তুমি মেঘের হৃদয়ে,
কিন্নরীর চন্দ্রাতপ গিরিবর শিরে,

কভু বা বিম্বিত হও ধীর জলাশয়ে,*
কিরীটি বারীশ দেখে জলধি গম্ভীরে।

রত্নাকর কত রত্ন দিয়াছে তোমায়,
বাছিয়া মুকুতা মণি চিকণ বরণ;
ক্ষণেক তোমারে যবে ধরে সে মাথায়,
শোভে যেন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল রাজন।

অজ্ঞানে জানে না তোমা ডাকে কি বলিয়া,
তাই সে নানান দেশে নানা কথা কয়,
মোহিত হয়েছে বড় তোমায় হেরিয়া
তবু যদি নাহি হতে ক্ষণেকে বিলয়।

দেখিতে বাসনা যদি মানব তোমার,
চির বাসবের চাপ নয়ন স্থস্থিরে;
দেখ গিয়ে ফেণ পুঞ্জ পাবাবাব ধাব,
দেখ ভীম নায়েগ্রার নির্ঝরেব নীবে।

সঙ্গীত বিদ্যা।

পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে সকল বিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সংগীত বিদ্যা মানব জাতিব চিত্তবিনোদন করিতে যেমন সমর্থ এমন আর কোন বিদ্যাই নয়। কোন্ মাহাত্মা কোন্ সময়ে এবং পৃথিবীর কোন্ দেশে, প্রথমে এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিকারিণী অপূর্ব্ব বিদ্যার অনুশীলনে যত্নবান হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া দেখা যায়, যে পুরাকালে কি সভ্য কি অসভ্য কোন জাতিই সঙ্গীত রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিল না। যখন লিখন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, যখন অক্ষর বিদ্যা কি অপর চিত্তোৎকর্ষ বিধায়ক কোন বিদ্যার উদয় হয় নাই, তখনও সঙ্গীতশাস্ত্র মানবকুলকে উন্নত পদবীতে অধিষ্ঠিত

* জলাশয় সমুদ্র।

করিয়াছে। অধিক কি, যখন ইতিহাসের জন্ম হয় নাই, এবং প্রাচীন রীতি, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্পূর্ণ রূপে লোপ হইয়া যাইবার কথা, তখন সঙ্গীতই ইতিহাসের স্থানীয় হইয়া, এই সমস্ত কতক কতক রক্ষা করিয়া আধুনিকদিগের হস্তে প্রদান করিয়াছে। বুঝি প্রকৃতি তাঁহার সন্তানদিগকে শৈশব হইতেই সংগীত শিখাইবার নিমিত্ত, গভীর ঘনানিনাদ নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দ, ঝটিকার হুহুঙ্কার, এবং বিহগকুলের কণ্ঠধনি প্রভৃতির আয়োজন করিয়া দিয়াছেন!

সংগীত পবিত্রাবস্থায়, অর্থাৎ যখন ইহা লোকের অসাধু রুচির প্রভাবে কদর্য্য বিষয়ে প্রযুক্ত না হয়, সমাজের যে কতদূর উন্নতিসাধন করে তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহার পর হিতকর পদার্থ আর নয়নগোচর হয় না। যখন রণক্ষেত্রে অশ্বগজব্যূহের বেগ যুক্ত পদসঞ্চালন, মুহু মুর্হুঃ অস্ত্রনিক্ষেপের অশনিপাতসম শব্দ, সৈনিকবর্গের কোলাহল, রণশায়ী আহত যোদ্ধাগণের ভয়ানক আর্ত্তনাদ একত্রিত হইয়া মৃত্যুকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলে, তখন যদি সংগীতের অসামান্য শক্তি যোদ্ধাদিগের অন্তঃকরণে বীররস সিঞ্চন না করিত, কে তথায় তিষ্ঠিতে পারিত, কি তিষ্ঠিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইত? বাস্তবিক, সঙ্গীত যে বীর, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস, রৌদ্র ও প্রেম রস উদ্দীপন করিয়া উৎসাহ, শোক, বিস্ময়, ভয়, হাস্য, ঘৃণা, ক্রোধ ও অনুরাগ উত্তেজিত করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পবিত্রাবস্থায় সংগীত সংসারের যেমন হিতসাধন করে, তেমনি অপবিত্রাবস্থায় ইহার দ্বারা অনেক অনিষ্টও ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর আদিমনিবাসীদের ক্রমশঃ যত জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি হইতে লাগিল তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভোগাভিলাষ, বিলাসপ্রিয়তা প্রভৃতির সঞ্চার হইতে লাগিল, এবং অর্থলোলুপ গায়কেরা, বিলাসাসক্ত ধনিগণের চিত্তবিনোদন মানসে, তাহাদের প্রবৃত্তির অনুরূপ সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিত, তদ্দ্বারা তাহাদের নিজেরও সেই রূপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইত। সুতরাং এই অর্থলোভী গায়কদিগের দোষেই, সংগীতের পবিত্রভাব তিরোহিত হইয়া, ক্রমশঃ অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইল। সংগীত এইরূপে

জঘন্য হইয়া আসিল, সাধু ও পণ্ডিত লোক ইহার উৎসাহ দান করা নিতান্ত লজ্জাকর মনে করিলেন। পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা ইহার আলোচনা করিতেন ও ইহার অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন; কিন্তু সংগীত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজক হওয়াতে তাঁহারা তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে গায়কদিগের দোষ গুণেই সংগীত অপকারী ও উপকারী হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত সংগীত যে মহোপকারী তাহার সন্দেহ নাই। সংগীত, কি উৎকৃষ্টাবস্থা কি নিকৃষ্টাবস্থা, যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ইহা দ্বারা প্রবৃত্তিনিচয় যে উত্তেজিত হয়, ইহা সকলে স্বীকার করিবেন। সংগীতের এবম্বিধ উচ্চ ক্ষমতা ও রিপু কুলকে বশীভুত করিবার বিশেষ উপযোগিতা থাকাতেই অপর দুরূহ বিদ্যা গ্রহণে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে, ঈশ্বর আমাদিগকে সংগীত রসাস্বাদনে সমর্থ করিয়াছেন। এই জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগের কর্ণের সহিত শব্দের এমনি অদ্ভুত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, যে কোন প্রকার সুস্বর শ্রবণ করিলে আমরা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারি না; সুস্বরের উৎপত্তি হইলে আমাদিগের মন স্বতই তদভিমুখে ধাবমান হয়। শব্দেতে ও শ্রবণেন্দ্রিয়েতে এই প্রকার চমৎকার সম্বন্ধ সন্দর্শন করিয়া, পূর্ব্বকালীন লোকে কত প্রকার অদ্ভুত উপাখ্যান রচিয়াছেন, এপ্রকার প্রবাদ আছে, যে এক ব্যক্তি, সমুদ্রে পোত হইতে বংশিধ্বনি করিয়া, তাহার সুমধুর স্বর দ্বারা নানা প্রকার জলজন্তুকে আকর্ষণ করিত; কেহবা স্বীয় কণ্ঠনিঃসৃত সুধাময় সংগীত দ্বারা নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতীকার করিত; এবং কোন সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তি আপন অলৌকিক গান্ধর্ব্ব বিদ্যাবলে সহজ মনুষ্যকে উন্মত্ত করিতে পারিত। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি প্রভাবে পাষাণ দ্রবীভুত হওয়া, মৃত জীবিত হওয়া, অকস্মাৎ প্রচণ্ড অগ্নির উৎপত্তি এবং বৃষ্টির আবির্ভাব হওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার সম্পন্ন হয় বলিয়া শ্রুতি আছে, এবং অদ্যাপি অনেকে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের গান দ্বারা পাষাণ গলিয়া যাইবার

কথা, এদেশের অপর সাধারণ সকল লোকের নিকট প্রচার আছে। দীপক রাগ আলাপ করিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, এবং মল্লার আলাপ দ্বারা বৃষ্টির আবির্ভাব হয়, ইহা এদেশীয় অধিকাংশ লোকে বিশ্বাস করে। প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ এই সমস্ত উৎকট বর্ণন কোন প্রকারে সত্য ও সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু যদিও এই সমস্ত বর্ণনে বিশ্বাস করা যায় না, তথাপি সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি প্রভাবে বাস্তবিক যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে সকলকে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, এবং তাহা অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াবৎ প্রতীত হয়। প্রান্তর মধ্যে বেণুস্বর শ্রবণ করিয়া, গো অশ্ব প্রভৃতি ঐ স্বরাভিমুখে ধাবিত হয়, ইহা দেখা গিয়াছে। সঙ্গীতপ্রিয় কুরঙ্গজাতি যে সুমধুর বংশিস্বরে আকৃষ্ট হইয়া ব্যাধকর্তৃক ধৃত হয়, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। অদ্যাপি, এদেশে তুবড়ির বাদ্য করিয়া মানুষে বিবরস্থ ভুজঙ্গকে ধরিয়া থাকে, ইহাও দেখা যায়। বিষধর ভুজঙ্গ জাতিকেও জগদীশ্বর সুধাময় সঙ্গীত রসপানের অধিকারী করিয়াছেন! আরব দেশীয় বণিকেরা, যখন, আফ্রিকার প্রশস্ত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া, দেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যাত্রা করে, তৎকালে তাহাদিগের পণ্য ভারবাহী উষ্ট্র সকল ক্ষুৎপিপাসায় শ্রান্ত হইলে, উষ্ট্রপালকেরা এক প্রকার গান করিয়া ঐ সকল পথিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত জন্তুর পথশ্রান্তি দূর করে।

ইতর জন্তুদিগের মধ্যে অনেক জাতি সঙ্গীত রসাস্বাদনে অধিকারী, কিন্তু তন্মধ্যে পক্ষী জাতিরই কেবল নিজে গান করিবার শক্তি আছে। বিহঙ্গকুলের সঙ্গীতে এত অনুরাগ, যে যখন মানুষে গান বাদ্য করে, তখন তাহারা নিকটে থাকিলে সেই মানুষের সঙ্গীতে যোগ দেয়। অপর, যে স্থলে তাহাদিগের সুস্বরের আদর হইবে, সেই স্থল ভিন্ন তাহারা সর্ব্বত্র গান করে না। অরণ্যমধ্যে যে স্থলের নিকট কোন মনুষ্যের বাস থাকে, সুরব বিহগকুল আপনা হইতে সেই স্থলে সমাগত হইয়া গান করে। অনেক ভ্রমণকারী লোক অপরিচিত প্রদেশে কেবল পক্ষী বিশেষকে সন্দর্শন করিয়া, নিকটে লোকালয় আছে বুঝিয়া লন।

ডেনমার্কের নৃপতি চতুর্থ হেনরি একদা সঙ্গীতের শক্তি পরীক্ষা

করিতে, ইচ্ছুক হইয়া এক গায়ককে আদেশ করিলেন, যে তুমি স্বকীয় সঙ্গীতালাপ দ্বারা সহজ মনুষ্যকে উন্মত্ত করিবার যে গর্ব্ব কর, তাহা অদ্য আমাকে প্রত্যক্ষ দেখাও। গায়ক, রাজার এই আদেশানুসারে এমনি অপূর্ব্ব সঙ্গীত আরম্ভ করিল, যে তৎ শ্রবণে রাজা উন্মত্ত হইয়া চারি পাঁচ ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। মুসলমান সম্রাট কালিফ ওমার, একবার এক বিদ্রোহ দমন করিয়া, বন্দীদিগের মস্তকচ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দেন। এক জন পারসী গায়ক তন্মধ্যে ছিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, তাঁহার একটী গান গাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, যদি রাজা অনুমতি করেন, তাহার মনোরথ পূর্ণ হয়। রাজার অনুমতি হইল। তিনি এমনি মধুর স্বরে গান করিলেন, যে ওমার তাঁহার ও তাঁহার অনুরোধে অপর বন্দীদিগকে প্রাণ দান করিলেন। নরপিশাচ নির্দ্দয় তৈমুরও সংগীতের অবমাননা করিতেন না। ভারতবর্ষে যখন তিনি মনুষ্যমস্তক ছেদন করিয়া পর্ব্বতাকার করেন, তখন দৌলত নামক এক জন অন্ধ গায়ক তাঁহার নিকটে গান করিতেছিল। দৌলত দরিদ্র ভিক্ষুক ছিল, এবং তৈমুর বোধ হয় রহস্য করিবার মানসে তাহাকে দেখিয়া "দৌলত (ভাগ্য) অন্ধ" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তাহাতে গায়ক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে "দৌলত" কখন এক জন খঞ্জের বাটীতে আসিতেন না। তৈমুর খঞ্জ ছিলেন। অন্য সময় হইলে দৌলতের মস্তক থাকিত না, কিন্তু তাহার সংগীতে তৈমুর মোহিত হইয়াছিলেন বলিয়া, সেই কথায় তিনি আমোদ করিলেন। ফ্রান্স রাজ্যে একবার এক জন উন্মাদ, কোন লোকের মনোহর বীণাবাদ্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘকালের উন্মাদ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিল। একদা নবাব সেরাজুদ্দৌলা জল বিহারে নির্গত হইয়া, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত শুনিতে পাইয়াছিলেন, এবং শুনিয়া এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন, যে তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদকে স্বীয় তরণীতে আনাইয়া পুনশ্চ গাইতে অদেশ করিলেন। নবাবের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, কবিরঞ্জন তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ খেয়াল প্রভৃতি গীতারম্ভ করিলেন। কিন্তু নবাব তাহাতে বিরক্ত ভাব প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "কালীকালী" শব্দে যে গান গাইতেছিলে, কেবল তাহাই

গান কর। অনন্তর, কবিবর এরূপ চমৎকার শক্তি বিষয়ক গান করিয়াছিলেন যে নবাবের পাষাণান্তঃকরণও তদ্দ্বারা দ্রবীভূত হইল। ফলতঃ রামপ্রসাদি পদ এরূপ মনোহর ভাবে বিভূষিত ও চমৎকার সুর সংযুক্ত, যে তাহা গাইলে শ্রোতৃবর্গের কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ হয়, অতএব বিজাতীয় ধর্ম্মাক্রান্ত লোক তচ্ছ্রবণে যে বিমুগ্ধ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। ফরাশি বিপ্লবের সময়ে 'মার্সেলিস হিম' নামক গীত বাঁধা হয়। এই গান যেখানে হইতে লাগিল, সেখানে লোকে আপন আপন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, তরবারি ধারণ পূর্ব্বক অষ্ট্রীয়া ও প্রসিয়ার সহিত যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। এই সকল সৈন্য শেষে নেপোলিয়ানের অধীনে প্রায় তাবৎ ইউরোপ জয় করিয়াছিল। সঙ্গীতের অদ্ভুত মোহিনী শক্তির এইরূপ অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। করুণানিধান বিশ্বপিতা শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের এই রূপ অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া কি অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন!

কর্ম্মশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া, মধ্যে মধ্যে আমোদ প্রমোদ দ্বারা শ্রান্তিদূর করা মনুষ্য জাতির নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু বিশ্রাম কালে অনর্থক ও নিষ্ফল কার্য্যে আমোদ করিয়া কাল হরণ করা অপেক্ষা, সুশ্রাব্য সঙ্গীতের আলাপ করাই উৎকৃষ্টতর দোষ-সম্পর্ক-শূন্য আমোদ। সংসার মধ্যে যত প্রকার সুখবিধায়ক ব্যাপার আছে, বোধ হয়, মনোমত মিত্রের কণ্ঠবিনির্গত সুধাময় সঙ্গীত আলাপের তুল্য আর কিছুই নাই। বন্ধু বান্ধবের মধ্যে সুস্বর এক ব্যক্তি যদি মধুর স্বরে জগদীশ্বরের গুণ গান করেন, তাহা হইলে অনায়াসে অপরাপর দশ ব্যক্তি তচ্ছ্রবণে সুখী হইতে পারেন। অতএব, যৎকালে কর্ম্মশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে বাসনা হয়, তখন সুললিত সঙ্গীত আলাপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই অভীষ্ট সিদ্ধ করা বিধেয়। সঙ্গীতের সুধাময় রস ভোগের তুল্য নির্দ্দোষ আমোদ অতি দুর্ল্লভ; সঙ্গীতের সম্মোহিনী শক্তি দ্বারা শ্রোতা ও গায়ক উভয়েই অপার সুখলাভ করিতে পারেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এমন মধুময় সঙ্গীতরস মধ্যে মধ্যে পাপময় পঙ্কিল স্থানে পতিত হইয়া দূষিত ও সাধুদিগের অগ্রাহ্য হইয়াছে। যাঁহারা সঙ্গীত

শাস্ত্রের পীযূষ পান করিয়া নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে উহাকে অস্পৃশ্য কুৎসিত স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

পারিবারিক বন্ধন।

পরিবারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এবিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার বলিয়াছেন। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে সকল মত একত্র সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা নহে। আমরা জানি কতক গুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার অনুসরণ করিলে পরিবার মধ্যে অনেক সুশৃঙ্খলা রক্ষা হয়। কিন্তু হৃদয় না থাকিলে সেই সকল নিয়মের অনুসরণ করা দুর্ঘট হইয়া পড়ে, এবং অনুসরণ করিলেও মৃতশরীরকে তাড়িত পদার্থ যোগে জীবিতপ্রায় প্রদর্শন করাতে যেমন, ইহাতেও সেই রূপ কিছুই ফলোদয় হয় না। আন্তরিক স্থায়ী এক একটি ভাব মনুষ্যের কার্য্যের প্রবর্ত্তক। যে কার্য্য আন্তরিক ভাবের অনুযায়ী নহে, তাহা চিরস্থায়ী হয় না এবং বাহ্য অবস্থার অনুগত হইয়া কার্য্য করিলে সুখ শান্তি হয় না,—কেবল দুঃখ ক্লেশই সার হয়।

পরিবার সুখ শান্তি এবং আত্মার উন্নতি সাধনের স্থান এ জন্য কৃতজ্ঞতা ও প্রেম এই দুইটিকে আমরা পারিবারিক বন্ধনের স্থায়ী ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যেখানে এই দুইটির অভাব, সেখানে প্রকৃত পরিবার সংস্থাপিত হইতে পারে না। সেখানে একের প্রতি অপরের অন্যায় প্রভুত্ব, কেবলই নিকৃষ্ট ভাব সকলের চরিতার্থতা! পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভ্রাতা ভগ্নী, দাস প্রভু প্রভৃতি যত প্রকারের সম্বন্ধ আছে এই দুই ভাবকে আমরা তাঁহাদের পরস্পরের হৃদয় ও ক্রিয়ার নিয়ামক বলিতে পারি। আপাততঃ ইহা স্থল বিশেষে নিতান্ত অসম্বদ্ধ প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে অসম্বদ্ধ নয় এই প্রবন্ধটীতে সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে তাহা অগ্রে নির্ণয় করা উচিত। কৃত বিষয়ের স্বীকারকে কৃতজ্ঞতা বলে। আমি এক জনের যে সাহায্য করিলাম

বাক্যেতে হউক, কার্য্যেতে হউক, মনে মনে হউক তিনি যদি তাহা স্বীকার করিলেন,' তবে তিনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলেন। কৃতজ্ঞতা যদি কৃত বিষয়ের স্বীকার হইল তাহাহইলে পুত্রের যেমন পিতার প্রতি, পিতার তেমনি পুত্রের প্রতি; স্ত্রীর যেমন স্বামীর প্রতি, স্বামীর তেমনি স্ত্রীর প্রতি; ভগ্নীর যেমন ভ্রাতার প্রতি, ভ্রাতার তেমনি ভগ্নীর প্রতি; দাসের যেমন প্রভুর প্রতি, প্রভুর তেমনি দাসের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া স্বাভাবিক হইয়া পড়িল। পিতা পুত্রে স্বামী স্ত্রীতে ভ্রাতা ভগ্নীতে প্রভু ভৃত্যে অসম্মিলন অসদ্ভাব কোথা হইতে সমদ্ভূত হয়? আমরা নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি এক এই কৃতজ্ঞতার অভাব তাহার কারণ। পিতা পুত্রের জন্য কত কষ্ট লইলেন, পুত্র তাহা ভুলিয়াও স্বীকার করিল না; পুত্র কায়মনোবাক্যে পিতার সেবা করিলেন, পিতার কিছুতেই সন্তুষ্টি সাধন হইল না; স্বামী স্ত্রীর জন্য শরীর ক্ষয় করিলেন কিছুতেই তাঁহার মন উঠিল না, স্ত্রী স্বামীর জন্য সর্ব্বত্যাগী হইলেন তথাপি স্বামীর প্রণয়পাত্রী হইলেন না; ভ্রাতা ভগিনীর জন্য কত কষ্ট সহ্য করিলেন, ভগিনীর তথাপি তাঁহাকে পর বোধ গেল না; ভ্রাতার জন্য ভগিনী সকল সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি এক দিনের জন্য ভ্রাতার স্নেহ দৃষ্টি দেখিতে পাইলেন না; দাস প্রভুর জন্য নিজের স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিল, তথাপি প্রভুর কটূক্তি ভিন্ন সদুক্তি লাভ করিল না, প্রভু ভৃত্যের জন্য কত ব্যয় স্বীকার করিলেন, ভৃত্য তথাপি বিশ্বাসঘাতকতা পরিত্যাগ করিল না। আমরা জিজ্ঞাসা করি এই সকল প্রকার দুর্ব্ব্যবহার কি পারিবারিক সুখের অন্তরায় নহে? কিন্তু এসকল দুর্ব্ব্যবহারের মূল কোথায়? এক মাত্র অকৃতজ্ঞতা সকলের মূল। আমরা নিঃসঙ্কোচচিত্তে বলিতে পারি, পরিবারের যে কেহ আমার জন্য কোন কার্য্য করেন আমি যদি তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হই, তবে পারিবারিক সদ্ভাব বন্ধন না হইয়া যায় না। প্রত্যেক পরিজন এইরূপ হইলে, সংসারে সুখ শান্তির কি আর অভাব থাকে?

কৃতজ্ঞতা ও প্রেম এ দুয়ে এত নিকট সম্বন্ধ যে আমরা একটীকে অপরটির উৎপাদক যদি না বলি, তথাপি পরিবর্দ্ধক বলিতে পারি। আমার

প্রতি যে যাহা করিল, তাহা যদি আমি হৃদয়ের সহিত স্বীকার করি তবে তাহার প্রতি আমার যে স্বাভাবিক প্রেম বা স্নেহ তাহা আরো শত গুণে বর্দ্ধিত হয়। পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভ্রাতা ভগিনী, দাস প্রভুর মধ্যে যে বিচ্ছেদ হয় ও পূর্ব্বস্নেহ বিলোপ হইয়া যায় তাহার কারণ অকৃতজ্ঞতা। এক এই অকৃতজ্ঞভাব নিবারিত হইলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বন্ধন হইবার যে প্রতিবন্ধক তাহা তিরোহিত হয়, সুতরাং প্রেমের স্রোত পরস্পরের হৃদয় হইতে পরস্পরের প্রতি স্বভাবতঃ প্রবাহিত হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এদেশে পরিবার মধ্যে কৃতজ্ঞতার ভাব এত অল্প দেখা যায় কেন? আমরা মনে করি, পরিবারস্থ লোক সকল পরস্পরের প্রতি যে উপকার সাধন করেন, উহা অনুগ্রহ নহে, পরস্পরের উপর পরস্পরের উহাতে অধিকার আছে। ইউরোপ প্রদেশে এক জন কাহার একটি অনুকূল কার্য্য করিলে অমনি ধন্যবাদ অর্পণ করা হয়। যদিও এখন অনেক স্থলে শুদ্ধ ভাবহীন প্রণালী হইয়াছে, তথাপি উহার গূঢ়তর অর্থ আছে। বস্তুতই যিনি আমার অনুকূল কার্য্য করেন, তাঁহাকে আমার হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করা উচিত। ইউরোপীয় দাসগণকে প্রভুরা আদেশ করিবার সময় বলেন "অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কার্য্য কর।" ঈদৃশ সম্মান প্রদর্শন ভদ্রতার নিদর্শন। আমাদিগের দেশের রীতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। দুর্ব্যবহার না করিলে ভৃত্য কখন ভাল থাকে না আমাদিগের দেশীয় লোকের বিশ্বাস। দুর্ব্যবহার করিতে গিয়া নিজের চরিত্র যে কলুষিত হয়, ইহা অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করেন। আমাদিগকে একটি অপ্রিয় সত্য বলিতে হইতেছে, পাঠিকাগণ। ইহাতে কিছু মনে করিবেন না। অনেকে মনে করেন, এ দেশীয়গণের কৃতজ্ঞতার ভাব অতি অল্প, একেবারে নাই বলিলেই হয়। আবার স্ত্রীগণের মধ্যে কৃতজ্ঞতার ভাব এত অল্প যে তাঁহারা এ বিষয়ে পুরুষগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। অনেক নব্য পুরুষকে আক্ষেপ করিতে শুনা যায়, তাঁহারা তাঁহাদিগের স্ত্রী পরিজনের বিধিমতে সেবা করিলেন, অথচ এক দিনের জন্য তাঁহাদিগের সন্তুষ্টি সাধন করিতে পারিলেন না। কোমল প্রকৃতি নারীগণ কৃতজ্ঞতা ভূষণ বিহীন, ভাবিতেও দুঃখ হয়।

'সন্তোষোবৈ স্বর্গতমঃ সন্তোষঃ পরমং সুখং।
তুষ্টের্ন কিঞ্চিৎ পরতঃ সা সম্যক প্রতিতিষ্টতি।
শান্তি পর্ব্ব ২১ অ৬১৬ শ্লোক।

সন্তোষই পরম স্বর্গ, সন্তোষই পরম সুখ, তুষ্টি হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, অতএব সন্তুষ্টি সর্ব্বদা প্রশংসনীয়। পাঠিকাগণ! যদি নিজ নিজ অবস্থাতে সন্তুষ্টি সাধন করিতে আপনাদিগের অভিলাষ থাকে, তবে অদ্য আমরা কৃতজ্ঞতা শিক্ষার যে প্রস্তাব করিলাম তাহাতে মনোযোগী হউন। দেখিবেন অতি অল্প দিনের মধ্যে আপনাদের পরিবার স্বর্গের পরিবার— প্রেমের পরিবার হইবে।

কৃত্রিম অঙ্গ বিকৃতি।

কক্ষ-পীড়ন।

(১০১ সংখ্যা ৩৫০ পৃষ্ঠার পর।)
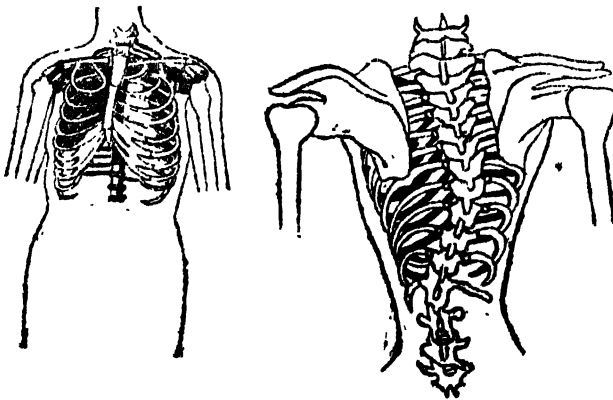
১ চিত্র।   ২ চিত্র।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, শরীরের ভিতরে হাড়ের কাঠামা আছে, এবং পিঠের দাঁড়া, কাঁধ বুকের হাড় ও পাঁজরা দিয়া ধড়টী গঠিত হইয়াছে। কোমর সরু করিবার জন্য শক্ত বাঁধন ব্যবহার করিলে

এই হাড় সকল ও ধড়ের মধ্যস্থিত পাক যন্ত্রাদি স্থান ভ্রষ্ট এবং বিকৃতাকার হইয়া যায়। উপরে যে দুইটী ছবি দেওয়া গিয়াছে, তাহার প্রথমটীতে পাঁজরা ও বুকের গঠন স্বভাবতঃ কিরূপ এবং দ্বিতীয়টীতে বাঁধন দ্বারা তাহা কিরূপ বিকৃত হয় স্পষ্ট জানা যায়। স্বভাবতঃ পিঠের দাঁড়া সোজা থাকে এবং উপরের অপেক্ষা নীচের পাঁজরা অধিক প্রসারিত থাকে। ইহাতে উপরিভাগে শ্বাসযন্ত্র ও রক্তাশয় এবং নীচে যকৃৎ, পাকস্থালী ও নাড়ী ভুঁড়ি সচ্ছন্দে থাকিতে পারে। কোমরে শক্ত বাঁধন ব্যবহার করিলে উল্‌টা উৎপত্তি হয়—নীচের পাঁজরা চাপিয়া সরু হয় এবং যকৃৎ ও পাকস্থলীকে পেষণ করে। আঘাত হইলে প্রতিঘাত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং যকৃৎও পাকাশয় নীচের দিকে নাড়ী ভুঁড়ি ও উপর দিকে মধ্যচ্ছেদ নামে যে এক খণ্ড চর্ম্ম আছে তাহাদিগকে ঠেলিতে থাকে। মধ্যোচ্ছেদ আবার হৃদয় ও শ্বাসযন্ত্র পেষণ করে। ইহাতে প্রথমে কষ্ট অনুভব হয়, কিন্তু গহনা পরিবার সাধে, আপনাকে সুন্দরী দেখাইবার অভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকেরা কোন্ কষ্ট বহন করিতে পরাঙ্‌মুখ হন? অভ্যাস দ্বারা এই পেষণের কষ্ট আর বোধ হয় না। কিন্তু আপনার দোষের ফল আপনাকে ভোগ করিতে হয়। তাহাতে পাঁজরা সকল চিরকালের মত বিকৃত আকার ধারণ করে। যেখানে সূচল হওয়া উচিত সেখানে বিস্তারিত হয়, এবং যেখানে বিস্তারিত হওয়া উচিত, সেখানে সূচল হইয়া পড়ে।

কেবল পাঁজরা বেঁকিয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু ইহা দ্বারা অধিক অনিষ্ট হয়। বন্ধনের চাপে হৃদয় ও শ্বাসযন্ত্র বুক ও কাঁধের হাড় বিস্তারিত করিতে চায়, কিন্তু বাধা পায়। এইরূপে দুইটী চাপ পরস্পরে ঠেলা ঠেলি করিতে থাকে। স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইতে হয়। ইহা দ্বারা পিটের দাঁড়া ধনুকের মত বেঁকিয়া যায় এবং একটী কাঁধ আর একটীর অপেক্ষা উঁচু ও একটী পাছার হাড়, আর একটী অপেক্ষা নীচু হইয়া পড়ে। সুতরাং সমুদায় শরীরটা বিকৃত হয়। এ বিষয়ে সামুয়েল হেয়ার নামে বিলাতের এক জন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বহু দর্শন করিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"পিঠের দাঁড়া বাঁকিয়া যাওয়া রোগের প্রকরণ এইরূপ—কোমরে শক্ত বাধন ব্যবহার করিলে বুক ও পেটের উপর চাপ পড়ে এবং তাহাতে শারীরিক অবস্থানুসারে শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এই স্বাস্থ্য ভঙ্গ দ্বারা হাড় সকল নরম হয় এবং শ্বাস যন্ত্রের ক্রিয়া সকলের ব্যতিক্রম ঘটে, হৃদয় এবং উদরস্থ যন্ত্র সকলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম সূত্রে যদি ইহার নিবারণ না হয়, পরে অঙ্গ সকল চিরকালের মত বিকৃত হইয়া অনেক যাতনার কারণ হয় এবং অবশেষে অকাল মৃত্যু সংঘটন করিতে পারে।

কি কারণে পিঠের দাঁড়া বেঁকিয়া যায় তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। বন্ধন দ্বারা কাঁধের হাড়ের ঝোঁক পাঁজরা সকলে এবং পাঁজরার ঝোঁক পিঠের দাঁড়ায় আইসে, এই জন্য পাঁজরা গুলি স্থান ভ্রষ্ট এবং দাঁড়া বক্র হইয়া যায়। অভ্যাস দ্বারা অধিকাংশ লোকের দক্ষিণ হাতের চালনা বেশী হয় এই জন্য দক্ষিণ কাঁধ উঁচু হয় এবং বাম কাঁধ নীচু হয়। কিন্তু বাহিরে তাহা দেখিতে পাওয়া না যায় এই জন্য পোসাক পরিবার আবার নূতন ধরণ হইয়াছে। যদি হাড় গুলা একপেশে হইয়া পড়ে, আর এক পাশে তুলা বা পশমের তালি দিয়া দুইপাশ সমান দেখাইতে হয় এবং শরীরের ভারমধ্য ঠিক্ রাখিতে হয়। যদি এক কাঁধ বেশী উঁচু হয়, আর এক কাঁধে তালি দিয়া ঠিক্ করিতে হয়। শক্ত বাধনটী কোমরে জড়াইলেই হয় না, তাহা দ্বারা ঘাড় পিঠ ও বুক টানিয়া বাঁধিতে হয়। ইংরেজ রমণীরা এই উদ্দেশে হাড়ের পেটী ব্যবহার করেন। ইহাতে পাঁজরা, ঘাড় পিঠ ও পাছার হাড় সকল পেষিত হইয়া যে বিকৃত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ডাক্তারেরা অনেক ভয়ঙ্কর রোগের উল্লেখ করেন তন্মধ্যে মাথা ব্যথা, ঘুরনী, কাশ, যক্ষ্মা, অজীর্ণ, গৃহিনী, বাত, মূত্রপীড়া, খেঁচুনী ইত্যাদি রোগ কোমর ও বুক পিঠ শক্ত করিয়া বাঁধিবার সচরাচর প্রত্যক্ষ ফল। ইহা ছাড়া, বিকৃতাঙ্গ জননীরা অসুস্থ, কদাকার ও অস্বাভাবিক সন্তান সকল প্রসব করিয়া থাকেন।

অল্পবয়স্কা বালিকারা এই বাঁধন অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে ক্ষুধামান্দ্য হয়। পাক যন্ত্র সকল যথেষ্ট স্থান না পাইলে আহার কি প্রকারে সুন্দর রূপে জীর্ণ হইবে? রাত্রিকালে পেট ও বুকের

বাঁধন খুলিয়া দিলে মস্তক হইতে অধিক বেগে রক্ত নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, তাহাতে অবসাদ ও মূর্চ্ছা ঘটিয়া থাকে। স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘনে যে শাস্তি হয়, তাহা এড়াইবার জন্য বিলাসিনীগণ কোন কোন প্রকার মাদক সেবন করিয়া থাকেন তাহাতে আরও অধিক অনিষ্ট হয়।"

ইংলণ্ডদেশের জননীগণ এই কুপ্রথার জন্য সহস্রবার দোষী। কন্যা দেখিতে খুব সুন্দরী না হইলে বিবাহ হইবে না, প্রায় সকল পরিবারেই এই ভাবনা, এবং কটিদেশ ক্ষীণ করাইয়া কন্যাগণকে মনোহারিণী করিবার জন্য তাঁহারা তাহাদিগকে এত যন্ত্রণা দেন। তাঁহাদিগের অজ্ঞতা জনিত এই কুপ্রথা কত অনিষ্টের কারণ সে বিষয়ে আর দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক।

প্রথমতঃ চলন বিষয়ে। যেরূপ সরল ভাবে ও সচ্ছন্দরূপে চলিলে সুন্দর দেখায় শরীর স্বভাবতঃ সেরূপ করিয়া নির্ম্মিতে হয় নাই অনেক মাতা এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া কন্যার ঘাড় পিঠ সোজা ও শক্ত রাখিবার জন্য ঠেকা দিয়া বাঁধিয়া দেন। তাহাতে যদি কোন ফলোদয় না হয়, কন্যাকে প্রতিদিন কিছুক্ষণ শক্ত কাঠের উপর শোয়াইয়া বা ঘাড় সোজা করিয়া বসাইয়া রাখেন। কন্যা কেদেরায় বসিলে শাসন করা হয়, যেন সে হেলিয়া না বসে। কৃত্রিম উপায়ে শরীর দৃঢ় করা যায় না। শরীর দৃঢ় করিতে হইলে উপযুক্তরূপ বায়ুসেবন, পরিশ্রম এবং আহার কর পরমেশ্বর এই নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উত্তর আমেরিকায় আদিম নিবাসীরা যেরূপ সরল ভাবে চলিতে পারে এমন কাহাকেও দেখা-যায় না। তাহারা বাল্যকাল হইতে বন্য মৃগের ন্যায় স্বেচ্ছামতে ভ্রমণ করিতে শিখিয়াছে। সভ্যসমাজের দোষ এই, আগে স্বভাবকে বিকৃত করা হয়, পরে কৃত্রিম উপায়ে তাহার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বার্লিন নগরে, জার্ম্মণি ও হলণ্ড দেশে এই অস্বাভাবিক উপায়ে সন্তানগণকে সুন্দর করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহাতে অঙ্গবিকৃতি ও পীড়া সঞ্চার হয় দেখিয়া আর কেহ সে প্রথার আদর করেন নাই।

২—ইংলণ্ডে কন্যাকে কৃশাঙ্গী করিবার জন্য যার পর নাই ইচ্ছা।

কোন মাতার একটী সবলা ও অপরটী ক্ষীণা এইরূপ দুইটী কন্যা হইলে শেষটীর আদর বেশী এবং প্রথমটীকে তাহার মত করিবার জন্য পেষণ কৌশল অবলম্বন করা হয়। কন্যার ক্রন্দন ও অশ্রুপাত গ্রাহ্য হয় না, বলপূর্ব্বক তাহাকে দুর্ব্বল করা হয়। যে গ্রন্থ কর্ত্তার মতানুসারে আমরা এই বৃত্তান্ত লিখিতেছি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, একটী কন্যা মাতার এই বিকৃত ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হয় নাই বলিয়া তাহাকে ভয়ঙ্কর রূপে প্রহার করা হইল, সে কাজে কাজেই মাতার বাধ্য হইল। কিন্তু পরে চিরকালের জন্য তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল এবং কোন ক্রমে শরীর ধারণের জন্য নিয়মিত রূপে তাহাকে মদ্যপান অভ্যাস করিতে হইল।"

কটিদেশ স্বভাবতঃ সরু হইয়া জন্মে না, ঈশ্বর মানুষকে পিপীড়া বা বোল্‌তার মত করেন নাই। কিন্তু অনেক দেশের লোকের এরূপ বিকৃত রুচি যে কোমরটীর দুধারে খাল কাটিতে পারিলেই সৌন্দর্য্যের শেষ বোধ করেন। এই জন্যই কটিবন্ধনের এত আয়োজন ও এত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

এবিষয়ে যথেষ্ট বলা হইয়াছে আর আমরা অধিক বলিতে চাহি না। আমাদের এত করিয়া লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে আজি কালি এ দেশের অনেক রমণী সভ্য ও বিলাসিনী হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন এবং সহস্র দোষ হইলেও তাঁহারা বিবীদিগের অনুকরণ করিতে যান। ইংরেজদের দেশের স্বদেশহিতৈষিগণ তাহাদের রমণীদের যে সকল দোষের জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন এবং যাহা নিবারণের জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছেন, আমাদের দেশের অবোধ অবলাগণ যেন তাহাতে অনুরাগিণী হইয়া এদেশের অশেষ অমঙ্গল উৎপাদন না করেন। রোগ করিয়া তাহার প্রতীকার করা অপেক্ষা যাহাতে রোগ না হয়, তাহাই উত্তম কল্প। বিশেষতঃ মনে রাখা উচিত যে বিলাতী রোগ এদেশীয় দিগের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

বিজ্ঞানবিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্য প্রিয়)

সু। মা! বায়ু কি পদার্থ?

স। মা! প্রাচীন কালের লোকে পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ুকে এক ভূত অর্থাৎ মূল পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, কিন্তু এখন জানা গিয়াছে বায়ু একটী মিশ্র পদার্থ। ইহাতে কি কি পদার্থ আছে?

মা। অম্লজন, যবক্ষার জন, অঙ্গারক এবং জলীয় পদার্থ বায়ুর মধ্যে এই দ্রব্য গুলি আছে, তদ্ভিন্ন ধাতু প্রভৃতি অল্প অল্প পরিমাণেও আছে।

সু। কোন্ দ্রব্য বায়ুতে কি পরিমাণে আছে?

মা। অম্লজন ও যবক্ষারজন এই দুই প্রকার বাষ্প লইয়াই বায়ু প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে। ১০০ পরমাণুর মধ্যে অম্লজন ২০ এবং যবক্ষারজন প্রায় ৮০ অথবা ৪ গুণ হইবে। আর আর পদার্থের পরিমাণ সামান্য।

স। অম্লজন ও জলজন বাষ্প একত্র হইয়া যেমন জল হইয়াছে, অম্লজন ও যবক্ষারজন কি সেই রূপে মিলিয়া বায়ু হইয়াছে?

মা। রাসায়নিক আকর্ষণে দুই পদার্থ মিলিয়া যেমন এক হইয়া যায়, জল সেইরূপ, কিন্তু বায়ু সেরূপ নয়। ইহাতে অম্লজন ও যবক্ষারজন এক সঙ্গে আছে, অথচ পৃথক্ পৃথক্।

সু। যদি এক বোতল বায়ু পূরিয়া রাখি, তাহার মধ্যে কি দুই পদার্থই থাকে না?

মা। সমুদায় বায়ু মণ্ডলে অম্লজন ও যবক্ষারজন পরস্পরের মধ্যে মিশিয়া আছে। মুড়ী মুড়কী এক ধামা মিশাইলে এক মুঠা তুলিয়া লইলে তাহাতে যেমন মুড়ী ও মুড়কী দুই থাকে, সেই রূপ বায়ু সাগর হইতে এক বোতল বাতাস লইলে দুই বাষ্প তাহাতে পাওয়া যায়।

সু। বায়ু মণ্ডল কাহাকে বলে?

মা। পৃথিবীর চারিদিকে যে বায়ু রাশি আছে, তাহা সমস্ত লইয়া বায়ু মণ্ডল। মাধ্যাকর্ষণে চারিদিকের বায়ু সমান রূপে আকৃষ্ট হইতেছে এই জন্য গোলাকার বায়ু রাশিকে বায়ু মণ্ডল বলে।

স। বায়ু মণ্ডল পৃথিবীর উপর কত দূর পর্য্যন্ত আছে?

মা। কেবল উপরে নয়; নীচে পার্শ্বে সকল দিকেই ইহা বিস্তারিত আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন বায়ু ৪০ মাইলের অধিক দূরে নাই। কেন না বায়ু বাষ্পীয় পদার্থ, আমরা এমন কোন বাষ্প জানি না, যাহা ৪০ মাইল উপরে থাকিলে জমিয়া জলবৎ তরল হইয়া না যায়।

সু। উপরের বায়ু কি অধিক শীতল?

মা। গেলুসাক প্রভৃতি যে সকল

সাহেব বেলুনে করিয়া উপরে উঠিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন উপরে এত শীত যে তাহাতে তৈল জল প্রভৃতি জমিয়া যায়। আমাদের এখানে উত্তাপের পরিমাণ যত, ৪০০ হাত উপরে উঠিলে তাহার এক (ডিগ্রী) ভাগ কমিয়া যায়, ৪০ মাইল উপরে তাপ মান যন্ত্রে পারা নামিয়া ৩৫০ ডিগ্রীতে যাইবে অর্থাৎ যত শীতে জল জমিয়া বরফ হয় তাহাব অপেক্ষা প্রায় ৫০ গুণ শীত বাড়িবে। ইহাতে বায়ু আব বায়ু আকারে থাকিতে পারে না।

২০ হাজার মাইলের অধিক উপরে বায়ু থাকা এককালে অসম্ভব, কেন না সেখানে আর পৃথিবীব আকর্ষণ থাটে না। সেখানে কেন্দ্রবিমুখী শক্তি আবস্ত হয়। তাহার কম দূরে বায়ু থাকিলে তাহাব উপর পৃথিবীর অধিকার, তাহা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিবে।

স। নীচের বায়ুব চেয়ে উপরের বায়ু যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি হালকা কি না?

মা। বায়ু মণ্ডলে বায়ু থাক থাক হইয়া সাজান আছে, নীচের বায়ুর থাক ঘন সুতরাং অধিক ভারী; উপরের বায়ুর থাক সকল ক্রমে ক্রমে সুক্ষ্ম হইয়া বিস্তারিত আছে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হাল্‌কা।

সু। নীচের বাতাস উপরের চেয়ে ঘন কেন?

মা। এক বাজরা তুলা রাশীকৃত করিয়া রাখিলে উপরের তুলার চাপে নীচের তুলা অধিক ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া থাকে, উপরে বায়ু রাশির চাপে নীচের বায়ু সেই রূপ ঘেঁসাঘেঁসি বা ঘন হয়। উপরের অপেক্ষা নীচে পৃথিবীর আকর্ষণ অধিক, তাহাতেও নীচের বায়ুর পরমাণু সকল অধিক জমাট হয়।

সু। বায়ু মণ্ডল যে চাপে আমরা কিরূপে জানিতে পারি?

স। মা! সে দিন পিচ্‌কিরীতে জল কেন উঠে ইহা বুঝাইবার সময় বলিয়াছিলে, বাতাস চাপিয়া জলকে ঠেলিয়া তুলিয়া দেয় এবং সমুদায় বায়ুমণ্ডলের চাপে জল ৩২ ফিট উঠিতে পারে, তাহার অধিক আর পারে না।

মা। সমুদ্রের উপর হইতে বায়ু মণ্ডলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত একটী বায়ু স্তম্ভের যত ভার, ৩২ ফিট উচ্চ সেইরূপ মোটা জলস্তম্ভের ভার ঠিক্ তত।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি ইতিমধ্যে দুইটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। এ দুটী কেবল ব্রাহ্মবিবাহ নহে—বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ এবং ১৮৭২ অব্দের ৩ আইন অনুসারে নূতন বিবাহ। প্রথমটীর বর ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সেন, ইনি ময়মনসিংহ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয়

১০। মহারাণী স্বর্ণময়ী বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে ১০০০ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইনি ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে গত বৎসর ১০০ টাকা দিয়াছিলেন, এ বৎসর পঞ্চাশ টাকা দিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

তব কৃপা বলে নাথ, আসা ধরাতলে।
তব কৃপা বলে প্রভু আছি ভূমণ্ডলে॥
দয়া করে স্বজিয়াছ বস্তু অগণন।
পালন করিছে সব জীব জন্তু গণ॥
অপরূপ অত্যাশ্চর্য্য মহিমা তোমার।
বলিতে কে পারে তাহা আমি কোন ছার?
ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ নিশ্চয়।
পিতঃ তব মহিমাব, দেয় পরিচয়॥
নানা রূপ দ্রব্য পোরা এভব সংসার।
বিচিত্র কৌশল তব বুঝে উঠা ভার॥
মোটামটী বুঝি এই বস্তু অগণন।
স্বজিত হয়েছে সব, হিতের কারণ॥
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করি দরশন।
অবশ্যই পাব তায় জ্ঞান রূপধন॥
কি কৌশলে করিয়াছ বৃক্ষ সুসজ্জিত।
ফল ফুলে তরুলতা হয় সশোভিত॥
নানা গাছে নানা ফল নাহয় গণন।
চুচক্ষু মেলিয়া করি শোভা দরশন॥
মরি মরি আম্রগাছ শোভা করে কত।
ফল ভরে ডাল সব হইয়াছে নত।
ভাবিয়া দেখিলে ভাব কত উঠে মনে।
পরি পূর্ণ হয় চিত্ত নীতি আর জ্ঞানে॥
দেখি যবে আম সবে দুলিয়া বেড়ায়।
মনে লয় বিধি গুণ হেসে খেলে গায়॥
দেখিতে দেখিতে আম্র পাকিয়া পাকিয়া।
একে একে পড়ে সব, খসিয়া খসিয়া॥
ইহাতেই বুঝিলাম, অসার সংসার।
চির দিন নয় কিছু, সব ফক্কিকার॥

শ্রীনর্ম্মদামোহিনী বসু।

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০৮ সংখ্যা। | শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ।

স্ত্রীজাতির বিশেষ শিক্ষা।

স্ত্রীজাতির প্রকৃতির এক অংশ যেমন পুরুষদিগের সহিত সমান, অপরাংশ তাঁহাদিগের হইতে বিভিন্ন; সেইরূপ তাঁহাদিগের শিক্ষারও কতক অংশ পুরুষদিগের সহিত সমান ও কিয়দংশ বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ যে সকল বিষয় পুরুষেরা শিক্ষা করেন, নারীগণ তাহা শিখিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের গুণের বিশেষ পরিচয় দান বা প্রকৃতির বিশেষ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে হইলে সে সকল বিষয় দ্বারা হইবে না, তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রকৃতিনিহিত যে সমুদায় বিশেষ ভাব আছে তাহা সমুজ্জ্বলিত করিতে হইবে। পুরুষেরা এক প্রকার গুণে, নারীগণ অন্য প্রকার গুণে বিখ্যাত হইবেন এটী অখণ্ডনীয় ঐশিক নিয়ম, যাঁহারা এ প্রভেদ স্বীকার না করেন, তাঁহারা নারীপ্রকৃতি অবগত নহেন। তাঁহারা পুরুষোচিত গুণে নারীগণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে বিকৃত ও হাস্যাস্পদ করিতে চান এবং তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের যে কল্যাণ হইত, তৎপথে কণ্টক রোপণ করেন। মুখ দ্বারা আহার এবং নাসিকা দ্বারা শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হইবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু মুখ দ্বারা শ্বাস কার্য্য এবং নাসিকা দ্বারা আহার কতক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারে দেখিয়া যাঁহারা স্বভাবের ব্যবস্থার বিপর্য্যয় করেন, তাঁহাদিগের আহার ও শ্বাসক্রিয়া উভয়েরই ব্যাঘাত হয় তাহার সন্দেহ নাই। পুরুষ জাতিকে পুরুষ প্রকৃতি সঙ্গত

শিক্ষা এবং নারীজাতিকে নারী স্বভাবোপযোগী শিক্ষা দান করাই পরস্পরের এবং জনসমাজের কল্যাণের কারণ, তাহার অন্যথা করিলে অনিষ্ট সংঘটিত হয়।

স্ত্রীজাতির প্রকৃতি কোমল, এই জন্য সুকুমার বিদ্যা তাঁহাদিগের প্রকৃতির বিশেষ উপযোগী। আমরা ইতিপূর্ব্বে রমণীগণের সঙ্গীত শিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছি, ইহা সুকুমার বিদ্যার একটী অঙ্গ এবং অধিকাংশ আমোদপ্রদ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। চিত্র বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, রন্ধন, ভাস্করের কার্য্য প্রভৃতি আরও কতকগুলি সুকুমার বিদ্যা আছে তাহা যেমন তৃপ্তিকর, তেমনি উপকারী। স্ত্রীজাতির পক্ষে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা কতদূর কল্যাণকর, তদ্বিষয়ে অদ্য আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করিব এবং বিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইব।

এ দেশের স্ত্রীগণ সঙ্গীত ও সাহিত্য উভয় বিদ্যায় বঞ্চিত, কিন্তু শিল্প বিদ্যায় তাঁহাদিগের যথেষ্ট অনুরাগ ও নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঘুনশী, শিকে, চুলের দড়ী, সিঁদুর চুপড়ী, খয়ের ছাঁচ ও ক্ষীরের ছাঁচ, সেলাইয়ের কাজ, বুটিতোলা, ফোটা কাটা, কারপেট জরী ও চমকীর কাজ যদিও সামান্য শিল্প, কিন্তু ইহা দ্বারা শিল্প কার্য্যে এদেশীয় নারীগণের প্রবৃত্তি আছে এবং তাঁহারা এ বিষয়ে এককালে অনভিজ্ঞ নহেন সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদের বাস গৃহ সকল এইরূপ সজ্জায় সজ্জিত থাকিত। আমরা বিদেশীয় শিল্প প্রাচুর্য্য দেখিয়া সে সকলের সৌন্দর্য্য এখন অনুভব করি না; কিন্তু তদ্দ্বারা অদ্যাপি যে অনেক অভাব দূর হইতেছে তাহা কে না স্বীকার করিবেন? অনেক দরিদ্র ভদ্র মহিলা বিধবা, নিঃসন্তান ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আর কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, কেবল এই শিক্ষার গুণে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছেন। কোন কোন ইতর জাতীয় নারীগণ পুতুল, পট, কড়, শাঁখা, চুড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া আপনাদিগের ও পরিবারের ভরণপোষণ করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া আমরা বিলক্ষণ আশা করিতে পারি, যে দেশীয় শিল্পকার্য্যে যদি উৎসাহ দান করা হইত এবং নারীদিগের মধ্যে তাহা অধিকতর রূপে

প্রচলনের চেষ্টা হইত, তাহা হইলে আমাদিগের গৃহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইত এবং অনেক অকর্ম্মণ্য পরভাগ্যোপজীবী দুঃখিনী রমণীগণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইত।

এ দেশের নারীগণের শিল্পোন্নতি সাধন করিতে হইলে দুইটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ বিদেশীয় আশ্চর্য্য শিল্প অপেক্ষা স্বদেশীয় সামান্য শিল্প অধিক আদরণীয়, ইহা আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশীয় শিল্প যাহাতে স্বদেশে শিক্ষা হইতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে।

প্রথমতঃ বিদেশীয় শিল্প অপেক্ষা স্বদেশের শিল্প কেন অধিক আদরণীয় ইহা অনেকে বুঝিতে পারেন না। বিশেষতঃ যাহারা বিলাতীয় সভ্যতার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া স্বদেশের প্রতি স্নেহ শূন্য, তাঁহাদিগের নিকটে স্বদেশের সকল গুণ অকিঞ্চিৎকর ও জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ব্যক্তিদিগের প্রতি বক্তব্য যে তাঁহারা একটু বিবেচক হইয়া চিন্তা করিয়া দেখুন পরের ধনে বড় মানুষ হইয়া কে কয় দিন সুখ লাভ করিতে পারেন? আপনার উপার্জ্জিত ধনে শাক ভাত খাওয়া ভাল, কিন্তু পরের কাছে চাহিয়া ক্ষীর সন্দেশ খাওয়াও কিছু নয়। বিলাত হইতে ভাল ভাল শিল্প চাহিয়া কতদিন আমরা আপনাদিগকে সজ্জিত করিব? কালের গতিতে যদি বিলাতীয় বস্তু এ দেশে আসিবার প্রতিবন্ধক হয় বা তাহা এত দুর্মূল্য হয় যে সাধারণে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা হইলে আমাদিগের দশা কি হইবে? ক্ষীর খাইবার রুচি হইল, কিন্তু তাহা জুটিয়া উঠে না এরূপ স্থলে দুঃখ ভোগই সার হয়। যে সকল শিল্প আমাদিগের আছে ক্রমশঃ তাহার উন্নতি করিয়া আমাদিগের সকল অভাব পূরণ করিতে হইবে। বড় বড় শিল্পজাত সম্বন্ধে এই কথা যেমন বলা যায়, স্ত্রীলোকদিগের সাধ্য সামান্য শিল্পেও ইহা সেইরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বিদেশীয় উৎকৃষ্ট শিল্প সকল এ দেশে কি প্রকারে প্রচলিত করা যায়? ইংলণ্ডে অনেক নারী চিত্রবিদ্যা, মূর্ত্তিগঠন, অতি উৎকৃষ্ট সূচি কার্য্য প্রভৃতিতে পটু। সুশিক্ষিত বিবীদিগের হইতে আমাদিগের নারীগণ যাহাতে সে সকল শিক্ষা করিতে পারেন তাহার উপায় করিতে

হইবে। আজি কালি এদেশে সভ্য রুচির বৃদ্ধি হইতেছে, অথচ অভাব মত দ্রব্য সকল পাওয়া যায় না ইহাতে দিন দিন ক্লেশানুভব হইতেছে। ফটোগ্রাফে নিজের বা আত্মীয়গণের ছবি করিয়া রাখা, প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করণ, পুস্তক সকলে ছবি মুদ্রিত করা এ সকলের যেরূপ অভাব দাঁড়াইয়াছে তাহার পূরণ হইতেছে না। আমরা বিবেচনা করি, আমাদিগের নারীগণ যদি আর কিছু না করেন, কাঠে ছবি খোদিতে শিখেন তাহাতে অনেকের ঘরে বসিয়া অনায়াসে অর্থোপার্জ্জনের উপায় হইতে পারে; ভাল ভাল পোসাক তৈয়ার, মূর্ত্তিগঠন, ছবি চিত্রকরণে যদি তাঁহারা নিপুণ হন তাহাতেও সেইরূপ লাভ করিতে সমর্থ হন। যে সকল সামান্য শিল্প বিলাত হইতে আনয়ন কবিতে হয়; এখানে তাহা প্রস্তুত কবিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্য হইবে, সুতবাং ক্রমশঃ তাহা সাধারণের আদরণীয় হইযা উঠিবে। এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক কথা বলিবার আছে ক্রমশঃ ব্যক্ত করিব।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

যাঁহার সন্তান সন্ততি হইয়াছে সেই ব্যক্তি পিতা মাতা যে কি পদার্থ মনে বুঝিয়া জানিতে পাবেন এবং সুতরাং তাহাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাও বিবেচনা করিতে পাবেন। পিতা মাতার প্রতি যথোচিত ব্যবহার করা এবং তাঁহাদিগকে সুখী করা কোন মতেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। যাঁহাদের নিয়ত বাঞ্ছা যে আমরা সুখী হই তাঁহারা কি কখন আমাদিগকে কষ্ট সাধ্য বিষয়ে ব্যাপৃত দেখিতে চাহেন? আমাদের অনায়াস-সাধ্য কর্ম্মেই তাঁহারা পরম প্রীতি লাভ করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের আন্তরিক ভক্তি থাকিলেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত হয়েন। কিন্তু এমন অনায়াসলভ্য সুখ মানুষ হেলায় হারাইয়া থাকে। লোকের বুদ্ধি ভ্রমে সুলভ বস্তু অমূল্য হইলেও মূল্যহীন বলিয়া বোধ হয়। যেমন জীবন স্বরূপ যে জল, প্রাণস্বরূপ যে বায়ু তাহাদের দ্বারা যে কত উপকার, তাহা কেহ কখন মনে করে কি না সন্দেহ। তেমনি অনেকে

পিতা মাতা হইতে যে অশেষ উপকার লাভ করে তাহা স্মরণ করে না সুতরাং তাঁহাদিগকে সুখী করিয়া অনায়াস—লভ্য যে সুখ তাহাতে বঞ্চিত হয়। যে গৃহস্থ পিতা মাতাকে সুখী করিয়া যে অপূর্ব্ব সুখ হয় তাহা ভোগ করিতে না পারে, সুসন্তানের সেবাজনিত যে অপার আনন্দ তাহা তাহার ভাগ্যে কদাচ ভোগ হয় না। যে বৃক্ষের মূল মন্দ, তাহার ফলও মন্দ!

কিন্তু কালের কি কুটিল গতি, অথবা মানুষের কি কুটিল মতি, এমন সংসার প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না যেখানে গুরুলোকের সহিত কলহ বিবাদ ঘটে না। "শাশুড়ী সাপিনী, ননদী বাঘিনী" ইত্যাদি কেবল গল্পের কথা নয়। বাস্তবিক সংসারের গৃহিণীর কার্য্য যাহার হস্তেই থাকুক আর যেমন নিয়মেই চলুক, মেয়েলি ঝকড়ার গরল যে সংসার সাগরে মথিত না হয় এমন সংসার অতি বিরল, এবং গৃহস্থ শিবের ন্যায় তাহা গণ্ডূষ করিতে না পারিলে সেই বিষেই সংসার দগ্ধ হইয়া যায়। (১)

অতি পুরাতন সভ্য হিন্দুজাতির সুনিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া বিবাহ হইলেই সাহেবদের মত বৃদ্ধ মাতা পিতা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী লইয়া পৃথক্ সংসার স্থাপন করা এদেশীয়দিগের পক্ষে সুবিধা জনক নহে, অথচ যে কোন কারণেই হউক, দেশের এমনি রীতি হইয়া উঠিয়াছে যে অনেকে সাংসারিক কলহ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া সাহেবি রীতির অনুগামী হয়েন, এবং যাঁহারা না হয়েন তাঁহাদের অনেকে ইচ্ছাও করেন। (২) ভাল দেখাই

(১) আমাদিগের পুরাণে সমুদ্র মন্থনের এক উপন্যাস আছে। ঘোল মন্থন করিয়া যেমন মাখন পাওয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্র হইতে অমৃত পাইব বলিয়া দেবতা ও অসুরেরা তাহার মন্থন আরম্ভ করেন। মন্দর পর্ব্বত তাঁহাদের মন্থন যষ্ঠী, সহস্র ফনাধারি বাসকি মন্থনদণ্ডী। সমুদ্র হইতে অমৃত উৎপন্ন হইল। কিন্তু দেবতারা তাহা কাড়িয়া লওয়াতে অসুরেরা আবার মথিতে লাগিল। পর্ব্বতের সহিত বাসকির অত্যন্ত ঘর্ষণে অমৃতের পরিবর্ত্তে কালকূট বিষ বাহির হইয়া সৃষ্টি দাহ করিতে লাগিল। দেবগণের অনুরোধে মহাদেব সেই বিষ পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিলেন।

(২) দূরতর সম্পর্কের আট দশ পরিবার একত্র হইয়া বিবাদ করা অপেক্ষা পরস্পরে সদ্ভাবে পৃথক্ হইয়া থাকা ভাল ইহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সহোদর ভ্রাতা, ভগিনী ও পিতা মাতাকে লইয়া একত্র থাকা যে একটী সুন্দর হিন্দুপ্রথা[illegible], পরস্পর পক্ষে তাহার অন্যথা করা আমাদের অভীষ্ট নহে।

যাউক, বিষয় ঔষধ কি কিছুই নাই; অথবা যে স্থলে অমৃতের প্রত্যাশা করা যায় সেখানে কোথা হইতে বিষ নির্গত হয়।

যেখানেই সাংসারিক কলহ সেই খানেই নারীমাত্রেই যত্ন পূর্ব্বক আপনার অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখুন আপনার অন্তরেই গরল দেখিতে পাইবেন। সেই গরল ঈর্ষ্যা। স্ত্রীর মনে ঈর্ষ্যা এই, যে "আমার স্বামীর মন আমার সুখেই অনুরক্ত থাকুক, তাহার মাতার বা ভগ্নীর সুখের প্রতি যতদূর তাঁহার মন অনুরক্ত হইবে, ততদূর তাহার অন্তর আমার সুখ চেষ্টা হইতে বিরত ও অন্তরিত হইবে। তিনি তাঁহাদিগকে কোন বস্তু দিলে আমার ভাগে সেই বস্তুটির অভাব হইবে। আমার স্বামীর মন প্রাণ ধন আমার হস্তগত থাকুক।" মাতার বা ভগ্নীর মনেও সেই রূপ ঈর্ষ্যা থাকিতে পারে, যে "কি এক অসম্বন্ধ ঘটনার সম্বন্ধনে আমার পুত্রের বা ভ্রাতার মন আমাদের স্বচ্ছন্দতার পর্য্যবেক্ষণা হইতে অপ্তরীকৃত হইল! তিনি যে কিছু আমাদিগকে দিতে পারেন তাহার স্ত্রী তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক।" প্রায় অনেক স্থলেই এই রূপ ঈর্ষ্যাই অনর্থের মূল। এমনস্থলে পুরুষের কর্ত্তব্য যে তাঁহার মাতা বা ভগ্নীর প্রতি এবং স্ত্রীর প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলের মনে এই প্রতীতি জন্মাইয়া দেন যে যথার্থ নীতি অনুসারে ধর্ম্মতঃ যাহার প্রতি যে রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহার কোন অংশে তিনি ত্রুটি করেন না, এবং মনুষ্যের মন সামান্য ভৌতিক পদার্থের মত নহে যে তাহাতে দুই বস্তু এক সময়ে অবস্থান করিতে পারে না—মন এদিক হইতে ও দিকে লইলেই এদিকে অভাব হইবে। বরং মনের প্রকৃত ধর্ম্মই এই যে এক ব্যক্তির প্রতি যিনি উত্তম রূপে কর্ত্তব্যাচরণ করিতে পারেন তিনিই সকল ব্যক্তির প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি স্ত্রীর প্রতি যথোচিত ব্যবহার দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিতে পারেন, তিনিই মাতা ও ভগ্নীর প্রতি যথোচিত ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদিগকেও সুখী করিতে সক্ষম হয়েন। ঈর্ষ্যাগরল-দূষিতহৃদয়া নারীরা উক্তরূপ সদ্ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট হইলে এবং মনের প্রকৃত নিয়ম বুঝিতে পারিলে সেই গরল নিশ্চয় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইবে এবং সংসার সমুদ্র হইতে আবার অমৃত উত্থিত হইবে। কিন্তু তথাপি তাহারা না বুঝিয়া যদি মনে মনে [illegible]

কল্পনা করিয়া নানা প্রমাদ উপস্থিত করে, তাহা হইলে সে ভূতে পাওয়া রোগের শান্তি করা ভূতনাথ জগদীশ্বরের হাত।

যাহাহউক যে সংসারে বিবাদ কলহ ঘটে, সে সংসারের গৃহিণী অতি সূক্ষ্ম বিবেচনা পূর্ব্বক প্রথমতঃ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবেন। পরে যাহার যে আন্তরিক ভাবের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন উহা ঘটিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই সেই দোষ অতি সাবধানে খণ্ডন করিবেন, তাহা হইলেই বিবাদ কলহ অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু সাবধান! কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বুদ্ধি যেন পক্ষপাতিত্ব দ্বারা ভ্রান্ত না হয় এবং শারীর বিদ্যানভিজ্ঞ অস্ত্রচিকিৎসকের স্ফোটকে অস্ত্র করিতে ধমনী কাটিবার মত যেন দোষ খণ্ডন করিতে গিয়া চিরকালের মত অন্তর বিচ্ছেদ উপস্থিত না হয়। সর্ব্বদা এইটি মনে রাখা কর্ত্তব্য যে উগ্রভাব দ্বারা কখন বিবাদ ভঞ্জন হয় না। বরং কোন প্রতীকার না করাও ভাল, তথাপি উগ্রভাব দ্বারা প্রতীকার চেষ্টা করা বিধেয় নহে। যথাবিহিত অস্ত্রদ্বারা যথার্থ দোষ স্থানে স্ফোটকের খণ্ডন না করিয়া বলদ্বারা মর্দ্দন করিলে যেমন নিশ্চয় অপকার হয়, এবং তাহা অপেক্ষা যেমন কিছু না করাও ভাল, তেমনি উচিত উপায় দ্বারা যথার্থ দোষ খণ্ডন করিতে না পারিয়া উগ্রভাব দ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে গেলেই নিশ্চয় অপকার হইবে বরং কিছু না করিলে স্বভাবতঃ উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বিবাদের কারণ অনুসন্ধান ও তৎপ্রতীকার করা সহজ ব্যাপার নহে। যাহার পক্ষপাতিত্ব ও অসহিষ্ণুতা দোষ আছে তাহার একর্ম্ম নহে। কথা দ্বারা মনের ভাব জ্ঞাত হওয়া সহজ বটে; কিন্তু কি কথায় মনের যথার্থ ভাব প্রকাশ হইতেছে এবং কি কথা কপট ভাবে কথিত হইতেছে, তাহা স্থির করিতে কিছু বুদ্ধি ও বিবেচনা আবশ্যক। নিজে নিঃস্বার্থ না হইলে সে বিবেচনা করিবার যোগ্যতা হয় না। অতএব অতি সাবধানে মনের ভাব নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আমি মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি, এরূপ প্রকাশ করা অনর্থকর। উভয় পক্ষের কথা যে যেমন আপনাহইতে বলিবে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিবে, উপযাচক হইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না, কেহ না স্বভাবতঃ

যে কোন কথা বলে তাহার দ্বারাই প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু বিবাদ ভঞ্জনেচ্ছা প্রকাশ করিলে বা উপযাচক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে যে কোন কথা বলিবে তাহা প্রায় কপটতা দূষিত হইবে। মনের ভাব ভিন্ন আর কিছুই বিবাদের কারণ হইতে পারে না। ঈর্ষ্যা, অহঙ্কার, অভিমান ইত্যাদি নানা প্রকার মনের ভাব বিবাদের কারণ হইতে পারে। পূর্ব্বে যে ঈর্ষ্যার কথা লিখিত হইয়াছে সে কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। মনের যে ভাবই বিবাদের কারণ হউক অথবা সেই ভাব যাহার মনেই থাকুক সত্য-প্রিয় ও অপক্ষপাতী হইয়া তাহা নির্ণয় করিবে, এবং নিজের বা নিজপক্ষ কাহারও দোষ দেখিলে তাহা স্বীকার করা আবশ্য কর্ত্তব্য। যাহার দোষ সে জানিতে পারিয়া স্বীকার করিলে, আর সে দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দোষীর দোষ স্বীকার করান যেমন কঠিন তেমন আর কোন কর্ম্মই নহে। মানুষের স্বভাব এই যে, পরের দোষ অতি সহজে দেখিতে পায় কিন্তু নিজের দোষ কদাচ দেখিতে পায় না। চক্ষু যেমন সম্মুখে থাকাতে পৃষ্ঠদেশের কোন অংশ দৃষ্টি গোচর হয় না, তেমনি মানুষের বুদ্ধি কেবল নিজের গুণের দিকে লক্ষ্য রাখে, কিন্তু দোষ গ্রাহ্য করে না। যেমন দর্পণ স্থাপন কৌশল দ্বারা আপন পৃষ্ঠদেশ দর্শন করা যায়, তেমনি পরের ও শত্রুর মত গ্রহণ করিলে নিজ দোষ জানা যায়। কিন্তু দোষীকে দোষ জানান আরো কঠিন, কেন না নিজের দোষের কথা কেহ শুনিলে গ্রাহ্য করে না এবং যে ঐ কথা বলে তাহাকে প্রধান শত্রু বিবেচনা হয়। শাসনাধীন লোকদিগের দোষ স্পষ্ট বলিয়া শাসন করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহারা শাসনাধীন নহে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের দোষকে দোষ বলাই দোষ। সত্য বলিলেও প্রমাদ ঘটে। তবে উপায় কি? সহিষ্ণুতা ও কৌশল। সহিষ্ণুতার আবশ্যকতা কেন? না মনের বিরক্তি ভাব না প্রকাশ পায়, ইহা একটি মন্দ ঔষধ নহে। যাহার উপর যত বিরক্ত হইবে সে তত তোমাহইতে অন্তরে থাকিবে, যত সহিষ্ণু হইবে, তত তোমার মনের সহিত তাহার মনের ঐক্য হইবে। অতএব কিছু মাত্র বিরক্তি ভাব প্রকাশ না করিয়া কৌশল পূর্ব্বক দোষীর দোষের ফল প্রত্যক্ষ করাইয়া দিবে, যাহাতে সে ব্যক্তি ফল দ্বারা সেই দোষ জানিতে পারে এমন

চেষ্টা করিবে, এইরূপে সফল হইতে পারিলে কোন প্রমাদ ঘটিবে না। সহিষ্ণুতা না থাকিলে কৌশল দ্বারা কিছুই উপকার হইতে পারে না। অতএব বিবাদ ভঞ্জনার্থ যে কৌশল তাহার প্রধান অঙ্গই সহিষ্ণুতা। কিন্তু কৌশলের কিছু নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া বলা যাইতে পারে না, অবস্থা ও ঘটনানুসারে কৌশল স্থির করিবে। কৌশল দ্বারা কোন অসৎ উপায় বুঝায় না। অনেকে এরূপ বিবেচনা করেন বটে কিন্তু সেটি ভ্রম। সত্যপ্রিয় সদা-চারী ব্যক্তিকেও কৌশল দ্বারা কঠিন কার্য্য সাধন করিতে হয়। ফলতঃ মেয়েলি ঝকড়ার অন্ত পাওয়া ভাব, যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকদিগের বিবাদ ভঞ্জন পক্ষে উপকার হইতে পারে। তাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া বিশেষ কৌশল স্থির করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা সফল হইতেও পাবেন। কিন্তু যে স্থলে উভয় পক্ষই সমান বুদ্ধিহীন, ভাল বলিলে মন্দ বুঝিয়া থাকে, কোন কথায় অসদ্ভাব ব্যতীত সদ্ভাব গ্রহণ করে না, এবং যেখানে সকলেই দুর্নীতি পরায়ণ ও অসহিষ্ণু সেখানে উপায় করা ভার। যতদিন না স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়া নারীদিগের দুর্নীতি সংহার ও সুবুদ্ধি সঞ্চার হইবে, ততদিন তাহাদিগের প্রকৃত কল্যাণ দর্শনে আমরা নিরুপায়।

সন্তান পালন রীতি।*

আমাদিগের দেশে সন্তান পালনের রীতি যে অতি কদর্য্য এবং তজ্জন্য বিবিধ প্রকারে অনিষ্টপাত হইতেছে ইহা আমরা কেহই অস্বী-কার করিতে পারি না। যাঁহাদিগের উপরে সন্তান লালন পালনের ভার সমর্পিত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতাই এই অনিষ্টের মূল। বর্ষে বর্ষে আমাদিগের দেশে যত গুলি সন্তানের মৃত্যু হয়, অধিকাংশ এই অনভিজ্ঞতামূলক সন্দেহ নাই। আমাদিগের দেশীয় মাতাগণকে যত দিন আমরা সুশিক্ষিতা করিতে সমর্থ না হইতেছি, ততদিন এই ভয়ঙ্কর অনিষ্ট আমাদিগের দেশ হইতে কখনই তিরোহিত হইতেছে না। দেশীয় মাতা-গণের মূর্খতা সন্তানগণের শুদ্ধ শারীরিক মৃত্যুর কারণ হইলে হয় তো আমরা

* বামাহিতৈষিণী সভাতে পঠিত হয়।

এক দিন উপেক্ষা করিলেও করিতে পারিতাম, কিন্তু ইহাতে তাহাদিগের শরীর, মন ও আত্মা এ তিনেরই সুমহৎ অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে। হয়তো আমাদিগের উপস্থিত সভ্যগণ জানেন না, আমাদিগের দেশীয়া কত মাতা কুসংস্কার, অজ্ঞানতা এবং অযুক্ত ধর্ম্মানুরোধে বিমুগ্ধ হইয়া অযত্নে অনাহারে সন্তানগণের প্রাণ বিনাশ করেন। সে সকল হৃদয় বিদারক কথার আলোচনা করায় এস্থানে প্রয়োজন নাই; সচরাচর ভদ্র ও সাধারণ লোক মধ্যে যে সকল কারণে অনিষ্টপাত হইতেছে এবং যাদৃশ প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহার প্রতিবিধান হইতে পারে, অদ্য তাহা-বই সমালোচনা করা যাউক।

সন্তান পালন সম্বন্ধে প্রণালী উদ্ভাবন করিতে গিয়া প্রধানতঃ আমাদিগের মাতার উপরেই দৃষ্টি নিপতিত হয়। সন্তানের মঙ্গল সমধিক পরিমাণে—এমন কি সম্যক্‌রূপে মাতার উপরেই নির্ভর করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অতি পূর্ব্ব হইতে তৎপ্রতি কর্ত্তব্য মাতার স্কন্ধে নিপতিত হয়। আমরা সেই শিক্ষাকে অতি অনুপযুক্ত শিক্ষা বলি যে শিক্ষা স্ত্রীগণকে প্রকৃত মাতৃপদে অভিষেক করিতে পারে না। এ কথা স্থির নিশ্চয়, দেশে সহস্র প্রকার উন্নতির অনুষ্ঠান হউক, যাবৎ স্ত্রীগণ উপযুক্ত রূপে মাতার পদ গ্রহণ করিতে অসমর্থ থাকিবেন, তাবৎ কাল দেশের ভাবী উন্নতির আশা নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র।

শরীর, মন, আত্মা এই তিনটি লইয়া আমরা সন্তান পালন রীতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিব। ইহার এক একটী ভাগের বিশেষরূপে সমালোচনা অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভব। যত দূর সম্ভবে এস্থলে এক একটী বিষয়ের কথঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ শরীর সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদিগের দেশে অতি প্রাচীন কালেও মাতার সঙ্গে ভাবী সন্তান সন্ততির যে কি প্রকার গূঢ়তম ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা দেশীয় চিকিৎসকেরা অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসা শাস্ত্রকার সুশ্রুত বলিয়াছেন, 'গর্ভ সঞ্চার হইতে ব্যায়াম *** অনুপযুক্ত আহার, অতি-মাত্র অনাহার, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, শোক, যানারোহণ, ভয়, উৎকট

আসন, অতিমাত্র শৈত্যাদি ক্রিয়া, অকালে শোণিত মোক্ষণ, বেগধারণ পরিত্যাগ করিবে (১)।' 'নিত্য হৃষ্টচিত্ত থাকিবে, বিশুদ্ধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত থাকিবে, শুক্ল বসন পরিধান করিবে, সর্ব্বদা শান্তি মঙ্গল ঈশ্বর *** পরায়ণ থাকিবে, মলিন বিকৃত হীনাঙ্গ ব্যক্তি গণকে স্পর্শ করিবে না, দুর্গন্ধ বিকট দৃশ্য ও উদ্বেগকর কথা পরিত্যাগ করিবে, শুষ্ক পর্য্যুসিত, পচা, গলা অন্ন আহার করিবে না, বহির্দ্দেশে পরিভ্রমণ, ক্রোধ ভয় বিমিশ্র শূন্য গৃহাদি, ভার বহন, উচ্চৈঃস্বরে আলাপনাদি এবং যাহাতে সন্তান নষ্ট হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে। পুনঃ পুনঃ তৈলমর্দ্দন গাত্র মার্জ্জনাদি করিবে না, যাহাতে শরীরের আয়াস হয় এরূপ কার্য্য করিবে না। মৃদু আস্তরণে আবৃত, অতিশয় উচ্চ নয়, অধিক নয় এরূপ শয়নাসন প্রদান করিবে। সামান্যতঃ রুচিকর, দ্রব, মধুর রস প্রধান, স্নিগ্ধ, অগ্নি উদ্দীপক দ্রব্যবিমিশ্রিত ভোজন অর্পণ করিবে (২)।

সুশ্রুত মাতার সহিত সন্তানের এত দূর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন যে, বহুবিধ রোগ, ইন্দ্রিয় বৈকল্যাদি এক মাতার অসাবধানতার উপর আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মাতার দোষেই যে সন্তান নিতান্ত রোগাক্রান্ত হয়, ইহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। অম্ল, মদ্য,

(১) তদা প্রভৃত্যেব ব্যায়ামং *** অপতর্পণ মতিকর্ষণং দিবাস্বপ্নং রাত্রিজাগরণং শোকং যানাবরোহণং ভয়মুৎকটাসনং চৈকান্ততঃ স্নেহাদিক্রিয়াং শোণিতমোক্ষণং চাকালে, বেগবিধারণঞ্চ ন সেবেত।

সুশ্রুতঃ শারীরস্থানং ৩ অ,

(২) গর্ভিণী প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি নিত্যং প্রহৃষ্টা শুচ্যলঙ্কৃতা, শুক্লবসনা, *** শান্তিমঙ্গল দেবতা পরা চ ভবেন্মলিনবিকৃতহীনগাত্রাণি ন স্পৃশেদ্, দুর্গন্ধদুর্দ্দর্শানি পরিহরেৎ উদ্বেজনীয়াশ্চ কথাঃ, শুষ্কং পর্য্যুষিতং কুথিতং ক্লিন্নং চান্নং নোপভুঞ্জীথ, বহির্নিষ্ক্রমণং শূন্যাগারচৈত্যশ্মশানবৃক্ষাশ্রয়ান্ ক্রোধভয়শঙ্করাংশ্চ ভারানুচ্চৈর্ভাষাদিকং পরিহরেদ্যানি চ গর্ভং ব্যাপাদয়ন্তি, ন চাভীক্ষ্ণং তৈলাভ্যঙ্গোৎসাদনাদীনি নিষেবেত, ন চায়াসয়েচ্ছরীরং, পূর্ব্বোক্তানি চ পরিহরেৎ। শয়নাসনং মৃদ্বাস্তরণং নাত্যুচ্চমপাশ্রয়োপেতমসম্বাধং বিদধ্যাৎ। হৃদ্যং দ্রবং মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং দীপনীয়সংস্কৃতঞ্চ ভোজনং ভোজয়েৎ সামান্য মেতদ্।

শারীরস্থানং ১০ অ,

স্বল্পমৃত্তিকাদি যথেচ্ছ আহার এবং শরীরের আয়াসজনক বিহারাদি দ্বারা সন্তানগণের ভাবী অমঙ্গলের সূত্রপাত করা হয়, ইহা সকল মাতারই জানিয়া থাকা উচিত।

আমাদিগের দেশে সূতিকাগার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইহা যেমন অপ্রশস্ত ক্ষুদ্রাকার করিয়া অপবিত্র স্থানে সংস্থাপিত করা হয়, তাহাতে ইহাকে যমাগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুশ্রুত ৮ হাত দীর্ঘে ৪ হাত প্রস্থে সূতিকাগার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দিয়াছেন ইহাও সুপ্রশস্ত নয়। আমাদিগের দেশে ইতিপূর্ব্বে বাড়ীর বড় বড় ঘর সূতিকাগৃহ হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইদানীন্তন গৃহের অশুচিতার শাস্ত্র বাহির হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অতি সুকোমল শিশু সহসা ভূমিষ্ঠ হইয়া যে বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করে তাহা কীদৃশ হওয়া সমুচিত ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সুশ্রুত সামন্যতঃ এইরূপ ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন, 'গাত্রে কোন আঘাত না লাগে এরূপে শিশুকে গ্রহণ করিবে, সহসা ইহাকে ধমকাইবে না বা জাগাইবে না। কি জানি ভয় পায় এজন্য অকস্মাৎ ধরিবে না, ঊর্দ্ধ দিকে নিক্ষেপ করিবে না, কুব্জ হইবার ভয়ে বসাইবে না, সর্ব্বপ্রকারে তাড়না পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় ব্যক্তি সকল যত্ন সহকারে শিশুর সেবা করিবে। শিশু এইরূপে স্বচ্ছন্দে থাকিলে নীরোগ এবং সুপ্রসন্নমনা হয়। উষ্ণ বায়ু, বৃষ্টি, ধূলি, ধুম, জল, উচ্চনীচ স্থান অপবিত্র স্থান এসকলে সন্তানকে কখন রাখিবে না (৩)।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে সুশ্রুত শীতল জলে স্নান করাইতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেকে তাহা অনুমোদন করেন না। তাঁহারা ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিতে ব্যবস্থা দেন। ইটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, কারণ

(৩) বালং পুনর্গাত্রসুখং গৃহ্ণীয়ান্নচৈনং তর্জ্জয়েৎ, সহসা ন প্রতিবোধয়েদ্বিত্রাসভয়াৎ সহসা নাপহরেদুৎক্ষিপেদ্বা বাতাদিবিঘাতভয়াৎ নোপবেশয়েৎ কৌব্জ্যভয়াত্তে নিত্যং চৈনমনুবর্ত্তেত প্রিয়শতৈরজিঘাংসুঃ। এবমনভিহত মনাঃহভি বর্দ্ধতে নিত্য মুদাগ্রসত্ত্বসম্পন্নো নীরোগঃ সুপ্রসন্নমনাশ্চ ভবতিসম্য। বাতাতপবিদ্যুৎপ্রভাপাদপলতা শূন্যাগার নিম্নস্থান গৃহচ্ছায়াদিভ্যো *** বালং রক্ষেৎ।

শারীরস্থানিং ১০ অ,

তৎকালে শীতল জলে স্নান করাইলে অনেক স্থলে নাসিকার শ্লেষ্মা, উদরাময়, চক্ষু ফুস্ফুসের প্রদাহ জন্মিয়া থাকে এবং এরূপ হইতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। প্রতিদিন প্রাতে শিশু সন্তানকে স্নান করান আবশ্যক। ইহাতে কোন পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, বরং সুস্থতা লাভ হইবে। প্রচুর জলে নিত্য স্নান, সুপরিষ্কৃত বস্ত্র, বিশুদ্ধ বায়ু, উপযুক্ত আহার, প্রচুর নিদ্রা সন্তানগণের স্বাস্থ্য জন্য সর্ব্বদা আবশ্যক।

স্তন্য পান সম্বন্ধে কিছু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। শিশুসন্তানের পক্ষে মাতার স্তন্য তুল্য আর কিছুই উপযুক্ত আহার নহে। সামর্থ সত্ত্বেও মাতা স্তন্য পান না করাইয়া ধাত্রী নিয়োগ করেন, এই জঘন্য প্রথা যাহাতে এদেশে কখন প্রচলিত না হয়, এবিষয়ে সর্ব্বদা আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। ঈশ্বরের বিধানকে স্বেচ্ছাচার বশতঃ উল্লঙ্ঘন করা অপেক্ষা আর ভয়ানক পাপ কি আছে? মাতা রোগাদির দ্বারা সম্পূর্ণ অসমর্থা না হইলে কখনই স্তন্যপানার্থ ধাত্রী নিয়োগ করা সুবিধি নহে। ধাত্রী দুশ্চরিত্রা ও রোগিণী না হয় এবিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মাতা বা ধাত্রীর দুগ্ধ অভাবে গর্দ্দভ দুগ্ধ, সবল সন্তানগণকে ছাগ দুগ্ধ, তদভাবে গো-দুগ্ধ সমান পরিমাণ উষ্ণজল, একবিন্দু লবণ ও উৎকৃষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। দুগ্ধ সদ্য হয়, নিত্য একই গাভীর হয় এবং পাত্র বিশেষরূপ অগ্নি দ্বারা সংস্কৃত হয়, এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গাভীর দুগ্ধ সহ্য না হইলে পামকটির শাঁস ২ ঘণ্টা ধরিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া শর্করা ও দুগ্ধ মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সন্তান ক্রন্দন করিলেই কারণ না বুঝিয়া অনেকে স্তন্য পান করাইয়া থাকেন, এটি অতি অন্যায়। অধিক দুগ্ধ পান করাইলে বহুবিধ পীড়া হয়, ইহা সকলকে স্মরণ রাখা উচিত। ১ মাসের সন্তানকে ২ ঘণ্টায়, ২ মাসের সন্তানকে ৩ ঘণ্টায় এইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে আহার সময়ের পরিমাণ করা আবশ্যক। সামান্যতঃ ১ বৎসর পরে মাতৃ স্তন্য পরিত্যাগ করান যাইতে পারে। সন্তান সুস্থশরীর হইলে ৮।১০ মাস মধ্যে করিলেও হানি নাই। কৃশ সন্তানকে মাতা সমর্থ স্থলে দেড় বৎসর দুই বৎসর

স্তন্য পান করাইতে পারেন। ইহার অধিক সময় হইলে মাতা ও সন্তান উভয়েরই অনিষ্ট হয়।

শিশুসন্তানের পক্ষে অঙ্গচালন ও সুনিদ্রা অত্যাবশ্যক। উঁহাদিগকে চীৎ করিয়া রাখিলে ও শোয়াইলে যে নিজ হইতে অঙ্গচালনা করে, তাহাই উৎকৃষ্ট অঙ্গচালনা। ৪।৫ মাসের হইলে শরীর ও পদদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া প্রাতে বৈকালে বাহিরে ক্রোড়ে করিয়া ভ্রমণ করা যাইতে পারে। কিন্তু শীতল বায়ু বহিলে, বাহিরে লইয়া যাওয়া সমুচিত নয়। হামাগুড়ী দিতে শিখিলে হামাগুড়ী দিতে দেওয়া অত্যাবশ্যক। কিছু অবলম্বন করিয়া স্বয়ং দাঁড়াইলে সেই প্রকৃত দাঁড়ানের সময়। চেষ্টা করিয়া দাঁড় করাইলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। শয়ন গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারের আবশ্যক। কিন্তু যাহাতে শীতল বায়ু প্রবেশ করিয়া গৃহ শীতল না হয়, আবার গৃহ বন্ধ রাখিয়া অত্যুষ্ণ না হয় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিদ্রাবস্থায় প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারে এ জন্য মশারি প্রভৃতির আবরণে না শোয়া ভাল। আবরণ আবশ্যক হইলে নেটের মশারির আবরণে শোয়া সমুচিত। প্রসূতির অসাবধানতায় বস্ত্রে বা হস্তাদিতে চাপা পড়িয়া অনেক সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে। অতএব এ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া সমুচিত।

মাতার আহারের দোষে সন্তানের মলের দোষ ঘটে। অতএব মলের দোষ ঘটিলেই মাতাকে আহারের বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। মূত্র প্রচুর প্রমাণে হইলে, বস্ত্রাদিতে দাগ লাগিলে, কি দুর্গন্ধময় হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে শিশু সন্তান শয্যায় মলমূত্র ত্যাগ না করে, এ অভ্যাস এই সময় হইতে করাইতে হইবে। ৩।৪ মাস বয়সের পর দিবারাত্রের মধ্যে বিছানা হইতে ৮।১০ বার তুলিয়া মলমূত্র ত্যাগ করাইলে এই অভ্যাস ক্রমে দৃঢ় হইয়া যাইবে।

শিশুর বয়ক্রম দুই বৎসরের অধিক হইলে, পূর্ব্ববৎ নিয়মিত স্নান, সময়োপযোগী সুপরিষ্কৃত বস্ত্র, স্বেচ্ছানুরূপ ভ্রমণ, স্বেচ্ছানুরূপ নির্দ্দোষ ক্রীড়া, দুপ্রহরে ২ ঘণ্টা এবং সন্ধ্যার পর হইতে নিদ্রা আবশ্যক। ২।৩ বৎসর অবধি অন্ন অতি অল্প পরিমাণে এক বেলা দিতে পারা যায়। শিশুকে মিষ্টান্ন ভোজন দেওয়া অতি গর্হিত। নির্জ্জল সদ্য দুগ্ধই ইহাদিগের পক্ষে

অতি হিতকর। গোধূম নির্ম্মিত রুটি এই সময় হইতে খাওয়াইতে অভ্যাস করাইলে হানি নাই। গৃহ নির্ম্মিত রুটি অপেক্ষা পাঁউরুটি খাওয়ানই উৎকৃষ্ট। বয়ঃস্থ সন্তানগণের স্নানাহারাদি লইয়া সমালোচনা করিবার উপযুক্ত সময় আমাদের নাই। সংক্ষেপে বলা যায়, শুদ্ধ বয়সের ন্যূনাধিক্য জন্য যে ইতর বিশেষ; নতুবা স্বাস্থ্য রক্ষার যে সাধারণ নিয়ম আছে ইহাদিগের প্রতিও সেই নিয়ম। ক্রীড়া শ্রম ব্যায়াম ইহাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ধাবন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ এই সকল ব্যায়াম উৎকৃষ্ট। অসার তাস পাশাদি ক্রীড়া দ্বারা যাহাতে তাহারা অকর্ম্মণ্য না হইয়া যায়, এরূপ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ক্রীড়ার সহিত অঙ্গচালনা বুদ্ধি চালনাদি প্রতি নিয়ত আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

সামাজিক এবং পারিবারিক শাসন।

মনুষ্য ঈশ্বরের মুখ দেখিয়া অতি অল্প সময় কাজ করে, লোকের মুখাপেক্ষা করিয়া অধিক সময় চলিয়া থাকে। একাকী থাকিলে ক্রোধ লোভ প্রভৃতি যত শীঘ্র ও যত অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় দুই জন থাকিলে তাহার কত দমন হয়! সাধারণের মতের বিপক্ষে দাঁড়ান সকলের সাহসে কুলায় না। লোকে বলে মনের কথা ভাবিলেই সকলেই পাগল, কিন্তু কেন ভাবে না? কারণ অনেকের মুখ চাহিয়া চলিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সমাজের পরস্পরে পরস্পরের পক্ষে পুলিষ প্রহরীর কার্য্য করে। এই শাসনকে সামাজিক শাসন বলে। এই শাসন প্রকাশের উপায় যে দেশে ভাল আছে, তাহার কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলে। খবরের কাগজ এইশাসন প্রচারের প্রধান উপায়, কারণ তাহাতে সাধারণ মত জানা যায়। এই শাসন যে কেবল দমন করে এমন নয়, শিক্ষাও দিয়া থাকে এবং দেশের লোকের চরিত্র গঠন বিষয়ে অনেক সাহায্য করে।

সমাজের মধ্যে যেমন একটী শাসন, পরিবারের মধ্যেও তেমনি একটী শাসন আছে তাহাকে পারিবারিক শাসন বলা যাইতে পারে।

সমাজের মধ্যে [illegible] লোকদিগের মত যেমন সমাজিক শাসনের প্রধান অঙ্গ পরিবারের [illegible] শ্রদ্ধা ও ভক্তির আস্পদ পিতা মাতাও তত্তুল্য ব্যক্তির [illegible] সেই রূপ পারিবারিক শাসন সম্বন্ধে অনেক কার্য্য করে। সমাজের শাসনকর্ত্তাদের ধর্ম্মনীতি উৎকৃষ্ট হইলে যেমন দেশের সাধারণ লোকের ধর্ম্মনীতি উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে, পরিবারের পিতা মাতার ধর্ম্মনীতি উৎকৃষ্ট হইলে সেইরূপ পুত্র কন্যার ধর্ম্মনীতিও উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে। নির্ব্বাক শিশুরা কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যে পিতা মাতার দৃষ্টি, কথা, কার্য্য ও ভাব পাঠ করে তাহা অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

পারিবারিক শাসন ও সামাজিক শাসন উভয়ের মধ্যেই ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়। যে পরিবারে পিতা মাতা নির্ব্বোধ নন অর্থাৎ আপনাদের উন্নত পদ হারান নাই, সে পরিবারের পুত্র কন্যার উপর যতদিন পিতা মাতার শাসন থাকা উচিত তাহা স্বভাবতই থাকে। কিন্তু যে পরিবারে পিতা মাতার ধর্ম্মনীতি মন্দ তাহার কদর্য্য শাসনে ও শিক্ষাতে পুত্র কন্যাদিরও ধর্ম্মনীতি বিকৃত হইয়া যায়, অথবা যদি অন্য কোন দিক হইতে ভাল শিক্ষা আইসে, তাহা হইলে সেই পিতা মাতাকে পুত্র কন্যার হৃদয় রাজ্যের রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে হয়। হা! দুশ্চরিত্র পিতা! হা দুঃশীলা মাতা! কেন ক্ষোভ কর "যে পুত্র কন্যারা আর কথা শুনে না; তাহাদের উপর আর আমাদের প্রভুত্ব নাই।" তোমরা নিজের প্রভুত্ব নিজে হারাইয়াছ। বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি বিশিষ্ট পরিবারে দুর্ব্বিনীত সন্তান বিরলদৃষ্টান্ত।

আমরা বলিয়াছি এই পারিবারিক শাসনের মধ্যে ঈশ্বরের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি গঠন আর কিরূপে হইতে পারে? অতএব সংসারে প্রবিষ্ট হইবার সময় পর্য্যন্ত পিতা মাতার অধীনে থাকা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। হিন্দু পরিবারে ইহার এ প্রকার বন্দোবস্ত আছে, বরং বাড়া বাড়ি—৩।৪ সন্তানের পিতা মাতাকেও পিতা মাতার শাসনাধীনে থাকিতে দেখা যায়। ইহাতে উপকার আছে, অপকারও যথেষ্ট। উপকার এই যে যৌবনের অবিমৃষ্যকারিতার পরিবর্ত্তে বৃদ্ধাবস্থার বিবেচনার কার্য্য হয়। কিন্তু অপকার অনেক, প্রধান দুই :—প্রথমে গত কালের ভ্রম কুসংস্কারের রাজত্ব অধিক দিন থাকে এবং বর্ত্তমানের জ্ঞান ও

সত্য প্রকাশ পাইবার পথ পায় না। ২য় বিশ্বাস, রুচি ও যুক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়াতে লোকের উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি, উদ্যম, স্বাবলম্বন সকলই মৃতপ্রায় হয়। সুতরাং বাঙ্গালিরা যে ভীরু, পরমুখাপেক্ষী, অলস, নিরুৎসাহ এই প্রথা তাহার এক প্রধান কারণ। কিন্তু আর একদিকে দেখি যে সম্মুখে পিতা মাতা কিম্বা গুরু জনের শাসন রূপ দণ্ড না থাকিলে যুবক যুবতীরা উৎসাহের বেগে যে কোথায় গিয়া পড়ে তাহার স্থিরতা নাই। আমরা মন্দ পথেরই কথা বলিতেছি না, ভাল পথেরও মন্দ সীমা আছে। সম্প্রতি হিন্দু ধর্ম্মের সহিত হিন্দু সামাজিক ও পারিবারিক শাসনও বাধ্য হইয়া এক এক পদ করিয়া আপনার রাজত্ব ছাড়িতেছে। এসময়ে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি রূপ ভিত্তির উপর নূতন পারিবারিক ও সামাজিক শাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের সুবিধা দেখা যায় না। সামাজিক শাসন অপেক্ষা পারিবারিক শাসনের গুরুত্ব অধিক; কারণ ভাবী নব নারীর চরিত্রের ভিত্তি পরিবারের মধ্যে প্রথম এবং প্রায় চিরকালের জন্য স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ের যুবা ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদের এবিষয়ে ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। তাঁহারা অনেকে অল্প বয়সেই বিশ্বাসের জন্য পিতা মাতার গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়! সৌভাগ্য, কারণ তাঁহারা স্বাধীন ভাবে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। দুর্ভাগ্য কারণ, মস্তকের উপরে একটী শাসনের অভাবে তাঁহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া অকারণ হিন্দুদের অনেক সদ্ভাব হারাইতেছেন। স্ত্রী স্বাধীনতা লইয়া বড় গোলযোগ। আমাদের বোধহয় গৃহ হইতে তাড়িত শাসন বিমুক্ত যুবক যুবতীদিগের এবিষয়ে যত অনিষ্টের আশঙ্কা যাঁহারা সপরিবারে এবিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন তাঁহাদের সে আশঙ্কা নাই। কোন গুরুজনের কর্তৃত্ব বা শাসনের অধীনে এই স্বাধীনতা আরম্ভ করিলে ভাল হয়। ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার যে নিয়মে সংগঠিত হইতেছে, তাহাতে সমূহ কল্যাণ লাভ হইবে এবং বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এইরূপ সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক ব্যক্তি অথবা

সুশিক্ষিতা প্রবীণা ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর শাসনে যে পরিবার নিয়মিত হইবে তাহার সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান, ধর্ম্ম সুনীতি প্রভৃতিরও উন্নতি হইতে পারে। তাহা না হইয়া উষ্ণশোণিত যুবারা যদি উষ্ণশোণিত যুবতীদিগের স্বাধীনতা পথের নেতা ও রক্ষক হন, তাহা হইলে তাহা হইতে সমূহ অনর্থের সম্ভাবনা। শাসনের অধীন হইয়া চলিলে ও চলিতে বলিলে উদারতার কিম্বা স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয় না। যথেচ্ছাচার করা ও যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া উদারতা কিম্বা স্বাধীনতার অর্থ নয়। শাসন না থাকিলে স্বাধীনতা হইতে আর কিছু হউক না হউক নারীগণ নির্লজ্জ, নির্দ্দয়, কঠিন ও পুরুষপ্রকৃতি হইয়া পড়িবে। ইহা কি আমাদের কোন বন্ধু প্রার্থনা করেন? যদি করেন গতি নাই। আমাদের কেবল এই ভয় ও এই প্রার্থনা যে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কার্য্যের গোল যোগে পড়িয়া ঈশ্বরের প্রেম, বিশ্বাস, বিনয়, লজ্জা ও মধুরতা এসকল নারীশোভন গুণ যেন কুসংস্কারের মধ্যে গণ্য হইয়া না পড়ে।

নারীগণের গণিতশিক্ষার আবশ্যকতা।

স্ত্রীলোকের পক্ষে সাহিত্য পাঠ আবশ্যক বটে, কিন্তু গণিতও অনাবশ্যক নয়। সাহিত্য পাঠ দ্বারা তাঁহারা নানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক হইতে প্রচুর জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে পারেন, পত্র বা গ্রন্থ লিখিয়া আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় দান ও জনসমাজের উন্নতি সাধন করিতে পারেন এবং পাঠের আনন্দে সুখের এক নূতন পথে বিচরণ করিতে পারেন। গণিত হইতেও জ্ঞান, যোগ্যতা ও প্রচুর আনন্দ লাভ করা যায়। জ্যোতির্বিদ্যা পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি উত্তমরূপে শিখিতে হইলে অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, সাংসারিক নানাবিধ হিসাব পত্রও গণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে চালান যায় না, এবং ক্ষেত্রতত্ত্ব, গ্রহণাদি গণনা দ্বারা হৃদয়ে যে অপার আনন্দ লাভ হয় তাহা গণিত ভিন্ন আর কিসে হইতে পারে। এখন এদেশে যে অল্প পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে তাহা সাহিত্যপ্রধান, ছাত্রীরা অঙ্কশিক্ষায় নিতান্ত অক্ষম দেখা যায়। ইহাতে অনেকে মনে করেন "অঙ্ক বিদ্যায় স্ত্রীলোকদের বুদ্ধি নাই, সুতরাং সে বিষয়ে চেষ্টা করা বৃথা। যে সমস্ত

মিছামিছি অঙ্ক শিখিতে যাইবে, সে সময়ে তাহারা সাহিত্যের অনেক উন্নতি করিতে পারে"। অঙ্ক শিখিবার বুদ্ধি যে স্ত্রীলোকের নাই এযুক্তি আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি না। অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক, আমাদের দেশের খনা লীলাবতীর নাম অদ্যাপি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহাদিগের নামাঙ্কিত গ্রন্থ গণিত বিষয়ক এবং তাহা অনেক শিক্ষিত পুরুষেরও শিখিতে পারেন। তাহাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের নারীগণ উৎসাহিত হইতে পারেন। তাঁহাদের পথে যাঁহারা চলিতে পারিবেন, তাঁহারা এদেশের ভূষণ হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আপাততঃ আমরা আমাদের পাঠিকাগণকে এক কালে খনা লীলাবতী করিতে যাইতেছি না। অঙ্কবিদ্যার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ হয় এইটি আমাদের চেষ্টা ও প্রার্থনা। প্রথমে যে সকল অঙ্ক শিক্ষা করা তাঁহাদের কার্য্য নির্ব্বাহের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক তাহাই আমরা প্রদর্শন করিব এবং তাঁহাদিগকে শিক্ষা করিতে অনুরোধ করিব। পরে তাহারা নিজের স্বকীয় অনুরাগে এবং অবস্থাগত সুবিধা অনুসারে উচ্চ উচ্চ বিষয়ের অনুশীলন করুন্। এখন যে সাহিত্যের ন্যায় গণিতবিষয়ে ছাত্রীগণের অনুরাগ দেখা যায় না, তাহার কারণ এই মাত্র বলাযায়, সাহিত্যের ন্যায় গণিত প্রথমতঃ রসাল নয় এই জন্য তাহাতে শীঘ্র মন যায় না। দ্বিতীয়তঃ সাহিত্য অপেক্ষা গণিতে গুরু উপদেশ অধিক আবশ্যক। তৃতীয়তঃ স্ত্রীলোকেরা যে অল্প সাবকাশ পায়, তাহাতে একটু, সাহিত্য পাঠ করিলে কিছু কিছু লাভ দেখিতে পাওয়া যায় গণিতে তদপেক্ষা বেশী সময় না দিলে আদেশানুরূপ ফল লাভ হয় না। যাহা হউক অল্পসময়ে সাংসারিক কার্য্যোপযোগী স্থূল স্থূল অঙ্ক গুলিতে নারীগণের যাহাতে অধিকার হয়, এজন্য আমরা কতকগুলি সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিবার মানস করিয়াছি পাঠিকাগণ তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শিক্ষা করিবেন।

এখন এদেশের সমাজে স্ত্রীলোকের অতি হীনাবস্থা, কিন্তু পরিবার মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যের সীমা নাই। এই ক্ষমতা রক্ষা এবং কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে অঙ্কশিক্ষা একটি অত্যাবশ্যক গুণ বলিতে হইবে। আমাদের গৃহিণীগণের উপর গৃহের প্রায় সমুদয় কার্য্যের ভার।

চাউল, ডাউল, তৈল, দুগ্ধ, দাস দাসীর বেতন ও হাট বাজারের হিসাব তাহাদিগের উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। তাঁহারা এ সকল কার্য্য কি নির্ব্বাহ করিতেছেন না? করিতেছেন বটে, কিন্তু সুন্দররূপে নহে এবং অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে ঠকিতে বা গোলমালে পড়িতে হয়। তাঁহাদিগের গণনা প্রণালীকে মেয়েলি সঙ্কেত বলে। তাঁহারা তদ্দ্বারা কষ্ট করিয়া সহজ ও মোটা মুটি হিসাব করিতে পারেন, কিন্তু একটু ঘোর ফের হইলেই বিপদে পড়েন। অনেককে দেখাযায় তৈল দুগ্ধ ইত্যাদি রোজ লন এবং কত পরিমাণে লইতেছেন জানিবার জন্য দেয়ালে কালীর ফোঁটা বা খড়ির দাগ দিয়া রাখেন, কেহ কেহ বা এক একটা ঢিল অথবা কুরুই গণিয়া রাখেন। যদি দৈবাৎ দাগ পুঁছিয়া বা কুরুই হারাইয়া যায় তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। দেনা পাওনা বুঝিবার সময় মেয়েলি সঙ্কেতে ১৬ অর্দ্ধেক ৮, ৮, অর্দ্ধেক ৪, এইরূপ হিসাব করিতে বিস্তর সময় ব্যয় ও হিসাব বিঠিক হইয়া যায়। আমাদের ইচ্ছা তাঁহারা সহজে এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য অঙ্কের গুণ সঙ্কেত গুলি শিখুন এবং শুভঙ্করের আর্য্যা মুখস্থ করুন অনেক পরিমাণে অভীষ্ট ফল লাভ হইবে।

নীতি গর্ভ উপন্যাস।

একটী শম্বুক জলের মধ্যে বাস করিত এবং সেখানে যে কিছু শেওলা ও জললতা পাইত তাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিত। দৈবাৎ এক দিন সে জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া উপরে প্রসারিত আকাশ এবং চারিদিকে আলো ও বায়ু সঞ্চার দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইল। স্থির করিল আর জলে থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিব না, স্থলেতে সুখে বাস করিব। ইহা স্থির করিয়া শামুক একটী গাছের আশ্রয় লইল এবং তাহাতে বাহিয়া বাহিয়া এক এক করিয়া তাহার পাতা গুলি কুরিয়া কুরিয়া খাইল। যত খায় শামুকের ভোজন শক্তি বাড়িতে লাগিল এবং বেশ একটু বিলাসিতা (বাবুগিরি) ও অহঙ্কার জন্মিল। এখন সে পৃথিবীর লোকদের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য উৎসুক হইল। থাকে থাকে, মধ্যে মধ্যে শুঁড় বাহির করিয়া নাড়িতে থাকে এবং যেখানে মনুষ্যের বাস বা যাতায়াতের পথ তাহার এক পাশে বসিয়া

থাকে। দেখে মানুষে তাহার খবর লয় কি না? অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিল কেহ তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করে না। তখন সে ভাবিল "আমার গার উপর যে একটা খোলস রহিয়াছে, ইহাতে আমার এমন কোমল অঙ্গ কেহ দেখিতে পায় না, আর আমি নিজে এমন নবনীর পুত্তলীর মত সুন্দরদেহ হইয়া দিন রাত কি একটা বোঝা বহিয়া মরি। ইহা কি আমার প্রাণে সহ্য হয়! এখন কি করিয়া এ বোঝাটা হইতে পরিত্রাণ পাই।" এই ভাবিয়া শামুক খোলস হইতে বাহির হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। দিন দিন খোলসটীর ভারে তাহার প্রতি বেশ বৃদ্ধি হইল যে অসহ্য হইল। তখন সে বিরক্ত হইয়া একটা গাছের উচ্চ শাখায় উঠিল এবং তথা হইতে জোর করিয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। আছাড়ে শামুকের অত্যন্ত আঘাত লাগিল, ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল। কিন্তু তাহার গার শক্ত আবরণটা একবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে সকল কষ্ট ভুলিয়া গেল। মনে করিল এখন হইতে মনের মত করিয়া সুখ ভোগ করিব। হা! তাহার আশা বৃথা হইল। দিবসে সূর্য্যের তাপে দগ্ধ হইয়া রাত্রির মুখ চাহিয়া রহিল। রাত্রিতে শীতের তাড়নায় তাহার প্রাণান্ত ক্লেশ হইল। সে তখন যে কোমল শরীরের অহঙ্কার করিয়াছিল তাহা অসহ্য দুঃখের কারণ বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল! এবং যে শক্ত খোলসটীর উপর দারুণ বিরক্ত হইয়াছিল তাহা ভিন্ন বাঁচিতে পারে না বুঝিল। যাহাহউক একদিন এক রাত্রি কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া হতভাগ্য শম্বুক মৃত্যুর ক্রোড় আশ্রয় করিল। মরণ কালে জগদীশ্বরকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিল।

"হে দীনজনের গতি, অনাথের নাথ ঈশ্বর! তুমি যাহা কর সকলি আমাদের সুখ ও কল্যাণের জন্য। অহঙ্কারী ও অধিক সুখের অভিলাষী হইয়া আমরা তোমার ব্যবস্থায় দোষ দি, তাহা উলটাইতে চাই এবং অবশেষে প্রাণে বিনষ্ট হই। তুমি যে আবরণটি আমার প্রাণরক্ষার প্রধান উপায় করিয়াছিলে, তাহাই প্রধান আপদ ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতে গেলাম। আমার যেমন কর্ম্ম তেমন ফল হইয়াছে। আমার দৃষ্টান্তে আর যেন কেহ অহঙ্কারী অপরিনামদর্শী লোক ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া না মরে।"

আদর্শ রমণী।

১

আদর্শ রমণী বর্ণিতে বাসনা,
কিন্তু মোর নাই সেরূপ কল্পনা।
যে কল্পনা বলে কবি রত্নাকর,
আঁকিলেন সীতা ছবি মনোহর।
সামান্য শক্তিতে সামান্য ভাষায়,
যথাসাধ্য আমি বর্ণিব তাহায়।

২

এই দেখ সেই রমণী আমার,
স্নিগ্ধ নিরুপম লাবণ্য তাঁহার,
তন্থ সুকোমল আঁখি সুবিল,
তাহে স্নেহ যেন করে ঢল ঢল,
সুবুদ্ধি চতুর অথচ বিনয়ে,
মুখ খানি যেন আছে মাখা হয়ে।

৩

মৃদু মৃদু কথা মৃদু মৃদু গতি
হাসি হাসি মুখ সুপ্রসন্ন মতি,
যার সনে দেখা ভাল বাসা তারে,
প্রেমের কৌমুদী চৌদিক বিস্তারে,
পরের আঘাত অকাতরে সয়,
রূঢ় নিজে কিন্তু এক দিনো নয়।

৪

সুশীতল দৃষ্টি বিশাল নয়নে,
শান্তি পবিত্রতা যেন এক সনে,
মিলিয়া রাজত্ব করে চক্ষে তাঁর,
দেখে ইচ্ছা হয় দেখি বারবার,
যত দেখি মন হয় সমুন্নত,
দেখি যেন তাঁরে দেবতার মত।

৫

গুণে অনুরক্ত প্রিয় পতি তাঁর,
কত ভাল বাসা বর্ণে সাধ্য কার,
পত্নীর আদর্শ হয়ে বিনোদিনী
কেমন সর্ব্বদা স্বামীর সঙ্গিনী—
মরি সহবাসে সব দুঃখ হরে—
সুধা স্রোত যেন জীবনে সঞ্চার।

৬

সব স্বার্থ ছাড়ি স্বামির কারণে,
যেন বেঁচে তিনি আছেন ভুবনে।
গৃহ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মত
তাঁহারি মঙ্গল খোজেন নিয়ত,
শত অপরাধ করেন মার্জ্জনা,
তাঁর শুভহেতু করেন প্রার্থনা।

৭

মরি কিবা স্নেহ পুত্র কন্যা' পরে
দৃষ্টিপাতে যেন স্নেহ বৃষ্টি করে,
প্রফুল্ল বদনে মৃদু মৃদু হাস,
পুত্র কোলে লয়ে কতই উল্লাস,
প্রসূতি কি ধাত্রী, দাসী, মেথরিণী
সব সন্তানের এক সে কামিনী।

৮

প্রাণের সন্তান অতি প্রিয় ধন
কারো হাতে দিয়ে নহে তুষ্ট মন,
পক্ষিণী যেমন নিজশিশু গণে,
করেন পালন পরম যতনে।

শত উপদ্রবে একদণ্ড তরে
ক্রোধের উদয় না হয় অন্তরে!

৯

প্রেমরাজ্য তাঁর, প্রেমের শাসন,
দেখে পবিত্রতা শিখে শিশুগণ;
প্রসন্ন বদনে প্রসন্ন নয়নে,
নিত্য নবপাঠ পড়ে মনে মনে,
দুগ্ধ সনে যেন প্রেম টেনে খায়,
স্বভাবে সুবোধ কেহ না শিখায়।

১০

মাঝে সে জননী তারা চারি ধারে
সে সুন্দর শোভা কে বর্ণিতে পারে,
মার কোলে উঠে হাসে কুতূহলে,
স্বর্গ অবতীর্ণ যেন ধরাতলে,
ঈশ্বরের প্রেম মধুর কেমন
বুঝিতেছি ভাল করে নবশান।

১১

দাস দাসী তাঁর গুণে বশ হয়ে,
সেবা করে সদা প্রফুল্ল হৃদয়ে,
মার গুণ গান বদনে না ধরে
বড় ভাল বাসে বাহিরে অন্তরে,
মাকে ছেড়ে যেতে চক্ষে ধারা বয়
ইচ্ছা চির কাল তাঁরি কাছে রয়।

১২

পিতা মাতা প্রতি কত ভক্তি তাঁর,
সামান্য ভাষাতে কি বর্ণিব আর?
শিশুরে পালেন জননী যেমন,
অসময়ে সেই দুহিতা তেমন,
শত দাসদাসী শত পুত্রবর
না হয় এহেন দুহিতা সোসর।

১৩

চৌদিকের দুঃখী দীন হীন যারা
তাঁর গুণ গান কত করে তারা,
হেন দয়াবতী কে দেখে কোথায়,
সকলেরে ভাবে আপনার প্রায়,
রোগীর শুশ্রূষা কাতরে সান্ত্বনা
পরম আনন্দে করেন ললনা।

১৪

অতি শত্রু হলে তারো অপকার
একদিনো মনে নাহি আসে তাঁর,
নিজে অপরাধী কারো কাছে নন,
পর অপরাধ হন বিস্মরণ,
গম্ভীরপ্রকৃতি প্রশস্ত, উদার
ক্ষমা, সহিষ্ণুতা কিবা চমৎকার।

১৫

তাঁর অপকার যে করে বাসনা,
তারি উপকার তাঁহার প্রার্থনা,
শত্রুগণ প্রেমে হয়ে পরাভূত,
চিরবন্ধু হয়ে থাকে অনুগত।
তাঁহার বিপদে শত শত জন
পারে করিবারে প্রাণ সমর্পণ।

১৬

স্বদেশের হিতে উদার হৃদয়
করেন বিভব অকাতরে ব্যয়,
কত বিদ্যালয়, চিকিৎসা আগার;
অতিথি নিবাস সদাব্রত তাঁর।

ধন, পরিশ্রম সব ব্যয় করে,
আছেন জগতে অপরের তরে।

১৭

ঈশ্বরের প্রতি মরি প্রেম কত,
গাঢ় ভক্তি তাঁর চরণে নিয়ত,
বিপদে সম্পদে তাঁহাতে নির্ভর,
তাঁরে হৃদে রেখে প্রফুল্ল অন্তর;
কি আনন্দ হায় অন্তরে তাহার,
মর্ম্ম কি বুঝিবে অন্য লোকে তার?

১৮

সন্তানে বেষ্টিত হইয়া যখন,
ডাকেন ঈশ্বরে মুদিয়া নয়ন.
দুই গণ্ডে কিবা প্রেম ধারা বয়,
হেরে মুখ শোভা স্বর্গ বোধ হয়।
নিজে শিশুগণে স্বামী পরিবার
সঁপেন সকলি চরণে তাঁহার!

১৯

সকল সঁপিয়া প্রসন্ন অন্তরে
মনসুখে নিদ্রা যান অকাতরে,
সংসারের চিন্তা কুৎসিত স্বপন
তাঁর নিদ্রা সুখ করেনা হরণ।
অরুণ উদয় না হতে গগনে,
উঠেন আবার প্রসন্ন বদনে।

২০

এই রূপে তাঁর দিন কেটে যায়,
দেখিলে ভাবিলে হৃদয় জুড়ায়,
ইচ্ছা হয় গিয়ে থাকি তাঁর কাছে
তাঁর সঙ্গ মত কিবা সুখ আছে?
নারীর আদর্শ নারীর ভূষণ
রমণীর হারে উজ্জ্বল রতন।

"সঙ্গীত বিদ্যা।"

সংগীতের পরিভাষা।

যে বিদ্যাদ্বারা গান, বাদ্য এবং নৃত্যাদির প্রকরণ বিশিষ্ট রূপে অবগত হওয়া যায় তাহাকে সংগীত বিদ্যা কহে। সংগীত তিন প্রকার, যান্ত্রিক, কাণ্ঠিক ও নার্ত্তিক (১)। যে সংগীত কেবল যন্ত্রে বাজাইবার নিমিত্ত রচিত হয়, তাহাকে বাদ্য অর্থাৎ গৎ বলা যায়। যে সংগীত কেবল কণ্ঠে গাইবার নিমিত্ত রচিত হয়, তাহাকে গীত বা গান কহে। যে সংগীতে কেবল ছন্দেরই আবশ্যক, সুরের প্রয়োজন হয় না তাহাকে নৃত্য কহা যায়। গীত এবং বাদ্য এই উভয়বিধ সংগীত শ্রবণ প্রত্যক্ষ হয়, এইজন্য ইহাদিগকে শ্রাব্য সংগীত কহে। নৃত্যের দর্শন প্রত্যক্ষ

(১) গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যং ত্রয়সংগীত মুচ্যতে। গান্ধর্ব্ব বেদ।

যাত্র হয়, এই জন্য ইহাকে দৃশ্যসংগীত কহে (২)। যান্ত্রিক, কান্তিক ও নার্তিক এই তিন প্রকার সংগীতকে একত্রে তৌর্য্যত্রিক বলা যায়। তৌর্য্যত্রিক দুই প্রকার, ঔপপত্তিক এবং ক্রিয়াসিদ্ধ। গ্রন্থ আদিতে গীত বাদ্য প্রভৃতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যাকে ঔপপত্তিক তৌর্য্যত্রিক কহে, আর উক্ত গীত বাদ্য প্রভৃতির সাধন ও অনুষ্ঠানকে ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্য্যত্রিক বলা যায়। এই তৌর্য্যত্রিক কণ্ঠ, যন্ত্র এবং আঙ্গিক ক্রিয়াদির দ্বারা সম্পন্ন হয়। রাগাদির আলাপ ও গীত এবং বাদ্য কণ্ঠ এবং যন্ত্রে নিষ্পন্ন হয়; নৃত্য অঙ্গ বিক্ষেপাদি কার্য্যের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঔপপত্তিক তৌর্যত্রিকে বিশেষ সংস্কার না থাকিলে ক্রিয়া সিদ্ধাংশে সম্যক রূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যাইতে পারে না। অপর, ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্য্যত্রিকে অধিকার না থাকিলে ঔপপত্তিকাংশ ফলোপধায়ক হয় না। উভয়েই পরস্পরের সাপেক্ষ, এই জন্য এই উভয়বিধ তৌর্য্যত্রিকই শিক্ষা করা আবশ্যক।

সঙ্গীতের শব্দ বিজ্ঞান।

সংগীতের প্রধান অঙ্গ ধ্বনি। (৩) ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শব্দ এক প্রকার উর্ম্মিমালা। জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে জলের কম্পনে যে প্রকার উর্ম্মি (ঢেউ) উৎপন্ন হয়; বায়ু কোন প্রকারে সঞ্চালিত করিলে, সেইরূপ বায়ুর কম্পনে উর্ম্মি উৎপন্ন হয়, এবং সেই উর্ম্মি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া ত্বচবিশেষের উপর অভিঘাত দ্বারা শব্দ উৎপন্ন করে। ইহার প্রমাণার্থে পণ্ডিতেরা নির্ব্বাত স্থানে ঘণ্টা বাজাইয়া দেখিয়াছেন তথায় শব্দ উৎপন্ন হয় না, এবং বায়ুর উর্ম্মি প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত বায়ুকে বর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিয়া তন্মধ্যে আঘাত করিয়াছেন তাহাতে উর্ম্মি উৎপন্ন হইয়াছে। অপর, বায়ু স্থিতিস্থাপক পদার্থ। যে পদার্থ আঘাতের পরেই সম্পূর্ন রূপে বা বাহুল্যত পূর্ব্বভাব অবলম্বন করে, তাহাকে স্থিতিস্থাপক কহে। আঘাত দ্বারা যে পরমাণু গুলি অপসারিত হয়, তাহারা সম্মুখবর্ত্তী অন্য কতকগুলি পরমাণু অপসারিত না করিয়া

(২) সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সূরিভিঃ। ইতি কল্লিনাথেনোক্তং।
(৩) ন নাদেন বিনা গীতং ননাদেন বিনাস্বরং। ননাদেন বিনাগ্রামস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ; নারদ সংগীত।

আপনারা অপসারিত হইতে পারে না; কিন্তু তা[illegible]কে অপসারিত করিতে গিয়া আপনারা প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়। এই রূপে [illegible]দের একটী গতি জন্মে, তদ্দ্বারা তাহারা একবার একপার্শ্বে একবার অপ[illegible]র্শ্বে অপসারিত হইয়া দোলায়মান হইতে থাকে। আহত পদার্থ কয়ে[illegible] মিনিট ইতস্ততঃ চালিত হইয়া স্থির হয় ও পূর্ব্বভাব অবলম্বন করে। স্থিতিস্থাপক পদার্থের পরমাণু সমূহের এই রূপ গতি ও প্রত্যাগতিকে কম্পন কহে। স্থিতিস্থাপক পদার্থ আহত হইলে তাহার সর্ব্বাবয়ব কম্পিত হইয়া থাকে। আহত হইলে উক্ত পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু স্বসমীপবর্ত্তী পরমাণুকে কিঞ্চিৎ অপসারিত করে, এবং তৎপ্রতিঘাতে নিজেও বিপরীত দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া আইসে। এইরূপে তাহাদের যে গতি জন্মে তাহা ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইয়া কম্পনক্রিয়াকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিতে থাকে; কিন্তু ঐ গতি যত বিস্তৃত হয় ততই উহার বেগ হ্রাস হইয়া পড়ে, এবং পরিশেষে ঐ পদার্থের সমুদায় অবয়বে সঞ্চারিত হইয়া নিঃশেষিত হয়।

ভূপৃষ্ঠে যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে, সকলেই বায়ুভরে আক্রান্ত রহিয়াছে। বায়ু সকল পদার্থকেই পেষণ করিতেছে, কিন্তু নিজে সাতিশয় স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট। যখন ইহার অণু সকল বিচলিত হয়, তখন তাহাদের পূর্ব্বোক্ত প্রকার গতি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইয়া নিবৃত্ত হয় না। যখন কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হয়, তখন তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইয়া থাকে, এবং ঐ কম্পন ক্রিয়া বায়ু মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া যায়। যদি একটী জলপূর্ণ পাত্রে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে উহা কাঁপিতে থাকে, এবং তদীয় কম্পন জলমধ্যেও সঞ্চারিত হয়, ইহা পাত্রস্থ জলের তরঙ্গ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি ঐ পাত্রের জল ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জলের পরিবর্ত্তে তথায় যে বায়ু থাকে কম্পন তন্মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কম্পবান্ পদার্থমাত্র হইতেই কম্পনক্রিয়া তৎসন্নিহিত বায়ু মধ্যে সঞ্চারিত হয়, এবং তাহা বায়ুরাশিতে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়।

যেমন গঙ্গার তরঙ্গসকল বেগে আসিয়া তদীয় তট ভূমিতে আঘাত করে,

সেইরূপ কম্প[illegible] বায়ুর নিকটেও যদি কোন স্থির পদার্থ রাখা যায়, তাহাও ঐরূপ[illegible]বীয় তরঙ্গ দ্বারা আহত হইতে থাকে। যদি পূর্ব্বো-ল্লিখিত পাত্রে[illegible]ন চারি হাত অন্তরে একতা কাগজ ধরিয়া ঐ পাত্রটীতে বিলক্ষণ আঘাত[illegible]রা যায়, তাহা হইলে ঐ পাত্রের কম্পন বায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ প্র[illegible]বিত হইতে হইতে সেই কাগজে আসিয়া আঘাত করে। কিন্তু মনে কর, ঐ কাগজ অচেতন তন্তু সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া যদি বস্তুতই সজীব অনুভবক্ষম ধমনীসমূহ দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঐ কাগজ সুন্দর রূপে বায়বীয় কম্পন অনুভব করিতে সমর্থ হইত। যাহা হউক, ঐ প্রকার সজীব ধমনীসকল জন্তুগণের কর্ণকুহরে সন্নিবেশিত আছে। তাহারা অতি সুক্ষ্মতর বায়বীয় কম্পন পর্য্যন্তও অনুভব করিতে সক্ষম। কম্পিত বায়ু কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিয়া উক্ত ধমনীসমূহের প্রান্তে আঘাত করিলে যে জ্ঞান জন্মে তাহাকেই আমরা শব্দ কহি (১)। নিকটে কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থ কম্পিত হইলে শব্দ শুনা যায়। কিন্তু যদি ঐ কম্পমান বস্তু কোন বায়ুশূন্য পাত্রে থাকে, তাহা হইলে আর শব্দ শুনা যায় না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বায়ুর কম্পনে শব্দ কর্ণকুহরে নীত হইয়া থাকে (২)।

নাদ বা ধ্বনি।

নাদ বা ধ্বনি দুইপ্রকার অকৃতি ও সুকৃতি। কোন বস্তুতে অন্য বস্তুর অভিঘাতে যে অপরিস্ফুট ও নার্থ ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া শ্রবণগোচর হয়, তাহার নাম অকৃতি। আর, যে ধ্বনিদ্বারা কোন বস্তু নির্দ্দেশিত কিম্বা কোন মানসিক ভাবাদি ব্যক্ত হয়, তাহাকে সুকৃতি কহে। শাস্ত্রে ঐ অকৃতি ধ্বনি ধ্বন্যাত্মক, ও সুকৃতি ধ্বনি বর্ণাত্মক বা ভাষা বলিয়া অভিহিত হয় (৩)। অকৃতি ধ্বনি দুই প্রকার, কর্কশ ও সুশ্রাব্য। যে ধ্বনি এরূপ কম্পনসমূহ দ্বারা উৎপাদিত হয়, যাহা অসমান অনিয়-মিত কালে পরস্পরের অনুগামী হইয়া থাকে, সেই ধ্বনি শ্রবণের

(১) আকাশসম্ভবো নাদস্তথানাহত উচ্যতে। নাদপুরাণ।

(২) নাদেন ব্যজ্যতেবর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্যচ। নারদসংহিতায়াং।

(৩) ধ্বনাত্মকোবর্ণাত্মকোসনাদঃ দ্বিবিধস্তথা। নারদসংগীত সংহিতায়াং।

অসুখ জন্মায় বলিয়া তাহাকে কর্কশ বলা যায়। যে ধ্বনি সমকাল স্থায়ী কম্পন দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রবণে তৃপ্তি জন্মায় বলিয়া তাহাকে সুশ্রাব্য কহে। সুশ্রাব্য ধ্বনিই সংগীতের সুর হইয়া থাকে ও ঐ ধ্বনি স্বর ও কালের বিশেষ নিয়মে ধ্বনিত হইলে, গীত বাদ্যাদি রূপে পরিণত হইয়া সংগীত উৎপন্ন করে। এই জন্য সংগীত শাস্ত্রে ঐ ধ্বনিকে সার্থ কহা যায়।

স্থিতিস্থাপক পদার্থের কম্পনে শব্দ জন্মায়, কারণ তদ্দ্বারা অতি শীঘ্র চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ু কম্পিত হইয়া উঠে। ঢক্কা, বীণা, বেণু প্রভৃতি বাদিত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুমধুর শব্দ নির্গত হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল সেই সেই যন্ত্রে স্থিতিস্থাপক ভাবে যে পরমাণু গুলি পরস্পর সম্বদ্ধ থাকে তৎসমুদায় ভিন্ন পেকারে কম্পিত হয় এই মাত্র। কর্ণের ধমনীতে আঘাতের সংখ্যা ও প্রকার ভেদে বিভিন্ন স্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এক সেকণ্ড মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্রবার কর্ণধমনী আহত হইলে তার-স্বর শ্রুত হয়, এবং উক্ত সময় মধ্যে আট বার মাত্র আহত হইলে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায় শুনা যায় না। আঘাতের সংখ্যা আধিক্য বা স্বল্পতায় শব্দের উচ্চতা ও নীচতা হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্গত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য আঘাতের প্রকারভেদ ও কম্পনের অজ্ঞাত গুণ বিশেষ দ্বারা জন্মিয়া থাকে।

ষড়জাদি সপ্তস্বরের বিবরণ।

সংগীত শাস্ত্রে ধ্বনি সপ্তখণ্ডে বিভক্ত (১) হইয়া স্বর নামে আখ্যাত হইয়াছে। স্বরকে হিন্দিভাষায় সুর বলিয়া থাকে। স্বরের নাম, যথা ষড়জ বা খরজ, ঋষভ বা ঋখভ, গান্ধার, মধ্যম পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ বা নিখাদ। এই সপ্ত স্বরের প্রত্যেককে এক একটি ধাতু বলে। তার যন্ত্র গলার সহিত ঐক্য করিয়া, এই সমস্ত স্বর সাধিবার সৌকর্য্যার্থে ইহাদিগের আদ্য অক্ষর গুলি চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা-সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। এই সাতটি স্বর একত্রে থাকিলে তাহার সপ্তক সংজ্ঞা হয়। সংগীত

(১) "ষড়জর্ষভৌচ গান্ধারোমধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে যে, এই সাতটি স্বর সাতটি পশুর ধ্বনি হইতে গৃহীত, (১) যথা-ময়ূর অথবা খর রব হইতে খরজ ; বৃষভ অথবা ভেক বা চাতক হইতে ঋষভ, ছাগ অথবা গাভী হইতে গান্ধার ; শৃগাল অথবা বক হইতে মধ্যম ; কোকিল হইতে পঞ্চম ; অশ্ব হইতে ধৈবত হস্তী হইতে নিষাদ।

নূতন সংবাদ।

১। আমেরিকার সান ফ্রান্‌সিস্‌কো নগরের নিবাসী মাশ্রিয়ট নামে এক সাহেব আকাশে নৌকা চালাইবার কল উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই নৌকা বেলুনের মত এবং বাতাস অপেক্ষা হাল্‌কা বাষ্পে পরিপূর্ণ। রেলের গাড়ী যেরূপ জলীয় বাষ্পে চালিত হয়, ইহাও সেইরূপ। ইহার পশ্চাতে একটী হাল আছে, তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বাতাসের বিপরীতেও গমন করা যায়। ফ্রান্‌সিস্কো নগরের শত শত দর্শকের সমক্ষে এই নৌকা চালনার পরীক্ষা হইয়াছে। বেলুনে চড়িয়া উপরে উঠা যায়, কিন্তু শূন্য মার্গে যথা ইচ্ছা যাওয়া যায় না। বেলুন নৌকার মত চালাইতে পারিলে জগতে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

২। যে লেডি নেপিয়ার সে দিন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করিয়া সুখী হইয়া গিয়াছেন, গত ৩রা আগষ্ট তিনি স্বামী সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি মহারাণীর সহিত এ দেশের স্ত্রীলোকদের বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছেন।

৩। হাউই নাম্নী এক বিবী বিলাতে বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন।

৪। আমরা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ভুপালের বেগম নিজ রাজ্যের উন্নতি বিধানার্থ কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। সম্প্রতি ইনি ভুপাল হইতে হোসেঙ্গাবাদ পর্যন্ত একটী পাকা রাস্তা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন ইহাতে মাসে ১ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সন্তানগণের বিদ্যা শিক্ষার্থ একটী স্কুল খোলা হইতেছে। এখানে সকল প্রকার দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষা হইবে। ডাক বিভাগের অনেক উন্নতি করা হইয়াছে।

৫। মহারাণী স্বর্ণময়ী বারাকপুরস্থ

(১) "ময়ূরঃ ষড়্জমাখ্যাতি ঋষভং ব্যক্তিচাতকং। ছাগোগান্ধারমাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতিমধ্যমং। কোকিলঃ পঞ্চমঃ ব্রুতে ভেষোবদন্তিধৈবতং। নিষাদং ভাষতে হস্তীত্যেতদ্‌ব্রহ্মাদিসং মতং।"

"ময়ূরা বৃষভমেষঃ কাককোকিল বাজিনো। মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহু স্বরানেতান্ সুহূর্গমাৎ।"

বঙ্গ বিদ্যালয়ে ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। গুজরাটমিত্র সম্পাদক আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন "পারসিদিগের মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতার বৃদ্ধি হওয়াতে সমাজে পাপ ও ব্যভিচার স্রোত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে স্ত্রীদিগকে অযোগ্য স্বাধীনতা দিলে সমাজ এই প্রকার পাপপূর্ণ হয় বলিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তাহা প্রদান করিতেন না।" আমাদিগের স্ত্রী স্বাধীনতা প্রিয় ব্যক্তিগণ একটু সাবধান হইবেন।

৭। আমাদিগের মহারাণী বিক্টোরিয়ার পরিবার অতি বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ৪টী পুত্র ও ৫টী কন্যা কোলে লইয়া বৈধব্যদশাগ্রস্ত হন। ইতিমধ্যে তাঁহার ২৩টী নাতি। জ্যেষ্ঠ রাজকুমারীর সন্তান ৭টী, রাজকুমারী আলিসের ৬টী, রাজকুমারী ক্রিশ্চিয়ানের ৪টী এবং জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের ৬টী। একটী কন্যা নূতন বিবাহিত, এখনও একটী কন্যা ও তিনটী পুত্র অবিবাহিত আছেন। জগদীশ্বর আমাদের রাজ পরিবারকে আরও বর্দ্ধিষ্ণু করিয়া দীর্ঘজীবী করুন।

৮। আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহেব [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়াছেন। মহারাণী [illegible]য়াছেন তিনি যত দান করেন তাহা আর কোন উদ্দেশে নয়; কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত।

৯। ভারতসংস্কার সভার শিক্ষাযিত্রী বিদ্যালয়ে বার্ষিক দুই সহস্র টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রদত্ত হইবে, এতদিনের পর ডিরেক্টর সাহেব ইহা মঞ্জুর করিয়া পাঠাইয়াছেন। বৎসর শেষ করিয়া সেপ্টেম্বর হইতে টাকা দিবার হুকুম হইয়াছে দেখিয়া আমরা চমৎকৃত ও দুঃখিত হইলাম। টাকা ১লাই হইতে প্রাপ্য এবং আমরা আশা করি ডিরেক্টর সাহেব এবিষয়ের ন্যায় বিচার করিবেন।

১০। স্ত্রীলোকেরা এডিনবরার মেডিকেল কলেজে আবশ্যক কয়েক বৎসর থাকিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারিবে, অনেক বাদ বিতণ্ডার পর ইহা স্থির হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রী লোকের প্রকৃত স্বাধীনতা।

সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরমেশ্বর এই বিশ্বরাজ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পুরুষ জাতিকে যেমন বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ

সম্যক্ প্রদান করিয়াছেন, স্ত্রী জাতিকেও তাহা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার উদার করুণা নিঃস্বার্থ ভাবে সকলকেই পালন করিতেছে। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকেই স্বাধীনপ্রকৃতি করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ইহার একের স্বাধীনতার উপর অন্যের কর্ত্তৃত্ব করা ঈশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমাদের দেশে এই ভয়ঙ্কর নিয়ম প্রায় সকল স্থানেই প্রচলিত। আমাদের দেশে পুরুষদের যেমন স্বাধীনতা, স্ত্রীলোকদের আবার তেমনই অধীনতা। সত্য বটে এক পরিবারে থাকিতে হইলে সকলকেই সকলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়, কারণ এক পরিবারে যদি প্রত্যেকে স্বাধীন হইতে যায় তাহাহইলে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়ে, এজন্য এস্থলে অধীনতা স্বীকার না করা অন্যায়। কিন্তু তাহা বলিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া অধীনতার বিঘ্ন সহ্য করা বড় কষ্টকর। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের কি ভাল, কি মন্দ, কোন বিষয়েই স্বাধীনতা নাই, স্বাধীনতা কাহাকে বলে, স্বাধীনতার কি সুখ ইহা, একেবারেই তাহারা অজ্ঞাত; নাই বিদ্যার বল, নাই ধর্ম্ম বল, কেবল অন্ধের ন্যায় এই সংসারে ভ্রমণ করিয়া আপনাদের জীবন কাটাইতেছে।

সংপ্রতি বামাকুল হিতৈষী মহোদয়গণ দুর্ভাগিনী বামাগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য অশেষবিধ যত্ন করিতেছেন। কিন্তু এই মহৎকার্য্যটী সংসাধনে কৃতকার্য্য হওয়া কখন সহজ ব্যাপার নহে। তাহাদিগকে বাহিরের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে যেরূপ চেষ্টা করিতে হইবে, স্ত্রী গণের মনের মলিনতা ভ্রম কুসংস্কার প্রভৃতি দূর করিবার জন্য তদপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে হইবে। বামা হিতৈষী মহোদয়গণ বামাগণকে যতদিন পর্য্যন্ত সুশিক্ষিতা করিতে না পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই মহৎ কার্য্য সংসাধনে কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বর্ত্তমান সময়ে বামাগণ যে অবস্থায় আছেন, ইহাতে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; কারণ অশিক্ষা প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই সেই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা রূপে পরিণত হইবে। এইক্ষণকার স্ত্রীগণের অবস্থার

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, বিদ্যাশিক্ষার অভাবে, সৎসঙ্গের অভাবে প্রায় প্রত্যেকের হৃদয় অতি নিকৃষ্ট ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অতএব বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা ভিন্ন তাহাদের অবস্থা উত্তম হওয়ার অন্য উপায় নাই।

প্রসন্ন তারা গুপ্তা।*
ভাট পাড়া।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক
সমীপেষু।

মহাশয়

গত চারি বৎসর হইল আমাদিগের এই পারিবারিক উৎসবটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম বৎসর যেরূপ উৎসাহের সহিত ইহার কার্য্য সমাধা হইয়াছিল তাহা আপনার পাঠিকাগণ জানেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসরে বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত এতদুপলক্ষে ভগ্নীদিগের মনে বিশেষ উৎসাহ কিম্বা কার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিশেষ দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া তাদ্বিবরণ আপনাদিগকে এবং পাঠিকা ভগ্নীগণকে জ্ঞাত করাইতে পারি নাই।

এ বৎসর আমরা একটি প্রশস্ত গৃহে একত্রে গত ২৩শে শ্রাবণ মঙ্গলবারে সমাসীন হইয়া প্রায় ৫০ জন ভগ্নীতে উপাসনা করিয়া যেরূপ আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়াছি, আপনার পত্র বৃদ্ধি হইবার ভয়ে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিতে সাহসী হইতে পারিলাম না। ইহাতে প্রতিবাসী ভগ্নীগণ এবং আর আর ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। পুরুষের সংশ্রব শূন্য এই পারিবারিক সমাজটী যাহাতে চিরকালের জন্য স্থায়ী হয়, তৎপক্ষে প্রত্যেক ভগ্নীরই উৎসাহ এবং আন্তরিক প্রার্থনা লক্ষিত হইল।

মহাশয়। উপরি উক্ত উৎসব উপলক্ষে এই কয়েকটি বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল, প্রথম সংসার মধ্যে ধর্ম্মসাধন, দ্বিতীয় ধর্ম্ম সাধনে নিরাশ ভাব, তৃতীয় উজ্জ্বল প্রেম। এই বক্তৃতা গুলি ক্রমান্বয়ে আপনার বামাবোধিনী পত্রিকাতে স্থান দান করিয়া আমাদিগকে এবং পাঠিকা ভগ্নীগণকে উৎসাহান্বিতা করিবেন।

শ্রীমতী নন্দিনী।†
সিন্দুরিয়াপটী।
২৩ শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৭৯৪ শক।

---

* প্রস্তাবটী সারগর্ভ ও সুন্দর হইয়াছে। স।

† এবারে স্থানাভাবে একটীও বক্তৃতা প্রকাশ করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। আগামী বার হইতে লেখিকার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব। স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০৯ সংখ্যা | ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

বামাবোধিনীর দশম জন্মোৎসব।

করুণা সাগর যিনি জগৎ জীবন,
বিশেষ করুণা তাঁর, পান করি অনিবার,
সুখ শান্তি সবাকার হইছে সাধন।
আজিকার মহোৎসবে, বামাকুল বন্ধু সবে,
প্রাণভরে কর তাঁর করুণা কীর্ত্তন।
ধন্য ধন্য ধন্য দেব বিঘ্ন বিনাশন।

প্রিয়তম বামাকুল! এই ভাদ্র মাসে বামাবোধিনী জন্ম গ্রহণ করেন। আজি ইনি নবম বর্ষ অতিক্রম করিয়া দশমবর্ষে প্রবেশ করিলেন, আজি একবার সকলে হৃদয়ের সহিত মঙ্গল ধ্বনি কর এবং যাহাতে ইনি চির জীবিনী হইয়া তোমাদিগের কল্যাণ ব্রতে জীবনপাত করিতে পারেন তজ্জন্য প্রার্থনা কর। জগদীশ্বরের করুণায় এবং তোমাদিগের শুভ ইচ্ছায় এই ক্ষুদ্রপ্রাণ পত্রিকা খানি অনেক বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া স্থায়িত্ব ও উন্নতির আশা লাভ করিয়াছে, সিদ্ধিদাতা ঈশ্বর ইহার সকল আশা সুসিদ্ধ করুন্।

বামাবোধিনীর জন্মোৎসব উপলক্ষে এদেশীয় বামাগণের শুভোন্নতির প্রতি আমাদিগের মন স্বতই ধাবিত হয়, এই জন্য আমরা বর্ষে বর্ষে ইহা-

দিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, সামাজিক অবস্থার কতদূর উন্নতি হইল, গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগের প্রতি কতদূর প্রসন্ন হইলেন, দেশীয় লোকেরাই বা ইহাঁদিগের দুঃখ মোচনের কতদূর উপায় অবধারণ করিলেন, এ সকল বিষয়ের আলোচনা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। এ বৎসরও এই আনন্দকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

এদেশীয় স্ত্রীজাতির বিদ্যোন্নতি কিরূপ হইতেছে, একথা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলে কেবল নিরাশার উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের এ সংবাদ কথা গবর্ণমেণ্টের ঠিক্ বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি যে সকল স্থানে অল্পকাল পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার নামে লোকে খড়্গহস্ত হইত, এখন সেখানে পিতা কন্যার, স্বামী স্ত্রীর এবং ভ্রাতা ভগিনীর শিক্ষার জন্য সমুৎসুক এবং অনেকে সাধ্য মত চেষ্টাও করিয়া থাকেন। আর একটী শুভ লক্ষণ এই, এখনকার যুবকেরা মূর্খ কন্যা বিবাহ করিতে চান না, কলিকাতার ৫।৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন কোন স্থানে আমরা দেখিয়াছি কন্যার ছাত্রাবৃত্তির প্রশংসা পত্র দেখাইয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইতেছে। রূপের স্থানে গুণের আদর ইহা অপেক্ষা এক্ষণে আমরা আর অধিক কি আশা করিতে পারি? বালিকা বিদ্যালয়ের আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না সত্য বটে এবং তাহার কতকগুলি কারণও আছে; কিন্তু অন্তঃপুরে নারীগণের যথেষ্ট বিদ্যানুরাগ ও পাঠোন্নতি দর্শন করিয়া আমাদিগের সে ক্ষোভ দূর হইতেছে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে স্থানে বয়স্কা ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমাদিগের আশা বর্দ্ধিত হইতেছে। নগর বিশেষে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও অন্তঃপুরিকাগণের পাঠোন্নতির পরীক্ষা ও পারিতোষিক দানার্থ সভাস্থাপনের সংবাদ পাইয়া আমরা অধিকতর আনন্দ লাভ করিতেছি। এতদ্ভিন্ন বামাগণ সৎসন্দর্ভ ও পুস্তক সকল রচনা করিয়া আপনাদিগের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতেছেন। কয়েক মাস হইল বামাবোধিনী সভা হইতে যে 'বামারচনাবলী' পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে এদেশের নারীগণ যে নিরাশার ক্ষেত্র নহেন, তাহা সামান্য বুদ্ধিতেও বোধগম্য হয়। ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে শিক্ষিতা নারীগণ শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

স্বল্পকাল রোপিত বৃক্ষে আর কত ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

ধর্ম্মবিষয়ে এদেশীয় মহিলাগণের বিশুদ্ধতর ভাব ও কার্য্য দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? নারীকুল ভূষণ সুবিখ্যাত রাণী স্বর্ণময়ী সদাব্রতের দ্বার খুলিয়া কয়েক বৎসর নানাবিধ সুমহৎ দেশ হিতকর কার্য্যে অকাতরে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতেছেন. গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সদ্‌গুণের উৎসাহ দানার্থ তাঁহাকে 'মহারাণী' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অথবা স্বাভাবিক দয়াশীলতা প্রভাবে পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি আরও কয়েকটী সদাশয়া রমণী কীর্ত্তি শৈলের উচ্চতর দেশে আরোহণ করিতেছেন। বস্তুতঃ বদান্যতায় এদেশীয় রমণীগণ পুরুষদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন, একথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করা যায়। নারীগণের ধর্ম্মবিষয়ের মত ও ভাবও পরিশোধিত হইতেছে। পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা প্রায় ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষদিগের হৃদয়ে বদ্ধ ছিল. তাহা এখন পরিবার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতেছি, ইহা আমাদিগের নারীগণের ধর্ম্মোন্নতির উপায় ও প্রমাণ স্থল। পৌত্তলিক ধর্ম্মে নারীগণের দৃঢ় বিশ্বাস থাকাতে অদ্যাপি তাহার এতদূর প্রবলতা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাদিগের জীবনের ব্রত হইলে আমাদিগের গৃহ ও সমাজ স্বর্গের শোভা ধারণ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে আমরা ব্রাহ্মিকা সমাজ সকলের সুত্রপাত দেখিতেছি এবং কোন কোন স্থানে পুরুষের সংশ্রব শূন্য হইয়াও তাহার কার্য্য সুন্দররূপ চলিতেছে। ভগিনীগণ ঈশ্বর প্রাণ হইয়া এই আর্য্যভূমি ভারতবর্ষকে ধর্ম্ম ক্ষেত্র করুন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

বামাগণের সামাজিক অবস্থার উৎকর্ষ জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির উপর নির্ভর করে। অনেক স্থলে এ বিষয়ে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা একটী সুলক্ষণ বলিতে হইবে। অবলাগণের প্রকৃত স্বত্ব তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাঁহারা সমাজে বাস করেন, ও সামাজিক কর্ত্তব্য সকল সাধন করেন ইহা আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু এখন যেমন তাঁহারা পুরুষদিগের এক প্রকার দাসীত্ব করিতেছেন, যদি পুরুষদিগের রুচি, উত্তেজনা ও সুখেচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া সভ্যবেশে আর এক প্রকারে তাঁহা-

দিগের অধীন হইয়া চলেন তাহা দুঃখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। প্রথম আন্দোলনের অন্ধ উৎসাহে কতক গুলির এরূপ দুর্দ্দশা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু তজ্জন্য যত্দূর সাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এখন যদি নারীগণ নির্ব্বিঘ্নে জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে পারেন, এবং ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশানুসারে বিশুদ্ধ ভাবে পারিবারিক কর্ত্তব্য সকল সাধন করিতে পারেন, ইহার পথে অনেক বাধা ও প্রতিবন্ধক আছে তাহা যদি বলপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন আমরা তাঁহাদিগকে স্বাধীনা ও বীরাঙ্গনা বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সমাদর করিব। এইরূপ নিজস্ব বল উপার্জ্জন করিয়া অনেক অন্তঃপুরিকা যে উন্নত জীবন ধারণ করিতেছেন, তাহাই ভারত কামিনীগণের ভাবী সামাজিক উন্নতির অটল ভিত্তি বলিয়া আমরা গণনা করি।

গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় অবলাগণের উন্নতির জন্য কি উপায় করিতেছেন? আমরা এই অবধি বলিতে পারি গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরোধী নহেন এবং কোন কোন স্থলে সাবকাশ মতে সাময়িক উৎসাহ দানও করিয়া থাকেন। প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন ভাবে চলিতে চাহিলে, গবর্ণমেণ্ট বিচার স্থলে তাহাদিগের সপক্ষতা করিতেছেন, দেশীয় লোকে বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ সময় পাইলে সে সকলের তত্ত্বাবধান করেন এরূপ অনুমতিও আছে। কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সভ্য, ন্যায়পর, উদার ও বিদ্যোৎসাহী তাহাতে আমরা তাঁহাদিগের এ প্রকার ব্যবহারকে ঔদাসীন্য বলি এবং ইহার প্রতিবাদ না করিয়া মনকে সান্ত্বনা করিতে পারি না। এ পক্ষে যেরূপ অভাব, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আরও ব্যয় স্বীকার ও উৎসাহ দান নিতান্ত আবশ্যক। যদি তাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে অবলাগণের উন্নতি সাধন করিতে না পারেন, যাঁহারা তজ্জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে সাধ্যমত আনুকূল্য দান করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিউন্।

কুলাঙ্গনাগণের প্রতি এদেশীয়গণের ক্রমশঃ সুপ্রসন্ন ভাব আমরা দর্শন করিতেছি। সভ্য ইংরাজদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া হউক অথবা বিদ্যার

বিমল জ্যোতি লাভ করিয়া হউক নারীগণকে হীনাবস্থায় রাখিতে কৃতবিদ্যগণের আর ইচ্ছা নহে। স্ত্রীগণের প্রতি স্বামীদিগের সে কালের মত তাড়না অত্যাচার দূরে থাকুক, এক্ষণে এতদূর অনুরাগ প্রদর্শিত হয়, যে সাধারণতঃ তাঁহাদিগের 'স্ত্রৈণ' অপবাদ দাঁড়াইতেছে। পুরুষেরা সাংসারিক নীচ ভাবে কেবল স্ত্রীর প্রতি সমাদর না করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানের আদেশানুসারে মাতা ভগিনী ও সকল আত্মীয়ার প্রতি সম্মান ও সদ্ব্যবহার করেন ইহা দেখিলে আমরা সুখী হই। দেশীয় লোকদিগের মুখপাত্র স্বরূপ সংবাদ পত্র গুলি এদেশের নারীগণের জ্ঞানোন্নতি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য পোষকতা করিয়া থাকেন তাহাও পরমানন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

এবৎসর আমাদিগের শেষ---কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় একটীর উল্লেখ না করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিতে পারি না। আমাদিগের ভ্রাতা অবলাবান্ধবের কুসংবাদ শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহার পুনরুদয় দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলাম। অবলাবান্ধবের মতের সহিত আমাদিগের ঐক্য হয় না বলিয়া তিনি অনেক সময় আমাদিগকে উপহাস বিদ্রূপ ও আঘাত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা আমরা তাঁহার বাল-স্বভাব-সুলভ চপলতা বলিয়া গণনা করি এবং ঈশ্বরের নিকট তাঁহার কুশল প্রার্থনা করি। অবলাকুলের উন্নতির জন্য অবলাবান্ধবের যে প্রবল উৎসাহ ও ইচ্ছা সে পক্ষে আমাদিগের সংশয় নাই, সময়ে অসময়ে ইহাদ্বারা অনেক সাহায্য পাইব সে আশাও আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। এই জন্য অবলাবান্ধবের অমঙ্গলে আমাদিগের অমঙ্গল, ও মঙ্গলে আমাদিগেরও মঙ্গল। জগদীশ্বর ইহাকে নিরাপদে রক্ষা করিয়া দুর্ভাগ্য বামাগণের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত করুন।

মাতৃগর্ভ ও গর্ভস্থ শিশু।

কি পুরুষ, কি নারী, কি বালক কি বৃদ্ধ, কি ধনী কি নির্দ্ধন, সকলেই এক সময়ে মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছিলেন। এই পৃথিবীতে সেই স্থান আমাদিগের প্রথম গৃহ, সেই স্থানে আমাদিগের প্রথম জীবন সঞ্চার, সেই

স্থানে আমাদিগের শরীরের গঠন সম্পন্ন হইয়াছে। কে না তাহার বিবরণ জানিতে কৌতূহলাক্রান্ত হন ?

এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে আমরা কিরূপ অবস্থায় ছিলাম ? কিরূপে এমন সুসৌষ্ঠব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন দেহ যন্ত্র নির্ম্মিত হইল ? ইহার সম্পূর্ণ উত্তর দান করা কাহার সাধ্য নহে। যিনি আমাদিগের জীবন দাতা, দেহের রচনা কর্ত্তা তিনি দেহ আত্মার একত্র সম্মিলন করিয়াছেন, তিনিই সকলের চক্ষুর অন্তরালে গর্ভরূপ বিরল স্থানে একাকী বসিয়া স্বহস্তে আমাদিগকে গঠন করিয়াছেন তিনি ভিন্ন ইহার সম্পূর্ণ তত্ত্ব আর কে জানে? এ অদ্ভুত কার্য্যে তাঁহার যে অদ্ভুত জ্ঞান, শক্তি ও করুণা মানুষের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভাবিতে গেলেও অবাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়।

গর্ভসম্বন্ধে দুইটী বিষয় জানা আবশ্যক ১—যে গৃহে গর্ভস্থ শিশু বাস করে তাহা কি প্রকার ? ২—গর্ভস্থ শিশু কি প্রকারে বর্দ্ধিত হয় ? গর্ভস্থ শিশুর নাম ভ্রূণ বা সত্ত্ব এবং যে গৃহে তাহার বাস তাহার নাম জরায়ু বা গর্ভাশয়। জ্ঞানময় জগদীশ্বর মাতার উদরের নিম্নভাগে অর্থাৎ তলপেটে ইহার স্থান নিরূপণ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই, যে চতুর্দ্দিকস্থ উষ্ণ পদার্থের তাপে ইহা সর্ব্বদা উত্তপ্ত থাকিবে, জীবসঞ্চারের পক্ষে তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ; ২য়, এই স্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় ও সুরক্ষিত, ইহাতে সহসা কোন আঘাত লাগিতে পারে না ; আর একটী কারণ এই যে এখান হইতে শিশু সহজে ভূমিষ্ঠ হইতে পারিবে। এই জরায়ু একটী থলিয়ার মত, দেখিতে পেয়ারা ফলের ন্যায় (১)। গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে ইহা দীর্ঘে ২ বুরুল, প্রস্থে কিছু কম এবং স্থূলতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর অধিক নহে। ইহা দুইটী চর্ম্মে আবৃত এবং পেশী, ধমনী, স্নায়ু বিশিষ্ট। শরীর তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা

(১) প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রকার সুশ্রুত জরায়ুর আকার বিষয়ে লিখিয়াছেন :—

"যথা রোহিত মৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ।
তৎ সংস্থানাং তৎস্বরূপাং গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ।"

রোহিত মৎস্যের মুখ দেখিতে যেরূপ, তৃতীয় আবর্ত্ত সংস্থিত গর্ভ শয্যাও সেইরূপ।

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে জরায়ুর মধ্যে বিন্দুমাত্র কোন বস্তু ধরিতে পারে এমন বোধ হয় না। তবে তাহাতে পূর্ণাবয়ব
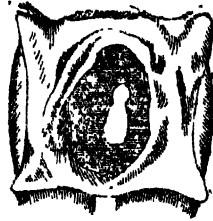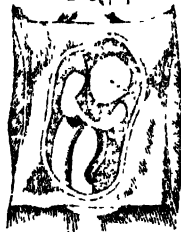
একটী জীব কিরূপে বাস করিবে? 'যে করুণাময় পরমেশ্বর ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে অসহায় শিশুর প্রাণরক্ষার্থে জননীর মাংসশোণিতময় স্তনযুগলে

সঙ্কীর্ণ জরায়ু ঘরে, সযতনে আপন করে,
কে গড়িল দেহ তব শোভার ভাণ্ডার,
অশেষ কৌশল পূর্ণ গতি চমৎকার ?
যাহা লয়ে অভিমান, সকলি তাঁহার দান,
দেহে কি পাইতে প্রাণ বিনা কৃপা তাঁর ?
সঙ্কট সময়ে কেবা করিল উদ্ধার ?
সে প্রভু পাসরি মনে কেন ভ্রম অকারণে,
চিরদিন মাতা সেই স্নেহ পারাবার।
মনে আঁখি মেলি দেখ দেখি কি প্রেম তাঁহার ॥

দম্পতির সুখবিধান।

আমরা প্রায়ই লোকের মুখে শুনিয়া থাকি তাহাদিগের স্ত্রী অত্যন্ত মন্দ, স্ত্রীর জ্বালায় তাহারা সর্ব্বদাই জ্বালাতন। বিশেষ বিশেষ কারণ আমরা না বলিতে পারি, অনেক স্থলে হয় ত ভার্য্যার কিয়ৎ পরিমাণে দোষ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ এমত বলা যাইতে পারে, যে স্বামী ও অভিভাবকগণ নিজেই তাহাদিগের অসুখের কারণ।

* । নবম দশমৈকাদশ দ্বাদশানামন্যতমস্মিন্ জায়তে। অতোঽন্যথা বিকারী ভবতি।'

সঙ্গমনের পর প্রথম মাসে জরায় উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় মাসে শীত উষ্ণ বায়ু দ্বারা পরিবর্দ্ধিত গর্ভজনক পদার্থ সকল ঘন হইয়া যায়। তৃতীয় মাসে হস্ত পদাদির ইহার পাঁচটী পিণ্ড জন্মে। চতুর্থ মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভাগ আরো প্রকাশ পায়, ভ্রূণের হৃদয় ব্যক্ত হয়, সুতরাং তৎ সহকারে চেতনা ধাতুও প্রকাশ পায়, কারণ চেতনা হৃদয়গত। তৎকালে ভ্রূণ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলে অভিপ্রায় করে এজন্য দ্বিহৃদয়া গর্ভিণীকে তখন দৌহৃদিনী বলিয়া থাকে। পঞ্চম মাসে মন আরো প্রবুদ্ধ হয়। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি। সপ্তম মাসে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভাগ বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়। অষ্টম মাসে বল বিধায়ক ওজোনামা ধাতু বিশেষ স্থিরতা লাভ করে না, সুতরাং সে সময়ে জন্মিলে শিশু জীবিত থাকে না। নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ইহার মধ্যে কোন এক মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার অন্যথা হইলে বিকৃত হয়।

দাম্পত্য অবস্থা কখন অসুখের হইতে পারে না, যদি দাম্পতির অন্যতর কেহ তাহা অসুখিত করিয়া না ফেলেন। আমাদিগের দেশে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি যে প্রকার বিকৃত অস্বাভাবিক ভাব, এই অসুখ অধিকাংশ তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। স্ত্রীকে আমাদিগের মনের মত চাহি, আমরা তাহার মনের মত হই বা না হই তাহা বড় গ্রাহ্য করি না। যতদূর বশ্যতা, অধীনতা ও ধৈর্য্য তাহার নিকট প্রত্যাশা করি, তাহা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব এবং মনের প্রকৃতির বিরুদ্ধ। চিরকাল তাহার যে সৌন্দর্য্য থাকিবে তাহাও সম্ভবপর নহে। সকল সময়, সকল অবস্থায় তিনি যে সমান সেবা করিবেন তাহাও হইতে পারে না। মানব-প্রকৃতি-সুলভ রিপু ও দুর্ব্বলতা হইতে যে স্ত্রীজাতি একেবারে বিমুক্ত, তাহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। স্বামীতে যেমন ভার্য্যাতেও তেমনি রাগ ও অভিমান, বার্দ্ধক্য ও জরা, শোক ও তাপ, রোগ ও অসুখ, চাপল্য ও অধীরতা, সকলই আছে। কিন্তু আমরা যেন মনে করি তাহার এ সকল কিছুই থাকিতে পারে না, এ সকল দোষ যে তাহার থাকিবে এরূপ ইচ্ছা করি না। যাহা মানবের প্রকৃতি, ভার্য্যার শরীরে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হয়। স্ত্রীজাতি কি সুধু পুরুষের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? আমরাও যে তাহাদিগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছি, বোধ হয় তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি না। এইজন্য আমাদিগের অভিলাষ, ভার্য্যাই আমাদিগের কেবল সুখের সাধন হউক।

স্ত্রীকে আমরা যে রূপ বাল্যাবস্থায় বিবাহ করি, তাহাতে আমরা অনায়াসে তাহাকে আপনাদিগের মনের মত করিয়া লইতে পারি। বিশেষতঃ আমাদিগের বালিকাগণ যেরূপ বিনীত স্বভাব, ধীর, লজ্জাশীলা ও শান্ত প্রকৃতি, তাহাতে অনায়াসে তাহারা আমাদিগের শিক্ষায় অধীন হইতে পারে। লতাকে শৈশববস্থাতেই আমরা প্রাপ্ত হই, আমাদিগের অভিরুচি অনুসারে যে দিকে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারি। যে দিকে আশ্রয় দণ্ড দেওয়া যায়, লতা সেই দিকে উঠে। লতা যদি ভূমিতে লুটাইয়া যায়, তাহা লতার দোষ নয়, মনুষ্যের আলস্য ও অবহেলার ফল।

মনুষ্যের এরূপ স্বভাব থাকা আবশ্যক যেন তিনি সকল বিষয়েই বিরক্ত না হন। অপরের তাহার সন্তোষোৎপাদন করিতে চাহিলে, তিনি

যেন সুখী ও সন্তুষ্ট হন। সর্ব্বদা রুক্ষ-স্বভাব হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি কষ্টকর হইয়া পড়ে। সন্তোষস্বভাব সর্ব্বসুখের নিদান। এই স্বভাব অর্জ্জন করিতে হইলে, যাহা যে রূপ তাহা সেই রূপে দেখা উচিত। যাহার প্রকৃতি যে রূপ, তাহাকে অন্যবিধ প্রত্যাশা করা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। সমুদায় জগৎ যে আমাদিগের ইচ্ছানুসারে চলিবে তাহা অসম্ভব, বরং আমরা যাহাতে জগতের উপযোগী হইয়া চলিতে পারি তাহা শিক্ষা করা উচিত। যিনি যুবতী রূপসী ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবার অভিলাষ করেন, রাত্রিদিন নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগ, আমোদ প্রমোদ ও নির্ভাবনায় কালাতিপাত করিবেন, তিনি নিজেই নির্ব্বোধ। তিনি মনে করিতেছেন, সুন্দরী কেবল তাহারই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য আনীত ও সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার এই বাসনার বল ক্রমে যত হ্রাস হইয়া আইসে, ভাবেন তাহার ভার্য্যার সৌন্দর্য্য গিয়াছে-সৌন্দর্য্যের সহিত সকল গুণও গিয়াছে। পূর্ব্বে যাহার দোষ সমূহ অলক্ষিত হইত, এখন তাহার গুণ নিচয়ও দোষ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভার্য্যার প্রতি এখন সেই ব্যক্তির বিরাগ জন্মে, তিনি কোপন স্বভাব হইয়া উঠেন। কিন্তু যিনি প্রণয়কে যুক্তি ও ধর্ম্মের শাসনে রাখিয়াছেন, যাহার ভার্য্যানুরাগ কেবল সৌন্দর্য্য হইতে উৎপন্ন হয় নাই, যিনি বুঝিতে পারেন তাহার প্রণয়ভাজনও মানব প্রকৃতি-জাত শারীরিক ও মানসিক দোষ গুণের সম্পূর্ণ অধীন এবং দাম্পত্য অবস্থা নিবন্ধন যেমন কতকগুলি সুখ আছে তেমনি কতকগুলি দুঃখ ও ভাবনার বিষয়ও আছে, যিনি এরূপ হিতাহিত বিবেচনায় সমর্থ, তাহার অসন্তোষের কোন কারণ নাই, তিনি আপনার মন ও জীবনকে অবস্থার উপযোগী করিয়া লয়েন। তিনি জানেন, আমি সন্তানের পিতা; ভার্য্যার সুহৃদ, সম্পদ, ও রক্ষক; আমার স্নেহ, দয়া, ধৈর্য্যগুণ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। শিশুসন্তানেরা ক্রন্দন করিলে তাহার বিরক্তি জন্মে না, তিনি সে সময় ধৈর্য্যশিক্ষা করেন, যদি অধ্যয়ন করিতে থাকেন, তাহাতে আরো দ্বিগুণতর মনোনিবেশ করেন। বালকেরা ক্রোড়ে ও স্কন্ধে উঠিলে তিনি বিরক্ত হয়েন না, বরং তাহাদের ক্রীড়া ও [illegible] দেখিয়া আনন্দিত হয়েন।

লোকে কথায় বলে 'আপ ভালা তো জগৎ ভালা' অপনি ভাল হলে সকলেই ভাল হয়। এই সার কথার সত্যতা প্রতি গৃহেই প্রতীয়মান হয়। যে গৃহস্বামীর স্বভাব ও অন্তর যেমন, তাহার সংসার ও পরিবার সেই রূপ হইয়া উঠে। সকল বিষয় ভাল চক্ষে দেখিতে অভ্যাস করা একটী পরম গুণ ও সুখের প্রধান সাধন। নতুবা প্রতি ঘটনা ও প্রতি কার্য্যে দোষ ভাবিলে সকল বিষয়ই যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে। কলত্রস্নেহ যদি কর্ত্তব্য জ্ঞান, সম্মান, ও সোহার্দ্দভাবের সহিত সংযুক্ত থাকে, অর্থাৎ আপনার ও স্ত্রীর প্রতি সমুদায় কর্ত্তব্য যদি বুঝা যায়, ভার্য্যাকে যদি সুহৃদ ও সহধর্ম্মিণী বলিয়া জ্ঞান করা যায়, তাহার প্রতি অবজ্ঞা ভাব না থাকে, প্রত্যুত তাহার প্রতি যদি যথোপযুক্ত সম্মান ভাব থাকে তাহা হইলে দুঃখে সুখে, বিপদ ও সম্পদে সকল অবস্থায়, সকল কার্য্যে ও সকল ঘটনায় সুখস্বচ্ছন্দে সংসার ধর্ম্ম সম্পন্ন করা যায়।

ঈশ্বরের প্রীতি যাহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে, সেই ধার্ম্মিক সাধু ব্যক্তিই সকলকে সম্যকরূপে প্রীতি করিতে পারেন। আমরা একেবারে অস্বীকার করি না যে স্ত্রীলোকের কোন দোষ নাই। প্রত্যুত দুই একটী স্ত্রীলোকের স্বভাব এরূপ বক্র ও বিকৃত আছে যে কিছুতেই তাহাদিগকে সরলা ও সুশীলা করা যাইতে পারে না। যখন উক্ত ধাতু মূর্খ লোকের সহিত এরূপ একটী স্ত্রীলোক আবদ্ধ হয়, প্রহারের যন্ত্রণায় তাহাকে সরল হইতে হয়। স্বামী আপনার কোপনস্বভাব শাসন করিতে পারে না, ততদূর জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা নাই, কাজেই অবশেষে প্রহার না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু যিনি জ্ঞান ধর্ম্মে মনকে সহিষ্ণু ও ধীরপ্রকৃতি করিয়াছেন, তাহার ভার্য্যা দুঃশীলা হইলেও, তিনি তাহার প্রতি অন্যরূপ ব্যবহার করেন। অধীর লোক যে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যান, তিনি সেই সংসার ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় শিক্ষা করেন। মহাত্মা সক্রেটিস ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। অধম যোগীরা সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কিন্তু যোগিপ্রধান মহাদেব চিরকাল সংসারী অথচ বৈরাগী ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, একান্তে ঈশ্বরের সহিত যোগসাধন যেরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সংসার ধর্ম্ম পালন করাও সেইরূপ,

বিধেয়, কেন না সংসারও ঈশ্বরের। মহাদেব সংসারে বিরাগী ছিলেন, অথচ কলত্র স্নেহ তাহার এত প্রবল ছিল, যে তিনি কখন গৌরীকে নয়নান্তরালে রাখিতে ভাল বাসিতেন না। সক্রেটিসও জ্যাণ্টিপিকে নিরতিশয় ভাল বাসিতেন। মহাদেব অপেক্ষা সক্রেটিসকে এক বিষয়ে বরং শ্রেষ্ঠ বলা যায়। গৌরী সুশীলা ছিলেন, জ্যাণ্টিপি তাহাব ঠিক বিপরীত। এরূপ স্থলে সক্রেটিস যে প্রকার সহিষ্ণুতার সহিত জ্যাণ্টপিকে লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহাতে তিনি সকলেরই অধিকতর প্রশংসাভাজন ও দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারেন। আমরা একথা বলি না যে মহাদেবের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য কিছু ন্যূন ছিল, কিন্তু সক্রেটিসের সেই গুণ গৃহধর্ম্মে যেরূপ প্রকাশ হইয়াছিল, মহাদেবের তদ্রূপ হয় নাই। সক্রেটিস স্ত্রৈণ প্রধান ছিলেন, কিন্তু তিনি কহিতেন, আমার অনেক গুণ স্ত্রৈণতা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর ব্যবহারে তিনি সেই সমস্ত গুণ অভ্যাস করিয়াছেন। জ্ঞানী ও বিজ্ঞ জনে এইরূপ দুঃশীলা স্ত্রী লইয়াও সুখে কালহরণ করেন। যাঁহার হৃদয় ঈশ্বর প্রীতিতে পরিপূর্ণ, তিনি ঈশ্বরের কোন প্রাণীকেও অবজ্ঞা ও অপ্রীতি করিতে পারেন না। উদার ঈশ্বর প্রেম সম্ভূত তাহার ভালবাসা কোন অবস্থায় যাইবার নহে। বিবেক নির্দ্দিষ্ট কলত্র স্নেহ ও সদ্ব্যবহার তিনি অবশ্য দেয় ও করণীয় কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

যিনি যথার্থ স্ত্রী পরিবার ভালবাসেন, এবং সেই ভালবাসা পরিবর্দ্ধন করিতে চাহেন, পারিবারিক প্রতি বিষয়েই তাঁহার আনন্দ অনুভব হয়। ভার্য্যার দোষ তিনি মার্জ্জনা করেন, অসাবধানতা হেতু ক্ষতি করিলে সাবধান করিয়া দেন, তাহার সংসারে বচসা, কলহ ও তর্জ্জন নাই। তাহার শান্তি নিকেতনে সকলেই সুখী। যিনি তাহার গৃহে যান, তিনি দাম্পত্য প্রণয় ও গৃহসুখ শিক্ষা করেন। সেই গৃহস্বামী যখন তাহার গৃহসুখ, সন্তানের স্নেহভাব, ও ভার্য্যার স্নেহ কার্য্য অপরের নিকট বর্ণন করেন, তাহারাও সুখী হয়, দাম্পত্য প্রণয় ও সংসার ধর্ম্ম শিক্ষা করে। দাম্পত্য প্রণয় যেরূপ সুখকর, দাম্পত্য বিরাগ তদ্রূপ অসুখকর। যাঁহাদিগের উভয়ের সম্বন্ধ চিরকাল, যাহাদিগের বসবাস এক গৃহে ও এক স্থানে,

তাহাদিগের মধ্যে অপ্রণয় কি যন্ত্রণার কারণ! যে স্বামীর হৃদয়ে কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই, ঈশ্বরের প্রীতি নাই, যিনি হয়ত চক্ষের দোষে, মনের দোষে বিবাহ করিয়াছেন, তাহার প্রণয় কিছু দিনের জন্য। তিনি শীঘ্রই সংসার ধর্ম্ম নরকযন্ত্রণার কারণ করিয়া তুলিবেন। তাহার গৃহে সুখ নাই, বাহিরেও সুখ নাই। অপযশ, অধর্ম্ম, কলহ, বচসায় তাহার সংসার কণ্টকময়। স্ত্রীর ন্যায় অনুগত, স্ত্রীর ন্যায় সুহৃদ, স্ত্রীর ন্যায় শুভাকাঙ্ক্ষিণী আর দ্বিতীয় নাই। মাতা পিতা ব্যতীত আর কাহার প্রেম এত নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ? সেই স্ত্রীকে যে না ভাল বাসিতে পারে, যে সেই স্ত্রীর মনে দুঃখ দিতে পারে, তাহার ন্যায় অকৃতজ্ঞ, পাষণ্ড, ও কঠিনহৃদয় আর কি কেহ আছে? সেই শুষ্ক হৃদয়ের প্রীতিভাজন বোধ হয় কেহই হইতে পারে না।

এক এক জনের প্রীতি এক এক বিষয়ে এতদূর আকৃষ্ট আছে, যে অন্য কোন বিষয়ে তাহার প্রীতি কখনই ধাবিত হয় না। যে প্রীতির মূলে ঈশ্বরপ্রেম ও কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই, সেই প্রীতি এইরূপ বিপথগামী হয়। যে ঈশ্বরপ্রেম আবার এতদূর প্রবল, যে কর্ত্তব্য জ্ঞান অতিক্রম করিয়াছে, সে ঈশ্বর প্রেমও দূষিত। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীর ঈশ্বর প্রেম এইরূপ বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কবিবর জন ড্রাইডেন এতদূর অধ্যয়ন ভাল বাসিতেন যে তাহার পতিপরায়ণা স্ত্রীর প্রতি তিনি অবজ্ঞা করিতেন। একদা তিনি অহর্নিশ একমনে পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছেন, এমত সময়ে তাহার পতিব্রতা স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া কহিল, 'স্বামিন্, আমি যদি পুস্তক হইতাম সারাদিন তোমার অঙ্কস্থ থাকিয়া তোমার সহবাস লাভ করিতে পারিতাম।' এই প্রীতি পূর্ণ স্নেহভাবে অন্যের হৃদয় বিগলিত হইত। কিন্তু ড্রাইডেন তাহাতে উত্তর করিলেন, 'তাহা হইলে তুমি নূতন পঞ্জিকা হইতে।' এই নিদারুণ শ্লেষোক্তিটী বোধ হয় ড্রাইডেনের ভার্য্যার মনে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ড্রাইডেন জ্ঞানার্জ্জনে এতদূর উন্মত্ত ছিলেন, যে তিনি সে সকল বিষয় মনেও ভাবিতেন না। জ্ঞানার্জ্জন যত দূর আবশ্যক, দয়া দাক্ষিণ্য প্রেম কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবৃত্তি বিষয়ের উন্নতি সাধন করাও ততদূর কর্ত্তব্য। একের অবনতি করিয়া অন্যের উন্নতি সাধন করা কখন উচিত নহে।

ড্রাইডেনের কলত্র বিরাগ শুনিয়া আমাদিগের হৃদয় যেরূপ ব্যথিত হয়, অপর কতকগুলি বিদ্যার্থী সাধু ব্যক্তির দাম্পত্য প্রণয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে আমরা তদ্রূপ প্রফুল্ল হই। এই প্রকার দাম্পত্য প্রণয়ের কতিপয় সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আমরা এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। এই সকল দৃষ্টান্ত কোন সুবিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইবে।

আমাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

আমাদিগের ভক্তিভাজন কোন বন্ধুর সহিত আমাদিগের মাননীয় দুইটী ভগিনী সম্প্রতি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনাতর আপনাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই লেখাটী এমন সুন্দর ও উপাদেয় হইয়াছে যে ইহা আমরা সমাদর পূর্ব্বক সম্পাদকীয় স্তম্ভে গ্রহণ করিলাম, পাঠিকাগণ তাঁহাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী ভগিনীর উপহার যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখেন এই আমাদিগের অনুরোধ। আমরা বিদেশ পর্য্যটন করিবার মানসে এবং অন্যান্য উদ্দেশে ২৫ আষাঢ় কলিকাতা পরিত্যাগ করি। আমাদের আসিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান বম্বাই নগর। এই স্থানে আসিয়া পৌঁছিতে এক সপ্তাহ লাগিল। কলিকাতা হইতে ক্রমাগত রেলের গাড়িতে আসিতে কষ্ট হইবে, এই জন্য পাটনা, এলাহাবাদ, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে বিশ্রাম করিয়া পরে এই বম্বাই রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। জব্বলপুর হইতে বম্বাই নগরে আসিবার সময়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত কিছু লিখিবার মানস করিয়াছিলাম এবং এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের আচার ব্যবহার, বেশ-বিন্যাস কিছু লিখিতেও ইচ্ছা হইয়াছিল। ভ্রমণকালে যে সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি যদি আমার কবিত্ব শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তৎসমুদায় উৎকৃষ্ট কবিতা মালায় রচনা করিয়া আমিও আমোদিত হইতাম, এবং ভগিনীদিগকেও আমোদিত করিতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে শক্তি আমার নাই। তবে যে "ঘাট" পর্ব্বত শ্রেণীর শোভা

দর্শন করিয়াছি তাহার কিছু বিবরণ না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এই ঘাট পর্ব্বত শ্রেণীর বিবরণ ভূগোলে পাঠ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। বম্বাই আসিতে হইলে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-দিকে আসিতে হয়। বিন্ধ্যাচল আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যদেশ দিয়া গমন করিয়া পরে ক্রমে দক্ষিণ পশ্চিমে অবতীর্ণ হইয়া ঘাট নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই বিন্ধ্যাচল দিয়া রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্য যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া আমা-দিগকে অনেক বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া আসিতে হইল। যখন দূর হইতে পর্ব্বতমালা দর্শন করিলাম, বোধ হইতে লাগিল যেন ঘন-মেঘে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে নিকটে গিয়া দেখি, না রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রস্তরময় পর্ব্বত শ্রেণী বৃক্ষ লতায় মণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তাহার অত্যুচ্চ শৃঙ্গ অভ্রভেদ করিয়া যেন 'জয় জগদীশ্বর' বলিয়া তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছে। পর্ব্বতের কোন স্থান উচ্চ কোন স্থান নিম্ন, কোন স্থান ভূমির ন্যায় সম্পূর্ণ নিম্ন। সেই সকল নিম্ন স্থানে কৃষকেরা নানা প্রকার শস্য বপন করিয়াছে। পর্ব্বত অঙ্গে স্বভাবসম্ভূত বিবিধ প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া অতি মনোহর শোভা সম্পাদন করিয়াছে। সেই সমুদায় উন্নতশৃঙ্গ পর্ব্বতের গাত্র হইতে অবিশ্রান্ত জল ধারা ঝর ঝর করিয়া নিপতিত হইতেছে, এবং স্থানে স্থানে নির্ম্মল জলরাশি প্রবল বেগে নির্গত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন কেহ রৌপ্য দ্রব করিয়া ঢালিয়া দিতেছে। সেই সমুদায় পর্ব্বত ভেদ করিয়া তন্মধ্য দিয়া রেলের রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। যখন সেই সকল গহ্বরের অভ্যন্তরে গাড়ি প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন যেন দিবসে রজনী উপস্থিত হইল। তাহার ভিতর অমানিশার অন্ধকার অপেক্ষাও গভীর অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। বম্বাই সহরে আসিতে এই রূপে কত পর্ব্বত, ক্ষেত্র, নদ নদী, গহ্বর অতিক্রম করিতে হইয়াছে, বলিতে পারি না।

পথের মধ্যে "নাসিক" নামক এক স্থান আছে। ইহা গোদাবরী তীরস্থিত। নাসিক নাম এই জন্য যে সেই স্থানে লক্ষ্মণ সূর্পনখার

নাসিকা ছেদন করেন, এই স্থানে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, সুতরাং রাম রাবণে প্রথম বিবাদ আরম্ভ হয়। জব্বলপুর ছাড়িয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালির মুখাবলোকন এক প্রকার বন্দ হইয়া গেল। ক্রমাগত মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, পারসী, ইংরাজ ও অন্যান্য জাতীয় লোক দৃষ্টি পথে পতিত হইতে লাগিল। যাহা হউক এক্ষণে বম্বাই সহরের কিঞ্চিৎ বিবরণ ভগিনী দিগের নিকট আরম্ভ করা যাউক।

২ শ্রাবণ এই স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছি। বম্বাই সহর উত্তম। এখানে বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। প্রাসাদ গুলি অতি সুন্দর, বাঙ্গলার বাটী সকলের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে অনেক বিভিন্ন, এবং তত দৃঢ় নহে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা উচ্চ। এখানে পাঁচ ছয় তলা বাটী পর্য্যন্ত আছে। এখানকার প্রায় সকল বাটী উদ্যান বিশিষ্ট। কলিকাতা অপেক্ষা এখানে অধিক বৃক্ষাদি ও পর্ব্বত থাকার জন্য স্থানে স্থানে অধিক শোভা বোধ হয়, কিন্তু কলিকাতার অপেক্ষা এখানকার রাজপথ সমুদায় প্রশস্ত বা উৎকৃষ্ট নহে। বম্বে নগরে বিংশতি সহস্র বাটী আছে ও আট লক্ষ লোক বসবাস করে। প্রায় সকলেই অবগত আছেন এই বম্বে একটী দ্বীপ মাত্র, সমুদ্র মধ্যস্থিত, এবং পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। এতদ্দ্বারাই এস্থানটী অতিশয় আনন্দ জনক হইয়াছে। যখন আমরা দিবসের শেষ ভাগে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া সমুদ্র তীরে উপস্থিত হই, তখন যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ অনুভূত হয় বলিতে পারি না। যখন প্রশস্ত বালুকাময় কূলে অবতরণ করি, সেই সময়ে জলরাশি ভ্রমণকারী স্নিগ্ধ বায়ু আসিয়া আমাদের শরীরকে শীতল করে, এবং মনের সমুদায় ক্লেশ, চিন্তা লইয়া সমুদ্র জলে নিমগ্ন করে। আমরা মনের আনন্দে বিবিধ বর্ণে চিত্রিত সুন্দর সুন্দর শমুক, ঝিণুক, গুগলি প্রভৃতি দুই হস্তে কুড়াইয়া লই, এবং এক এক বার অনিমেষ নয়নে অকূল বারিধি বক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ করি। দেখি অসীম জলরাশি বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে, আমার দৃষ্টি তাহার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। যে অংশে আমার দৃষ্টি রোধ হয়, বোধ হয় যেন সেই অংশ জলের সীমা, এবং সেখানে আকাশ সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিয়াছে। কিন্তু আমার দৃষ্টির অতীত পথে কত দূর সাগর রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে। গভীর গর্জ্জ

করিয়া এক একটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহার শব্দ অতিশয় প্রবল, যেন বলিয়া উঠে, "দেখ, আমার ন্যায় বলশালী এ পৃথিবীতে আর কে আছে?" মধ্যে মধ্যে ধবল বর্ণ ফেনমালা দৃষ্ট হয়। নীল জলের মধ্যে ধবলময় ফেনা সমধিক শোভা বৃদ্ধি করে ও নয়ন তৃপ্তকর হয়। যাহা হউক সেখানে গেলে গৃহে ফিরিয়া আসিতে আর ইচ্ছা হয় না, শরীর মন উভয়ই পুলকিত হয়। এখানে সমুদ্র অপেক্ষা হৃদয় উৎফুল্লকারী আর কিছুই নাই। এই সহরে অনেক নারিকেল বৃক্ষ; নারিকেল বৃক্ষে প্রায় ইহা পরিবেষ্টিত। শুনিয়াছি সমুদ্র তীরে নারিকেল, তাল খর্জ্জুর ও তজ্জাতীয় সকল বৃক্ষ সমধিক পরিমাণে জন্মে। এই স্থানে সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। বম্বায়ে মহারাষ্ট্রীয় এবং পারসী জাতির অধিক বাস, ইহা ব্যতিরেকে ভাটীযা, বানিয়া, নাখোদা প্রভৃতি অনেক জাতি বাস করে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আচার ব্যবহার কতক পরিমাণে আমাদের দেশের ন্যায়। এখানে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। জাতিভেদ সম্পূর্ণ প্রবল। এখানকার ভাষা মারহাট্টী ও গুজরাটী এই দুই প্রকার, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। বস্ত্র পরিধান আমাদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুরুষদিগের তত নহে যত স্ত্রীলোক দিগের। মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকেরা ২০ কিম্বা ২১ হস্ত প্রমাণ সাটী কোঁচা ও কাছা দিয়া পরিধান করেন, এবং অতি অল্প অঞ্চল সম্মুখ দিয়া লইয়া পৃষ্ঠে ফেলিয়া রাখেন, ইহাঁদিগের মস্তকে কাপড় দিবার রীতি নাই। ইতর, ভদ্র সকল স্ত্রীলোক এক একটি "অঙ্গ রক্ষা" পরিয়া থাকেন। কিন্তু যেরূপ অঙ্গরক্ষা পরিধান করেন, তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে অঙ্গ রক্ষা হয় না। গলদেশ, উদর, ও পৃষ্ঠের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত খোলা এবং বাহুর অধিকাংশ অনাবৃত থাকে। ইহাঁরা কখন অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রও ব্যবহার করেন এবং বাহিরে যাইবার সময় কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়ে একখান সাল দুই পাট করিয়া অঙ্গে জড়াইয়া গমন করেন। যাহাহউক আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্র পরিধান অপেক্ষা কতক পরিমাণে এখানকার প্রথা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। এই বামাগণ সাত আটটী বড় বড় মুক্তা ও দুই এক খানি চুনি, পান্না সম্বলিত একটা গুরুভার (কিন্তু দেখিতে সুন্দর) নত নাসিকাতে পরিয়া, আহারের সময়

বিলক্ষণ বিব্রত হইয়া থাকেন। চাঁদপে মলের পরিবর্ত্তে অন্য এক প্রকার রূপার ভয়ঙ্কর অলঙ্কার পরিধান করেন। তাহা দস্যুর শৃঙ্খলের সদৃশ ভারি ও দৃঢ়। গলায় স্বর্ণের হাঁসুলি, ইহা ভিন্ন অন্যান্য অলঙ্কার আছে। এখানকার সধবা বিধবা স্পষ্ট চিনিয়া লওয়া যায়। স্বামী বর্ত্তমান থাকার চিহ্ন এই কয়টী—কপালে সিন্দুর, গলায় এক প্রকার মালা তাহার সহিত স্বর্ণের দুই একটী বর্ত্তুল গাঁথা, হস্তে বেলয়ারি চুড়ী। ইহার মধ্যে সিন্দুর ও কাল মালা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান চিহ্ন। তাহার নীচেই বেলয়ারী চুড়ী। লৌহ পরিবার নিয়ম নাই। বিবাহ কালে উক্ত মালা স্বামী নিজ হস্তে স্ত্রীর গলায় পরাইয়া দেন। বিধবারা প্রায় থান কাপড় পরিধান করেন, হাতে কিছু পরেন না, শির মুণ্ডন করেন, বিধবাদিগের মস্তকে কেশ রাখার প্রথা নাই। নিয়মিত রূপে ক্ষৌরকারের নিকট মস্তক কামাইতে হয়। কি কদর্য্য নিয়ম কি অসভ্যতা। এদেশে সধবা মহিলাগণ মস্তকে অত্যন্ত ফুল ব্যবহার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাঁদিগের কেশের গৌরব অধিক দিন থাকে না। অধিকাংশের মস্তকে অত্যন্ত টাক। ** মহাশয় এখানে টাকের ঔষধের একটী ডিস্‌পেনসরি খুলিলে বোধ হয় শীঘ্র ধনী হইয়া উঠেন। এত অধিক টাক হওয়ার কারণ ইহাঁরা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দন্তের চিরুণি ব্যবহার করেন এবং অতিশয় টানিয়া দৃঢ় কবরী বন্ধন করেন। ইহারা খোপাকে "সেওা" বলেন। কি অল্প বয়স্ক কি বৃদ্ধ সকলেই স্বীয় স্বীয় টাকাহত সাদা মস্তকের অবশিষ্ট কেশ দ্বারা একটী ক্ষুদ্র "সেওা" প্রস্তুত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে একরাশি ফুলের মালা সাজাইয়া দেন। দেখিতে চমৎকার শ্রী হয়! বাস্তবিক এই টাকের বিষয় ভাবিলে ভয় হয়। শুনিয়াছি টাকের ভয়ে অনেকে সিন্দুর পরা বন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু কেশ থাকিতে থাকিতে টাক নিবারণের প্রধান উপায় সূক্ষ্ম চিরুণি ব্যবহার রহিত করা, এবং অতিশয় শিথিল কবরী বন্ধন করা। এই উপায় অগ্রাহ্য করিয়া এখানকার ভগ্নীদিগের এরূপ শাস্তি। অবলাকুলের কেশ প্রধান শ্রী। মস্তকে টাক পড়িলে সৌন্দর্য্য থাকিতেও অত্যন্ত কুৎসিত দেখিতে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

পারসী স্ত্রীদিগের সহিত আমার আলাপ হয় নাই। ইহাঁদিগকে দেখিয়াছি। পারসী ও গুজরাটী স্ত্রীলোকের কাপড় পরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় নহে, তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তম বোধ হয়। ইহাঁরা আমাদের ন্যায় মস্তকে কাপড় দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ পারসী রমণীদিগের এক কৌতুকজনক প্রথা আছে। তাঁহারা বলেন স্ত্রীলোকের মস্তক অনাবৃত রাখিতে নাই, রাখিলে ভূতে ধবে! এই জন্য সমস্ত দিবস একটুকরা সাদা কাপড় মস্তকে বান্ধিয়া রাখেন। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার, দেখিলে হাসি পায়। পারসী ও গুজরাটীদিগের আচার ব্যবহার অনেক অংশে এক, ভাষাও এক গুজরাটী। এই উভয় জাতীয় নারীগণ এক কর্ণে অলঙ্কার পরিধান করেন। ইহাঁরা অঙ্গে সাল জড়ান না। স।

ক্রমশঃ।

স্ত্রীরত্ন।

উত্তপ্ত প্রান্তর সম এ ভব মণ্ডলে
দয়া স্রোতস্বতী রূপে বিরাজে রমণী।
তৃপ্তি সুখ এত মর্ত্ত্যে! পেতো কি সকলে?
বিধি যদি না দিতেন এ শীতল মণি!

প্রেমের প্রতিমা কিবা। সীমন্তিনী কুল!
জীবকুল রক্ষা হেতু বিধির সৃজন।
মা বিনে সন্তান প্রতি হয়ে অনুকূল
প্রাণপণে কে তাদের করিত রক্ষণ?

দীর্ঘ কাল উদরেতে করিয়া ধারণ,
কত কষ্ট সন মাতা সন্তানের তরে।
যখন প্রসব কাল করে আগমন
নয়ন ধারায় ধরা হৃদয় বিদরে॥

অসহ্য যাতনা ভাঁর করিয়া বহন
যদি প্রসবেন মাতা কুমার রতন।
এত যে যাতনা সব হয়ে বিস্মরণ
মুদিত পঙ্কজ মরি! বিকাসে নয়ন॥

অমনি হৃদয়ে লয়ে হৃদয়ের ধনে
স্তনসুধা দেন তার বদন কমলে।
আনন্দ লহরী কত খেলে প্রেমাননে,
একেবারে ডুবে যান সুখ-সর জলে॥

দয়ার ভাণ্ডার মরি! খুলিয়া অমনি
তোষেন হৃদয়-ফুলে করিয়া যতন।
স্নেহ-সুধা বিতরিযে দিবস রজনী
পালেন সতর্ক ভাবে সন্তানে কেমন॥

যদি গো এতেক দয়া না থাকিত মায়,
অসহায় শিশু-দশা কি হতো তখন।
কে সহিত এত কষ্ট প্রতি পায় পায়?
কে করিত এত বড় দিয়া প্রেমধন?

অকালেতে নব তরু যেতো শুকাইয়া,
নব হেমলতা মরি! হইত কুঞ্চিত।
বল, বীর্য্য, শ্রী, সৌন্দর্য্য যাইত চলিয়া,
অনিবার স্নেহ-নীর না হলে সিঞ্চিত॥

গন্ধের আগার মরি! কুসুম যেমন,
সুসৌরভে চারি দিক আমোদিত করে।
প্রেম খনি থাকে সদা হৃদয়ে গোপনে
রমণীর—মোহে যাহা মনুজ নিকরে॥

নব রবি-ছবি সম মরি ! শিশু গুলি,
গুলাব গঞ্জিত কিবা ! হাসি হাসি মুখে।
আধ আধ সুধাস্বরে বলি মা মা বুলি
জননী হৃদয় সুধা পান করে সুখে ॥

সময়ে ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জীবন
যতন করিয়া কত—হয়ে শ্রদ্ধান্বিতা।
দিয়া বামা তুষিতেছে পরিজন মন,
আহা মরি ! কত দয়া, কতই বিনীতা !!

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে হইয়া তাপিত
শীর্ণ দেহধারী যবে ভিখারি সন্তান।
মা বলে দাঁড়ায় আসি হয়ে আশান্বিত,
পাইতে ক্ষুধার অন্ন, জুড়াতে পরাণ;

দেখি তার দীনবেশ মলিন বদন,
অমনি কাঁদিয়া উঠে অবলার প্রাণ।
স্নেহ বাক্যে আগে তারে করিয়া সান্ত্বন,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা হরে করি অন্ন জল দান ॥

নিরন্তর বরষিয়া বাক্য সুধাময়
কে শীতল করে মরি ! তাপিত জীবনে ?
লৌহ সম পুরুষের কঠিন হৃদয়
কে গলাতে পারে বল রমণী বিহনে।

শোভা নাহি পায় ভাল সে তরুর অঙ্গ,
লতা সতী যাহারে না করে আলিঙ্গন।
শোভে কি পুরুষ সাধু বিনা সতী সঙ্গ,
সতীর বিভায় যেই উজলে ভুবন ॥

কোমলতা, সরলতা, স্নেহ-সুধা-রস
কোথা হতে পেলে বল পুরুষ প্রবর ?
কে করিল হৃদি তব এরূপ সরস
বল না ?—ললনা নহে ইহার আকর ?

মরু ভূমে দয়াবতী তটিনী যেমন,
তাপিত পান্থের প্রাণ সুশীতল করে।
সংসার মাঝারে মরি রমণী রতন,
ঢালে প্রেম নীর সদা মানব অন্তরে॥
(ক্রমশঃ)

সন্তান পালন রীতি।

(১১৩ পৃষ্ঠার পর।)

শিশুর শরীর সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য সংক্ষেপে এক প্রকার বলা গেল। এখন তাহার মনঃ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য বলিবার পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত আমাদিগের দেশে এ সম্বন্ধে মাতার প্রতি কোন কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে কি না ? আমি যত দূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি সন্তানের মনঃ সম্বন্ধে গুরু কর্ত্তব্য এদেশীয়েরা অতি অল্পই বুঝিতেন। "পঞ্চমবর্ষ যাবৎ লালন করিবে, দশবর্ষ যাবৎ শিক্ষা দানার্থ তাড়না করিবে"; "যে মাতা যে পিতা বালককে শিক্ষা দান করেন না, তাঁহারা তাহার শত্রু" "যে তাবৎ ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকে পিতা কন্যাকে বিবাহ দিবেন না" ইত্যাদি নানা স্থানের লিখিত বাক্যে প্রাচীন কালে কোন না কোন প্রকারের শিক্ষা দান ছিল এই মাত্র বুঝায় ; কিন্তু ইহাতে সন্তানের মন সম্বন্ধে মাতার বিশেষ কর্ত্তব্য কিছুই প্রকাশ পায় না।

শরীর সম্বন্ধে মাতার যেরূপ গুরুতর কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, মন সম্বন্ধে তদপেক্ষাও সমধিক। এ সংসারে মাতার যে কি গুরুতর ভার তাহা শিক্ষিত মাতা না হইলে আর কেহই বুঝিতে পারেন না। সন্তানকে চিরসুস্থ সচ্চরিত্র, সুখী করিবার ভার এক মাতার উপরেই নিতান্ত

আক্ষেপের বিষয় যে, আমাদিগের দেশে এই বিষয়ের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ভয়ানক অমঙ্গল ফল প্রসূত হইয়া আসিতেছে।

পিতা মাতার পক্ষে ঈশ্বরপরায়ণ সাধু সচ্চরিত্র হওয়া কত দূর আবশ্যক ইহা সন্তান সন্ততি হইলে অতি বিশদ রূপে বুঝিতে পারা যায়। এক পিতা মাতার দোষে কত বালককে পরিণত বয়সে পাপ কলঙ্ক দুঃখ দারিদ্র্যে জীবনাতিপাত করিতে হয়। স্বয়ং সাধু সচ্চরিত্র না হইলে সর্ব্বদা সাধুতা বা সচ্চরিত্রতার ভাণ করিয়া সন্তান সন্ততিগণকে কখন সাধু বা সচ্চরিত্র করা যাইতে পারে না। সন্তানগণকে আমরা অনেক সময়ে 'উহারা অবোধ বুঝে না' এই বলিয়া উপেক্ষা করি, কিন্তু তাহারা যেরূপ তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিতে আমাদিগের আচার ব্যবহার আলাপ প্রলাপ প্রভৃতি আলোচনা করে এবং তদনুসরণ করে তাহা অতি আশ্চর্য্য। একটি মিথ্যাবাদী ক্রোধী হিংস্র বালক তাহার পিতা মাতা এবং অপরাপর পরিবারের প্রতিবিম্ব। বালক বালিকাতে মিথ্যা বঞ্চনাদি দোষ দেখিলে সে দোষ পিতা মাতার, সন্তানের নহে।

স্নেহ ও দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া সন্তানকে প্রতিপালন করিতে হইবে। কখন অতিমাত্র আদর প্রদর্শন করিলাম, কখন নির্দ্দয় ব্যবহার করিলাম এরূপ ব্যবহার যেরূপ অসারতার পরিচয় প্রদান করে তেমনি সন্তানের শ্রদ্ধা ও আস্থা বিনাশেরও মূল হয়। প্রতি মুহূর্ত্তে যাঁহার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস কি প্রকারে হইবে?

স্নেহ ও দৃঢ়তা এই দুইটি থাকিলে, সন্তানের মনে সত্য ন্যায় ও প্রীতি অতি শৈশবাবস্থা হইতেই মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমাদিগের দেশীয়া মাতাগণের এ সম্বন্ধে যেরূপ অতি নিন্দনীয় ব্যবহার, সন্ততিগণের তাহাতেই চির সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হয়। যখন একটি সন্তান ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, মাতা তখন তাহার হৃদয়ে যে কোন প্রকারে মিথ্যা আশা সঞ্চার করিয়া দিয়া তাঁহাকে তখনকার জন্য ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করেন। সন্তানগণ একবার যখন আশা পাইয়া দেখিল যে মাতা [illegible] করিলেন না, তখন হইতেই তাহারা তাঁহার ন্যায়

মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতে শিক্ষা করিল। কি ভয়ানক! যদি মাতা সে সময় কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন, এবং সন্তান দেখিতে পাইত তাহার অন্যায় প্রার্থনা কখনই তাঁহার নিকট গ্রাহ্য হইবে না; তখন সে আপনি নিবৃত্ত হইত, আর কোন কালে অন্যায় প্রার্থনা করিত না এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনাও শিক্ষা করিত না। যাহা একবার তাহাকে দিতে মাতা প্রতিশ্রুত হইলেন, সেই বস্তু পাইবার তাহার অধিকার জন্মিয়াছে সে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে। কিন্তু যখন দেখিল মাতা অধিকার সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন, সেই সময় হইতে তাহার মনে ন্যায়বিরোধী ভাব আসিয়া প্রবেশ করিল।

মাতা আপনার সকল সন্তান সন্ততিগণকে অনেক সময়ে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। অনেক সময়ে তাঁহার স্পষ্ট পক্ষপাত প্রকাশ পায়। এরূপ অসম দৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি অসদ্ভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং সেই অসদ্ভাব আত্ম অধিকার রক্ষা করিবার ভাবের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া স্বার্থপরতা উদ্ভূত করে। অপরের সন্তান এবং নিজের সন্তানের মধ্যে মাতা তাঁহার স্বীয় ব্যবহার দ্বারা যেরূপ সুমহৎ পার্থক্য সংস্থাপন করেন, তাহাতে কখন শিশুর মনে অন্যের প্রতি প্রীতি সঞ্চার হইতে পারে না। আমরা অনেক সময়ে দেখিযাছি, বর্দ্ধিষ্ণুলোকের সন্তান একটি দরিদ্র সন্তানকে মারিব বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, মাতা নিরুপায় হইয়া সেই দরিদ্র সন্তানের মাতাকে অনুরোধ করিলেন, 'তোর ছেলেকে একবার মারিতে দে না।' কি ভয়ানক! যেখানে এমন অবিচার, সেখানে সত্য ন্যায় প্রেম কি রূপে অবস্থান করিবে?

শিশু সন্তানকে কোন রূপ শারীরিক দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। কোন ক্রীড়ার সামগ্রী অথবা তাহার কোন প্রিয় সামগ্রী হইতে এক দিন বা দুই দিনের জন্য তাহাকে বঞ্চিত রাখা এইরূপ দণ্ডই তাহার পক্ষে উপযুক্ত। দণ্ড দিবার পূর্ব্বে যাহাতে ক্রোধ বা অধৈর্য্য প্রকাশ না পায় এরূপ সতর্ক হওয়া সমুচিত। শিশু সন্তান যেন বুঝিতে পারে মাতা শুদ্ধ ন্যায় অনুরোধে আমাকে সংশোধন করিবার ইচ্ছায় এরূপ দণ্ড দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যদি ক্রোধ ও অধীরতা প্রকাশ পায়, [illegible] তাহার

ক্রোধ অধীরতা পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইল এমন নয়, ন্যায়ানুসরণের স্থলে তাহার হৃদয় ক্রোধ অধীরতাকে স্থান প্রদান করিবে। মাতা দণ্ড দিবার পূর্ব্বে যে দণ্ড তিনি আপনি ভগ্ন করিতে বাধ্য হইবেন না, শান্ত গম্ভীর ভাবে বিবেচনাপূর্ব্বক এমন দণ্ড স্থির করিয়া অর্পণ করিবেন। ইহাতে তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর ভাব সর্ব্বদা রক্ষা পাইবে এবং স্বয়ং দণ্ড দিয়া তাহা ভগ্ন করতঃ ন্যায় বিষয়ে শিথিলতা এবং অসত্য সন্তানহৃদয়ে চির মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইবে না।

সন্তানকে কেহ মারিলে ক্রন্দন নিবৃত্তির জন্য তাহাকে মারিতে বলা, ভূমি কিম্বা অন্য কিছুতে নিপতিত বা প্রতিহত হইয়া বেদনা পাইলে হস্ত বা পদ দ্বারা নিস্তাড়ন করা অথবা তাহাকে তদ্রূপ করিতে দেওয়া একান্ত পরিহার্য্য। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে ইহা দ্বারা কোমল শিশুর অন্তঃকরণে প্রতি হিংসা বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হয়। সন্তানগণ একটি নিকৃষ্ট জন্তু-কেও যাহাতে আঘাত না করে, তৎপক্ষে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শিশু সন্তান যখন যে দোষটি করে, তখন সেই দোষটি উল্লেখ করিয়া শাস্তি প্রদান করা উচিত, কিন্তু অসময়ে বা দণ্ড দেওয়ার পরে আর সে দোষের কথা তাহার নিকটে উল্লেখ করা কখনই উচিত নহে। কারণ তাহাতে অক্ষমা শিক্ষা হয় এবং বারম্বার নিজ দোষ শ্রবণ করিতে২ দোষের প্রতি তাহার ঘৃণা চলিয়া যায়। শেষোক্ত কারণে ক্ষুদ্র অক্ষুদ্র প্রত্যেক দোষ ধরিয়া শিশুকে দণ্ড দেওয়া সমুচিত নয়, সর্ব্বদা দণ্ড দিলে দণ্ডের গুরুত্ব থাকে না এবং দণ্ড পরিশেষে নির্দ্দয়তাতে পরিণত হইয়া দোষ শোধিত হওয়া সম্বন্ধে শিশুর মনে নিরাশা উপস্থিত করে. সুতরাং তাহার দোষ সংশোধিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

শিশুর প্রতি প্রতিনিয়ত স্নেহ ও প্রীতি প্রকাশ করা উচিত। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কখন তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করা নিতান্ত অসঙ্গত। স্নেহময়ী মাতার স্নেহ সন্তানের কোমল ভাব শিক্ষার প্রধান উপায়। অতএব সেই উপায়ের যাহাতে অপব্যবহার না হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সন্তানের হৃদয়ে যাহাতে ভয়ের সঞ্চার হয়, এরূপ গল্প বা উপকথা

কখনই বলা উচিত নয়। আমাদিগের দেশের লোক সকলের ভীরুতা অনেক সময়ে ইহা হইতেই সমুত্থিত হয়। যে সন্তান ভীরু তাহাকে অন্ধকার গৃহে রাখা উচিত নয় এবং সে জাগ্রৎ হইলেই তাহার নিকটে গিয়া মিষ্ট মিষ্ট কথা বলা বা গাত্রে হাত বুলান আবশ্যক। ইহাতে তাহার বিশ্বাস হইবে এক জন প্রতিনিয়ত তাহার নিকটে আছে। বস্তুতঃ যে সকল প্রকারে ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে এরূপ ক্রিয়া এই সময় হইতে পরিহার করা উচিত। ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্তানের ক্রন্দনাদি নিবৃত্তি করান অপেক্ষা আর মূর্খতা নাই।

স্নেহদ্বারা সন্তানকে সর্ব্বদা বশীভূত রাখিতে যত্ন পাইতে হইবে। আমাদিগের দেশীয় সন্তানগণ সর্ব্বদা মাতার অবাধ্য হইয়া থাকে। ইহা মাতারই দোষ। তাঁহার মমতা দুর্ব্বলতারূপে পরিণত হইয়া ন্যায় অন্যায় সত্যাসত্যের সীমা অতিক্রম করে। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই দুর্ভোগ ভুগিতে হয়। শিশুগণ বাধ্য না হইলে, তাহারা কোন প্রকার শিক্ষারই উপযোগী হয় না। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে মাতাগণ সন্তানকে বাধ্য করিবেন। মাতার প্রতি আস্থা থাকিলে সন্তানের বাধ্য হওয়া কিছু সুকঠিন ব্যাপার নহে।

মাতা পিতা সচ্চরিত্র সাধু হইলেও গৃহস্থ দাসদাসী এবং অন্যান্য পরিবারবর্গের দোষে সন্তানগণ কুচরিত্র হইয়া যায়। দাস হউক দাসী হউক, যে কেহ হউক পরিবারস্থ সকলের চরিত্র শোধন যে আবশ্যক আমরা এক এই সন্তান পালনে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দর্শন করি। অতএব যাঁহারা আপনাদের সন্তান সন্ততিগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা প্রতিনিয়ত গৃহস্থ সকলের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। তাঁহাদের অন্যান্য পরিবারবর্গের প্রতি ব্যবহার যদি যথোচিত না হয়, তবে তাঁহাদিগের সর্ব্ব প্রকার যত্নই বিফল হইবে। যাহা বলা হইল এতদ্দ্বারা প্রতীত হইতেছে পিতা মাতা স্বয়ং অক্রোধী শান্ত সাধু না হইলে যথাযোগ্যরূপে সন্তানপালন হইতে পারে না। কারণ কোন না কোন সময়ে তাঁহাদিগের হৃদয় নিহিত ক্রোধাদি প্রকাশ পাইয়া সন্তানের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আছে তাঁহার একটি অসাধু কার্য্য দেখিলে সাধুতার প্রতি একবারে আস্থা চটিয়া

যায়; দর্শকের সংশোধনোপায় সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব পিতা মাতা যাহাতে প্রকৃত অক্রোধী শান্ত এবং সৎস্বভাব হন, সন্তানার্থী হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে এবিষয়ে নিয়ত প্রয়াস পাওয়া সমুচিত।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, সে সকলই দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষার সম্পর্কে। বালকগণকে কিরূপে স্পষ্ট শিক্ষা দিতে হয়, তাহার বিষয় কিছুই বলা যায় নাই। শৈশবাবস্থায় দৃষ্টান্তদ্বারা শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, এ জন্য তাহাই বিশেষরূপে উল্লেখ করা গেল। আদেশ উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দৃষ্টান্তের অনুগামী। যে অবস্থাতে আদেশ বা উপদেশ সন্তানের উপরে কার্য্যকর হইবে না, সে অবস্থায় আদেশ উপদেশ স্পষ্ট না দেওয়াই ভাল। সন্তান পূর্ব্বোক্ত রীতিতে বিনীত হইলে সে স্বাধীনভাবে আদেশ উপদেশ আপনি মস্তকে বহন করিবে। শিশু হউক, বালক হউক, বিনয় ও স্বাধীন ভাব যুগপৎ শিক্ষা দেওয়া উচিত। সুতরাং কৌশলে ও দৃষ্টান্তদ্বারা আদেশ উপদেশ গ্রহণেচ্ছু না করিয়া কখন স্পষ্ট আদেশ উপদেশ দান সমুচিত নহে।

অতি অল্প বয়সে শিশুর শারীরিক ব্যায়াম অত্যাবশ্যক এবং তাহাতে অধিক সময় অতিবাহিত হওয়া উপকারী ভিন্ন অপকারী নয়। কিন্তু পরিমিতরূপ মনের চালনাও আবশ্যক। এই পরিচালনা এরূপ হওয়া চাই যে, তাহা কষ্টকর না হইয়া প্রফুল্লকর হয়। আমাদিগের দেশে সন্ধ্যার পর সন্তানগণকে লইয়া উপকথা বলা প্রচলিত আছে ইহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হয়। বৃথা অসত্য গল্পে শিশুর মন বিকৃত হইয়া যায়, এবং গল্পের অনুরোধে জাগরণ করিয়া পীড়া জন্মে। মাতার উচিত যে দিবা ভাগে বিশ্রামের সময়ে বালকগণকে লইয়া এরূপ গল্প করেন যে তাহাতে বালকগণ নীতি শিক্ষা করিতে পারে এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইতিহাসের বৃত্তান্ত অনায়াসে জানিতে পারে। ইতিহাস সম্বন্ধে এই সাবধান হইতে হইবে যে, এমন সকল লোকের ইতিহাস বলা না হয় যাহাতে নীতির প্রতি শিথিলতা জন্মিতে পারে। সদ্ভাব উত্তেজিত হওয়াই এ সময়ে প্রধান লক্ষ্য থাকিবে।

গুটিকা প্রভৃতি দ্বারা কৌশলে এ সময়ে অঙ্ক এবং গল্প স্থলে ভূগোল প্রভৃতি শিখান যাইতে পারে। উত্তম উত্তম চিত্র দ্বারা কৌশলে প্রাকৃ-

বিদ্যা উদ্ভিজ্জ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াও সহজ, কিন্তু ব্যাকরণ শিক্ষা এসময়ে নিতান্ত অনুপযোগী। ইহা বয়স ও জ্ঞানের সাপেক্ষ। বস্তুতঃ শিশুগনের যাহাতে আমোদ না হইয়া কষ্ট হয়, তাদৃশ শিক্ষা একেবারে পরিহার্য্য।

বিশেষ বিশেষ বালকের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতি অনুরাগ থাকে। সূক্ষ্মদর্শী হইলে অতিপ্রথম হইতেই তাহার কিছু কিছু বুঝা যায়। কিন্তু শৈশবাবস্থায় সাধারণ ভাবে শিক্ষাই শ্রেয়ঃ। বয়ঃ সহকারে যে যে বিষয়ে বিশেষ অনুরক্ত হয়, তাহাতে তাহাকে প্রতিরোধ না করিলেই হইল।

শিশুগণের জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান রাখা উচিত। তাহাদের ক্রীড়ন সামগ্রী প্রভৃতি যাহা কিছু নিজেব, ঐ স্থানে তাহারা নিজেরা যত্নের সহিত শৃঙ্খলাপূর্ব্বক রাখিবে। কোন বস্তু অপরিষ্কৃত কদর্য্য না হয়, বিশৃঙ্খল না হয় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শৈশবকাল হইতে এ প্রকার শিক্ষা হইলে আমাদিগের দেশীয় গণের সকল বিষয়ে বিশৃঙ্খলা অপরিষ্কারতা দূর হইবে। ইউরোপীয় গণ এবিষয়ে যে আমারদিগের অপেক্ষা সর্ব্বতো ভাবে শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ এই।

অল্প সময়েব মধ্যে যত টুকু হইতে পারে শিশুর শরীর ও মন কি রূপে পরিপালন করিতে হইবে আমরা তাহার আলোচনা করিলাম।

মন সম্বন্ধে যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে বলা গিয়াছে আত্মা সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা হইতেই অনায়াসে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া যায়। গ্রহণেচ্ছা না জন্মিলে সাক্ষাৎ আদেশ উপদেশ দ্বারা মনকে নিস্তেজ অস্বাধীন করিয়া ফেলা যেমন অকর্ত্তব্য, আত্মা ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে যে পর্য্যন্ত ইচ্ছুক না হয় সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া তেমতি অনিষ্টকর। সর্ব্বদা মাতার ধর্ম্মভাব দর্শন করিয়া সন্তানে আপনা হইতে ধর্ম্মভাব সমুদ্দীপিত হইবে, তাহাই যথেষ্ট। যতই বয়স হইবে ধর্ম্মানুরাগ হইতে থাকিবে, আত্মার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, স্বাধীন ভাবে নিজ যত্নে ধর্ম্ম লাভ করিয়া আত্মা তাহার প্রকৃত কর্ত্তব্য সর্ব্বদা বুঝিতে সমর্থ হইবে। এরূপ না হওয়াতেই আমাদিগের দেশে সমূহ অনিষ্ট হইতেছে ইহা সকলের মনে রাখা উচিত।

গৃহ চিকিৎসা।

পরীক্ষিত সুলভ ঔষধ।

১। অতিশয় ভেদ, পেটের পীড়া কিম্বা রক্ত আমাশয় হইলে খয়ের চূর্ণ ও সাদা খড়ি চূর্ণ এই দুই দ্রব্য চারি কুঁচ পরিমাণ করিয়া লইয়া দুই কিম্বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে. ইহাতে আশু প্রতীকার হইবে। যখন সেবন করিবে তখনি প্রত্যেকবার ঐ রূপ করিয়া পরিমাণ লইবে।

২। নিদ্রা না হইলে. চিকিৎসকগণ মাদক ঘটিত ঔষধ সেবন করিতে দেন। তাহা না দিয়া যদি শীতল জল পান এবং মস্তকে শীতল জল ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে উপকার হইবে। আর কেহ কেহ নিদ্রাভাব নিবারণার্থ শয়নের পূর্ব্বে উষ্ণ জলে স্নান বা উহাদ্বারা গাত্র মার্জ্জন অথবা পদদ্বয় উষ্ণজলে প্রক্ষালন করিতে আদেশ করেন। ইহাতে মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা হেতু নিদ্রা হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ক্রমিয়ার যুদ্ধ সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মিস্ নাইটিঙ্গেল রাত্রিতে কেবল শীতল জলপান করাইয়া অনেক রোগীর অস্থিরতা এবং নিদ্রাভাব দূর করিয়াছিলেন। কোন বিষয়ের বা কোন উজ্জ্বল বস্তুর প্রতি একাগ্র চিত্ত করিতে পারিলেও নিদ্রাকর্ষণ হইবার সম্ভাবনা। সুবিজ্ঞ ডাং ব্রেয়ার্ড সম্মুখে কোন উজ্জ্বল বস্তু রাখিয়া রোগীকে তাহার প্রতি এক দৃষ্টি ও অনন্যমনা করিয়া চারি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিদ্রিত করিয়াছেন। আর যখন কোন মতেই নিদ্রাকর্ষণ না হইবে, তখন সিদ্ধি ভাজা চূর্ণ ১২।১৬ রতি মধুর সহিত রাত্রে ভক্ষণ করিলে নিদ্রা হইবে। কিম্বা কর্পূর দুই কুঁচ সোরা চারি কুঁচ, অহিফেন এককুঁচ পরিমাণ করিয়া সেবন করিলে নিদ্রা হইবে।

৩। শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে। চূণের জল ও তৈল সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া তুলায় ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিবে; কিম্বা অল্প গরম করিয়া তাবিপেন তৈল তুলা কিম্বা নেকড়া ভিজাইয়া দিলে আশু প্রতীকার হইবে। ব্রাণ্ডি, এসপিরিট, রম, অল্প গরম করিয়া ঐ রূপ দিলেও হইবে। কিম্বা কাল কাসুন্দের পাতার রস পোড়ার স্থানে দিলে আশু প্রতীকার হইবে।

৪। কোন স্থান হইতে পতিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হইলে। শীতল জল ও এস্পিরিট সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া বেদনা স্থানে নেকড়া ভিজাইয়া দিলে প্রতীকার হইবে, কিম্বা তারিপেন তৈল এইরূপ করিয়া দিলে উপকার হইবে। গাঁদাফুলের পাতার রস নেকড়া ভিজাইয়া বেদনা স্থানে কিম্বা ক্ষত স্থানে দিলেও বিশেষ প্রতীকার দর্শে।

নূতন সংবাদ।

১। লুইসা আট্‌কিন্‌স নাম্নী এক বিবী সুইজার্লণ্ডের অন্তঃপাতী ঝুরিচ নগরে ৫ বৎসর অধ্যয়নের পর এম্‌ ডি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বার্ম্মিংহাম ও মিড্‌লাণ্ড হস্‌পিটালের স্ত্রীচিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ও সম্পাদক হইয়াছেন। স্ত্রীলোকের এরূপ পদ প্রাপ্তির এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

২। আমান্দা বারবার নামে আমেরিকার সুশিক্ষিতা একটী বিবী রাজার পত্নী হইলে ধর্ম্ম প্রচার করিবার বড় সুবিধা হইবে, ভাবিয়া আমেরিকার আদিমনিবাসী অসভ্যদিগের এক অধ্যক্ষকে বিবাহ করেন। পাঁচ বৎসর তাঁহার ঘরে থাকিয়া অসহ্য অপমান ও কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করেন। তৎপরে তাঁহার স্বামী তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া ৩টী ঘোড়ার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে বিক্রয় করেন। রমণী আপনার কার্য্যের প্রতিফল পাইয়া এক্ষণে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আদিম নিবাসীরা স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। কোনস্থানে যাইতে হইলে পুরুষ সচ্ছন্দে বাবু হইয়া ঘোড়া কি গাড়ী চড়িয়া যান, তাহার স্ত্রী পৃষ্ঠে এক বৃহৎ মোট বাঁধিয়া এবং দুই একটী গরু বা ঘোড়া দড়ী ধরিয়া লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। বিবী বারবারের সৌভাগ্য আর অধিক দিন সে সমাজে থাকিতে হয় নাই।

৩। সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, "আমরা শুনিয়াছিলাম, কেশব বাবুর ব্রহ্ম মন্দিরে ব্রাহ্মিকারা প্রকাশ্য রূপে বসিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু গত রবিবার অপরাহ্নে যাইয়া প্রকাশ্য স্থানে একজন স্ত্রীলোকও দেখিলাম না। তাঁহারা যে প্রকাশ্য স্থানে বসেন না, সে ভালই। কেন না অনেক বাবু এরূপ অসভ্য ভাবে বসিয়া থাকেন, যে সে স্থানে স্ত্রীলোকদের বসা পোষায় না। *** স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য রূপে বাহিরে আসিতে দিবার পূর্ব্বে পুরুষদিগের সভ্যতা শিক্ষা করা আবশ্যক।" সভ্য ইংরেজ সংসর্গী আমাদের খৃষ্টান ভ্রাতারা এইরূপ আশঙ্কা করেন, কিন্তু কতকগুলি বঙ্গীয় নব্য যুবক ভ্রাতারা এদেশের স্ত্রীপুরুষদিগকে একত্র করিয়া ধর্ম্মসাহস দেখাইতে চান এবং তাহা না করাকে অধর্ম্ম বলেন। অধিক দুঃখের বিষয়, যাঁহারা ব্রহ্মমন্দিরে স্ত্রীলোকদিগকে প্রকাশ্যে বসাইবার জন্য ঘোরতর বিবাদ ও কোলাহল করিলেন, স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে আর তাঁহাদের উৎসাহের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। স্ত্রীলোকদের অধিকাংশ আসন শূন্য পড়িয়া থাকে।

৫। এডুকেসন গেজেট পাঠে জানা গেল, "আমেরিকার বোষ্টন নগরে একটী আশ্চর্য্য গানবাদ্য সভার অধিবেশন হইয়াছে। তাহাতে ২০০০০

গায়ক ও ৭০,০০০ সভ্য এক সময়ে উপস্থিত হন। যে নূতন গৃহে এই সভা হয়, তাহার নির্ম্মাণার্থে পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৬। এ বৎসর আমেরিকায় সূর্য্যের উত্তাপ এমত ভয়ানক হইয়াছে, যে এক সপ্তাহের মধ্যে নিউইয়র্ক নগরে ৭০ জনের অধিক লোকের সরদি গরমিতে মৃত্যু হয়।"

৭। মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎ সুন্দরীর দানের সংবাদ প্রতি সপ্তাহে আমরা এত প্রচুর প্রাপ্ত হই যে তাহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রচার করা বাহুল্য বোধ হয়। এই বলিলে যথেষ্ট হয় যে নদীস্রোতের ন্যায় ইহাদের দানস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে।

৮। ভুপালের বেগম প্রত্যহ স্বীয় রাজ্যে ৬২৬ জন দীন দুঃখী আতুরকে স্বব্যয়ে আহারাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

৯। ১৬ই ভাদ্র পাবনার হরিশচন্দ্র শর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ সমারোহে নির্ব্বাহ হইয়াছে। কন্যা অষ্টম বর্ষে বিধবা হন, এখন বয়স ২০ বৎসর। বরের নাম গিরিশচন্দ্র সার্ব্বভৌমিক, বয়স ৩০ বৎসর।

১০। ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য জুলাই মাস হইতে পাওয়া যাইবে। ডিরেক্টরের এই ন্যায় বিচার ও সদাশয়তার জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

বামাগণের রচনা।

চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব।

১। সংসারের মধ্যে ধর্ম্মসাধন।

আজ আমাদিগের পারিবারিক সমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব। অদ্য কি সুখের দিবস! এমন ক্ষমতা নাই যে তাহা বর্ণনা করি। চতুর্দ্দিকে প্রায় সকল ভগ্নীর হৃদয়ই উৎফুল্ল ও মুখেতে প্রসন্নতা প্রকাশ পাইতেছে। সম্বৎসর কাল পিতা ইহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন, তাঁহারই অনুপম প্রসাদে ইহার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, অদ্যও তাঁহার কার্য্য তিনি স্বয়ং আসিয়া সম্পন্ন করিবেন।

কেন আজ আমাদিগের প্রাণ মন উৎফুল্ল, কেন হৃদয় এত বিকশিত? কেবল ভগ্নীদিগের হৃদয় কমল এক স্থানে এককালে দর্শন করিতেছি বলিয়া? না, তাহা নহে; আজ আমাদিগের বিশেষ আনন্দের দিবস ও বিশেষ উৎসব, সেই উপলক্ষে আমরা আজ সকল হৃদয় বিকশিত অবলোকন করিতেছি। পিতা আজ স্বয়ং আসিয়া সকল হৃদয়ে শান্তি ও পবিত্রতা বিধান করিবেন, আমরা জীবনের সহিত আজ জীবনের উদ্দেশ্যকে যেন উচ্চ করি, ইহাতে আজ সামান্য ভাবে যোগ দিয়া তামাসা দেখার ন্যায় আমোদ করিয়া আবার সামান্য হৃদয় লইয়া যেন আমরা চলিয়া না যাই। ইহা তামাসা নহে, ভগ্নীগণ! ই-

হাতে সার আছে। তোমরা একবার মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রণিধান করিয়া দেখ, ইহাতে সার আছে কি না? তোমরা ইহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া অবাক কি আশ্চর্য্যান্বিত হইও না। ইহা অমূলক নহে ইহা স্বপ্নের ভাবও নহে এবং ইহা নূতন নহে, ইহা চির-কালের। এই নিরাকার ব্রহ্মের সাধন পুরাকালেও ছিল, ইহা কাহারো মনঃ কল্পিত ধর্ম্ম নহে এবং ইহা আধুনিক নব্য সম্প্রদায়েরও ধর্ম্ম নহে। আমরা এক্ষণে স্থিরচিত্তে সেই ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণা ও প্রার্থনা করিব। বৃথা সাংসারিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইব এবং কাতর প্রাণে হৃদয়ের দুঃখ তাঁহাকে জানাইব, তিনি অনাথ কাতরা দেখিয়া আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তিনি ভিন্ন আমাদিগের গতি নাই। আজ আমরা নির্জ্জীব ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাগ্রত বিশ্বা-সের সহিত জীবন্ত ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় মনোনিবেশ করিব। ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তির ধর্ম্ম পরিত্রাণের ধর্ম্ম, পিতা স্বয়ং এই ধর্ম্ম জগতে প্রচার করি-লেন। ইহার মধ্যে আমরা যে পরি-মাণে সার সত্য সংগ্রহ করিতে পারিব, পৌত্তলিক ধর্ম্মে আমরা তাহার কিয়দংশ সত্যও বর্ত্তমান অবস্থায় সংগ্রহ করিতে পারিব না। এক পবিত্র ভাব কেবল ঈশ্বর সন্নিধানে তাঁহার ধ্যান ধারণাতেই আ-মরা উপার্জ্জন করিতে পারিব। সেইএক পিতার অবলম্বনেতেই আ-মরা আজ শান্তি ও পরিত্রাণ পাইব এবং ভগ্নীদিগের পরিত্রাণের সোপান বলিয়া দিব, আজ কাতর প্রাণ দেখিয়া পিতা দুঃখিনী কন্যা দিগের প্রতি সদয় হইবেন।

ভগ্নীগণ! তোমরা সরল অন্তঃ-করণে যাইয়া পিতার চরণ ধর, তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। তোমরা নিরাশ হইও না, আপন আপন ক্ষম-তাতে ও পিতার করুণাতে অবিশ্বাস স্থাপন করিও না। বলিও না যে আমাদের ক্ষমতা নাই সংসারের প্রলোভনকে দমন করিতে পারি না। "পারিনা" এ ভয়ানক কথা প্রাণান্তে ও মুখে আনিও না, পারিব অবশ্য পারিব, পিতার করুণায় পা-রিব। রোপিত বীজ তাঁহার করুণায় অঙ্কুরিত হইল কেহ দেখিতে পাইল না, মনের ভাব তাঁহার করুণায় পরিবর্ত্তিত ও পরিষ্কৃত হইতেছে কেহ দেখিতে পায় না। এই হৃদয় শূন্য শুষ্ক ও মলিন ছিল পরক্ষণেই উজ্জ্বলতা ও পবিত্রতা ধারণ করিল। কাহার করুণায়? সেই কেবল এক মাত্র কৃপাময় পরমেশ্বরেরই কৃপায়। আমরা দুর্ব্বল মনের দোষে অনেক সময় ধর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া সংসারের দোহাই দিয়া থাকি এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই এই বুলিই সমর্থন করিতে থাকি যে 'সংসারী ব্যক্তি ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে না, তাহাদের জন্য ধর্ম্মসাধন [illegible] হায়! কি [illegible]নক কথা! কি [illegible] [illegible]

কথা! এই দোষে পৌত্তলিক ধর্ম্মের মধ্যে যে সার সত্য টুকু ছিল তাহাও বিনষ্ট করিতেছি। যদি সংসার ধর্ম্মের যথার্থই প্রতিবন্ধক, তবে ঈশ্বর কেন সংসারের সৃজন করিলেন এবং ইহার মধ্যে কেনই বা এত মধুরতা প্রদান করিলেন? স্বার্থপরতার অনুগামী হইয়া আমাদিগের কি উচিত সংসার ত্যাগ করা, না বনে যাইয়া উপাসনা করা? সংসারে থাকিয়াই আমাদিগের ধর্ম্ম সাধন শিক্ষা করা উচিত। হয় না, হবে না এ হৃদয় ভেদী কথা আর মুখে আনিব না, কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার চরণ ধরিব, তাঁহার ধন মান তাঁহার সুখ সম্পত্তি ও তাঁহার সন্তান সন্ততি তাঁহাকেই প্রদান করিব। অহংকারে উন্মত্ত হইয়া ও বিষয় বিভবের মধ্যে প্রবেশিয়া অসার সংসারে সন্তান সন্ততির প্রেমে বদ্ধ হইয়া পরম পদ পরম গতি পরমেশ্বরকে ভুলিব না। এস আমরা আর কাল বিলম্ব করিব না, পিতার নিকট চল, বুদ্ধি ক্ষমতা পবিত্রতা শান্তি প্রার্থনা করিয়া লই। আজ হইতেই বিশ্বাস দৃঢ় করি। অদ্য হইতেই প্রতিজ্ঞা করি আর সংসারের দোহাই দিব না। সংসার ধর্ম্মের প্রতি বন্ধক নহে, কেবল আমাদিগের দোষ।

হে সংসারী ভগ্নীগণ! তোমা- তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি সংসারে সুখ নাই, এসম্বন্ধে কত সময় তোমরা কত নীতি প্রয়োগ করিয়া থাক। তবু তোমরা তোমা-[illegible]র স্বভাব ছাড়িতে পারিতেছ না। আর কতকাল এরূপ ভাবে থাকিবে। তোমরা জাগ্রত হও, তোমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত যে স্বাভাবিক জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর। সংসারে [illegible] হইব, সুখ পাইব বোধে তোমরা [illegible] কালে কি হইবে ভাব না। এবং [illegible]হাকে স্মরণ করা তোমাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য তাঁহাকে কেনই বা স্মরণ না কর? আর তোমরা সংসারে মুহ্যমান হইয়া থাকিওনা এবং বলিওনা যে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন হয় না। মনে কর যখন সংসার মধ্যে থাকিয়া কোন একটি বিপদ আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করে, সন্তান বিয়োগ কি ধনহানি অথবা অপর কোন সংকটাপন্ন বিপদ আইসে তখন তোমরা ব্যাকুল হইয়া বিপদুদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের নিকট যাচ্ঞা কর, তোমাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। তবে কেমন করিয়া ইহা সত্য হইতে পারে যে সংসার ধর্ম্মসাধনের উপযুক্ত স্থান নহে। তোমাদের হৃদয়ে যে বিশ্বাস নাই তাহাও বলিতে পারি না। ঐ সামান্য হৃদয় মধ্যে যে বিশ্বাস আছে এক জন জ্ঞানি ব্যক্তির হৃদয়ে তাহা নাই। যখন সন্তানের মরণাপন্ন পীড়া হইয়াছে, তখন তোমরা দেবতার একটু চরণামৃত প্রদান করিয়া নির্ভয় অন্তঃকরণে বসিয়া থাক, নিশ্চয় জান যে দেবতা রক্ষা করিবেন এই ভাবিয়া আশু উপকারিণী ঔষধিকেও ত্যাজ্য কর। ভক্তিভাবও তোমাদের অতি উজ্জ্বল।

যদি কেহ দেবতার প্রসাদ বলিয়া তোমাদের হস্তে বিষ প্রদান করে, কোন অভাব না থাকিলেও তাহা তোমরা অম্লান বদনে ভক্ষণ করিয়া থাক। তোমাদেব প্রীতি নাই, ইহাও প্রাণান্তে বলিতে পারিব না, যখন হৃদয়ে কাতরতা প্রকাশ দ্বারা দেবতা বিশেষের প্রতি প্রীতি অনুভব কর, তোমরা অমনি কৃতজ্ঞতা সহকারে এবং তাঁহার উদ্দেশে আপনার প্রিয় বস্তু ধন মান এবং অবশেষে বক্ষঃস্থল ও পৃষ্ঠ দেশ ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করত তাঁহাকে শোণিত প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি সম্পাদন কব। প্রিয কার্য্য সাধন করিতে ও তোমবা ত্রুটি কর না। শরীর অপটু ও দুর্ব্বল এবং বোগাক্রান্ত, তথাপি গ্রাহ্য করিবে না; দেবতার আদেশ ও দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন জানিয়া কখন এক দিবস কখন দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া কখন সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলী দিয়া তাঁহার প্রিয়াকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু এগুলি তোমাদিগের কাল্পনিক ভাব, এই ভাব চিরসংস্কারে বদ্ধ মূল হইয়া গিযাছে। যদিও বিশ্বাসের সুমহান প্রভাবে আপাততঃ সুখ লাভ করিবে কিন্তু ইহাতে বাস্তবিক শান্তি পাইবে না। তোমাদের উচিত ঐ সকল কাল্পনিক বিশ্বাস পরিহার করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সত্যেতে দৃঢ় বিশ্বাস করা। বিবাহিত অন্তঃকরণে সারধন অন্বেষণ কর, এই সংসার মধ্যেই প্রাপ্ত হইবে। তোমাদের কিছুরই অভাব নাই, একবার ব্যাকুল প্রাণে ক্রন্দন করিলেই বুঝিতে পারিবে যাহা সত্য তাহার সাধন কর, যাহা সত্য তাহার অন্বেষণ কর, যাহা সত্য তাহাতে বিশ্বাস কর, যাহা সত্য সেই অনুযায়ী অনুষ্ঠান কর, যাহা সত্য জাগ্রৎ ও জীবন্ত তাহাতে ভক্তি স্থাপন কর; আর কাল্পনিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া আপন সুপথ হারাইও না। ধর্ম্মেব নিগূঢ় মর্ম্ম দেখ, আপন আপন মনঃ কল্পিত সংস্কাব পরিত্যাগ কর। জীবনের লক্ষ্য সাধন কর, নিরাশ হইও না, আশা কর সংসার মধ্যে থাকিয়া আনন্দ ও শান্তি পাইবে, সংসার জ্বালায় অস্থির ও কাতর হইতে হইবে না। তোমরা সংসারকে ভাল বাস, নিষেধ করি না; ইহার মধ্যে থাকিয়া তোমাদিগকে সন্তান প্রতিপালন, পতি সেবা, ধর্ম্ম সাধন সকল প্রকার সৎ অনুষ্ঠান করিতে হইবে কিন্তু তোমরা ইহাতে আসক্ত হইও না, একেবারে ইহার সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ বোধ করিও না। আবার বলি ইহাতে ধর্ম্ম সাধন হয় না একথা বলিও না। যদি চরমগতি লাভ করিতে চাও, ব্যাকুল হইয়া চৈতন্য স্বরূপ দয়াময় ঈশ্বরে আত্মা সমাধানপূর্ব্বক তাঁহারই উপাসনা কর।

সিমুরিয়া ... } নন্দিনী
২৩ শ্রাবণ ১৭৯৪

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১০ সংখ্যা | আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

পৌরাণিক সময়ের স্ত্রীগণ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বৈদিক সময়ের স্ত্রীগণের বিষয় বেদের ঋক্ সকল হইতে যত দূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পাঠিকাগণকে সংক্ষেপে জানাইয়াছি। বেদে উষা সম্বন্ধে যে সকল স্তোত্র আছে, তাহা পাঠ করিলে বস্তুতঃ সে কালে স্ত্রীগণের প্রতি যে আর্য্যগণের সাদর দৃষ্টি ছিল, প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা এখন যে সময়ের স্ত্রীগণের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, এই সময় হিন্দুগণের এক প্রকার চরম্ সময় বলিতে হইবে। ইহার পর আর হিন্দুগণের নিজ কর্ত্তৃত্বে উন্নতি বা অবনতি হয় নাই। পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন, আমরা বৈদিক সময়ের পর মধ্যবর্ত্তী দুটি সময়কে অতিক্রম করিয়া একেবারে পৌরাণিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। ঔপনিষদ এবং স্মার্ত্ত সময়কে উপেক্ষা করিয়া একেবারে আমা পৌরাণিক সময় আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্য আছে। বৈদিক, ঔপনিষদ এবং স্মার্ত্ত এই তিন কালের আলোক পৌরাণিক সময়ের উপর পতিত হইয়া উহা আমাদিগের নিকট অতি সমুজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হয়। পুরাণে সকল সময়ের স্ত্রীগণের বিষয়ই বর্ণিত আছে। এমন কি যে সময়ে সমাজ বন্ধন এবং তন্মূল ভূমি পরিণয় প্রথা সংস্থাপন হয় নাই, এমন সময়ের কথা পর্য্যন্ত পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীগণ যাঁহারা উপনিষদে সুপ্রসিদ্ধ, পুরাণ শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে লইয়া অনেক গাথা

লিখিত আছে। বস্তুতঃ পুরাণ শাস্ত্র পাঠ করিলে হিন্দুগণের প্রাচীন নবীন সকল আচার ব্যবহারের প্রতি যে দৃষ্টি পড়ে, ইহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। স্ত্রীগণ নিজেরা কিরূপ ছিলেন, আর্য্যগণের তাঁহাদিগের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার ছিল, যত দূর সম্ভব, ইহার বাস্তব বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার অভিলাষে আমরা একেবারে পৌরাণিক সময়ের আরম্ভ করিলাম; আমরা যতদূর পারি, প্রাচীন হিন্দু মহিলাগণকে যথার্থ রূপে পাঠিকাগণের সন্নিধানে প্রকাশিত করিব।

প্রথমতঃ স্ত্রীগণ নিজেরা কিরূপ ছিলেন, ইহারই সমালোচনা আবশ্যক। পুরাণ শাস্ত্রে যত বিখ্যাত মহিলাগণের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করা যায়, তাহাতে এদেশীয় প্রাচীন হিন্দু স্ত্রীগণ যে একান্ত পতি-পরায়ণা ছিলেন, ইহার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন এক খানি পুরাণ নাই, যাহার মধ্যে ঈদৃশ স্ত্রীগণের গুণ কীর্ত্তন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাভারতের আদিপর্ব্বের বকবধ পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে, বকনামা রাক্ষসের হস্ত হইতে স্বামী পুত্রাদি রক্ষা পান এজন্য ব্রাহ্মণ পত্নী স্বয়ং ভক্ষ্যার্থী হইয়া তাহার নিকট যাইতে নির্ব্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন :—

"এতদ্ধি পরমং নার্য্যাঃ কার্য্যং লোকে সনাতনং।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য যদ্ভর্তৃহিত মাচরেৎ॥"

ইহলোকে স্ত্রীর নিশ্চয় এই পরম সনাতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান যে প্রাণ দিয়াও পতির হিত আচরণ করিবে। ঈদৃশ উচ্চতর নিঃস্বার্থ ভাব সে কালের হিন্দু মহিলাগণের মধ্যে নিয়ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি মহিলাগণকে না জানেন, এমন আমাদিগের দেশে কেহ নাই। বলিতে হইবে, এই সকল মহিলার চরিত্র আজিও হিন্দু মহিলাগণের হৃদয় পটে চিত্রিত থাকিয়া তাঁহাদিগের পতির প্রতি প্রীতি ও ভক্তি উজ্জীবিত রাখিয়াছে। হিন্দুগণের আর সকলি বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই সকল নারীকুলের ভূষণ রমণীগণের নাম ও চরিত্র কখনই বিলোপ হইবার নহে।

হিন্দু স্ত্রীগণের নিঃস্বার্থ উচ্চতর পবিত্র পত্নীভাব যেরূপ বিশদরূপে পুরাণ শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাদিগের মাতৃভাব সম্বন্ধে তেমন কোন নিদর্শন লাভ করা যায় না। এদেশের আচার ব্যবহার ব্যবস্থাপন ও সংগঠন

করিবার প্রধান শাস্ত্র স্মৃতিতেও সন্তানের প্রতি মাতার উচ্চতর কর্ত্তব্য স্পষ্টরূপে কিছুই উপদেশ করা হয় নাই। বস্তুতঃ সন্তানের অসহায় শৈশবাবস্থায় লালন পালন ভিন্ন এদেশে মাতার উপরে সন্তানের শিক্ষাদির ভার কিছুই ছিল না বলা যায়। তাঁহারা এতৎ সম্বন্ধে নিজেরাই নিতান্ত অসহায় ছিলেন। উপরে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে সেই স্থলেই ব্রাহ্মণী বলিতেছেন :—

"কথং শক্যানি বালেঽস্মিন্ গুণানাধাতু মীপ্সিতাম্।
অনাথে সর্ব্বতো লুপ্তে যথা ত্বং ধর্ম্মদর্শিবান্।"
তাং চেদহং ন দিৎসেয়ং ধ্বক্ষ্যা নৈকপরংহিতাং।
প্রমথ্যৈনাং হরেয়ুস্তে হবির্ধ্বাং ক্ষা ইবাধ্বরাৎ॥"

এই বালক অনাথ হইলে, ইহার সকল বিলুপ্ত হইয়া গেলে ধর্ম্মদর্শী তোমার মতন ইহাতে অভিলষণীয় গুণ সকল কিরূপে আধান করিতে সমর্থ হইব। তোমার গুণ নিচয়ে পরিবর্দ্ধিত এই বালাকে যদি (সেই অপাত্রগণকে) দিতে ইচ্ছা না করি, কাকগণ যেরূপ যজ্ঞ হইতে ঘৃত অপহরণ করে, তাহারা তেমনি বলপূর্ব্বক ইহাকে অপহরণ করিয়া লইবে। এই দুই শ্লোকে শুদ্ধ বালকের শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার অসহায় অবস্থা উল্লিখিত থাকিলে তত হানি ছিল না, 'তোমার গুণ নিচয়ে পরিবর্দ্ধিতা এই বালা' বলাতে কন্যার সমুদায় উচ্চতর সাধারণ শিক্ষা পিতা হইতে হইত যে বুঝা যাইতেছে ইহাই সাতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

হিন্দু স্ত্রীগণের সাধারণের সহিত কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল ইহা স্থির করিবার পূর্ব্বে গৃহে তাঁহারা কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেন অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কাব্য নাটক পুরাণাদি পাঠ করিয়া যত দূর জানা যায়, তাহাতে এই বলা যাইতে পারে, আর্য্যগণ স্ত্রীগণকে উৎকৃষ্ট গৃহিণী করিবার পক্ষে যত দূর প্রয়াস করিয়াছেন, সমাজ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কার্য্যকর করিবার পক্ষে তত দূর দৃষ্টিপাত করেন নাই। স্ত্রীগণ 'জ্ঞান, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, মৃদু মধুর আলাপ এবং কলা* সকলে' বিভূষিতা হন, ইহা তাঁহাদিগের

* কলা—সুকুমার বিদ্যা। চিত্রাদি শিল্পকর্ম্ম।

উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এই সকল গুণে তাঁহারা সমাজের শোণিতরূপে পরিচিত না হইয়া স্বামির সন্তোষবর্দ্ধিনী হইবেন (১) ইহাই তাঁহারদিগের লক্ষ্য ছিল। দুর্ব্বল স্ত্রীগণ সেকালে কোন প্রকারে অবমানিত না হন, এবিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। কারণ 'ন স্ত্রিয়মবমানীত' স্ত্রীলোককে কখন অবমাননা করিবে না, এরূপ কথা বৈদ্যক গ্রন্থে পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। স্ত্রীগণ গৃহে সর্ব্বদা আদরে থাকিতেন। তাঁহাদিগের অসন্তুষ্টি গৃহের অশান্তির কারণ, ইহা আর্য্যগণ পরীক্ষা দ্বারা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 'শ্রী এবং স্ত্রী এ দুয়ের মধ্যে কোন বিশেষ নাই' ইহা তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেন। 'যে গৃহে স্ত্রীগণ অনাদৃতা হন সে গৃহের সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠান বিফল' 'যে গৃহে নারীগণ পূজিতা হন, সে গৃহে দেবতা সকল সন্তুষ্ট থাকেন, ইহা তাঁহারদিগের বিশ্বাস ছিল। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে সে কালে স্ত্রীগণ গৃহ মধ্যে যে সর্ব্বদা সমাদরে অবস্থান করিতেন, ইহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

গৃহের সীমা পরিত্যাগ করিলেই আমরা দেখিতে পাই, স্ত্রীগণের কার্য্য-

---

(১) পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তি মবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ৮৬ শ্লোক।

যে নারী পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে রতা, সদাচার শীলা ও জিতেন্দ্রিয়া, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পরলোকে অনুপম সুখ উপভোগ করেন।

সন্তোষং স্থিরমাস্থায় পতিং সন্তোষয়েদ্ গুণৈঃ।
সদা ধর্ম্মপথে যুক্তা সদা ভর্ত্তৃপরায়ণা॥
পরুষং ন বদেৎ কিঞ্চিৎ সদা মধুরবাগ্ ভবেৎ।
যথোৎপন্নেন দ্রব্যেন সন্তুষ্টা বিগতজ্বরা॥

বশিষ্ঠ সংহিতা ৫ অধ্যায়।

সাধ্বী রমণী স্থির সন্তোষ অবলম্বন করিয়া গুণদ্বারা পতিকে সন্তুষ্ট করিবেক, সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে দৃঢ়ব্রতা এবং পতির প্রতি অনুরক্তা থাকিবেক। কিছুমাত্র কর্কশবাক্য বলিবেক না, সদা মধুর ভাষিণী হইবেক, যেমন দ্রব্য সামগ্রী লাভ হইবে, তাহাতে নিরুদ্বেগচিত্তে সন্তুষ্টা হইবেক।

কারিতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। গৃহমধ্যে যাঁহাদিগের প্রতি এত সমাদর, যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এত প্রয়াস, তাঁহাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে পৌরাণিক সময়ের আর্য্যগণের সমধিক উচ্চভাব ছিল প্রতীত হয় না। তাঁহারা স্ত্রীগণকে 'দ্বেষ হিংসা, অসদ্ভাব, অসৎকামনার' একমাত্র আধার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কালে কলি পৃথিবীকে অধিকার করিবার জন্য সমাগত হইল, পরীক্ষিত তাহাকে শাসন করতঃ স্ত্রী, সুরাপান, এবং দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতিতে তাহার আবাস স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পৌরাণিক কালে স্ত্রীগণকে কলির আবাস ভূমি বলিয়া অনেকে দর্শন করিতেন। 'স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনা মিন্ধনং চারুদর্শনং' স্ত্রীগণ দেখিতে সুন্দর কিন্তু বস্তুতঃ নরকাগ্নির ইন্ধন স্বরূপ একথা ধর্ম্মাভিমানী প্রতিব্যক্তির মুখ হইতে নিঃসৃত হইত। 'যোষিৎসঙ্গিনঃ সঙ্গঞ্চতৎ সঙ্গং পরিবর্জ্জয়েৎ' যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গ এবং তাহার সঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবে, ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চসীমায় যাঁহারা আরোহণ করিতেন, তাঁহাদিগের সকলেরই এই কথা ছিল। সাধারণতঃ স্ত্রীগণ যে বিশ্বাসের পাত্র নহেন, ইহা সকলেই বিশ্বাস করিতেন। রাজগণ অন্তঃপুরে সশস্ত্র জাগৃতভাবে বিহার করিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন। 'স্ত্রীণাং কুতঃ সতীত্বঞ্চ' স্ত্রীগণের সতীত্ব কোথায়, একথা শুদ্ধ চাণক্যের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে ইহা নহে, ইহা বহুকাল হইতে আর্য্যগণ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্যগণ স্ত্রীগণকে একদিকে যেমন অত্যধিক সমাদর অর্পণ করিতেন, অন্য দিকে আবার তেমনি নীচ ভাবে ঘৃণিত ভাবে দৃষ্টি করিতেন। যোগশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবাবধি ধর্ম্মাভিমানীরা স্ত্রীগণকে 'স্ত্রী নাম্না কেন লোকে বিষমমৃতময়ং ধর্ম্মনাশায় সৃষ্টং' স্ত্রী নাম দিয়া ধর্ম্মনাশের জন্য সংসারে অমৃতময় বিষ কে সৃষ্টি করিয়াছেন এরূপ ঘৃণ্য দৃষ্টিতে চিরদিন দেখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সাধারণ লোকে স্ত্রীগণকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন। নারদ পঞ্চরাত্রে এইরূপ বিভাগ অতি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে, জগৎকে বিমোহিত করিবার জন্য

অসাধ্বী স্ত্রীর সৃষ্টি হইলে বক্ষ্মী প্রভৃতি স্ত্রীকুলের অবমাননা দেখিয়া নিতান্ত অধীর হইলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের ন্যায় সাধ্বী স্ত্রীগণও পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবেন ইহা বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করা হইল। এই স্থলে অসাধ্বী স্ত্রীগণকে যেমন ঘৃণাসূচক বাক্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, সাধ্বী স্ত্রীগণকে আবার তেমনি উচ্চ দেবপদে আরূঢ় করা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রথমতঃ সাধ্বী অসাধ্বী অনুসারে সম্মাননা এবং ঘৃণা অর্পণ করিয়া পশ্চাতে সাধারণতঃ স্ত্রীগণের প্রতি অসাধুভাব আরোপ করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা মহাভারতের যে স্থান হইতে প্রথম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, সেখানেই পৌরাণিক সময়ে স্বামির স্ত্রীর প্রতি যে কোন প্রকার অনাদর ছিল না দেখিতে পাওয়া যায়।

'অথবা মদ্বিনাশোঽয়ং নহি শক্ষ্যামি কিঞ্চন।
পরিত্যক্তু মহং বন্ধুং স্বয়ং জীবন্নৃশংসবৎ॥
সহধর্ম্মচরীং দান্তাং নিত্যং মাতৃসমাং মম।
সখায়ং বিহিতাং দৈবৈ র্নিত্যং পরমিকাং গতিং॥
পিত্রা মাত্রা চ বিহিতাং সদা গার্হস্থ্যভাগিনীং।'

অথবা আমারই বিনাশ সমুপস্থিত হইল। আমি কখনই স্বয়ং নৃশংসের ন্যায় জীবিত থাকিয়া বন্ধুকে (স্ত্রীকে) পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কেন না ইনি সহধর্ম্মচরী, নিত্যসংযতেন্দ্রিয়, আমার মাতৃসমা। দেবতাগণ ইহাঁকে আমার সখা করিয়া দিয়াছেন, পিতা মাতা ইহাকে আমার গার্হস্থ্যভাগিনী করিয়াছেন, ইনি আমার চির পরম শান্তি লাভের স্থান।

স্ত্রীগণকে শাস্ত্রকারেরা কোন কালে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিবার অধিকার অর্পণ করেন নাই। তাঁহারা এরূপ কেন করিলেন উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যাহাদিগের প্রতি পদে২ অবিশ্বাস, তাহাদিগকে চিরদিন অন্যের অধীন হইয়া থাকিবার অবশ্য উপদেশ করা হইবে সন্দেহ কি? স্ত্রীগণের প্রতি অল্পে অল্পে ঘৃণার ভাব বৃদ্ধি হওয়াতে স্ত্রীগণের ব্রহ্মবাদিনী (২) হইবার অধিকার পর্য্যন্ত পৌরাণিক সময়ে

(২) ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীগণের উপনয়ন সংস্কার হইত। তাঁহারা অগ্নি রক্ষাদি সমুদায় অনুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহারা শুদ্ধ নিজেরা বেদ পাঠ

বিলুপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাঁহারা বেদ পাঠে অধিকারী ছিলেন, অন্যকেও বেদ পাঠ করাইতেন; কিন্তু পৌরাণিক সময়ে আমরা দেখিতে পাই স্ত্রীগণকে ঘৃণিত শূদ্রগণের ন্যায় বেদ পাঠ হইতে এককালে বঞ্চিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বের রীতি অনুসারে এ সময়েও তাঁহারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সময়ে স্বামির সঙ্গে উপবেশন করিতেন সত্য, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন তত্বজ্ঞানে তাঁহাদিগের অধিকার ছিল, তাহা আর রহিল না। একালে স্ত্রীগণ এত হীন দশাপন্ন হইয়াছিলেন যে তাহাদিগের ন্যায় অজ্ঞানগণের জন্যই পৌত্ত-লিকতা সৃষ্ট হয়।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

পতিসেবা।

জন্মাবধি প্রায় যাহাদিগের কাহার সঙ্গে কাহার কোন সম্পর্ক নাই, এমন এক স্ত্রী এবং এক পুরুষের একত্র বিবাহ হয় এবং তাহাদিগের উভয়কে এক হইয়া যাবজ্জীবন থাকিতে হয়। বিবাহদ্বারা উভয়ের একত্র যে বন্ধনটি সম্পাদিত হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে উভয়ে এক হৃদয় হইয়া জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সুখী হইবে। এই একত্র বন্ধনের রজ্জু মনের মিল অর্থাৎ এই ঐক্যের আদিকারণ প্রেম। অন্যান্য প্রীতি, স্নেহ বা সৌহার্দ্দ এই প্রেমের ছায়া মাত্র। এই প্রেম যে সংসারে নাই সে সংসা-

---

করিতেন, এমন নয়, তাঁহারা অন্যকেও বেদ পাঠ করাইতেন। যথা হারীত বলিয়াছেন।

'দ্বিবিধাস্ত্রিয়ঃ; ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যো বধবশ্চ।
তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়ন মগ্নীন্ধনং
বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে চ ভৈক্ষ্যচর্য্যেতি।
সদ্যোবধূনা মুপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ। তত্মাগাম্যবিষয়ং।
'পুরাকল্পেষু নারীণাসৌঞ্জী বন্ধনমীষ্যতে
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথতি।'

রের কখন শ্রীবৃদ্ধি হয় না। কথিত আছে "যেখানে ঐক্য, সেখানে লক্ষ্মী।" কিন্তু "দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা" সদৃশী অর্থাৎ স্বামীর যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ স্বভাব বিশিষ্টা স্ত্রী পাওয়া কঠিন। যাহা হউক স্বভাবতঃ যাহা দুর্লভ চেষ্টাদ্বারা তাহা অনেক পরিমাণে সুলভ হইতে পারে। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য কিসে হয়? এখন সেইটী আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

দুইটি বিষম পদার্থের মধ্যে একটির বৈষম্য খণ্ডন না করিলে উভয়ের সমতা হয় না, অতএব পতি ও পত্নী এই উভয়ের যদি মনের মিল না থাকে, তবে এক জনের মন হইতে বৈষম্য দূর না করিলে সমতা হওয়া অসাধ্য। তবে কাহার মন হইতে বৈষম্য দূর করা যায়? ইহার উত্তর সহজ। মন্দকে ভাল করিয়া ভালর সহিত সমান করা উচিত, ভালকে মন্দ করিয়া মন্দর সহিত সমান করা কদাচ উচিত নহে। মন্দ কি এবং ভাল কি তাহাও সহজে জানা যাইতে পারে। কিন্তু এমন গৃহিণী বা এমন পতি কোথায়, যে আপনার মনের দোষ স্বীকার করেন এবং তাহা ত্যাগ করিয়া অপরের মনের সহিত সমতা করেন? এরূপ বিষম সমস্যা পূরণের উপায় এক মাত্র, পক্ষপাত শূন্য আত্মপরীক্ষা; তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ইতি পূর্ব্বেও এ বিষয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। যাহাহউক জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য করুণার কৌশল, বিরুদ্ধ প্রকৃতির স্ত্রী আর পুরুষ বহুকাল একত্র সহবাস করিতে করিতে তাহাদের স্বভাবের বৈষম্য ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান হয়। পরে সময়ের গুণে যেমন মাটীও প্রস্তর হয়, প্রস্তরও মাটী হয়, তেমনি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন উভয়ের মনও সহবাস বশতঃ সমভাবাপন্ন হয়। তবে অমিলের কারণ কি? স্বামী কিছু বিদ্যাভিমানী, নারী অশিক্ষিতা, এমন কারণ বশতঃ যে অনৈক্য, তাহা একটু বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলেই দূরীকৃত হইতে পারে। কেন না স্বামী বিবেচনা করুন, যে অশিক্ষিতা নারীকে শিক্ষিতা করা, বা তাহার মনে জ্ঞান ও নীতির বীজরোপণ করা তাঁহার নিজেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা না করিলে তাহার নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপরেই দোষ পড়ে।

অমিলের আর একটি কারণ এই স্বামীর যেমন অবস্থা হউক না, প্রায় স্ত্রীমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা যে অনেক অলঙ্কার দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করিয়া ও

অতি সুচিক্কণ বসন পরিধান করিয়া রূপবতীদিগের মধ্যে গণনীয়া হইব। যদিও অবস্থাবিশেষে এমন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে; তথাপি সকল নারীরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে "নারীরূপং পতিব্রতা" অর্থাৎ পতিব্রতাই নারীর রূপ। একথাটি কবির মুখে আসিল বা ছন্দে মিলিল বলিয়া অথবা নারীদিগের ভুলাইবার জন্য লিখিত হয় নাই; এ কথাটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। নারীর সতীত্ব ধর্ম্ম যে মুহূর্ত্তে নষ্ট হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার রূপের হানি হয়। যে নারীর লজ্জা নাই, ধর্ম্ম নাই, তাহার শ্রী বা কান্তি কদাচ থাকিতে পারে না। মানুষের মনের ভাব তাহার মুখ ও নয়নের ভঙ্গী বা কথার স্বরদ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং শরীরের স্বাভাবিক কদর্য্যতা অপেক্ষা মনের পাপ জনিত শ্রীহীনতা অধিক ঘৃণাজনক। অতএব পতি পত্নীকে যেমন অবস্থায় রাখিতে পারেন, বা যেমন অবস্থায় রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, পতিব্রতা নারীরও কর্ত্তব্য যে সেই অবস্থাতেই তিনি প্রফুল্লিতচিত্তা হইয়া পতিসেবা করেন। "নারীণাং ভূষণং পতিঃ" পতিই নারীর ভূষণ, অতএব অবস্থাবশতঃ যদি সামান্য ভূষণ না পাওয়াযায় তাহাতে ক্ষুব্ধচিত্ত হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান ভার্য্যাঞ্চ বিভব ক্ষয়ে" অর্থাৎ কার্য্যে প্রেরণদ্বারা ভৃত্যের পরীক্ষা হয়, এবং নারীর পতিপরায়ণতা পরীক্ষার সুযোগ পতির দরিদ্রাবস্থা। পতিসেবা বা পতিপরায়ণতাকে আজি কালিকার সভ্যাভিমানীগণ অসভ্যতা বা কুসংস্কার বলিতে পারেন এবং হিন্দুসমাজে 'পতিরেকো গুরুস্ত্রীণাং' বলিয়া যেরূপ ভাব আছে তাহা ন্যায়ানুগত নহে। কিন্তু সেবার অর্থ কাহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কল্যাণকর কার্য্য করা, পতির প্রতি সেরূপ [illegible]তে স্ত্রীর গৌরবই প্রকাশ পায়।

[illegible]অমিলের আর একটী কারণ এই যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে অনেক বিষয়ে স্বামীর ও স্ত্রীর মতের ঐক্য না হইতে পারে, এমন স্থলে কি উচিত তাহা না জানিয়া মনের অনৈক্য হয়। অতএব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে ন্যায় এবং অন্যায় বিবেচনার স্থলে ন্যায়ের পক্ষে মীমাংসা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সুবিধা ও অসুবিধা, লোকাচার ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে মান, অপমান, লাভ ক্ষতি ইত্যাদির দায় স্বামীর, সে স্থলে স্বামীরই কর্ত্তব্য

মীমাংসা করা; এবং তাহাতে বশীভূত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার আজ্ঞা-পালন করাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। শাসনের অধীনে থাকা সকলের পক্ষেই ঐশিক নিয়ম। সমাজ সম্বন্ধে যেমন রাজার শাসন, পরিবার সম্বন্ধে তেমনি পতির শাসন। রাজার অধীনতা স্বীকার না করা যেমন অন্যায়, পতির শাসনের অধীন না হওয়াও তেমনি অন্যায়। রাজনীতি যেমন রাজকার্য্যের উপর শাসন, ধর্ম্মনীতি তেমনি গৃহকার্য্যের উপর শাসন। অতএব পতি যদি সেই নীতি অনুসারে শাসন করেন তাহাতে পত্নীর অধীনতা স্বীকার না করা অধর্ম্মাচরণ, অথবা যে সকল বিষয়ে পতি দায়ী, সে সকল বিষয়ে তাহার মতই গ্রাহ্যকরা যুক্তিসিদ্ধ। সুশাসিতা স্ত্রী সংসারেব সুখবর্দ্ধিনী। কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বিষয়ে অনেক লোকের মনে অনেক প্রকার সংস্কার ও ভ্রম আছে, অতএব এ বিষয়ে স্থির চিত্তে বিবেচনা কবা কর্ত্তব্য যে যথেচ্ছাগমন, যথেচ্ছাচার কার্য্য, স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি প্রকার ব্যবহারের নাম যদি স্বাধীনতা হয় তবে সে স্বাধীনতা দেশান্তরিত হউক, কিন্তু যে স্থলে স্ত্রীলোকের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধন করিবার ক্ষমতা আছে, সেখানে স্বাধীনতার অভাব নাই। নীতি, যুক্তি ও সকল ধর্ম্মের অনুশাসন এই, যে পত্নী পতির অধীনে থাকিবেন।

যাহা হউক, কোন কোন স্থলে এদেশীয় রীতি ও শাস্ত্রদ্বারা স্ত্রীজাতির মর্য্যাদার যে হানি হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। শাস্ত্রে নারীকে বিশ্বাস করিতে একেবাবে বাবণ, যথা 'যোষিতাং নাবমন্যেত নচাসাং বিশ্বসেদ্বুধঃ। ন চৈবের্ষ্যুর্ভবেত্তাসু নাধিকুর্য্যাৎ কদাচন॥" স্ত্রীলোকদিগকে অবজ্ঞা করিবে না, বিশ্বাস ও করিবে না, তাহাদিগের প্রতি ঈর্ষাভাব প্রকাশ করিবে না এবং তাহাদিগের অধিকৃতও হইবে না, অর্থাৎ তাহাদিগের অ[illegible] হইবে না। স্ত্রীলোক অধীনে থাকিবে বলিয়া অবজ্ঞা করা বা তাহাদের [illegible] ঈর্ষাভাব প্রকাশ করা কদাচ উচিত নহে, এ উত্তম কথা, কিন্তু তাহাদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না এ কথার তাৎপর্য্য কি? বোধ হয় পূর্ব্বকালে অনেক স্থলে এরূপ শাসনের প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে, কিন্তু প্রকৃতাবস্থায় স্ত্রীলোককে এরূপ অবিশ্বাস করা কদাচ উচিত নহে। কারণভেদে কাহাকেও বিশ্বাস করা যেমন দোষ, অবিশ্বাস করাও তেমনি দোষ।

যাহার উপর বিশ্বাস নাই তাহার সহবাসে থাকাও উচিত নহে, এবং যে বিশ্বাসের পাত্র তাহাকে অবিশ্বাস করিলে সেও অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া যায়, এবং অনর্থ ঘটিয়া উঠে; অতএব অবিশ্বাসের নিশ্চয় কারণ না থাকিলে অবিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অবিশ্বাসের কারণ সে কালের পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে "ঘৃতকুম্ভ সমানারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্" অর্থাৎ অগ্নির নিকট ঘৃত লইয়া গেলেই যেমন গলিয়া যায়, সেইরূপ স্ত্রীলোক অপর পুরুষের নিকট যাইলেই ধর্ম্মনষ্টা হইবার আশঙ্কা হয়। বাস্তবিক এদেশের স্ত্রী এবং পুরুষদিগের যেরূপ অবস্থা তাহাতে একথা অসঙ্গত নহে এবং ব্যভিচার দোষ যেরূপ নিন্দনীয় তাহাতে সাবধানের ঘরে বিনাশ নাই। কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ শিক্ষা বিধেয় নহে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থে-ষন্যনিকেতনে। ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্য বিবর্জ্জিতাং॥" লোকযাত্রার উপলক্ষে, মহোৎসবে, তীর্থে এবং অন্য লোকের বাটীতে পুত্র কি বন্ধু সঙ্গে না দিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্ত্রীকে একাকিনী পাঠাইবে না। যাহা হউক ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যতদূর সাবধান হওয়া যাইতে পারে, তত দূর সাবধান হইবে, কিন্তু সাবধানতা ও অবিশ্বাসের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু যাহার উপর বিশ্বাস নাই, তাহার সহিত সহবাস করা অসম্ভব, সুতরাং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস জন্মিলে প্রেমের বিচ্ছেদ হয় এবং নানা দোষ ঘটে। অতএব ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনাদ্বারাই নারীরা যাহাতে অবিশ্বাসের পাত্র না হইতে পারে এমন যত্ন করা সর্ব্বতো ভাবে বিধেয়।

ভাষাজ্ঞান।

অলঙ্কার শাস্ত্র।

ভাষায় সম্পূর্ণ রূপে অধিকার লাভ করিবার জন্য ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার এই তিনটী শাস্ত্র শিক্ষা করা আবশ্যক। ব্যাকরণ শিখিলে শুদ্ধ রূপে লিখন ও কথোপকথন করা যায়; ন্যায়ে বিচার শক্তি জন্মে,

তাহা দ্বারা যথার্থ ভাববোধক শব্দ প্রয়োগ এবং যাহা বলা যায় বা লেখা যায় তাহা ঠিক্ যুক্তিসঙ্গত করা যায়; অলঙ্কারে ভাষার লালিত্য, মাধুর্য্য তেজস্বিতা, হৃদয়গ্রাহিতা কিসে হয় জানিতে পারা যায়। আমরা এই প্রস্তাবে অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা করিব।

অলঙ্কার শাস্ত্রের নাম শুনিয়া অনেকে ভয় পান যে একি এক কঠিন বিদ্যা—স্ত্রীলোকদিগের বোধ গম্য হইবার নহে। এটী ভ্রম। ইহা স্বাভাবিক এবং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, রমণীগণের শরীর যত না অলঙ্কারে ভূষিত, তাঁহাদিগের বাক্য তদপেক্ষা অধিক অলঙ্কারে পূর্ণ। কি হাস্য পরিহাস, কি বিলাপ ক্রন্দন, কি স্নেহ সম্ভাষণ, কি প্রণয় ও ভক্তি প্রকাশ নারীগণ এ সকল সময়ে প্রচুর অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কি বস্তু তাঁহারা জানেন না এবং স্থূল বিবেচনায় সকল সময়ে বিশুদ্ধ অলঙ্কার প্রয়োগ ও তদ্দ্বারা কবিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন না, এই জন্য তাঁহাদের পক্ষে অলঙ্কার শাস্ত্র কিছু২ জানা আবশ্যক।

অলঙ্কারের সহিত কবিতা ও বাগ্মিতার যেরূপ যোগ, তাহাতে অলঙ্কারের বিষয় বলিতে গেলে এ দুয়ের বিষয় উল্লেখ করিতে হয়। অতএব আমরা সর্ব্বাগ্রে এ দুয়ের মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মনঃ কোন একটি বিশেষ ভাবের অধীন হইলে, উহা ব্যক্ত করিতে গিয়া কবিত্ব প্রকাশ পায়: সুনীল মেঘ, সুগভীর সমুদ্র, উচ্চ পর্ব্বত শিখর, চিরতুষারমালা, বিচিত্র বনরাজি, পবিত্র চরিত্র মহাত্মাগণের হৃদয় বিমোহক গুণগরিমা ইহার প্রত্যেক কথা মনে এক একটি অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করে, এবং এই ভাব হইতে অতুল আনন্দ অনুভব হয়। যখন মনুষ্য তাহার এই হৃদ্গত ভাবটিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই কবিতার প্রথম সৃষ্টি হয়। বিশেষ২ ভাব জনিত যে অপূর্ব্ব আনন্দ নিজে অনুভব করিলাম, অন্যেও তাহার রসাস্বাদন করুক, হৃদয়ে যখন ঈদৃশ ইচ্ছা বলবতী হয়, তখন সেই হৃদয়ের উচ্ছলিত স্রোত স্বভাবতঃ নিজের উপযোগী এমন ভাষা অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায় যে অন্যের হৃদয়ে সহজে সেই ভাব উদ্দীপিত না হইয়া যায় না। এই উদ্যম ও অভিলাষেই বাগ্মিতার প্রথমোৎপত্তি।

আমরা সাধারণতঃ যাহাকে অলঙ্কার বলি, তাহাও এই স্বাভাবিক প্রণা-

লীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে আলঙ্কারিক প্রণালীতে মনের ভাব ব্যক্ত করা মনুষ্যের পক্ষে এত স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীত হয় যে, অমরা একথা শুনিয়ে কখন আশ্চর্য্য হই না, আমাদিগের ভাষার অনেক শব্দ সাদৃশ্য, বা বৈসাদৃশ্য হইতে প্রথমে উৎপন্ন হয়, পশ্চাতে যাহার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য রূপে প্রথমতঃ ব্যবহৃত হইযাছিল, বর্ত্তমানে উহারা তাহাকেই বুঝায়। আমাদিগের কথাটিকে একটু স্পষ্ট করিবার জন্য আমরা একটি উদাহরণ গ্রহণ করিতে পারি। দেখ এক শ্রী শব্দে 'লক্ষ্মী শোভা, সরস্বতী, ধর্ম্মার্থকাম, সম্পত্তি, অধিকার, বুদ্ধি, বিভূতি, প্রভা, কীর্ত্তি বৃদ্ধি, সিদ্ধি, পদ্ম, সরলবৃক্ষ, বৃদ্ধি নামক ঔষধ, নামের অগ্রে উল্লেখ করিবার চিহ্ন বিশেষ।' শ্রী শব্দ শ্রি ধাতু হইতে উৎপন্ন। শ্রি ধাতুর অর্থ আশ্রয়। এক এই আশ্রয় অর্থ হইতে শ্রী শব্দের কত অর্থ উৎপন্ন হইযাছে! এ সকল অর্থ যে আশ্রয় অর্থের পর পর সাহায্যে উৎপন্ন হইয়াছে, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। যাহা হউক আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই, যখন কোন ব্যক্তি হর্ষ, শোক, বিস্ময় বা কুতূহলাবিষ্ট হয়, তখন স্বভাবতঃ তাহার মুখ হইতে অনর্গল সাদৃশ্য রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার বাহির হইতে থাকে। আলঙ্কারিকেরা এই স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া বিচিত্রতার তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্রভাবের ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার নাম অর্পণ করিযাছেন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা আর একটু বিশদ করিবার জন্য বলা যাইতে পারে, যে বাহ্য বা আন্তরিক বিষয় আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করিল, অজ্ঞাতসারে চিত্রকরের চাতুর্য্য অবলম্বন করিয়া আমি তাহাকে যথাযথরূপে ভাষাতে চিত্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। চিত্রকর তাহার চিত্রে হৃদগত সৌন্দর্য্য তেমন জীবন্ত ভাবে চিত্রিত করিতে পারে না, ভাষায় যেমন উহা চিত্রিত হয়। চিত্রকর হইতে কবির ইহাতেই মহত্ব। এই যথাযথ চিত্রকে আলঙ্কারিকেরা স্বভাবোক্তি অলঙ্কার নাম দিয়া থাকেন। আমি এক জনের মুখশ্রী দর্শন করিয়া নিতান্ত বিমুগ্ধ হইলাম, আমি সেই আত্ম-বিমুগ্ধতা প্রকাশ করিতে কি করি? আর কোন একটি পদার্থ যাহা আমার নিকটে তৎসদৃশ মনোহর প্রতীত হইয়াছে, স্বভাবতঃ

আমি তৎসঙ্গে উহার তুলনা করিয়া থাকি। 'অহো! এই মুখ নির্ম্মল শশধর সদৃশ' যখন মুখ হইতে এই কথা বিনিঃসৃত হইল। তখনি উপমার সৃষ্টি হইল। উপমিত মুখের সৌন্দর্য্যে আমার মন যতই বিমুগ্ধ হয়, আমি উহাকে ততই সাদৃশ্যের বিষয়ের সঙ্গে অভেদ করিয়া ফেলি। ইহার মুখশশধর দর্শন করিয়া আমার চিত্তে অনুপম আনন্দ উচ্ছলিত হইতেছে। 'আহা এই নিষ্কলঙ্ক শশধর আমার হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। অহো! মুখ নয়, এ যে নিষ্কলঙ্ক শশধর' ইহা রূপক অতিশয়োক্তি, অপহ্নুতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভাবের আধিক্য হইলে এরূপ পদ বিন্যাস অত্যুক্তি নয়, অতি স্বাভাবিক। বস্তুতঃ অন্যান্য অলঙ্কারও যে এইরূপ স্বভাবতঃ ভাবাধিক্যে উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ অলঙ্কারের শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছে, ইহা অনায়াসে দর্শান যাইতে পারে।

আলঙ্কারিকেরা যাহাকে গুণ বলেন, তাহাও স্বভাবানুসারী। প্রণয় বা শোকোদিতে চিত্ত আর্দ্র হয় এবং তখন স্বভাবতঃ এমন কথা সকল আইসে যাহা মধুর। ইহাকেই মাধুর্য্য গুণ বলে। এইরূপ ক্রোধ উৎসাহ প্রভৃতিতে মন নিতান্ত উদ্দীপ্ত হয় এবং তখন যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, উহা উৎকট হইয়া থাকে। আলঙ্কারিকেরা ইহাকে ওজো গুণ বলিয়া থাকেন। আন্তরিক ভাব যত উজ্জ্বল হয়, তাহার প্রকাশও তত উজ্জ্বল হইয়া থাকে এবং শ্রোতার নিকটে তাহা অতি সহজে প্রতীত হয়। আলঙ্কারিকেরা ইহাকেই প্রসাদ গুণ কহেন। বস্তুতঃ ব্যাকরণ এবং তর্কশাস্ত্র শাস্ত্ররূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে ভাষা এবং যুক্তিপ্রণালী যেমন অগ্রে হইয়া থাকে, সেইরূপ অলঙ্কার শাস্ত্র উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে যে স্বভাবত গুণালঙ্কারাদির সূত্রপাত হইয়াছে ইহা স্বতঃ সিদ্ধ কথা।

বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রথমতঃ আমাদিগের হৃদয়ে কবিত্ব শক্তির উদ্রেক করে। এই জন্য আমরা মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় যে সকল কবিতা দর্শন করি, তাহা অধিকাংশ প্রকৃতির শোভা লইয়া বর্ণিত। প্রদোষ, প্রত্যূষ, গিরি, কানন, প্রস্রবণ, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি প্রকৃতিস্থ অবস্থাতে কাহার না হৃদয়কে বিস্ময়রসে প্লাবিত করে? সামাজিক উন্নতি সহকারে হৃদয়ের উন্নতি হয়, এবং তখন প্রণয়, বিস্ময়, ভয়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ,

জুগুপ্সা, হাস্য প্রভৃতি হৃদ্গত ভাব বাহ্য প্রকৃতি অপেক্ষা সাতিশয় চমৎকার জনক বলিয়া প্রতীত হয়। এই সময়ে বাহ্য প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ আর প্রধান না থাকিয়া এই সমুদায় হৃদ্গত ভাবের উদ্দীপক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এই সময়েই প্রকৃত কাব্য রচনা আরম্ভ হয়।

স্ত্রীরত্ন।

(গত বারের শেষ।)

কিন্তু হায়! বলিতে যে বাজয় হৃদয়ে,
শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে এবে কত নিকেতন।
অজ্ঞান আঁধার পশি হৃদয় নিলয়ে,
ঢেকেছে অবলা কুল-বিজ্ঞান-তপন॥

জ্ঞান, ধর্ম্ম হাবা হয়ে কত কুলাঙ্গনা,
প্রখর বিরোধানল জ্বালি অনিবার।
দিবা নিশি বাড়াইছে হৃদয় যাতনা,
ছার খার করিতেছে সোনার সংসার॥

যে রসনা বরষিত সুধা অনুক্ষণ,
কাল কুট তাহা হতে ক্ষরিছে কেবল।
পবিত্রতা জলে মগ্ন ছিল যেই মন,
পাপ পাঁকে ডুবে ডুবে হইছে সমল॥

দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থভাব বিষম বিলাস,
গর্ব্ব, অহঙ্কার আদি কীট নিরদয়।
কামিনী কুসুম দলে সদা করি বাস
একে একে হরিতেছে মধু সমুদয়॥

কোন গৃহে কলহের ভীষণ নিস্বন
উত্যক্ত করিছে সদা গৃহস্থের চিত।

ভীম মূর্ত্তি রমণীরে হেরি কোন জন
অবাক, বিস্মিত! গৃহ ত্যজিতে উদ্যত ॥

সরলতা, পবিত্রতা, নাহি ভালবাসা।
শান্তি সুখ পলায়েছে ছাড়িয়া ভবন।
ক্ষণ তৃপ্তি লভিবারে নাহি যাহে আশা,
কেমনে হইবে বল তাহে সুখী মন?

কোন কুল কলঙ্কিনী কুলে কালী দিয়া
পিশাচিনীপতি-প্রাণ করিয়া হরণ।
ননীর পুতলী সম সন্তানে তেজিয়া
অভিসার পথে সুখে করিছে গমন ॥

এই মত গৃহ কত নরক আলয
হইয়া দিতেছে সদা নিরয় যাতনা।
এ পোড়া শ্মশান বাস কার মনে লয
জ্বলিতে জ্বলন্তানলে কাহার বাসনা?

কোথা গো সাবিত্রী, সীতা নলের ঘরণী।
কোন দেশ উজলিছ পবিত্র কিরণে।
তোমা সবে হারা হযে ভারত জননী
দীনবেশে অশ্রুধার ফেলে দুনয়নে ॥

দেখে যাও ভারতের দুর্দ্দশা এখন,
চরে না এ বনে আর প্রিয় কুরঙ্গিণী।
শুকাইয়া গেছে সুখ শান্তি-প্রস্রবণ,
আকুলিছে বন সদা শার্দ্দূলী তাপিনী ॥

প্রশান্ত সরসী সম ছিল যে ভবন,
নারীকুল-কমলিনী সুগন্ধ বিতরি—
সতত তুষিত যথা নেত্র প্রাণ মন,
এমন সুখের বাস কে লইল হরি?

যবে গো, নির্দ্দয় মতি যবনের দলে,
দলন করিয়াছিল নানা অত্যাচারে।
তদবধি হারা হয়ে সুতা কুলোজ্জ্বল,
ভাসেন ভারত মাতা শোকের পাথারে॥

রহিবে কি চির দিন বিষাদ-রজনী?
হর্ষ দিবা সমাগম হবে না কি আর?
কত কাল ভারতের রোদনের ধ্বনি,
ব্যাকুল করিবে বল জগৎ সংসার?

ওহে জ্ঞান অভিমানী শিক্ষিতের দল।
এখনো কি ঘুচে নাই যবনেব ভয়?
কুলনারীগণ হারা হয়ে জ্ঞান-বল।
দেখিছ না করিতেছে কত কুলক্ষয়॥

ছাড় অভিমান, ধর বিবেক বচন,
যোগ দেও এসে ভাই তাঁহাদের সনে।
বামাকুল হিতে যাঁরা করি প্রাণপণ,
সহিছেন কত কষ্ট অব্যাকুল মনে॥

শ্রেয়ানুসারিণী প্রিয় ভগিনি সকল!
তুলিতেছ জ্ঞান-ফুল তোল সযতনে।
ধরম-সূত্রেতে গাঁথি এ প্রসূন-দল
পর গলদেশে মাথি বিনয় চন্দনে।

মলিন হবে না ফুল জনমে কখন,
উজ্জ্বল হইবে আরো সূত্রের আভায়,
পরম যতনে হৃদে রাখ এ রতন,
পাইবে পরমানন্দ যাইবে যথায়॥

নহে এ সামান্য মালা জগত উজ্জলা,
সুবাসেতে পূর্ণ করে সকল ভুবন।
বাড়াবে সৌন্দর্য্য মরি জিনিয়া চপলা,
ভাসায়ে আনন্দনীরে হৃদয় কানন॥

যবে এ কুসুম দামে আদর করিয়া—
পরিবে সুগল দেশে সব সীমন্তিনী।
তখনি জুড়াবে গন্ধে ভারতের হিয়া,
শোভিবে কামিনীকুল হয়ে শ্রীরূপিণী॥

শান্তি সুশীতল নীরে প্রতি নিকেতন
মগন থাকিবে সদা,—কুল কন্যাগণ—
ভকতি কুসুম লয়ে হৃদে অনুক্ষণ
জগত—জননী পদ করিবে পূজন।
আহা মরি! চারি দিক হবে মধুময়!
কবে সে সুখের দিন হইবে উদয়?

নীতিগর্ভ উপন্যাস।

সর্পের মস্তকে ও লাঙ্গুলে বিবাদ।

একটী সর্পের লাঙ্গুল অনেক দিন মস্তকের আদেশ অনুসারে চলিয়াছিল এবং তাহাতে কাহার কোন গোলযোগ হয় নাই। একদিন লাঙ্গুল এই স্বাভাবিক ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া মস্তককে বলিল—"শোন্ মাথা মুণ্ড! আমি অনেক দিন অবধি তোর অন্যায় আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া আছি। আমরা যেখানে যাই, তুই মুখপাত হইয়া আগে আগে চলিস্, আর আমি যেন কেনা চাকর, নত হইয়া ঘেঁসড়াইয়া ঘেঁসড়াইয়া তোর পাছু পাছু যাই। তুই সকল বিষয়ে আগে, আর আমি হতভাগা পাছেই, পড়িয়া থাকি। একি ন্যায়সঙ্গত, না উচিত কর্ম্ম? তুই যে শরীরের, আমিও কি তাহার এক

অঙ্গ নই ? তুই শরীরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবি, আর বল্ দেখি আমি করিব না কেন ?” মস্তক উত্তর করিল, “নির্ব্বোধ লাঙ্গুল ! তুমি শরীরকে চালাইবে ! তোমার চোক্ নাই যে বিপদ্ দেখিবে, কান নাই যে তার সংবাদ পাইবে এবং মস্তিষ্কও নাই যে তাহাদ্বারা বিপদ্ উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবে। তুমি কি দেখিতে পাও না যে আমি যে কর্ত্তৃত্ব করি সে কেবল আমার নিজের সুখের জন্য নয় ?” লাঙ্গুল বলিল, “তা বৈকি ! ‘আমার নিজের সুখের জন্য নয়’ ঠিক্ কথা ! সকল একাধিপত্যভোগী অত্যাচারী-দের মুখে এই কথা শুনা যায়। তাঁরা সকলেই বলেন ‘তাঁহাদের দাসদিগের উপকারার্থ শাসন ভারগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমি এরূপ কথা আর শুনিতে চাই না। এখন হইতে আমি কর্ত্তৃত্ব করিব এবং তাহা না হইলে ছাড়িব না।”

লাঙ্গুল উত্তর করিল “ভাল ভাল ! তা এত রাগ কেন ? আজি হইতে তুমি শরীর চালাইয়া লইয়া যাও।” লাঙ্গুল আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া শরীর চালাইতে প্রবৃত্ত হইল। কোথা যাইবে জানে না, যাহোক সটান চলিল এবং এক মহাপঙ্কে গিয়া পড়িল। কাদার মধ্যে সমুদায় শরীর ফেলিয়া অনেক কষ্টে চলিতে লাগিল এবং হাচড়াইয়া হাচড়াইয়া যৎপরো-নাস্তি পরিশ্রম ও কষ্টভোগের পর ডাঙ্গায় উঠিল। কিন্তু শরীরটীতে এমনি কাদা লেপিয়া গেল যে তাহা দেখিয়া আর সাপ্ বলিয়া চিনিবার যো নাই।

লাঙ্গুল দ্বিতীয় বার যাত্রা করিল, যাইতে যাইতে একটা কাঁটা বনের মধ্যে জড়াইয়া গেল। বড় কষ্ট হইল, সমুদায় শরীর কুঁকড়াইয়া যত টানাটানি করিতে লাগিল, তত আরও জড়াইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইল। এ সময়ে ভাগ্যে মাথা সাহায্য দান করিল, তাই বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ হইল, নতুবা এইখানেই সর্পের জীবন লীলা সম্বরণ করিতে হইত।

লাঙ্গুল মহাশয়ের তথাপি চৈতন্য হইল না, তখনও দর্প চূর্ণ হয় নাই। সে তথাপি কর্ত্তৃত্ব ছাড়িতে চাহিল না। ইহা এবারে চলিয়া একটী অগ্নি-কুণ্ডে গিয়া পড়িল। সমুদায় শরীর ঝলসাইয়া দারুণ যাতনায় ছট্‌ফট্

করিতে লাগিল। লেজ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, সমুদায় শরীর পুড়িতে লাগিল, কেবলি ভয়ানক যাতনা ও ছট্‌ফটি! মস্তক আবার বন্ধুভাবে সাহায্য করিতে আসিল। কিন্তু হায়! সাহায্যের সময় অতীত হইয়াছে; লাঙ্গুল দগ্ধ হইয়া একেবারে ভস্মসাৎ হইয়াছে। আগুণ ক্রমে ক্রমে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, অন্ত্র পুড়াইতে লাগিল এবং অবশেষে সকল অঙ্গের সঙ্গে মস্তকও ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। মস্তক কেন বিনষ্ট হইল! নির্ব্বোধ লাঙ্গুলকে কেন চালাইবার ভার দিল!

যে সকল লোক বিবেকেব হস্ত হইতে কর্তৃত্ব ছাড়াইয়া লইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তির উপর আপনাদের চালাইবার ভার সমর্পণ করে, তহাদের এই গতি ও এই দশা হয। ফল কথা এই, যাঁহারা স্বর্গীয় বিবেকের অনুবর্ত্তী হন তাঁহারা কুশলে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং স্বর্গেব আলোকে আলোকিত হন। যাহাবা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হয়, তাহাদের পদে পদে যন্ত্রণা এবং অবশেষে নিশ্চয়ই মৃত্যু গ্রস্ত হইতে হয়।

অধিক বয়সে বিদ্যাশিক্ষা।

লোকে কথায় বলে 'বয়স বুড় হয বলে বিদ্যা বুড় হয় না।' একথাটী অতি যথার্থ। বাল্যকাল বিদ্যারম্ভের প্রকৃত সময় বটে, কিন্তু যে বয়সে হউক যত্ন ও পরিশ্রম কবিলে কোন কার্য্যই অসম্পন্ন থাকে না—তবে বিদ্যাশিক্ষা কেন না হইবে? দুঃখের বিষয় এই, লোকে কথায যা বলে কাজে তা করে না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যাহাদের ভাগ্যে প্রথম বয়সে বিদ্যাশিক্ষা হয় না, তাহারা এককালে ঠিক্ করে যে অধিক বয়সে ইহা অসম্ভব, ইহার জন্য চেষ্টা করা বৃথা। এই কারণে এদেশের পুরুষগণের অধিক উন্নতি হয় না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির পথ এককালে রুদ্ধ হইয়া থাকে। এদেশের যেরূপ প্রথা, তাহাতে অধিকাংশ নারীর বাল্যকালে অক্ষর পরিচয়ও হয় না, যাঁহারা অল্পশিক্ষা লাভ করেন, তাঁহারা আবার একটু বয়স হইলে ঔদাস্য পূর্ব্বক ছাড়িয়া দেন। আমরা এমনও দেখিতে পাই, আজি কালি এদেশের অনেক পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার জন্য উৎসাহান্বিত

হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাপন পত্নী ভগিনী, মাতা বা অন্য আত্মীয়াকে বিদ্যাশিক্ষার্থ অনুরোধ করেন, কিন্তু অনেকে এক বয়সের আপত্তি করিয়া যেমন আছেন তেমনি থাকিতে চান। এইরূপ আপত্তিকারিণীদিগের যদি কিছু উপকার হয়, সেই প্রত্যাশায় আমরা গুটিকত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা দেখিলে সকল বুঝিতে পারিবেন যে অধিক বয়সে লেখা পড়া আরম্ভ করিয়াও কতলোকে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কেবল লেখা আর পড়া নয়, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, আইন, গ্রন্থরচনা প্রভৃতি সকল বিদ্যাই অধিক বয়সে শিক্ষা করা যায়, ইহা হইতে তাহারও দৃঢ় প্রমাণ পাইবেন।

এদেশে কবি কালিদাসের তুল্য পণ্ডিত আর নাই। কিন্তু তিনি কত বয়সে বিদ্যারম্ভ করেন, তাহার গল্প সকলেই জানেন। তিনি অনেক বয়স পর্য্যন্ত নিরেট মূর্খ ছিলেন, কয়েকটী ধূর্ত্ত পণ্ডিতের কৌশলে কর্ণাটের রাজ-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ঐ স্ত্রীলোকটী অদ্বিতীয় বিদ্যাবতী ছিলেন, তাঁহার স্বামী 'উষ্ট্র' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে না পারাতে রাগে ও ঘৃণায় তাঁহাকে পদাঘাত করেন। কালিদাস সেই অবধি বিবেকী হইয়া বিদ্যার সাধনা করেন এবং পরে 'সরস্বতীর বর পুত্র' বলিয়া বিখ্যাত হন। এদেশে আরও কতকগুলি ঈদৃশ উপাখ্যান আছে। কিন্তু সে গল্প কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা ইংরাজী ইতিহাস হইতে কয়েকটী নিঃসংশয় উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

১। মহাত্মা সক্রেটিস যখন বৃদ্ধ, বার্দ্ধক্যে তাহাকে অভিভূত করিয়া না ফেলে এই জন্য সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন।

২। রোমের বিখ্যাত সেনাপতি কেটোর যখন ৮০ বৎসর বয়স, তখন তিনি গ্রীক ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন।

৩। গ্রীক্ নীতিবেত্তা প্লুটার্ক ৭০। ৮০ বৎসরের মধ্যে লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন।

৪। বোকাসিও ৩০ বৎসর বয়সে সুকুমারশাস্ত্র শিখিতে আরম্ভ করেন এবং টস্কানীর সর্ব্ব প্রধান তিন জন ভাষাজ্ঞের মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য হন।

৫। সার হেনরী স্পেলমান যৌবনকালে বিজ্ঞান শিক্ষায় অবহেলা করেন, পরে ৫০। ৬০ বৎসরের সময় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়া একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ও প্রাচীন ইতিবৃত্তবিৎ বলিয়া বিখ্যাত হন।

৬। ফ্রান্সের রাজমন্ত্রী কলবার্ট ৬০ বৎসর বয়সের সময় লাটিন ও রাজনীতি শিক্ষার পুনরারম্ভ করেন।

৭। ইংলণ্ডের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেট ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ণজ্ঞান লাভ করেন নাই। তৎপরে বিদ্যারম্ভ করিয়া তৎকালের একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান বলিয়া গণ্য হন।

৮। লুডোবিকো ১১৫ বৎসর বয়সে তাঁর সময়ের বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হন, ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বল্‌টেয়ার নিজে অধিক বয়সে অনেক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও এই বৃদ্ধের আশ্চর্য্য ক্ষমতার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন।

৯। ওগলবি ৫০ বৎসর অতীত হইলে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন এবং দুই ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্য হোমার ও বার্জ্জিলের অনুবাদ সম্পন্ন করেন।

১০। ফ্রাঙ্কলিন ৫০ বৎসরের পর প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

১১। আকর্সো নামে এক প্রধান আইনজ্ঞ অধিক বয়সে আইন শিখিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিলেন "আমি অধিক বয়সে শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই জন্য অল্প কালে শিখিতে পারিব।"

১২। ইংরাজী কবি ড্রাইডেনের বয়স যখন ৬৮ বৎসর, তখন তিনি ইলিযড নামে গ্রীক মহাকাব্য অনুবাদে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুমিষ্ট যে সকল গ্রন্থ, তাহা বৃদ্ধকালে লিখিয়াছেন।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও বহু সংখ্যক সঙ্কলন করা যাইতে পারে। যাহা-হউক 'বয়সের জন্য বিদ্যাশিক্ষার আপত্তি করা বৃথা' একথাটী যদি এদেশের নারীগণ বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমরা সুখী হইব।

হীরক।

প্র। সকল রত্নের মধ্যে অধিক মূল্যবান্ কি?

উ। হীরক।

প্র। হীরকের গুণ কি?

উ। আমরা যত পদার্থ জানি, তার মধ্যে হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল।

প্র। ইহা যে এত কঠিন, তার প্রমাণ কি?

উ। হীরকদ্বারা সকল পদার্থে দাগ দেওয়া যায়, কিন্তু কোন পদার্থ ইহাতে দাগ দিতে পারে না। হীরকের ধারেই হীরক কাটিতে হয়।

প্র। হীরকের ধার কি কাজে লাগে?

উ। কাচ ব্যবসায়ীরা কাচ কাটিবার জন্য হীরক ব্যবহার করে, ইহা ভিন্ন তাহাদের চলে না।

প্র। সর্ব্বোৎকৃষ্ট হীরকের লক্ষণ কি?

উ। তাহা ফটিক জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত। যে হীরক যত নির্ম্মল জলের ন্যায়, তাহার মূল্য তত অধিক।

প্র। হীরক কি কি রঙের দেখা যায়?

উ। কতকগুলি গোলাপী, কতকগুলি ঈষৎ নীল, পীত, বা পাটল বর্ণের।

প্র। অধিকাংশ হীরক কোন্ কোন্ স্থান হইতে পাওয়া যায়?

উ। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল এবং ভারতবর্ষ হইতে।

প্র। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশে হীরকের খনি আছে।

উ। গলকণ্ডা, বুন্দেলখণ্ড।

প্র। হীরক কোথায় কি অবস্থায় পাওয়া যায়?

উ। ইহা কয়লার খনির মধ্যে মাটীর সহিত মিশ্রিত দেখা যায়। মাটী পরিষ্কার করিয়া জলে ধৌত করিলে উজ্জ্বলতা দেখিয়া হীরক চেনা যায়।

প্র। হীরককে কি কি আকারে কাটিয়া থাকে?

উ। গোলাপ ফুলের ন্যায়।

প্র। হীরকের মূল্য কিরূপে স্থির হয়?

উ। ৪ গ্রেণ অর্থাৎ যবোদরে এক কারাট মাপ হয়, এই মাপে হীরকের দাম ঠিক্ হইয়া থাকে।

প্র। তৈয়ারী হীরার এক কারাটের কত দাম?

উ। ৮০ টাকা।

প্র। যত কারাট ওজনে, দাম কি তত গুণ হয়?

উ। না। ৪ কারাট হীরার দাম, ৪ কে ৪ দিয়া গুণ করিলে যত হয় তাহার ৮০ গুণ অর্থাৎ ১২৮০ টাকা। ১২ কারাটের দাম ১২ কে ১২ গুণ করিয়া যত হয় তাহার ৮০ গুণ অর্থাৎ ১১৫২০ টাকা। দাম নিরূপণের এইরূপ নিয়ম।

প্র। পৃথিবীতে যত হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃহৎ কোন্ টী?

উ। ব্রাগাঞ্জা হীরক, তাহার ওজন ১৬৮০ কারাট, বা ১২ ঔন্স, বা এক তোলা। ইহা ব্রেজিলের সম্রাটের হস্তে আছে।

প্র। ইহার নীচে কোন্ হীরক?

উ। বোর্ণিও দ্বীপের মাটানের রাজার নিকট এই দ্বিতীয় হীরক আছে। ইহার ওজন ৩৬৭ কারাট, বর্ণ অতি স্বচ্ছ জলবৎ, আকৃতি ডিম্বের ন্যায়।

প্র। তৃতীয় স্থলে কোন্ হীরক গণ্য হইতে পারে?

উ। কোহিনুর। ইহা গলকণ্ডা হইতে উৎপন্ন। ইহা মহারাজ রণজিৎ সিংহের ছিল, এক্ষণে ইংলণ্ডেশ্বরী বিক্টোরিয়ার মুকুটকে উজ্জ্বল করিয়া আছে।

প্র। ইহা আমাদের মহারাণী কিরূপে পাইলেন?

উ। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল। সেই সুযোগে ইংরেজেরা পঞ্জাব জয় করিয়া অধিকার ভুক্ত করিলেন এবং রাজসম্পত্তি কোহিনুর হীরকও হস্তাগত করিলেন।

প্র। ইহার নাম কোহিনুর কেন?

উ। কোহিনুর পারসী শব্দ, ইহার অর্থ আলোকের পর্ব্বত। ইহা অত্যন্ত উজ্জ্বল বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হয়।

প্র। ইহার আকার ও মূল্য কিরূপ?

উ। ইহা গোলাপের ন্যায় কাটা এবং এক্ষণে ওজনে ১০৩ কারাট। কাটিবার পূর্ব্বে ইহার ওজন ৯০০ কারাট ছিল শুনা যায়। ইহার মূল্য ১২ লক্ষ টাকা।

প্র। অধিক দামী হীরক আর কোথায় কোথায় আছে?

উ। 'দক্ষিণ তারক' নামে আর একটী হীরক ব্রেজিলে আছে, তাহার ওজন ২৫৪ কারাট এবং তাহা কোহীনুরের নীচে গণ্য। রুসিয়ার সম্রাটের নিকট অর্লণ্ড নামে এক হীরক আছে, ওজনে ১৯৫ কারাট। তিনি ইহা একজন গ্রীক বণিকের নিকট ক্রয় করেন, তজ্জন্য বণিককে নগদ

৯ লক্ষ টাকা দেন এবং সে যতদিন বাঁচিবে ৪৫ হাজার টাকা বার্ষিক দিতে স্বীকার করেন। প্রুসিয়ার সম্রাটের নিকট যে হীরক আছে তাহা পরিমাণে ১৩৮ কারাট। ইহা প্রথমে মান্দ্রাজের গবর্ণর পিট সাহেবের ছিল, ফ্রান্সের অর্লিন্সের ডিউক যখন রাজপ্রতিনিধি ছিলেন ১৩ লক্ষ টাকায় ইহা ক্রয় করেন। মহাবীর নেপোলিয়ন আপনার তরবারের বাঁটে ইহা বসাইয়াছিলেন। তিনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইলে ঐ হীরক প্রুসীয়দিগের হস্তগত হইল। অষ্ট্রিয়া সম্রাটের ১৩৯ কারাট ওজনের এক হীরক আছে, তাহার মূল্য ১০ লক্ষ টাকা, দোষের মধ্যে তাহা ঈষৎ পীতের আভাযুক্ত। ফ্রান্সের ডিউক অব বর্গণ্ডীর দুই খণ্ড হীরক ছিল। ডিউক এক যুদ্ধস্থলে হত হইলে হীরক খণ্ডদ্বয় হৃত হয়। তাহার একখণ্ড সান্সী নামে প্রসিদ্ধ। ইহা একজন রুশীয় সম্ভ্রান্ত লোক ৮ লক্ষ টাকায় কিনিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ড একজন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে কুড়াইয়া পাইয়া ২॥০ টাকায় বেচিয়াছিল। ইহা অনেক হাত ফিরিয়া এখন ধর্ম্মগুরু পোপের মুকুট সুশোভিত করিতেছে। ইহার মূল্য ১২ লক্ষ টাকা হইবে।

প্র। হীরক কি কি পদার্থে নির্ম্মিত?

উ। কয়লা যে যে পদার্থে, ইহাও ঠিক্ সেই সেই পদার্থে প্রস্তুত, কেবল রাসায়নিক যোগের ভিন্নতা মাত্র।

প্র। কয়লা হইতে কি হীরক প্রস্তুত করা যায়?

উ। করা অবশ্য যায়; কিন্তু সহজ নহে। লেবয়সর নামে ফরাসী দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অনেক পরিশ্রম ও কৌশল করিয়া কয়লা হইতে হীরক প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা কয়লা ও হীরক যে এক পদার্থ তাহা দেখাইয়াছেন।

প্র। সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য রত্ন হীরক ও কয়লাতে এক পদার্থ?

উ। পৃথিবীর মহামূল্য রত্নের অহঙ্কার করা বৃথা। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে ১২ লক্ষ টাকার এক খণ্ড হীরক ২॥০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু হীরকের যথার্থ দাম মহারাজ রণজিৎ সিংহকে এক জন রাজা বলিয়াছিলেন। জনশ্রুতিতে শুনা যায়, কোহিনুর হীরক একজন মুসলমান নাজাব ছিল। রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে জয় করিয়া উক্ত হীরক তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয় এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন ইহার

প্রকৃত মূল্য কি? তিনি বলিলেন 'পাঁচ জুতি'। অর্থাৎ 'আমি এক রাজাকে জয় করিয়া জুতা মারিয়া লইয়াছি, তুমি আমার নিকটে সেই-রূপে লইলে।' এক্ষণে ইংরেজ বাহাদুরেরাও সেই মূল্য দিয়া রণজিৎ সিংহের ভাণ্ডার হইতে তাহা লইয়াছেন। অতএব হীরকের মূল্য 'পাঁচ জুতি' ঠিক্ কথা।

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডে সচরাচর স্ত্রীলোক-দিগের যে বয়সে বিবাহ হয় তাহার একটী তালিকা দেখা গেল। ইংলণ্ডে যত রমণী বাস করেন তাহার সাত ভাগের এক ভাগ ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহিত হন, অর্দ্ধেক ২০ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে, তিন ভাগের ২ ভাগ ১৫ হইতে ২৫ বৎসরে। ১৫ হইতে ২৫ বৎসর ॥৶০ দশ আনার অধিক স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, যে ছয় আনা অবশিষ্ট থাকেন, ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তাহাদের শুভ বিবাহ হইয়া থাকে। ১৫ হইতে ২০ বৎসরে যত পুরুষের বিবাহ হয়, তাহার ছয় গুণ স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়। ২০ হইতে ২৫, স্ত্রীও পুরুষে প্রায় সমান। অধিক বয়সে পুরুষের বিবাহ সংখ্যা যত, স্ত্রীলোকের তত কখনই হইতে পারে না।

আমাদের দেশের বিবাহের তালিকা না থাকাতে আমরা ঠিক্ বিবরণ দিতে পারি না, তবে বলিতে পারি, আট আনা স্ত্রীলোকের বিবাহ ১০।১১ বৎসরের মধ্যে হয়। অবশিষ্ট ॥০ আনার মধ্যে।৶১৯৮=র বিবাহ ১২।১৩ বৎসরে হয়। যে এক ক্রান্তি অবশিষ্ট থাকে, তাহা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্মদিগের গৃহের বালিকা মাত্র।

২। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, ছোট নাগপুরের স্ত্রী-নর্ম্মাল বিদ্যালয় হইতে ১২ জন ছাত্রী অসচ্চরিত্রতা নিবন্ধন তাড়িতা হইয়াছে।

৩। গত ৪ টা ও ৫ ই আশ্বিন যশোহর, পাবনা, প্রভৃতি অঞ্চলে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় ঝড়ের লক্ষণ বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়াছিল।

৪। সোমপ্রকাশ লিখিয়াছেন, "ইংরাজ রাজদূত নেপল্সের গর্ভবতী রাণীর সমক্ষে কুৎসিত ভাবে নৃত্য করায় রাজ্ঞী হাসিতে হাসিতে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।" গর্ভিণী নারীর পক্ষে অতি হাস্য; শোক প্রভৃতি অনিষ্ট জনক, ইহা বৈদ্যক শাস্ত্রেরও মত।

৫। সম্প্রতি মহারাণী বিক্টোরিয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। ইংরেজ জাতি নিজে স্বাধীন প্রকৃতি; তাঁহারা অন্য জাতিকেও স্বাধীন করিবার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। শুনা যাইতেছে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে আফ্রিকায় যুদ্ধ বাঁধিবে, কিন্তু ইংরেজ জাতি কি সেই ভয়ে কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হইবেন?

৬। নরওয়ে দেশের এক জাহাজাধ্যক্ষ এক বৃহৎ সামুদ্রিক সর্প দর্শন করিয়াছেন। ইহা দীর্ঘে প্রায় ৫০ হস্ত, ইহার পিঠে মাছের ন্যায় চারিটী ডানা আছে, বর্ণ ঈষৎ হরিৎ সংযুক্ত পীতবর্ণ, মধ্যে মধ্যে পাটল বর্ণের ফোঁটা দেওয়া, ইহার শরীরের বেড় চারি হস্ত। ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া অসম্ভব বলা যায় না।

৭। আমেরিকায় একটী রমণী ফটোগ্রাফী অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত দ্রুত লিখন প্রণালী শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি তত্রত্য প্রতিনিধি সভার কার্য্য বিবরণ সকল লিখিয়া থাকেন।

৮। ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইতেছি। জুলাই মাসে ২৩টী ছাত্রী ছিল, আগষ্টে ২৬ এবং সেপ্টেম্বরে ৩১টী হইয়াছে। বাহির হইতে ছাত্রী আনিবার জন্য স্কুলের গাড়ী হইলে অনেক ছাত্রী পাইবার সম্ভাবনা।

৯। অবলাবান্ধব লিখিয়াছেন "কৃষ্ণবর্ণকে শ্বেত বর্ণে পরিণত করিবার এত দিন পরে এক উপায় বহির্গত হইয়াছে। যিনি কৃষ্ণবর্ণকে শ্বেত করিতে চান, তাঁহার শরীর প্রথমত কোন ক্ষারের জল দিয়া ধৌত করিতে হইবে, এবং শরীর উত্তম করিয়া ধৌত করিয়া উত্তপ্ত গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে। গৃহটী এত উত্তপ্ত করিতে হইবে যে, তথায় তাপমান যন্ত্রে ১২০ অংশ পারা উঠিবে। এই উত্তপ্ত গৃহে ক্রমাগত ১৫ মিনিট থাকিয়া ক্লোরাইন নামক পদার্থ-মিশ্রিত জলে অবগাহন করিতে হইবে। পূর্ব্বে উক্ত গৃহে অবস্থিতি জন্য লোমকূপের মুখ সমুদয় খুলিয়া যায়, এবং এই সকল দ্বার দিয়া শরীরস্থিত রঞ্জক পদার্থের সঙ্গে ক্লোরাইন গিয়া মিশ্রিত হয়। তৎপরে শরীরের মধ্যে উক্ত পদার্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোমকূপের মুখ বন্ধ করা কর্ত্তব্য, এবং এই নিমিত্ত

একটী বরফের গৃহে প্রবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বরফের গৃহে উপস্থিত হইলে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু এই যন্ত্রণা ১০ মিনিট মাত্র সহ্য করিতে হইবে, এবং ইহার পরে তাপমানের ১৪০ অংশ উত্তপ্ত জলে অবগাহন করা প্রয়োজন। ইহাদ্বারা লোমকূপের মুখ আবার খুলিয়া যায়, এবং ক্লোরাইন কর্তৃক শরীরের রঞ্জক পদার্থ নির্গত হইয়া বর্ণ শ্বেত হইয়া যায়। এত দিন পরে, যে সমুদয় বাঙ্গালী সাহেব হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল, তাহাদের আর ভাবনা থাকিল না।" এত কষ্টের চেয়ে শরীরটা ধোপার পাটে কাচিয়া আনিলে হয়।

১০। আমরা শুনিয়া যার পরনাই আহ্লাদিত হইলাম, বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব এদেশের সামান্য লোকদিগের শিক্ষাবিধানার্থ সাড়ে চারিলক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা হইতে আপাততঃ সাত হাজার পাঠশালা স্থাপিত হইবে। এদেশে স্ত্রীলোক এবং শূদ্র অথবা ইতরলোক চিরকাল ঘৃণিত হইয়া আছে, তাহাদিগের উন্নতির স্বপক্ষতা দূরে থাকুক, বিপক্ষতা করাই এক প্রকার এদেশের প্রথা। সর্ব্বাপেক্ষা কৃপার পাত্র এই দুই শ্রেণীর অবস্থোন্নতির উপায় করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত রাজধর্ম্ম পালন করা হয়।

বামাগণের রচনা।

সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মিকা সমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক বক্তৃতা।

দুই দিবস যোগের পর আবার মনুষ্য একেবারে জীবন হারাইয়া যখন মৃত্যুর অবস্থায় পতিত হয়, তখন ঈশ্বর কোথায়, আমি কোথায়, কেন উপাসনা ভাল লাগে না, কেন পাপে জ্বালা বোধ করিয়া চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হয় না, পাপ আর হৃদয়ে আঘাত করে না? এই চিন্তায় মন আন্দোলিত হইতে থাকে। এই রূপ অবস্থায় মনুষ্য এই মাত্র আলোক দেখিয়াছিল, হঠাৎ অন্ধকার দর্শন পূর্ব্বক নিরাশ কূপের অতলস্পর্শ গভীর গর্ত্তে নিমগ্ন হয় অথচ অনুতাপে তাহার অন্তর দগ্ধ হইতে থাকে "এই বলিলাম এ কার্য্য করিব না, ইহা দ্বারা আমার উপাসনার ব্যাঘাত জন্মিতেছে, বারম্বার প্রতিজ্ঞা করিলাম এবং পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলাম, পিতঃ

পাপ হইতে মুক্ত কর, আমি পাপের জ্বালায় অস্থির হইয়া আর কত দিন কাঁদিব? কবে তুমি দেখা দিয়া প্রাণে জুড়াইবে, তোমার সাক্ষাতে বলিলাম যাহা বলিবে তাহাই শুনিব এই তোমার জন্য হৃদয়ের এত ব্যাকুলতা হইল যাহা ইহার পূর্ব্বে আর কখন হয় নাই; তবু তুমি দেখা দিলে না। যে সকল পাপের জন্য ক্রন্দন করিয়াছি, তা ত গেল না। যে আশা পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুলিত হৃদয়ে প্রার্থনা করিলাম তাহা যেমন তেমনি রহিল, তাহার কণা মাত্র পূর্ণ হইল না।" মনোমধ্যে এই ভাব দেখিয়া আমরা আরও নিরাশ হইয়া দয়াময় ঈশ্বরের নামে কলঙ্ক আরোপ করি। কিন্তু হায়! কিসের জন্য যে আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে না, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া পুণ্যময় পরমেশ্বরের নিন্দাবাদ করিতে থাকি। এরূপ নিরাশা আমাদিগের একটি মহা পাপ।

নিরাশার কারণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস। যদি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের আত্মার মূলে নিরাশা রূপ মহান্ শত্রু স্থান পাইত না।

নিরাশার আরো দুইটি কারণ আছে—সরল প্রার্থনা ও অসরল প্রার্থনা। অনেক সময় আমাদিগের এমন প্রার্থনা করা হয় যে মুখে কত কাতর বচন বহির্গত হইতেছে, কিন্তু হৃদয় তত কাতর হয় না। অনেক বাগাড়ম্বর দ্বারা পিতার নিকট প্রার্থনা করি, কি যে বলি, কি ভাবের যে উপাসনা হয়, তাহা স্মরণ থাকে না। কোন্ অভাবটির জন্য যে প্রার্থনা করিতেছি, তাহারো বিশেষ কোন লক্ষ্য থাকে না। আর যদি কোন একটি গূঢ় পাপের জন্য প্রার্থনা করি, আর করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি, কিন্তু হায়! তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা থাকে না। কার্য্যের সময় সকলি বিস্মৃত হইয়া থাকি।

এইরূপে আমাদিগের প্রার্থনার সহিত কার্য্যের যোগ না হইলে নিরাশ হইয়া পড়ি। নিরাশা একটি মহা শত্রু। নিরাশা অনুন্নতির একটি প্রধান কারণ। বাস্তবিক যদি আমাদিগের হৃদয় জ্বলে, যথার্থই যদি আমরা পাপের জ্বালায় অস্থির হইয়া থাকি এবং যথার্থই যদি বক্ষঃ বিদারণ পূর্ব্বক অশ্রুধারা

প্রবাহিত হয়, ও যথার্থই যদি সাংসারিকতা ভাল লাগে না, সকলি কণ্টক বৎ বিদ্ধ করিতে থাকে, তাহা হইলে আমরা উন্নতির মুখ দর্শন করিতে পারিব। যেহেতু দয়াময় পিতা আমাদিগের হৃদয় দেখেন। তিনি আমাদিগের ধন মান ঐশ্বর্য্য দেখেন না। হৃদয়ের সহিত কত টুকু কার্য্য করিলাম, প্রাণ খুলিয়া কত টুকু তাঁহাকে ডাকিতে পারিলাম এবং তাঁহার জন্য হৃদয় কত কাতর হইযাছে তাহা তিনি দেখেন, এবং ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রত্যেক অশ্রু বিন্দু গণনা করেন, কখন নিশ্চিন্ত থাকেন না।

তিনি ভুলিবার ঈশ্বর নহেন, আমরা তাঁহার দয়া ও উদ্দেশ্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নির্দ্দয় ঈশ্বর বলিয়া নিন্দা বাদ করিতে থাকি এবং তাঁহার অকলঙ্ক স্বরূপে কলঙ্ক আরোপ করি। আপন হৃদয় দেখি না, প্রত্যহ সবল কি অসবল প্রার্থনা হইতেছে তাহা দেখি না, কেবল বৃথা কতক গুলি প্রণালী বদ্ধ বাক্য দ্বারা উপাসনা সাঙ্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। যে সকল গূঢ় গূঢ় পাপ হৃদয় মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাদিগের একটীও হৃদয়কে ছাড়িতেছে না, যেমন তেমনিই রহিয়াছে। সুতরাং উপাসনা করিয়া তৃপ্ত না হইয়া আমরা নিরাশ হইয়া পড়ি। বাস্তবিক যখন আমাদিগের পাপ বোধ হইবে এবং ঐ সকল পাপ সর্প দংশনের ন্যায় দংশন করিবে, তখন আর নিরাশা আসিবে না।

আমাদিগের হৃদয়ে নিরাশা আশাই পাপ। যদি নিরাশ হই, তবে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করা হইল। তাঁহাতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার দ্বারের ভিক্ষুক হইতে হইবে। যেমন কোন ধনীর দ্বারে যদি কোন অনাথ দীন যাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে, আর ধনী ভিক্ষা প্রদান না করিয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সেই নির্দ্দোষী ভিক্ষুককে তাড়াইয়া দেয, তখন ভিক্ষুক কাতর স্বরে বলে "আমি নিতান্ত দীন, আমার আর কেহ নাই, তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, আমারে রক্ষা কর। অদ্য তিন দিবস হইল আমার উদরে অন্ন যায় নাই, আমি কাহার দ্বারে যাইব? এক বার আমার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া দেখ"। ইহাতেও যদি ঐ ধনী পরিত্যাগ করিতে চাহে, তবু সেই কাতরাপন্ন ভিক্ষুক উদর জ্বালায় অস্থির হইয়া ধনী ভিন্ন আর কেহ নাই জানিয়া

তাহার দ্বার ছাড়ে না। বলে "তুমি আমাকে কষ্ট দাও, আর যা কর, তোমাভিন্ন আমার আর গতি নাই, তোমাকে ছাড়িব না। তখন সেই ধনী তাহার উদর পূর্ত্তি না করিয়া কখন নিশ্চিন্ত মনে আপন সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন না। সেই রূপ কাতর প্রাণে পাপের জ্বালায় অস্থির হইয়া পিতার দ্বারের ভিক্ষুক হইয়া পিতাকে বলিব যে "আমার কেহ নাই, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাও। তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম, দেখ পিতা! আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, আমার আর কেহ নাই তোমার দ্বারে আমি ভিখারী হইলাম, তুমি আমাকে পরিত্রাণ না করিলে ছাড়িব না, এই তোমার দ্বারে পড়িয়া রহিলাম।" ভিক্ষুককে যদি বিজাতীয় প্রহার করে, তবু সে আশা করে, কোন মতে নিরাশ হয় না এবং ভিক্ষা নাই বলিলেও শুনে না। তদ্রূপ আমরাও নিরাশ না হইয়া পাপ জ্বালায় অস্থির হইয়া বিশ্বস্ত অন্তঃকরণে পিতার দ্বারে যাইয়া ক্রন্দন করিব, তিনি অবশ্য আশা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু আমাদিগের সেইরূপ বিনীত ভাব চাই। আমাদিগের যে সমুদায় কুপ্রবৃত্তি আছে, নিজের বলে তাহা কখন দমন করিতে পারিব না ; তাঁহার বল চাই তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে চাই, বৃথা অনেক বাক্‌চাতুরী করিয়া বলি যে দেখি আমাকে কত দিনে উদ্ধার করেন, কত দিনে পাপের জ্বালা নিবান। সেরূপ উন্নত মস্তকের উপাসনা প্রার্থনা কখন সিদ্ধ হয় না। আমরা যত বিনীত হইতে পারি, আমাদিগের তত মঙ্গল। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া বিনীত হইতে না পারিলে আমরা কখন দয়াময়ের আবির্ভাব হৃদয়ঙ্গম কিম্বা তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছার সম্মিলন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিব না। বিনীত ভাবে আশ্বাসিত অন্তঃকরণে তাঁহার নিকট যাইতে হইবে।

আবার কত সময়ে আমাদিগের প্রার্থনা সরল হইলেও সে প্রার্থনা পূর্ণ ও তাঁহার দর্শন হয় না। তিনি অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করেন। দেখেন আমাদের কত দূর মনের বল ও উপাসনা বিশ্বাসের কত বল. নতুবা তিনি আমাদিগকে কখন ফেলেন না।

আমরা আপন দোষে নিরাশ হইয়া তাঁহাতে দোষারোপ করি, একেবারে দশ বৎসরের উপাসনা যোগ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলি। তখন আত্মার যোগ সাধনের বল আর কিছুই থাকে না। যদি আমাদিগের পাপের জ্বালা না থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাঁহার চরণের মূল্য জানিতে পারিতাম না। তিনি যে কি ধন, তাঁহার আশ্রয়ে যে কি শান্তি, তাহার কিছুই বোধগম্য করিতে পারিতাম না। আমাদিগকে বহু দিবস পাপে ফেলিয়া রাখিবার এই কারণ। তিনি আমাদিগের প্রতি যাহা করেন, তৎ সমুদায় মঙ্গলের তরেই হয়। অতএব আমাদের নিরাশ হওয়া অতি অনুচিত। তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক আনন্দ চিত্তে এ সংসারের মধ্যে বিচরণ করিতে হইবে!

সাধু যিনি, তিনি হৃদয়ের বিশ্বাস দয়াময় ঈশ্বরে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারের ভিক্ষুক হন। বলেন "পিতা! তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব, তোমাভিন্ন আর কোথায় শান্তি পাইব" এই বলিয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্যের দিকে চলিয়া যান। বিপদ্ কালে তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। বলেন নিরাশ কেন হইব? পিতা আমার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু গণনা করিতেছেন, যখন উপযুক্ত হইব, তখন তিনি দেখা না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি পতিত সন্তানের প্রতি অগ্রে চাহিয়া দেখেন।" যদি তাঁহার সম্মুখ দিয়া তাঁহার বন্ধু বান্ধব গণ স্বর্গ রাজ্যের দিকে চলিয়া যায়, আর তিনি পড়িয়া থাকেন, তথাপি তিনি কাতর হন না. পিতার উপর অটল বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। তিনি জানেন যে দয়াময় তাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না, সময় হইলেই ফিরে চাহিবেন। অতএব নিরাশা আমাদিগের মহাপাপ। হৃদয়ের সহিত তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রাণ মন তাঁহাতে সমর্পণ করিলেই তিনি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। তিনি আশার যষ্টি স্বরূপ, তাঁহার করুণায় নিরাশ হইলে আমাদিগের গতি কি হইবে? দুর্দ্দশার যে সীমা থাকিবে না। আমরা যখন যে সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তখন আশা পূর্ণ হৃদয়ে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, আশা পূর্ণ হৃদয়ে বল প্রার্থনা করিতে হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১১ সংখ্যা | কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

পৌরাণিক সময়ের স্ত্রীগণ।

আমরা গতবারে উল্লেখ করিয়াছি, আর্য্যগণ যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া যোগপথ অবলম্বন করিলেন, তখনই সংসারের প্রধান বন্ধন স্ত্রীগণের উপরে তাঁহারা সর্ব্ববিধ দোষ ও কুৎসিত ভাবের আরোপ করিলেন। তাহারা মনে করিতেন,

"যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্য ক ভোগভূঃ
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎত্যক্তং জগৎত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ।"

যাহার স্ত্রী আছে, তাহারই ভোগে ইচ্ছা আছে, যাহার স্ত্রী নাই, তাহার আর ভোগের স্থল কোথায়? অতএব স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেই জগৎ (সংসার) পরিত্যাগ করা হইল, জগৎ পরিত্যাগ করিলেই সুখী হওয়া যায়। কঠোর প্রকৃতি পুরুষগণ সর্ব্ব প্রকারের স্নেহ মমতা পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া বলিতে পারেন স্ত্রীগণ তদ্রূপ হউন, কিন্তু উহা তাঁহাদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আর্য্যগণ যখন এই অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের গৃহিণীগণ যে তাঁহাদিগের উদ্যমের অন্তরায় হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। মনুষ্য এক বিষয়ে উন্মত্ত হইলে, যে কেহ তদ্বিরুদ্ধে প্রয়াস পায়, তাহার মস্তক পর্য্যন্ত ছেদন করিতে পারে, অতএব আর্য্য-

গণ স্ত্রীগণের প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

বৈদিক সময়ে আমরা স্ত্রীগণের অনেক বিষয়ে পুরুষগণের সহিত সমান অধিকার দর্শন করি, ইহা অতি স্বাভাবিক; কারণ তৎকালে অস্বাভাবিক সন্ন্যাস পথ অবলম্বনের প্রথা ছিল না। আর্য্যগণ যতই সংসারের প্রতি বিমুখ হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদিগের স্ত্রীগণের সহিত প্রণয় পাশ ছিন্ন হইতে আরম্ভ হইল। প্রণয় স্থলে ঘৃণা আসিয়া সমপস্থিত হইল, সুতরাং অনেক স্থলে তাহাদিগের নিজদোষে স্ত্রীগণেতে দোষ সংঘটিত হইতে লাগিল। সে দোষ সর্ষপ কণার ন্যায় হইলেও তাঁহারা তাহাকে তালসদৃশ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীগণ অপেক্ষা পুরুষগণ ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত হইতে পারেন এ কথা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু তথাপি সমুদায় কলঙ্ক স্ত্রীগণের উপরে আর্য্যগণ কেন আরোপ করিলেন? সত্য বটে, বিশুদ্ধতা কোমলতা যাহাদিগের প্রকৃতির ভূষণ, অপবিত্র কঠোর পাপকার্য্য তাহাদিগের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে সকলেরই হৃদয়ে তাহা শেলসম বিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা বলিয়াই যে তাঁহারা স্ত্রীগণকে অস্বাধীন পশুবৃত্ত করিয়াছেন প্রতীত হয় না। আমরা উপরে যে কারণের উল্লেখ করিলাম, তাহাই ঈদৃশ অন্যায় আচরণের মূল কারণ বলিয়া প্রতীত হয়।

সে যাহা হউক, পুরাকালে স্ত্রীগণ গৃহের বাহির হইলেই যে তাহাদিগের সকল প্রকার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তাঁহাদিগের উপর আর্য্যগণের ঘৃণার ভাবই ইহার কারণ বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে অন্ধকারের চরমদেশে আলোক যেমন অবশ্যই অবস্থান করে, তেমনি সে সময়েও স্ত্রীগণ অনেক বিষয়ে যে স্বাধীনতা লাভ করিতেন ইহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সে সকল স্বাধীনতা এমনি অকিঞ্চিৎকর, যে আমরা এ সময়ের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাকে উচ্চ বলিলেও বাস্তবিক তাহাতে উচ্চতার গৌরব অর্পণ করিতে পারি না।

পৌরাণিক সময়ে স্ত্রীগণ অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতেন, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। অন্তঃপুরের এক নাম অবরোধ, ইহা সকলেই জানেন। স্ত্রীলোককে গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও অরক্ষিতা, যিনি আপনাকে রক্ষা

করেন তিনিই সুরক্ষিতা, একথা পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমন সকলের জানা আছে। কিন্তু ইহা বলিয়া একালে যেমন অবরোধ (১) আছে, সে কালেও এতাদৃশ ভয়ঙ্কর না হউক, অবরোধ ছিল সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই, কি আধুনিক সময়ে কি পুরাকালে কোন দেশেই সাধারণ লোকের বৃত্তান্ত লিখিত হয় না, সুতরাং সাধারণ লোকের মধ্যে কি প্রকার প্রথা ছিল জানা সুকঠিন। আমরা যাহা কিছু জানি রাজা এবং নাগরিক ধনবান্ লোক সকলের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া। এখন যেমন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্যাদিতে প্রকাশ্য পথে, উদ্যানে এবং দেবমঠে স্ত্রীগণের গতায়াত করিবার প্রথা আছে, তেমনি সে কালেও ঋষিগণের আশ্রম, আরাম প্রভৃতিতে যাতায়াত করার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কখন কখন কাহাকেও অগ্রসর করিয়া লইবার জন্যে অধিকাংশ সময়ে পৌর কন্যাগণ রাজপথে বাহির হইত, কিন্তু বয়স্থা যুবতী স্ত্রীগণ এখনকার স্ত্রীগণের ন্যায় গৃহের পথ সন্নিহিত গবাক্ষের নিকট আসিয়া কৌতুহল দর্শন বা জয়ধ্বনি করিতেন। বৃহৎ যজ্ঞাদিতে স্ত্রীগণের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয়গণ স্ত্রীপুরুষে যেরূপ একত্র বিমিশ্র ভাবে উপবেশন ও ভোজন করেন, প্রাচীন কালে এদেশে তদ্রূপ রীতি ছিল প্রতীত হয় না।

---

(১) রাজাগণের অন্তঃপুর তৎকালে যেরূপ ভয়ানক রূপে সুরক্ষিত ছিল তাহাতে একালের ন্যায় উহা ছিল না কি প্রকারেই বা সাহস করিয়া বলা যায়? রামের কৌশল্যার অন্তঃপুরে গমন সময়ে অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে।

> সোঽপশ্যৎ পুরুষং তত্র বৃদ্ধং পরম পূজিতং।
> উপবিষ্টং গৃহদ্বারি তিষ্ঠতাশ্চাপরান্ বহূন॥
> প্রবিশ্য প্রথমাং কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
> ব্রাহ্মণান্ বেদসম্পন্নান্ বৃদ্ধান্ রাজাভিসৎকৃতান্॥
> প্রণম্য রামস্তান্ বৃদ্ধান্ তৃতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
> স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ দ্বাররক্ষণ তৎপরাঃ॥

তিনি গৃহ দ্বারে পরম পূজনীয় বৃদ্ধকে উপবিষ্ট এবং অন্যান্য অনেককে অবস্থিত দেখিলেন। প্রথম কক্ষা প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় কক্ষাতে বেদসম্পন্ন

বৈদিক সময়ে যে স্বয়ম্বরের কথা উল্লেখ আছে, পৌরাণিক সময়ে ক্ষত্রিয়জাতি মধ্যে ইহার প্রাচুর্য্য দর্শন করা যায়। এখন যেমন পিতা মাতা স্বেচ্ছায় কন্যাগণকে পাত্রস্থ করেন, সে কালে উহা অত্যল্পই দৃষ্ট হইত। অনেক সময়ে স্বয়ম্বর সভা না হইলেও স্ত্রীগণ আপনার বর আপনারাই নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। একালে যেমন স্বার্থান্বেষী পিতা অষ্টম বর্ষীয়া অপোগণ্ড বালিকাকে গৌরী দানের ফল লাভের জন্য স্বেচ্ছায় পাত্রস্থ করেন, সে কালে তেমন কখন ছিল না। মনুতে 'ত্রিংশৎ-বর্ষীয় পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়াকে, চতুর্বিংশতি বর্ষীয় পুরুষ অষ্ট বর্ষীয়াকে বিবাহ কবার ব্যবস্থা থাকিলেও উহা অভাবস্থলে ব্যবস্থা, সুতরাং সেকালে উহা সাধারণে অনুসৃত হইত অবগত হওয়া যায় না। সে কালে যৌবন লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীগণের বিবাহ হইত, ইহারই বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষত্রিযগণ বহু পত্নী পরিগ্রহ করিতেন, কিন্তু ঋষিগণ প্রায়ই একপত্নীক ছিলেন। ভোগাভিলাষী ক্ষত্রিয়গণের এতাদৃশ হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ তাহাদিগেব বিবাহ এক প্রকার ছিল না, তাহারা বলপূর্ব্বক অনায়াসে কোন কন্যাকে আনয়ন করিলেও তাহা বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত।

এখনকার ইউরোপীয়গণ স্ত্রীগণের প্রতি যেমন সমাদর করিয়া থাকেন, সেকালে কোন কোন বিষয়ে স্ত্রীগণের তাদৃশ সমাদব দেখা যায়। এ সমাদর বীব পুরুষোচিত, কাবণ বীর হইলেই দুর্ব্বলকে সহয়তা করা স্বাভাবিক। রঘুবংশে আছে,

---

রাজাকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় কক্ষাতে বালবৃদ্ধা স্ত্রীগণ দ্বাররক্ষণ কার্য্যে তৎপর রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতা যখন বনবাসে যান, তখন এইরূপ বর্ণিত আছে,—

যাং ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি। তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ॥

আকাশ বিহারী প্রাণীরাও যাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিতে পাইত না, সেই সীতাকে আজ রাজপথগামী লোকেরা দেখিতেছে।

'তামবারোহয়ৎ বালাং রথাদবততার চ।'

দিলীপ তাঁহার পত্নীকে রথ হইতে অবতারণ করিলেন, এবং স্বয়ং অবতরণ করিলেন। স্ত্রীগণের প্রতি ঈদৃশ বিবিধ সম্মাননা প্রদর্শনের অভাব ছিল না। এ সকল বিষয় আমাদিগের দেশে এখন মুসলমান গণের দৃষ্টান্তে অতিমাত্র হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। দোষ পাইলে স্ত্রীগণকে অসভ্যোচিত নিস্তাড়ন করা সে কালের প্রথা ছিল না বলা যায়। কারণ স্ত্রীগণ 'অপরাধ করিলে পুষ্পদ্বারাও তাহাদিগকে আঘাত করিবে না' শাস্ত্রে এরূপ বিধান লিপিবদ্ধ আছে। একালে পুরুষ গণ কথায় কথায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে যান, কিন্তু ব্যভিচার অপরাধভিন্ন স্ত্রীগণ কখনই পরিত্যাজ্য নহেন ইহাই শাস্ত্রের বিধান। সে কালের কোন কোন স্থলে স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে ধর্ম্মাভি-মানিতাই প্রায়শঃ ত্যাগের কারণ লক্ষিত হয়। যখন স্ত্রীগণ মাল্য চন্দ-নাদির ন্যায় পরিশেষে ভোগ্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, তখন তাহারা ধর্ম্মার্থ অবশ্য পরিত্যাজ্য কেন না হইবেন? রাম যখন সীতাকে পরিত্যাগ করেন, তখন 'ভোগ্য বস্তু বিষয়ে তিনি নিস্পৃহ ছিলেন' বলিয়া কালিদাস তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়ছেন। বস্তুতঃ পরিশেষে আর্য্যগণ স্ত্রীজাতিকে যেরূপ ঘৃণ্য হেয় জড়পদার্থ সমান করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দিতে অগস্ত কোম্‌ত যেমন স্ত্রীগণ স্বামির সম্পূর্ণ বশতা-পন্ন হইয়া রহিবেন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, কার্য্যত আর্য্যগণের মধ্যে তাহাই ছিল। এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণ কখন কোন বিষয়ে স্বামিকে অতিক্রম করেন নাই। রন্ধন, পাত্রাদি উদ্বর্ত্তন, গৃহাদির পরিষ্কারতা সংরক্ষণ ইত্যাদি বিবিধ গৃহকার্য্যদ্বারা স্বামীর সন্তুষ্টি লাভ তাঁহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এমন কি সে কালের রাজগৃহের স্ত্রীগণ ও স্বামীর মনোরঞ্জন জন্য এ সকল কার্য্যেপটুতা লাভ করিতেন। স্বামিশুশ্রূষা জন্য তাঁহারা না করিতেন এমন কার্য্য ছিল না, যাহাতে স্বামীর সন্তোষ বর্দ্ধন হয়, এমন কোন সাংসারিক কার্য্যকেই তাঁহারা নীচ মনেকরিতেন না

পৌরাণিক সময়ে স্ত্রীগণ কখন রাজ্যশাসন করিয়াছেন, এরূপ

দৃষ্টান্ত বিরল। রঘুবংশ যখন নির্ব্বাণপ্রায় হয়, সে সময়ে অগ্নিবর্ণের রাজমহিষীকে অমাত্যগণ সিংহাসনে উপবিষ্ট করেন। কিন্তু তিনি তৎকালে গর্ব্ভবতী ছিলেন, এবং তাঁহার সেই গর্ভকে লক্ষ্য করিয়াই তাদৃশ অভিষেক কার্য্য সম্পাদিত হয়। আধুনিক হিন্দু স্ত্রীগণের মধ্যে অনেকে রাজ্যশাসন কার্য্যে আশ্চর্য্য পটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বয়ং যুদ্ধাদিতেও নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেকালে ইহার কোন উদাহরণ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিবস্ত্রী দুর্গার অসুরবধ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবস্ত্রীগণের সমরোদ্যম, এ সকল বৃত্তান্ত এত কল্পনাবিমিশ্র যে উহাকে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত মধ্যে গণ্য করা যায় না। বস্তুতঃ এদেশে স্ত্রীগণের পক্ষে যুদ্ধাদি অস্বাভাবিক বলিয়া পরিগণিত হইত, এ জন্য আলঙ্কারিকেরা স্ত্রীগণে তাদৃশ বীরভাবাদি বর্ণনকে দোষাবহ বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীগণ যেমন কোমল-প্রকৃতি, পৌরাণিক সময়ে তাদৃশ কার্য্যে তাহারা সর্ব্বদা আপনাদিগকে ব্যাপৃত রাখিতেন। বস্তুতঃ স্ত্রীগণের পুরুষপ্রকৃতি সে কালে অবশ্য নিন্দনীয় ছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা পৌরাণিক সময়ের স্ত্রীগণের বৃত্তান্ত একরূপ সমাধা করিলাম। এখন দেখা উচিত, ইহা হইতে আমাদিগের বর্ত্তমান কালের ভগিনীগণ কি উপকার লাভ করিতে পারেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি আমাদিগের পূর্ব্বতন ভগিনীগণ যেমন কোমলপ্রকৃতি, বিশুদ্ধচরিত্র, কার্য্যদক্ষ এবং শিল্পাদি নিপুণ হইয়া গৃহের শ্রীরূপে গৃহকে আলোকিত করিয়া রাখিতেন, স্বামীর হৃদয়-রঞ্জন-পরায়ণ ছিলেন, স্বামীর প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রদর্শন করিতেন, এখনকার পত্নীগণের তাহা একান্ত অনুকরণীয়। আমাদিগের ভগিনীগণ অন্যান্য সদ্গুণ অন্যত্র হইতে শিক্ষা করুন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা যেন স্বদেশীয়া পূর্ব্বতন রমণীগণকে অনুকরণ করিতে বিস্মৃত না হন, এই আমাদিগের একান্ত কামনা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বেদিয়া বালিকা।

প্রথম অধ্যায়।

১৬৭৫ খৃস্টাব্দে ইস্টার (১) পর্ব্বোপলক্ষে পারিস নগরের এক ধর্ম্মমন্দিরে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনুমান দ্বাদশ ত্রয়োদশ বৎসরের একটী বালিকা কোথা হইতে আসিয়াছে দৃষ্ট হইল। তাহার রূপ অতি সুন্দর, আবার মুখশ্রী এমনি শান্ত ও প্রফুল্ল, যে তাহাকে দেখিয়া না ভাল বাসিয়া থাকা যায় না। কন্যাটীর বেশ দীন হীনের ন্যায়, শতছিন্ন বস্ত্রে তাহার শরীর আচ্ছাদন হওয়া ভার, তথাপি তাহার স্বাভাবিক এমনি লজ্জা ও শীলতা, যে সেই ছিন্নবস্ত্রে যত্ন পূর্ব্বক শরীরটী আবৃত করিয়া উপাসনায় মগ্ন রহিয়াছে। উপাসনা শেষ হইয়া গেলেও বালিকা মন্দির পরিত্যাগ করিল না। ইতিমধ্যে তাহার ন্যায় মলিনবেশধারিণী কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্কা আর একটী বালিকা দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সে পাদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছিল, বোধ হইল যেন পবিত্র স্থানে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বালিকাকে হঠাৎ দেখিবামাত্র সে তাহার নিকট দৌড়িয়া গেল এবং ব্যগ্রতা সহকারে তাহার স্কন্ধ ধারণ করিয়া বলিল, "আলিস্! তুমি এতক্ষণ ধরিয়া কি করিতেছিলে?"

প্রথমোক্ত বালিকা বিনীত স্বরে উত্তর করিল "সারা! একটু চুপ কর।" দ্বিতীয় বালিকা সে কথায় মনোযোগ না করিয়া বলিতে লাগিল "তোমার তরে লোকজন নানাস্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বুড়ো মা এখনো পর্য্যন্ত তোমাকে ডাকিয়া বেড়াইতেছেন। আজি ফিরে চল, তুমি যদি মার না খাও, কি বলেছি।"

আলিস বলিল "ভাই! যা কপালে আছে হইবে। যাহাতে সকল

(১) খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করে, খৃষ্টকে কবর দেওয়া হইলে তিন দিন পরে তিনি সশরীরে গোর হইতে উঠিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ যে পর্ব্বাহ, তাহাকে ইষ্টার বলে।

প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা ধীরভাবে বহন করিতে পারি, তজ্জন্য ঈশ্বরের কৃপা ও বল প্রার্থনা করিতেছি।”

সারা গম্ভীরপ্রায় স্বরে বলিল “আলিস্! কিছু দিন হইল তোমার কি হইয়াছে বলিতে পারি না। আমাদের আর সকলের ন্যায় খেলা বা ভিক্ষা করিতে না গিয়া তুমি আনাচে কানাচে যেখানে পাও, সেই খানে কাঁদিতে ও উপাসনা করিতে বসো, আর আমার কাছে সাত সতর এক কাহণ কি কথা বল আমি তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারি না।”

আলিস বলিল “ভগিনি! আমরা বেদিয়া বালিকা কতদূর দুর্ভাগ্য যদি তুমি জানিতে!”

সারা উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল, আলিস্ তাহাকে থামাইবার জন্য হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

একটী প্রাচীন গোচের স্ত্রীলোক ধর্ম্মমন্দিরে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল কোন ধনী পরিবারের প্রধান পরিচারিকা হইবেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “ভিখারিণী বালিকারা! ধর্ম্ম মন্দিরে বই আর তোদের হাসিবার কি স্থান নাই?”

সারা ঋষির ন্যায় কোমল স্বর ধরিয়া বলিল “মা ঠাকুরন্। হাস্য করা যদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ কার্য্য জানিতাম, তাহাহইলে কখনই হাসিতাম না।”

পরিচারিকা নাকে চসমা আঁটিতে আঁটিতে বলিলেন “তুই বেটী কপটী।”

আলিস্ মৃদুস্বরে বলিল “সারা! তুমি ভাই ভাল কাজ করিতেছ না, না না, এ ভাল নয়। তুমি যদি উপাসনার সময় থাকিতে, শুনিতে আচার্য্য উপদেশ দিতেছিলেন———”

সারা তাহাকে থামাইয়া বলিল, “সত্যি বলিতেছি, আলিস্! তুমি যদি এইরূপ করিয়া বেড়াও, কেউ আর তোমাকে বেদিয়া বালিকা বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু জেনো, তোমার চেয়ে তোমার বিষয় আমি অধিক জানি। যাহউক, তোমার রকম সকম দেখে তোমাকে আর বেদিয়া কন্যা বলিয়া আমার বোধ হয় না।”

আলিস বলিল "ঈশ্বরেচ্ছায় তোমার কথা সত্য হইলে কত আনন্দ হইত! কিন্তু অমন কথা কি দেখে বলিলে?"

"তোমার সকল আচরণ দেখেই। আমাদের আর আর সকলের ন্যায় তোমার পোসাক বটে, কিন্তু তোমার গার জামাটী যদিও ছিন্ন ভিন্ন, তথাপি অপরিষ্কার নয়। আমাদের চেয়ে তোমার চুল ভাল করিয়া গোচান। আমার নিশ্চয় বোধ হয় তুমি দুই চারি দিন অন্তর চিরুনি দিয়া চুল আঁচড়াইয়া থাক।"

আলিস বলিল "সারা! আমি প্রতিদিন চুল আঁচড়াই।"

সারা উত্তর করিল "ভাল বলেচ, আমি যা মনে করেছিলাম, তার চেয়েও বেশী। তবে তুমি দিনের মধ্যে কবার যে মুখ হাত ধোও, বলিতে পারি না।"

আলিস মৃদুস্বরে বলিল "দুবার মাত্র।"

সারা। "এই বই নয়? আর কবার তোমার ইচ্ছা? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আমাদের রাজমহিষী ইহার চেয়ে অধিকবার করেন না। না, না, যার চোক কান আছে সে তোমাকে কখনই বেদিয়া বালিকা বলিয়া চিনিতে পারিবে না।"

দুঃখিনী আলিস বিষণ্ণ ভাবে বলিল "হা। জগদীশ্বর যদি তাই করিতেন!"

সারা বলিল "আর কথায় কাজ নেই, এখন যত শীঘ্র পারি আইস 'ভেলকীর মাঠে' ছুটিয়া যাই। বুড়ো মা যদি জানিতে পারেন এতক্ষণ আমি ধর্ম্মমন্দিরে ছিলাম, তিনি নিশ্চয় বলিবেন তুমি আমাকে নষ্ট করিতে ছিলে। আলিস! সত্য বলিতেছি যে পর্য্যন্ত তুমি আমাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছ, সমস্ত দিন যখনি তোমার কাছে থাকি, রাত্রে যখন একত্রে তৃণ শয্যায় নিদ্রা যাই, দেখি তুমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ফাটাও, আর সেই অবধি আমিও কাজের বার হইয়া পড়িয়াছি। তোমার দয়াময় পরমেশ্বরের এত কথা আমার মাথায় সাঁধ করিয়া দিয়াছ, যে আমি এখন যে কাজ করিতে যাই ভয় পাই।"

"ও সারা! তাঁর বিষয় চিন্তা করে দুষ্কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছু করিতে

আমার ভয় হয় না। আমি জানি তাঁর মত দয়াময় আর কেউ নাই। আমি যখন যে দুঃখ কি ভয় পাই, তাঁর কাছে বলি আর তিনি আমাকে অভয় দেন। আমি অনাথ অজ্ঞান বালিকা, আমি নিজে পড়িতে জানি না। কিন্তু যে দিন ধর্ম্মোপদেশক শাস্ত্র হইতে ঈশ্বরের দয়ার কথা আমার কর্ণে প্রথম শুনাইলেন, সেই দিন হইতেই আমার মন আমাকে বলিল 'তুমি পাপের পথে সুখী হইতে পারিবে না।' এ এক বৎসরের কথা বলিতেছি।"

সারা বলিল "তুমি একথা আমাকে ঢের বলিয়াছ। এস, এস, বড় বিলম্ব হইতেছে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি আজ আমরা মার খাবই খাব। দৌড়িয়া আইস।"

মন্দির হইতে বহির্গমন সময়ে তাহারা সেই বৃদ্ধ স্ত্রীলোটীর পাশ দিয়া যাইতেছিল। তিনি বার বার জামার জেবে হাত দিয়া খুজিতে খুজিতে বলিলেন "আমার রুমাল কোথায় গেল? আমি দিব্য করে বলিতে পারি আর কেউ নয়, এই দুষ্ট ছুঁড়ীরা চুরি করেছে।"

আলিস্ দেখিতে পাইল একখানি চক্‌চকে রাঙ্গা রুমাল মেজেতে পড়িয়া রহিয়াছে। বলিল "মা ঠাকরুন্। আপনার ভুল হইয়াছে, এই যে রুমাল এখানে ফেলিয়াছেন।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে কুড়াইয়া দিল।

"আমার কি সৌভাগ্য, উহারা লয় নাই। বালিকা! তুমি বেশ মেয়ে।" ইহা বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন।

সারা অস্ফুট স্বরে বলিল "আলিস! তুমি কি নির্ব্বোধ! তুমি যদি দেখিতে পাইলে ত আবার বুড়ীকে দিলে কেন?"

আলিস বলিল "ও যে উহার সামগ্রী, আমারত নয়, তাই দিলাম।"

গার্হস্থ্য দর্পণ।

দম্পতির কর্ত্তব্য।

দম্পতির অমিলের যত কারণ কথিত হইয়াছে, সে সকল কারণে প্রেমের হানি সম্ভাবনা, কিন্তু ব্যভিচার দোষ সেই প্রেমের এবং সুতরাং সাংসারিক সুখের ভয়ানক শত্রু। এ দোষ ঘটিলে সকল প্রমাদই ঘটিতে পারে,

এবং চিরকালের জন্য একেবারে দয়া ধর্ম্ম সৎকর্ম্ম সকলকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। ইহা নারীজাতির পক্ষে যেমন নিন্দনীয়, ধর্ম্মতঃ পুরুষের পক্ষেও তেমনি, কিন্তু সামান্যতঃ সেরূপ বিবেচনা করা যায় না; তাহার কারণ এই মাত্র যে পুরুষের দোষের যে বিজাতীয় ফল তাহা সংসারের মধ্যে তত প্রবেশ করে না, কিন্তু নারীর দোষজনিত যে বিজাতীয় ফল তাহা সংসারকে এককালে কলঙ্কিত করে। সেই দোষ যতদূর ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ঐশী নিয়ম বিরুদ্ধ তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। জগদীশ্বরের শক্তিনাশ করা, প্রজাবৃদ্ধি ও প্রজা পালন দ্বারা প্রজাপতির যে অভিপ্রায় তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা, এবং অতি পবিত্র সত্য এবং ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য যে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হওয়া গিয়াছে তাহা ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মের এবং সত্যের অবমাননা করা, এই সকল গুরুতর দুষ্কর্ম্মকে যুক্তিসিদ্ধ ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে না পারিলে কি নারীর কি পুরুষের ব্যভিচার দোষ কখন উপেক্ষা করা যায় না। তবে সামাজিক রীতি অনুসারে বা উল্লিখিত কারণ বশতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে এ দোষ অধিক কলঙ্কের কারণ বলিয়া বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা বলিয়া পুরুষদিগের পক্ষে উক্ত দোষের কিছুমাত্র শৈথিল্য হইতেছে, এমত কেহ মনে করিবেন না।

"বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্ত ভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ৈশ্বর্য্যং নদর্শয়েৎ॥"

পণ্ডিত লোক পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জন স্থানে শয়ন ও বাস পরিত্যাগ করিবে, পরস্ত্রীর সম্মুখে অযুক্ত বাক্য কহিবে না এবং আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইবে না।

"মাতৃবৎ পরদারেষু * * যঃ পশ্যতি সপণ্ডিতঃ।"

পরদারাকে যে মাতার ন্যায় দেখে সেই পণ্ডিত।

ব্যভিচার দোষ ঘটিলে স্ত্রী কি পুরুষ কাহারই পুত্র কন্যার প্রতি যত্ন থাকে না, তাহার প্রমাণ বিমাতার গৃহে সন্তানদিগের প্রতি পিতার স্নেহের কত দূর খর্ব্বতা হয় তাহা বিবেচনা করিলে এবং কোন কোন স্থলে মা হইয়া আপন সন্তানকে হত্যা করিয়া ব্যভিচার রূপ রাক্ষসীর প্রীতির জন্য বলিদান দেয় তাহাও অনুমান করিলে যথেষ্ট প্রতীতি জন্মিবে।

যাহাহউক এসব কথা মনে করিলে পাপ হয়, তবে শিক্ষার জন্য যাহা বলা গেল তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট। তাৎপর্য্য এই যে “চরিত্রাবরণঃ স্ত্রিয়ঃ” স্ত্রীলোকদিগের আবরণ অর্থাৎ আবরু তাহাদিগের চরিত্র। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই ধর্ম্মভয় ও লজ্জা এতদূর থাকা আবশ্যক, যাহাতে পাপ দৃষ্টিতে এবং পাপ কথা শ্রবণেও বিরাগ জন্মে, কিন্তু বিশেষতঃ যথার্থ পতিব্রতা রমণীর চরিত্রপ্রভা এমন তেজবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক যে তদ্দ্বারা পুরুষের পাপদৃষ্টি তাহার উপরে না স্থির হইতে পারে. অথবা সেই প্রভা এমন দৃষ্টিকে বিদ্ধ বা দগ্ধ করিয়া সে পাপকেও নষ্ট করে।

এক্ষণে দম্পিতর প্রেমের স্বভাব কি তাহা দেখা যাইতেছে। প্রেমের স্বভাব এই যে পরস্পরকে সুখী করিতে চেষ্টা না করিলে আপনার সুখ হয় না। স্ত্রীর পক্ষে যেমন কিসে স্বামীকে সুখী করিব, স্বামীরও তেমনি কিসে স্ত্রীকে সুখী করিব সর্ব্বতোভাবে এই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উভয়েরই পরস্পরের প্রতি এমন ইচ্ছা, এমন যত্ন ও এমন চেষ্টা না থাকিলে প্রেম হয় না এবং সুতরাং সুখও হয় না। কেননা প্রেমের ফল সুখ। কিন্তু সেই জন্য স্বামী কি সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপ করিবে? না স্ত্রী কেবল পতির নিকটে বসিয়া থাকিবে? প্রেমের এমন নিয়ম নহে। গৃহিণীকে সংসারের মধ্যে যত প্রকার কার্য্য করিতে হয়, সে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করাই পতিসেবার অঙ্গ। যেমন রাজ-প্রতিনিধি যদি রাজ্যের কার্য্য অর্থাৎ প্রজাপালন করেন তাহা হইলেই রাজার কার্য্য করা হয়, অথবা যেমন জীবের উপকার করিলেই জগদীশ্বরের উপাসনার এক অঙ্গ পালন করা হয়, তেমন গৃহিণী সংসারের অন্য কর্ম্ম করিলে পতিসেবার কিয়দংশ সিদ্ধ হয়। প্রজাপীড়ন করিয়া যেমন রাজসেবা. অথবা জীবের অহিত করিয়া যেমন ঈশ্বরোপাসনা, তেমনি সংসারের কার্য্যে অবহেলা করিয়া পতিসেবা। পতিসেবার বিষয়ে কার্য্য এইমাত্র যে নিয়মিত ভোজন শয়নাদি প্রদান দ্বারা পতির শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পাদন করা এবং নির্ম্মল প্রীতিভাব ও প্রেমালাপদ্বারা তাঁহার মনকে আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত করা। যদিও অবস্থা ভাল

হইলে আহারাদি প্রদান করা ভৃত্যদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে, তথাপি স্ত্রীর কর্ত্তব্য যে তিনি স্বয়ং প্রফুল্লচিত্তে এই সকল কর্ম্ম সম্পাদন ও সুমধুর সম্ভাষণ দ্বারা আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ করেন। দাস দাসী থাকিলেও পতির আহার পান শয়ন ইত্যাদি কার্য্যে সতী স্ত্রী স্বয়ং সেবা না করিলে সন্তুষ্টা হন না এবং পতিও স্ত্রীর সেবা দ্বারা যত দূর পরিতৃপ্ত হন, দাস দাসী দ্বারা তাহার শত গুণ সেবাতেও তেমন পরিতৃপ্ত হন না।

স্বামীকেও দেশের সম্বন্ধে বা লোকসমাজ সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ মনোযোগ পূর্ব্বক সাধন করা কর্ত্তব্য। এই সকল কর্ম্মের প্রতি কোন ব্যাঘাত না ঘটে, এমন নিয়মে সাংসারিক কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। এই জন্যই সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা গৃহিণীরই কর্ত্তব্য। নিয়ম এই যে পতির প্রধান কর্ম্ম সংসারের বাহিরে, রাজকর্ম্ম বা সামাজিক কর্ম্ম সম্বন্ধে, তাহার অভিপ্রায় অর্থোপার্জ্জন ও সামাজিক হিতসাধন। স্ত্রীর প্রধান কর্ম্ম সংসারের মধ্যে, পতিপুত্র কন্যাদি সম্বন্ধে, তাহার অভিপ্রায় তাহাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মনের সুখ বিধান। তবে স্ত্রীর অক্ষমতাতে পতিকেও যথাসাধ্য তাঁহার কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয়, এবং স্বামী অক্ষম হইলে স্ত্রীকেও উপায় বিশেষ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হওয়াতে ঈশ্বর সম্বন্ধে বা সমাজ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্ত্তব্য, এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে বা স্বীয় পিতামাতা সম্বন্ধে স্ত্রীর যে কর্ত্তব্য তাহার অন্যথা হয় না। তবে কি স্ত্রী স্বীয় পিতৃমাতৃভক্তির ছলে যথেষ্ট কারণ অসত্ত্বে পতিকে অবহেলা করিয়া সাংসারিক কর্ম্মের তত্ত্বাবধান না করিয়া পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিবেন? না, দেব দর্শনের ছলে তীর্থে গমন বা দেবালয়ে অবস্থিতি করিবেন? স্ত্রীর পিতামাতা স্বামীরও গুরুলোক, অতএব উভয়েই তাহাদি-গের প্রতি যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিবেন এবং আপনার পিতামাতার প্রতি যেমন সেবা শুশ্রূষার কথা লেখা হইয়াছে আবশ্যক হইলে স্বামী স্ত্রীর পিতা-মাতাকেও সেই নিয়মেই সেবাশুশ্রূষা করিবেন। অধিকন্তু স্ত্রীর নাম যখন সহধর্ম্মিণী, এবং স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া ধর্ম্মসাধন করিবার জন্য যখন সংসারাশ্রম, তখন স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই একত্র ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি

কর্ত্তব্য। মতের বিরোধ হইলে স্ব স্ব কার্য্য পৃথক হইয়া করিবে, কিন্তু যাহাতে মতভেদের নিরাকরণ হয়, এমন চেষ্টা ও যত্ন উভয়েরই কর্ত্তব্য।

পত্নীর প্রতি পতির কর্ত্তব্যাচরণ শাস্ত্রকারদিগের দ্বারা কথিত আছে, যথা

"ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥"

সাধ্বী পতিব্রতা ভার্য্যাকে কদাচ তাড়না করিবে না, সর্ব্বদা মাতার ন্যায় পালন করিবে এবং ঘোর কষ্টেও পরিত্যাগ করিবে না।

"ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃত ভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং কচিদাচরেৎ॥"

ধন দ্বারা, বসন দ্বারা, প্রেম ভাব দ্বারা, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মিস্ট কথা দ্বারা সর্ব্বদা দারাকে পরিতুস্ট রাখিবে, কদাচ তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না।

"যস্মিন্নবে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বং ধর্ম্মং কৃতং তেন ভবতি প্রিয় এব স॥

হে মহেশানি! যে ব্যক্তির প্রতি প্রতিব্রতা স্ত্রী পরিতুষ্টা থাকে, সেই ব্যক্তির সকল ধর্ম্ম যাজন করা সিদ্ধ হয় এবং সেই ব্যক্তি তোমারও অতি প্রিয় হয।

পতিসেবাই গৃহিণীর সাংসারিক প্রধান কর্ম্ম। পতির সম্বন্ধেই গৃহিণী সংসারের অধীশ্বরী হয়েন। পতির ঐশ্বর্য্যেই গৃহিণীর ঐশ্বর্য্য, পতির সম্পদেই তাহার সম্পদ, পতির সুখেই তাহার সুখ। পতি ধনহীনই বা গুণহীনই হউন, যাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে সুখী থাকেন এমন চেষ্টা যে গৃহিণীর নাই, তিনি গৃহিণী নামের অধিকারী নহেন। গৃহিণীর গুণেই কুরীতিবশতাপন্ন পতি সুরীতিমার্গানুযায়ী হইয়া থাকেন, এবং তাহার দোষেই সচ্চরিত্র পতিও দুশ্চরিত্র হয়েন। যদি পতি পরিবারের ভরণপোষণার্থ যথাসাধ্য পরিশ্রম করণান্তর গৃহে আসিয়া গৃহিণীর মিস্টালাপ দূরে থাকুক, তাহার গঞ্জনা ও "দেহি দেহি" পুনঃ পুনঃ এইমাত্র বচন শুনিতে পান, অথবা শ্রান্তিদূর করা দূরে রাখিয়া সংসারের মধ্যে কাছারি খুলিয়া তাঁহাকে সন্তানাদির বা দাস দাসীর নালিস শুনিতে হয়, তাহা হইলে এমন কোন পুরুষ নাই যে এরূপ সংসার হইতে বাহিরে গিয়া

নিশ্চিন্ত না হয়েন এবং সামাজিক অবস্থানুসারে [illegible] পতিত না হয়েন। বিষয় কর্ম্মানুরোধে স্বামীর মন যে দিকে রত থাকে, সে দিক হইতে ইহার আরামের নিমিত্ত যতদূর বিরত করা আবশ্যক, পতিপরায়ণ রমণী স্ফূর্ত্তিজনক প্রিয়ালাপ দ্বারা তাহা সাধন করিবেন, এবং তজ্জন্য স্বামীর মনের ভাব বুঝিয়া নিজের মনও সেই ভাবাপন্ন করিবেন। এই কার্য্যটি স্বামিসেবার সারাংশ।

স্বর্গীয় পক্ষী।

En. by T. N. Deb.

"সকল জন্তুর মধ্যে পক্ষি জাতি দেখিতে অতি সুন্দর," কিন্তু পক্ষিজাতির মধ্যে আবার সুন্দর কে? আমরা উপরে যে পক্ষিটীর সামান্য প্রতিরূপ অঙ্কিত করিলাম, এই সেই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুরূপ্য জীব। আমাদের ছবিতে ইহার বিচিত্র উজ্জ্বল রঙ্‌ এবং জমকাল পালক রাশির স্থানে কতকগুলি কালীর আঁচড় মাত্র পড়িল, ইহাতে ইহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের ভাব কিছুমাত্র প্রকাশিত হইল না। বস্তুতঃ ইহার রূপ দেখিলে এমন মোহিত হইতে হয় যে ইহাকে পৃথিবীর না বলিয়া স্বর্গের পদার্থ

বলা অধিক সঙ্গত, এই জন্য 'স্বর্গীয় পক্ষী' এই নামটী ইহাকে প্রদান করা গেল।

স্বর্গীয় পক্ষী ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী নব গিনি, আরু, টাইডর প্রভৃতি দ্বীপে বাস করে; জাপান, চিন ও ভারতবর্ষের স্থানে স্থানেও ইহাদের কোন কোন জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পক্ষী নানা জাতিতে বিভক্ত. তন্মধ্যে তিনটী প্রধান। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পক্ষীব রঙ্‌ ঘোরাল ডালচিনিব রঙের মত, মাথাব উপর ও ঘাড় গাঢ় পীত, বুকের নীচের ও গলার পালক বিশুদ্ধ নীলকান্তমণির প্রভাবিশিষ্ট। পুরুষ পক্ষীর বুকের দুই দিক্‌ হইতে এক হাত দেড় হাত দীর্ঘ এক একটী পালক লম্বমান হইয়া থাকে, ইহার মূল উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ এবং নিম্নদেশ ফাঁকাশে। লেজের দুই ধার হইতে আবার দুইটী দীর্ঘ পালক ক্রমে সরু হইয়া প্রসারিত আছে, ইহা উজ্জ্বল পাটল বর্ণ। মধ্যমাকৃতি পক্ষী ইহা অপেক্ষা অধিক জমকাল, ইহার ঘাড়েব এক এক পার্শ্ব হইতে এক এক যোড়া দীর্ঘ পালক উৎপন্ন হয়' ইহাতে অধিক পরিমাণে পাটল ও নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। বাজকীয় স্বর্গীয় পক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি, চটকের ন্যায় তাহার শরীবের আকার হইবে। ইহার গার উপরিভাগ উজ্জ্বল পাটল বর্ণ, নিম্ন ভাগ জ্বল জ্বলে সাদা। বুকের চারিদিক্‌ উজ্জ্বল হরিৎ বর্ণের গোলাকার রেখায় বেষ্টিত। পার্শ্ব হইতে দুইটী দীর্ঘাকৃতি পালক বহির্গত হয়, কিন্তু তাহার মূলদেশ উজ্জ্বল নীলবর্ণেব ছয় সাতটী পালকে বেষ্টিত। লেজের পালক অসংখ্য, আবার তাহা হইতে দুটী অতি দীর্ঘাকৃতি পালক লম্বমান হইয়া থাকে, তাহার অগ্রভাগ স্ক্রুপের পাকের ন্যায় ঘোরাণ। এই জাতীয় পক্ষী অধিক উজ্জ্বল পালক ও বর্ণে ভূষিত এবং বিরল বলিয়া অধিক মূল্যবান্‌।

মোরগ ময়ূর প্রভৃতির যেমন স্ত্রীজাতি অপেক্ষা. পুরুষ জাতি অধিক সুন্দর, স্বর্গীয় পক্ষীদিগেরও মধ্যে সেইরূপ দেখা যায়। বস্তুতঃ পুরুষ স্বর্গীয় পক্ষীদিগেরই বর্ণ অধিক বিচিত্র ও উজ্জ্বল, পুচ্ছ সকল অধিক জমকাল এবং লেজ ও পার্শ্ব দেশ অতি দীর্ঘ যোড় পালক বিশিষ্ট। পক্ষিণীগণ আপনাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীপক্ষী

দিগের সংখ্যা অধিক, এইজন্য পুরুষদিগের অহঙ্কার ও আদর বেশী এবং এক একটী পুরুষের দশ বারোটী করিয়া সহচরী থাকে! মানুষের ভাষায় বলিতে গেলে মোরগের ন্যায় এই পক্ষীদিগের অধিকাংশ জাতি বহু বিবাহ দোষে কলঙ্কিত।

স্বর্গীয় পক্ষীদিগের পালের কর্ত্তা এক একটী থাকে। উড়িবার সময় ৩০।৪০ টী দলবদ্ধ হইয়া উড়ে এবং দীর্ঘ লাঙ্গুল গুলি পশ্চাৎ দিকে সমান ভাবে সজ্জিত রাখিয়া উড়িতে থাকে, ইহা দেখিতে যার পর নাই আশ্চর্য্য ও মনোহর। পাছে পালক খারাব হয় এজন্য ইহারা বড় সাবধান, যে দিকে বাতাস বয় তাহার বিপরীত দিকে গমন করে। উড়িবার সময় একত্র শব্দ করিতে করিতে যায় এবং তাহা অনেকটা দাঁড় কাকের ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক মধুর ও বিচিত্র স্বর সংযুক্ত। মনোযোগ করিয়া শুনিলে ইহাদের শব্দে হারমোনিয়মের সপ্ত স্বর শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম চারি স্বর তীব্র ও ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠে এবং শেষের তিন স্বর কোমল হইয়া ক্রমশঃ বায়ুর সহিত মিশাইয়া যায়। যাহাহউক হীরক ও কয়লা যেমন দৃশ্যতঃ এত বিভিন্ন হইলেও এক জাতীয়, স্বর্গীয় পক্ষীও জগতের কুৎসিত কাকে অনেক প্রভেদ থাকিলেও পণ্ডিত গণ তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য বাহির করিয়া এক জাতীয় বলিয়া অনুমান করেন। ফলতঃ স্বর্গীয় পক্ষীর জমকাল পালক গুলি এবং বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ ছাড়িয়া দিলে ইহার আকৃতি অনেক পরিমাণে কাকের ন্যায় হইয়া পড়ে।

লেসন্ নামে এক সাহেব পাপুয়া বা নব গিনি দ্বীপে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি স্বচক্ষে এই পক্ষী দর্শন করিয়া তাহার যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "মরকত মণিপ্রভ স্বর্গীয় পক্ষী নিবিড় অরণ্যে ঝাঁক বাঁধিয়া বাস করে। ইহারা ভ্রমণকারী পক্ষী, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বাণিজ্য বায়ুর গতি অনুসারে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। মেদী পক্ষীরা দল বাঁধিয়া বনের সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষের শিরদেশে উপবিষ্ট হয় এবং সকলে একত্র হইয়া পুরুষদিগকে আহ্বান করিতে থাকে। পুরুষ পক্ষীরা একাকী নির্জ্জনে বাস করে এবং তাহাদের এক একটীর সঙ্গে ১৫টী করিয়া পক্ষিণী থাকিতে দেখা যায়।"

লেসন বলেন "আমি শিকারার্থ নব গিনির সুদৃশ্য নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পাঁচ ছয় শত হাত দূরে প্রবেশ করিলে একটী স্বর্গীয় পক্ষীর প্রতি দৃষ্টি পাত হইল। ইহা অতি সুন্দর ভাবে এবং ঢেউ খেলানে গতিতে আকাশ পথে উড়িতেছিল, ইহার পার্শ্বের পালক সকল অতি মনোহর ও জ্যোতির্ম্ময়, বোধ হইল যেন গগন মণ্ডল হইতে আলোক শিখার ন্যায় নক্ষত্র খসিয়া পড়িতেছে। আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে প্লাবিত হইলাম এবং সেই সৌন্দর্য্যশালী পক্ষীকে যেন চক্ষু দ্বারা গ্রাস করিতে লাগিলাম। ফলতঃ আমি এমনি মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম যে আমি গুলি করিতে ভুলিয়া গেলাম এবং আমার হাতে যে বন্দুক ছিল তাহাও তৎকালে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

পাপুয়া বাসীরা স্বর্গীয় পক্ষীকে 'সাবা' এবং মলক্কাবাসীরা 'মান্নুক দিয়াটা' অর্থাৎ ঈশ্বরের পক্ষী বলিয়া থাকে। পাপুয়া বাসীরা এই পাখীর মৃত দেহ মালোয়ানদিগকে বিক্রয় করে, তাহারা তাহা বিক্রয়ার্থ ইউরোপে প্রেরণ করিয়া থাকে। সে দেশীয় রাজারা এই পক্ষীর পালক পাগড়ীর ভূষণ করেন এবং ইহা অঙ্গে থাকিলে যুদ্ধে অজেয় হওয়া যায় মনে করেন। শিকারীরা রাত্রে গাছে উঠিয়া কাঁপা পাতিয়া অথবা তীর ছুড়িয়া পক্ষী-দিগকে ধৃত করে। তাল পাতার শিরায় তীর তৈয়ার হয়। মাপিয়া এবং এমবার বাকিনী গ্রামের লোকেরা উৎকৃষ্ট শিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় পক্ষীর পা দেখিতে সুন্দর নয় বলিয়া শিকারীরা নানা কৌশলে তাহা ছাড়া-ইয়া লয়, সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্মটী ঠিক্ রাখে, তন্মধ্যে কাটি পূরিয়া দেয় এবং ধোঁয়াতে শুষ্ক করে। এইরূপ পদহীন মৃতপক্ষী দেখিয়া ইউরোপের লোকেরা বহুকাল পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, স্বর্গীয় পক্ষীদিগের মূলেই পা নাই, ইহারা কেবল আকাশে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইয়া থাকে।

জীবিত অবস্থায় মরকত জাতীয় স্বর্গীয় পক্ষী আকারে একটী ছাতারে পাখীর তুল্য। ইহার ঠোঁট ও পার নিম্নদেশ ঈষৎ নীল, চক্ষুর চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল পীতবর্ণ, গতি সতেজ ও ক্ষিপ্র, ইহা অত্যুচ্চ বৃক্ষের অগ্রভাগ ভিন্ন অন্যত্র বসে না। কেবল ছোট বৃক্ষের ফল খাইবার প্রয়োজন হইলে অথবা সূর্য্যের তেজ অত্যন্ত প্রচণ্ড হইলে নীচে নামে। ইহা কতক গুলি বিশেষ

বৃক্ষে বাস করিতে ভাল বাসে এবং যেখানে থাকে বনস্থলী কাকলীতে প্রতি-ধ্বনিতে করে। ইহার ডাকই ইহার মৃত্যুর কারণ, যেহেতু শিকারীরা তদ্দ্বারা ইহার সন্ধান পায়। পুরুষ পক্ষীরা অধিক সতর্ক, নিস্তব্ধ বনে সর্ সর্ শব্দ শুনিলে নীরব হইয়া থাকে। ইহার ডাক বৈক্ বৈক্ বৈকো। মেদীয়েরও এই ডাক, কিন্তু স্বর কোমল।

ইহারা সূর্য্যাস্ত সময়ে আহার অন্বেষণ করে। মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্যের প্রখর কিরণে বহির্গত হয় না, বনের নিবিড় পল্লবে আবৃত হইয়া থাকে। পক্ষিশিকার করিতে হইলে রাত্রি সাড়ে চারিটার সময় জাহাজ হইতে নামিয়া সেগুণ বা ডুমুর বৃক্ষের তলে আসিতে হয়। মদ্দা পক্ষীরা এই সময় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ফলাহার করিতে আইসে, সুতরাং নিশ্চয়ই মৃত হইবার সম্ভাবনা।"

মেকেও দ্বীপে একটী স্বর্গীয় পক্ষী ৯ বৎসর পিঞ্জরে বদ্ধ ছিল, তথাপি বৃদ্ধ হয় নাই। এই পক্ষীটী অতি চঞ্চল ও খেলাপ্রিয় ছিল। দর্শক নিকটে আসিলে নাচিয়া বেড়াইত, অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিত এবং কখন কখন ঘাড় বেঁকাইয়া নির্লজ্জের মত চাহনিতে চাহিয়া থাকিত। দর্শককে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রথম দেখা মাত্র সপ্তস্বরে একটী গান করিত। ইহার ডাক দাঁড় কাকের ন্যায়, কিন্তু বিচিত্র। মে হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ইহার শরীরের পালক উঠিয়া যাইত। প্রতিদিন দুইবার গাত্র ধৌত করিত এবং সুন্দর পালক গুলি খেলাইয়া মুড়ি দিয়া বসিত। ইহার আহার ভাত, ডিম সিদ্ধ, কদলী এবং পতঙ্গ ছিল। পোকা জীবিত হইলে খাইত, মৃত হইলে স্পর্শও করিত না। একটী জীবন্ত পোকা পা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলে ঠোঁট দিয়া শিকার করিবার কৌশল করিত এবং খাইবার সময় এক কালে গিলিয়া ফেলিত। সে কিন্তু পেটুক নয়, ভাত দিলে এক একটী করিয়া অবসর মতে খাইত, তাজার খাদ্য পড়িয়া থাকিলেও নীচে নামিত না।

পরমেশ্বর স্বর্গীয় পক্ষীকে রাজ পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়াছেন, ইহারা তাহা জানে এবং এই কারণে শরীরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য ইহাদিগের বড় যত্ন। ইহাদের গায় একটু ময়লা থাকিবার যো নাই। জল

পাইলে গাত্র বেশ করিয়া ধৌত করে, বার বার পালক উল্টাইয়া চারিদিক্ চাহিয়া পরীক্ষা করে কোথায়ও কিছুমাত্র ময়লা আছে কি না ? আমাদের রমণীগণই কেবল বেশ বিন্যাসের জন্য বহুসময় ক্ষয় করেন না, এবিষয়ে এই পক্ষীরাও তাঁহাদের সমযুটী হইতে পারে। প্রাতঃ কালে সকল কাজ ফেলিয়া ইহারা সাজগোজ করিতে বসে, এবং সেই সময় ইহাদের ভাবভঙ্গী ও পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিবার প্রকৃত সময়। তখন ইহারা ভিতরেব পালক গুলি উল্টাইয়া ফেলে, একটী দাগ দেখিলে ঠোঁট দিয়া তখনি তাহা পরিষ্কার করে। ছোট পাখাগুলি যতদূর সাধ্য বিস্তারিত করে এবং সরল ভাবে রাখিয়া উড়িবার মত ঝপাট ঝপাট শব্দ কবিতে থাকে। আবার লম্বা যোড় পালক পিঠের উপব সোজা করিয়া বাতাসে ঝুলাইয়া দেয়। চিনের এক চিত্রকর এই পাখীর একখানি ছবি করিয়াছিল। জীবন্ত পক্ষী তাহাকে ঠিক্ আপনার সঙ্গী মনে কবিয়া নানা প্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশপূর্ব্বক তাহার সহিত খেলা করিবার চেষ্টা করিল। সম্মুখে একখানি আয়না ধরিলেও সেইরূপ করিতে লাগিল।

গোলাপ ফুল।

গোলাপ কুসুম কিবা দেখিতে সুন্দব,
বসন্ত উদয়ে করে কানন শোভন,
ক্ষণেক সে শোভে কিন্তু বৃন্তের উপর,
ক্ষণেকে শুকায়ে পত্র হয় সে পতন।

কিন্তু দেখ গোলাপের সুগুণ কেমন,
শুকায়েছে পত্র তার স্বরূপ গিয়াছে,
আর কি কাননে আছে কুসুম তেমন ?
তবু তার মনোহর সৌরভ রয়েছে।

গোলাপের উপদেশ ধরলো সুন্দরি!
জীবন উদ্যানে তব কুসুম যৌবন,

কত দিন রবে ধনি সে গৌরব ধরি,
বয়স করিবে ক্রমে স্বরূপ হরণ।

যৌবন রূপের তবে গর্ব্ব কি কারণ?
দুদিনে যাইবে রূপ যাইবে গরব,
ধরম করমে কর জীবন যাপন,
গোলাপের মত রবে যশের সৌরভ।

জ্যোতিষ।

সূর্য্যচন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতির বিষয় যে শাস্ত্র দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তাহাকে জ্যোতিস বলে। এই শব্দটি 'জ্যোতিঃ' শব্দ হইতে উৎপন্ন। জ্যোতিঃ শব্দে 'প্রকাশ' এবং তন্ময় সূর্য্যাদিকে বুঝায়। সুতরাং যে শাস্ত্র সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডলের বিষয় লইয়া লিখিত হয়, তাহাকেই জ্যোতিষ বলে। আমাদিগের দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের হোরা গণিত প্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গ; তন্মধ্যে ভাগ্যাভাগ্য গণনা সম্পর্কীয়ও দুইটি অঙ্গ আছে। আমরা যাহা লিখিতেছি, ভাগ্যাভাগ্য গণনার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। জ্যোতিষের যে অংশ অভ্রান্ত ও কুসংস্কার বর্জ্জিত তাহাই আমাদিগের এ প্রস্তাবের বিষয়।

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অগণ্য নক্ষত্র পুঞ্জ দর্শন করা যায়। আমরা যে সূর্য্যের কিরণ ও উত্তাপে সমুদায় দর্শন করিয়া জীবন ধারণ করি, ইহাদিগের এক একটি তদপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ। এক একটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য্য এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে ঘূর্ণায়মান গ্রহ উপগ্রহগণকে লইয়া একটি একটি সৌর জগৎ বলা যায়। আমাদিগের অধিষ্ঠান ভূত পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ নিত্য পরিদৃশ্যমান এই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, অগণ্য অসংখ্য সৌর জগতের মধ্যে উহারা একটি মাত্র। মনুষ্য জ্ঞানবলে এই ক্ষুদ্রতর জগতে বাস করিয়াও আকাশের বহু দূর ভেদ করিয়াছে, কিন্তু অসীম আকাশে যে অসীম জগৎ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার

সহিত তুলনা করিলে, এ জ্ঞান অতি তুচ্ছ জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা আমাদিগের পাঠিকা গণকে সঙ্গে লইয়া জ্যোতির্ব্বিদগণ একাল পর্য্যন্ত আকাশের যত দূর পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ততদূর লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব, কিন্তু প্রধানতঃ আমরা তাঁহাদিগকে এই ক্ষুদ্রতম সৌর জগতেই বদ্ধ রাখিব।

সূর্য্য।

আমাদিগের অধিষ্ঠানভূত এই পৃথিবী যেমন মণ্ডলাকার, সূর্য্যও তেমনি মণ্ডলাকার। কিন্তু এই দুইকে তুলনা করিলে সূর্য্যকে একটি বাতাবী লেবু এবং পৃথিবীকে শূন্য মাত্র বলা যায়। আমাদিগের পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের ব্যাস এক শত একাদশ গুণ বৃহৎ এবং সূর্য্য মণ্ডল পৃথিবী মণ্ডলাপেক্ষা পোনের লক্ষ গুণ বৃহৎ। আমাদিগের সৌর জগতে কতকগুলি গ্রহ উপগ্রহ এবং ধূমকেতু আছে, ইহার সকল গুলিকে একত্র করিলেও সূর্য্যের সমান হইবে না, তজ্জন্য ঈদৃশ আর পাঁচ শত গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতুর প্রয়োজন।

আমাদিগের এই পৃথিবীর ঊর্দ্ধে যেমন মেঘ দৃষ্ট হয়, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকও এমনি মেঘে পরিবেষ্টিত আছে। এই মেঘ আবার কিরণ মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত। সুতরাং আমরা সূর্য্যকে একটি তাল ফলের সহিত তুলনা করিতে পারি। তাল ফলের মধ্যের শাঁস সূর্য্য, সেই শাঁস পরিবেষ্টিত কঠিনাংশ মেঘ এবং সেই কঠিনাংশ পরিবেষ্টিত খোসাকে আমরা কিরণ মণ্ডলী বলিতে পারি। দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্যকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে এই কিরণমণ্ডলী এবং মেঘ মণ্ডলী কখন ছিন্ন হইয়া গেলে তাহার মধ্য দিয়া প্রকৃত সূর্য্য, তৎপরিবেষ্টিত মেঘ এবং মেঘ-কিরণ মণ্ডলী দৃষ্ট হয়।

পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য চারি কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ক্রোশ দূরে অবস্থিত কিন্তু এই দূরত্বের ন্যূনাতিরেক আছে। কারণ সূর্য্য শীতকালে নিকট-বর্ত্তী এবং গ্রীষ্মকালে দূরবর্ত্তী হয়। এই নিকটবর্ত্তিতা এবং দূরবর্ত্তিতার প্রভেদ দশ লক্ষ ক্রোশ মাত্র। সুতরাং অত বড় দূরত্বের সহিত তুলনায়

ইহা কিছুই নাই। সূর্য্য আমাদিগের পৃথিবী হইতে যত দূরে অবস্থিত, যদি এক খানি বাষ্পীয় শকট এক ঘণ্টায় পোনের ক্রোশ করিয়া যায়, তাহা হইলে এক বর্ষের মধ্যে যত দিন আছে, তত বর্ষ অর্থাৎ তিন শত পয়ষট্টি বর্ষ পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলে পহুছিতে লাগিবে।

কোটি লক্ষ সহস্র এ সকল বলিতে সহজ, ইহাতে সংখ্যায় মহত্ত্ব অবিলম্বেই আমাদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। একারণ পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্যে অনেক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। অনেকেরই জানা আছে, তোপের মুখ হইতে যে গোলা বেগে বাহিত হয় উহা এক মিনিটের মধ্যে ৪ ক্রোশ চলিয়া যায়। মনে কর যদি একটি গোলা পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলকে তাগিয়া ছোড়া যায়, এবং তাহার গতিরোধ করিবার কোন কারণ উপস্থিত না হওয়ায় সমান বেগে চলিতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে সূর্য্যমণ্ডলে পঁহুছিতে এক কোটি আঠার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মিনিট অথবা ২২ বৎসরের অধিক কাল লাগিবে।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য যত বড় নির্ণীত হইল, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূর্য্যের বেষ্টন সম্ভব, কি সূর্য্যেরই চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর বেষ্টন করা সম্ভব। আমরা প্রতি দিন দেখিতে পাই, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া চলিতে চলিতে পশ্চিম দিকে গিয়া অস্ত হইতেছে। ইহাতে ভ্রম জন্মিতে পারে, হয়তো সূর্য্যই চলিতেছে, তাহা না হইলে আমাদিগের চক্ষ সূর্য্যকে চলিতে দেখিবে কেন? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, ইটি আমাদিগের ভ্রান্তি। আমরা যখন নৌকাতে, গাড়ীতে বা বাষ্পীয়শকটে আরোহণ করিয়া চলিয়া যাই, তখন দেখিতে পাই আমরা যে দিকে বেগে চলিয়া যাইতেছি, গৃহ বৃক্ষাদি বেগে তাহার বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছে। এরূপ দেখিবার কারণ এই যে আমাদিগের স্থিতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের স্থিতিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং দেখা যায়, যেন তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। পৃথিবী ও সূর্য্য সম্বন্ধেও তাহাই। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিগে চলিয়া যাইতেছে সুতরাং সূর্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায় যেন উহা তদ্বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমাগুয়ে ধাবিত হয়।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে কেহ এমন না বুঝেন যে সূর্য্যের কোন গতি নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদেরাই সূর্য্যের ত্রিবিধ গতি নির্ণয় করিয়াছেন। একটি নিজের অক্ষোপরি, আর একটি স্থির নক্ষত্র রাজি মধ্যে, আর একটি ক্রমান্বয়ে। আকাশ মণ্ডলের মধ্য দিয়া এই বিবিধ গতিকে একখানি গাড়ীর চাকার গতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গাড়ীর চাকা প্রথমতঃ নিজ অক্ষোপরি ঘুরিয়া বাম হইতে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া আইসে এবং এইরূপে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে; সূর্য্যের গতিও তাদৃশ। সূর্য্যের নিজ অক্ষোপরি ঘুরিতে ২৫ দিন লাগে। স্থির নক্ষত্র রাজির মধ্যে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, ইহা এইরূপে জানা যায় যে সূর্য্যকেও যেরূপ উদয়াস্ত হইতে দেখা যায়, উহাদিগকেও তেমনি উদয়াস্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি স্থির নক্ষত্র বার মাসের মধ্যে স্ব স্থানে ফিরিয়া আইসে। অদ্য যদি একটি স্থির নক্ষত্রকে সূর্য্যাস্ত সময়ে পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে দেখা যায়, তিন মাস পরে উহাকে আকাশের উচ্চতম প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তৎপরে উহা প্রতি রাত্র সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়া পুনর্ব্বার দৃষ্টিপথে পড়িলে সূর্য্যোদয়ের পশ্চিমে দৃষ্ট হইবে। এইরূপে সূর্য্য হইতে ক্রমে দূরে গিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে পূর্ব্বদিকে প্রত্যাগমন করিবে। সুতরাং সূর্য্যের গতির জন্য স্থির নক্ষত্রেরও যে এরূপ গতি দৃষ্ট হয়, অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়।

আকাশের মধ্য দিয়া সূর্য্যের ক্রমান্বয় গতি সার উইলিয়ম হাবসেল প্রথমতঃ আবিষ্কার করেন। আমাদিগের সূর্য্য পৃথিব্যাদি গ্রহ এবং তাহাদিগের স্ব স্ব উপগ্রহ লইয়া আকাশ পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা তিনি এইরূপে নির্দ্দেশ করেন। তিনি দূরবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, যে সকল নক্ষত্র সূর্য্যের পশ্চাদ্ভাগে ছিল; তাহারা ক্রমে ঘেঁসাঘেঁসি হইতে আরম্ভ করিল; আর যে সকল উহার অগ্রভাগে ছিল, তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। আমরা যখন বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়া যাই, তখন এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাই। আমরা কতক দূর গিয়া ফিরিয়া দেখি যে সকল বৃক্ষ অনেক দূরে [illegible] ফেলিয়া আসিয়াছি উহারা ঘেসাঘেসি হইয়াছে; আর

খবর্ত্তী যে সকল গুলিকে পূর্ব্বে নিতান্ত ঘেসাঘেসি বোধ হইয়াছিল, সে গুলি ফাঁক হইয়া যাইতেছে। আর সম্মুখবর্ত্তী যে সকল নক্ষত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, সূর্য্য সেইদিকে অগ্রসর হইতেছে। সূর্য্যের গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে। আমাদিগের এই সৌরজগৎ হারিকিউলিস নামক আকাশের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

শোচনীয় ঘটার বিবাহ।

গত ১৪ই কার্ত্তিক কলিকাতায় একটী নূতন রকমের বিবাহ এবং স্ত্রী স্বাধীনতার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল গুপ্ত সি, এস, ইনি কয়েক বৎসর বিলাতে শিক্ষা লাভ করিয়া সিবিলিয়ান হইয়া এদেশে আসিয়াছেন। কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী কাস্তগিরি, ইনি ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী, বয়সে ষোড়শবর্ষ, ইঁহাকে রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কন্যার পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি, ইনি একজন বহুদর্শী ডাক্তার, উৎসাহশীল ব্রাহ্ম, এবং স্ত্রী স্বাধীনতার বীর পুরুষ বলিয়া পরিচিত। ইনি কন্যাটীকে অতি যত্নে সুশিক্ষিত ও শৈশবাবধি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশে দীক্ষিত করিয়াছেন কেবল তাহা নহে, কন্যাটীকে স্ত্রী স্বাধীনতার আদর্শ করিয়া মহা মহা সভাস্থলে উপস্থিত করিয়া আপনাকে ধর্ম্মসাহসী এবং সকল প্রকার হিন্দু কুসংস্কারের স্পষ্ট বিদ্রোহী সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। বিহারী বাবুর সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া অবধি আমরা দেখিলাম, কাস্তগিরি মহাশয় এক অভূতপূর্ব্ব পরীক্ষার অবস্থায় পড়িলেন। এমন সুযোগ্য পাত্র আর পাইবেন না, অতএব যে প্রকারে হউক তাঁহাকে হস্তগত করিতে তাঁহার চেষ্টা হইল। বরটী কিন্তু কোন ধর্ম্ম মনেন না, বিশেষতঃ উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার দারুণ বিদ্বেষ। কন্যাটী ব্রাহ্মধর্ম্ম ও স্ত্রী স্বাধীনতার নূতন উৎসাহে উৎসাহিত। এ অবস্থায় বরের, কন্যার অথবা কাস্তগিরি মহাশয়ের কাহার জয় হয় আমরা উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছি-

লাম। শেষ ফল এই হইল বিবাহের দিন কান্তগিরি মহাশয় বরপক্ষের অভিমতে, আপনার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মিকা পত্নীর অমতে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্ত, বিবেচনাক্ষম কন্যার ইচ্ছার বিপরীতে (পৌত্তলিক) হিন্দু মতে কন্যাটী সম্প্রদান করা স্থির করিলেন। প্রাতে যেমন নান্দী শ্রাদ্ধ হয় হইল, অপরাহ্নে আহূত ব্রাহ্মদিগকে মৌন ভাব প্রকাশ দ্বারা বিদায় করা হইল এবং অবশেষে ঘটস্থাপন ও পুরোহিত দ্বারা মন্ত্র পাঠাদি পূর্ব্বক একটী রুদ্ধ গৃহের মধ্যে শুভবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা হইল। বিবাহের পর অভ্যাগত লোকদিগকে লইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও ভোজন কার্য্য সমাহিত হইল। বিবাহ সভায় কৌতুক দর্শনার্থ সহরের সর্ব্ব মতাবলম্বী লোকদিগের এরূপ ঘোরতর সমারোহ হয় যে পুলিসকে আহ্বান করা আবশ্যক হইয়াছিল।

এই বিবাহ লইয়া কলিকাতায় ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, সে বিষয় লইয়া আমাদের গোলযোগের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিতেছি যে যেমন সপ্তরথী একত্র হইয়া অভিমন্যু বধ করিয়াছিল, তেমনি কতক গুলি বীর পুরুষ একত্র হইয়া একটী নির্দ্দোষ বালিকার স্বাধীনতা বিনষ্ট করিলেন। পিতা যিনি সে দিন এদেশের স্ত্রী স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রধান রথী হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি কন্যাকেই তাঁহার বিশ্বাস বিরুদ্ধ প্রণালীতে বিবাহ করিতে বাধ্য করিলেন। বর যিনি বিলাতের আলোক পাইয়া স্ত্রী স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা অসভ্যতা ও কাপুরুষের কার্য্য জানেন, তিনি নিতান্ত অসভ্য ও হৃদয়বিহীনের ন্যায় একটী অবলার স্বাধীনতাচ্ছেদনোপায় দ্বারা তাহাকে আপনার চির সঙ্গিনী করিয়া লইলেন। আর এই ভয়ঙ্কর কার্য্য সংঘটন করিবার জন্য রাজধানীর বিদ্যাভিমানী সভ্যাভিমানী মহাত্মারা উপস্থিত থাকিয়া যথাসাধ্য সহকারিতা করিলেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত কন্যাটীকেও এ বিষয়ে না দূষিয়া থাকিতে পারি না। তিনি আপনার স্বাধীনতাকে কেন বিনষ্ট হইতে দিলেন? আমরা তাঁহা হইতে এদেশের কল্যাণের যে যথেষ্ট আশা করিয়াছিলাম, এই ঘটনা দ্বারা বুঝি তাহা অকালে বিনষ্ট হইল!!

নূতন সংবাদ।

১। অমিরা এডুকেশন গেজেটে পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম, টাকী নিবাসী মৃত বাবু তারা শঙ্কর রায় চৌধুরীর বনিতা তত্রত্য দরগাতলা নামক মুসলমান পাড়ার রাস্তাটী নিজব্যয়ে মেরামত করাইয়া দিয়া তৎপল্লী বাসিগণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। সাধারণ হিত ব্রতে দিন দিন এদেশের রমণীগণের দৃষ্টান্ত যত অধিক হয়, ততই সুখের বিষয়।

২। জর্ম্মণি রাজ্যের লোক সংখ্যা মোট ৪,০১,৬৯,৯৫; তন্মধ্যে ২,০১,৪৫৭১৩ জন পুরুষ এবং ২,০৮,৯৮,০৬০ স্ত্রীলোক। আমরা পৃথিবীর আজ কালিকার সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ণু রাজ্যের পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ অধিক দেখিতেছি। অন্যান্য রাজ্যের স্ত্রী সংখ্যা দেখিলে বুঝা যাইতে পারে পৃথিবীতে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক কি না?

৩। গুড উড বংশীয় একটী বিবী ৮০,০০০ আশী হাজার টাকায় এক গাছি জরির ফিতা ক্রয় করিয়া পরিধান করিয়াছেন। কে বলে বিবীদিগের বাবুয়ানা কম?

৪। অমেরিকায় স্ত্রীলোক ডাক্তারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। সম্প্রতি এক ব্যক্তি এইরূপ দুইটী স্ত্রীলোকের বিবরণ লিখিয়াছেন। দর্শক তাঁহাদিগের সাহস, অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রম দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনারা স্ত্রীলোক হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ের এত কষ্ট কিরূপে বহন করেন?" স্ত্রী ডাক্তার ব্রায়োন বলিলেন "কত স্ত্রীলোক দিন দিন বৎসর বৎসর ক্রমাগত দুরন্ত ছেলেকে পালন করিতেছে; সমস্ত দিন তাহাকে আদর করে, রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সান্ত্বনা করে এবং সকালে উঠিয়া ধোবা মেথরের কর্ম্ম করিতে যায় ইহা অপেক্ষা আমাদের কষ্ট অধিক নয়।" বিবী ব্লাকমার বলিলেন "আমি দিন মোটে ২০ মাইল দেখিয়া বেড়াই, কোন দিন ৫ মাইলের কম নয়। আমাদের চিকিৎসালয়ের অধিকাংশ রোগী বিদেশী দরিদ্র লোক। আমাকে মাতাল স্ত্রীলোকের কাছে থাকিতে হয়, মাতাল পুরুষ সকলকে লইয়া তাহাদের স্ত্রীর নিকট রাখিয়া আসিতে

হইয়াছে। পাগল স্ত্রীলোক আমাকে তাড়া করিয়া আসিয়াছে এবং কখন কখন রোগীদের নিকটে যাইবার জন্য পুলিসের সাহায্য লইতে হয়। এক দিন রাত্রে অন্ধকারময় দুর্গন্ধ পূর্ণ ছতালা সিড়ী ভাঙ্গিতে হইয়াছে। চিকিৎসা করিতে গিয়া আমার জীবন নাশের অনেক আশঙ্কা হইয়াছে, কিন্তু তাহার কিছুতেই আমি ভীত কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই।” স্ত্রীগণ চিকিৎসা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে সমাজের যে কত উপকার ও ক্লেশ লাঘব হয়, তাহা ইহাদ্বারা আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি। দয়ার অনুরোধে রোগী অন্বেষণ করিয়া চিকিৎসা করা এবং সন্তানবৎ বাৎসল্যভাবে তাহাদিগকে আরোগ্য করা এ দৃষ্টান্ত পুরুষ ডাক্তারদের মধ্যে অত্যন্ত বিরল।

৩। “কেথারিন দিক্‌হোবা নাম্নী রুসিয়াদেশীয়া একটী মহিলা সম্প্রতি আমেরিকায় গমন করিয়াছেন। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবার জন্যই, তিনি তথায় গিয়াছেন। এই মহিলার অধ্যবসায় নিতান্ত আশ্চর্য্য জনক ও প্রশংসনীয়। ইহার বয়স ২১ বৎসর। তিনি চারি মাসের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং ইংরাজীতে অনর্গল কথা বার্ত্তা বলিতে পারেন। ইংরাজী, রুসিয়, পলিশ, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মণ, গ্রীক, এবং লাটিন এই সাতটী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি কাসান বিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি লাভ করিয়াছেন। আমেরিকায় কিয়দ্দিবস থাকিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতির সম্বন্ধে তথায় যে সকল নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেই সকল বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, স্বদেশে ফিরিবেন এবং দেশে যাইয়া যাহাতে স্বদেশীয়া ভগিনীগণের উন্নতির দ্বার মুক্ত হইতে পাবে, তাহার চেষ্টা পাইবেন। সেণ্ট পিটর্সবর্গে যাইয়া তিনি স্বয়ং একখানা পত্রিকা বাহির করিবেন। স্ত্রীলোকদিগের জন্য কলেজ খুলিবার নিমিত্ত এই মহিলাই প্রথমে সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করেন। কেথারিন দিক্‌হোবার ন্যায় কতিপয় স্ত্রীলোক যে দেশে বাস করে, সেই দেশ অচিরেই স্বর্গতুল্য হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।” অবলা বান্ধব।

৬। জেনিবা নিবাসী এক ব্যক্তি একটী আশ্চর্য্য ঘড়ী তৈয়ার করিয়া স্পেনের রাজার নিকট বেচিতে লইয়া যায়। ঘড়ীর কলের উপর একটী নিগ্রো বালক বাঁশী হাতে দাঁড়াইয়া আছে, যখনি ঘড়ী বাজে বালক ছয় বার বাঁশীর শব্দ করে এবং ঘড়ীর অন্যস্থান হইতে একটী কলের কুকুর দৌড়িয়া আসিয়া তাহার কাছে লেজ নাড়িয়া আবদার করে। ইহা দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্য হইলে কারীকর বলিল ইহার নিকটস্থ ঝুড়ী হইতে একটী আতা ফল কেহ তুলিয়া লও। তুলিবা মাত্র কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। রাজসভার লোকেরা ইহা ডাইনের কাণ্ড বলিয়া পলায়ন করিল। তখন কারীকর এক জন সাহসী ব্যক্তিকে বলিল 'কটা বাজিয়াছে বালককে জিজ্ঞাসা কর'। জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না পাওয়ায় কারীকর বলিল এ স্পেনের ভাষা শিখে নাই, ফরাসী ভাষায় বল। ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র ঠন্ করিয়া উত্তর দিল, সাহসী ব্যক্তিও ভয়ে পলাইলেন। মানুষের বুদ্ধিতে দিন২ কত আশ্চর্য্য কৌশল বাহির হইতেছে।

বামাগণের রচনা।

ডেঙ্গু জ্বর।

কোথা ওহে দয়াময় জগত আশ্রয় হে, জগত আশ্রয়।
ডেঙ্গুজ্বরে প্রাণে মরে মানব নিচয় হে, মানব নিচয়॥
অচেতন হয়ে পড়ে আছে অনিবার হে, আছে অনিবার।
সুস্থ কেহ নাহি আর দেখ এক বার হে, দেখ এক বার॥
অবিরত কত দুঃখী করে হাহা কার হে, করে হাহাকার।
অভিনব জ্বরে করে দেশ অধিকার হে, দেশ অধিকার॥
জ্বর আনে পুনঃ দেখি আমাশা বিকার হে, আমাশা বিকার।
উড়ে এসে যুড়ে দেশ করে ছারখার হে, করে ছারখার॥
দুঃসহ ব্যথার জ্বালা সহ্য করা ভার হে, সহ্য করা ভার।

বিদেশী জ্বরের হাতে নাহিক নিস্তার হে, নাহিক নিস্তার॥
কলেবর জর জর দেখ একবার হে, দেখ একবার॥
প্রফুল্ল শিশুর মুখ নাহি এক রতি হে, নাহি এক রতি॥
অনাহারে ক্ষীণ কত যুবক যুবতী হে, যুবক যুবতী।
তিলেক নাহিক আর অন্নজলে রুচি হে, অন্নজলে রুচি।
অরুচি ধরিল আর খেয়ে আদা কুচি হে, খেয়ে আদা কুচি।
একবার দেখাদিয়া ক্ষান্ত নাহি হয় হে, ক্ষান্ত নাহি হয়।
বেদনা শরীরে পশি নড়িয়া বেড়ায় হে, নড়িয়া বেড়ায়॥
দয়া করি জ্বর যদি অল্পদিনে যায় হে, অল্পদিনে যায়।
মাস ত্রয়ে যাতনা যে লাঘব না হয় হে, লাঘব না হয়॥
বজ্রের আঘাত সম বেতোদের হয় হে, বেতোদের হয়।
দ্বিগুণ ব্যথিত করে তাদের হৃদয় হে, তাদের হৃদয়॥
বাতে যারা শয্যাগত আছে দিন রাতি হে, আছে দিন রাতি।
তাহে ডেঙ্গু হরিয়াছে উত্থান শকতি হে, উত্থান শকতি॥
উষাকালে শয্যা হতে উত্থান সময় হে, উত্থান সময়।
অশ্রুজলে ভাসমান অধীর হৃদয় হে, অধীর হৃদয়॥
এ যাতনা দিতে বুঝি বঙ্গবাসি নরে হে, বঙ্গবাসি নরে।
আসিল জাহাজে চড়ি সমুদ্রের পারে হে, সমুদ্রের পারে॥
কে জানিত নাম ধাম কে চিনিত তারে হে, কে চিনিত তারে।
তিন দিনে ঘৃণ করে দূরবাসি জ্বরে হে, দূরবাসি জ্বরে॥
ব্রেকবোন নাম কোথা ড্যাড়ি কোন দেশে হে, ড্যাড়ি কোন দেশে।
ডেঙ্গু নামে সুবিখ্যাত কলিকাতা এসে হে, কলিকাতা এসে॥
আলোপাথি হমোপাথি যত পুঁথি ছিল হে, যত পুঁথি ছিল।
কি গুডিব্ সরকার সকলে হারিল হে, সকলে হারিল।
বেলাডোনা একোনাইট গেলাস গেলাস হে, গেলাস গেলাস।
অগ্নি মুখে তৃণ সম সব ফুস ফাস হে, সব ফুস ফাস॥
পুঁজি পাটা যার যেটা সকলি ফুরাল হে, সকলি ফুরাল।
নিরাশা পিশাচী আসি হৃদয় জুড়িল হে, হৃদয় জুড়িল॥

বিশ্বতাত জগদীশ! করহ উপায় হে, করহ উপায়।
এ হেন যাতনা যেন শত্রু নাহি পায় হে, শত্রু নাহি পায়॥
দিয়ে দৃষ্টি রাখ সৃষ্টি এই আকিঞ্চন হে এই আকিঞ্চন।
নতুবা দেহেতে আর না রহে জীবন হে, না রহে জীবন॥
গল বস্ত্রে ওগো পিতঃ করি নিবেদন হে, করি নিবেদন।
এ বিপদে তব পদে করহ রক্ষণ হে, করহ রক্ষণ॥

শ্রীসারদা সুন্দরী রায়
শিবহাটী।

স্ত্রীজাতির উন্নতি।

তবে নাকি বঙ্গবালা ভারত ভিতরে।
পিবে না বিজ্ঞান সুধা পবিত্র অন্তরে?
বিদ্যা সুখ স্বর্গধামে তাহাদের মন।
তবে নাকি আনন্দেতে যাবে না কখন?
জ্ঞান রবি খর করে অবলা হৃদয়।
ক্রমে ক্রমে উজলিছে হের সুধী চয়॥
দেখবে ভারতবাসী বিস্তারি নয়ন।
বিদ্যা মধু পিতে বালা উন্মত্তা কেমন॥
কামিনীর সুখ ভানু উদিত গগণে।
আর কি বিচরে বালা অজ্ঞান কাননে?
উঠ উঠ ভগ্নীগণ! জ্ঞান অসি ধরে।
অজ্ঞান পিশাচে নাশ সাক্ষাৎ সমরে॥
কিন্তু দেখো কত লোকে কত কথা কবে।
নিন্দুকের অপবাদে কাহার কি হবে?
কায়মনে প্রাণপণে করিবে যতন।
লভিতে ধরণী মাঝে অমূল্য রতন॥
ওই দেখ বিদ্যাদেবী সুবর্ণ আসনে।
বসিয়া আছেন জ্ঞান ধর্ম্ম মন্ত্রী সনে॥
লজ্জা দাসী পদতলে যোড় কর করি।
বসিয়া রোয়েছে দেখ আমরি আমরি॥
উঠ উঠ ভগ্নীগণ ঘুমায়ো না আর।
হইয়াছে তোমাদের সুখের সঞ্চার॥

অহঙ্কার দ্বেষ হিংসা, ক্রোধ অভিমান।
বিদ্যাদেবী পদে কর সব বলিদান ॥
সমর্পণ কর প্রাণ বিদ্যা দেবী পদে।
রাখিবেন তোমাদের বিপদে শ্রীপদে ॥
বিদ্যার সাধনে পাবে স্বাধীনতা ধন।
যে ধন বিহনে বঙ্গ করিছে রোদন ॥
সৃজেছেন জগদীশ রমণী রতন।
কাটাতে কি চিরকাল অশনে, শয়নে?
আয় বোন দেখাইব পুরুষ নিকরে।
অবলা সবলা বালা কত গুণ ধরে ॥
প্রাণপণে বিদ্যাধনে করি উপার্জ্জন।
আনলো স্বদেশ হিতে কাটাই জীবন ॥
শুন শুন ভগ্নীগণ জ্ঞানের প্রভাবে।
সতীত্ব ভূষণে সবে বিভূষিতা হবে ॥
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, জানিবে কি ধন।
রাখিবে তাঁদের মান শিখিবে যতন ॥
অপত্য পালিতে কষ্ট কভু না হইবে।
সংসার তরঙ্গে পড়ি ভয় না পাইবে ॥
ধন্য ধন্য রাধারাণি প্রাণের ভগিনি!
বামা সবঃ কমলিনী বামা হিতৈষিণী ॥
বামা হিতে সহোদরা কাটাতে জীবন।
বামাহিতৈষিণী সভা করেছ স্থাপন ॥
থাক দিদি! কিছুদিন কুশলেতে থাক।
ভারতের অবলার মান তুমি রাখ ॥
ইচ্ছা হয় তব সনে প্রাণের ভগিনি!
কাব্যালাপে যাপি সুখে দিবস যামিনী ॥
প্রণমামি জগদীশ চরণে তোমার।
এক মাত্র ত্রাণকর্ত্তা তুমি অবলার ॥
তব কৃপাবলে যেন অবলা নিচয়।
গুণবতী, লজ্জাবতী, বিদ্যাবতী হয় ॥

শ্রীমতী নৃত্যকালী বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাগবাজার।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১২ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

আদর্শ ভার্য্যা।

ভার্য্যার কথা বলিতে গেলেই নারী জাতির উচ্চতর জীবনের কথা বলিতে হয়। এ কথা বলাও আমাদের পক্ষে বড় সুকঠিন। কারণ আদর্শ পত্নী আমরা অদ্যাপি দেখি নাই। তবে আত্মার বিশুদ্ধ ভাবে দেখিলে যতদূর মনে হয়, তাহাই পাঠিকা গণের নিকট প্রকাশ করিতেছি; ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম নারীহৃদয়ে যখন অবতীর্ণ হয়, তখন সেই প্রেম হৃদয়ে সুমধুর হইয়া পুরুষান্তরে প্রবিষ্ট হয়। ভার্য্যাত্বের এইটী নিগূঢ় ভাব। প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রীতি জীবনে প্রকাশিত না হইলে কোন নারী প্রকৃত ভার্য্যা হইতে পারেন না। প্রথমতঃ যে নারী একটী স্বর্গীয় জীবন লাভ করিবার জন্য পতির সহিত সম্মিলিত হন, তিনিই নারীগণের শ্রেষ্ঠ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা হইয়া পতির মধ্যদিয়া ঈশ্বরের আলোক দর্শন করেন। এইরূপ রমণী প্রেমের প্রত্যক্ষ আদর্শ বলিলে হয়। পতিও ঈদৃশী ভার্য্যার সুকোমল প্রেমবিগলিত আত্মার মধ্য দিয়া প্রেমময়কে দর্শন করেন, এবং প্রেম নিকেতনের যথার্থ সুখ সম্ভোগ করেন। যে ঈশ্বরপ্রেম উভয় হৃদয়ের বন্ধন রজ্জু হয়, সেই প্রেম ভার্য্যার জীবন পথের প্রকৃত আলোক, তাঁহার ছায়া পর্য্যন্ত বিশুদ্ধী কৃত করিয়া দেয়। তাঁহার প্রীতিতে জ্ঞান সুমধুর হয়, ইচ্ছা পবিত্র হয়,

কার্য্য ধর্ম্ম পূর্ণ হইয়া যায়। দুশ্চরিত্র লোক এরূপ পরিবারের মধ্যে যথার্থ পবিত্রতার আস্বাদন পাইয়া সংশোধিত হইতে পারে।

সেই রমণীই যথার্থ পতিব্রতার আদর্শ, যিনি স্বামীর জীবনকে আপনার প্রেম পূর্ণ দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বরের পথে উন্নত করিয়া দেন. যিনি স্বীয় আত্মাব আলোকে স্বামীর হৃদয়কে আলোকিত করেন। তাঁহার মুখ শ্রীতে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রকাশিত হয়. পতির অসাধুতা পাপ সে জ্যোতিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাঁহার আত্মা পতির আত্মাতে জীবিত ও সমুন্নত হয় এবং পতির হৃদয়ে সমুজ্জ্বলিত ও পবিত্রীকৃত হয়। এই যোগ নারীর আধ্যাত্মিক গুণ গ্রামের উপর সংস্থাপিত। দম্পতির প্রত্যেক সদ্‌গুণ ও সাধুতা নারীহৃদয়ের আলোকে ঈশ্বরেতে সম্বদ্ধ হয়। জীবনের সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরের আলোকে আলোকিত হয়।

তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা, ঈশ্বরের প্রেম পবিত্রতা, সত্য ও কর্ত্তব্য যাঁহার পত্নীত্বের কারণ। শারীরিক সুখ, ও পার্থিব সম্বন্ধ যাঁহার হৃদয়কে পতির সহিত সম্বদ্ধ করে, তিনি প্রকৃত পত্নীত্ব লাভ করিতে পারেন না; স্বার্থপরতা, সুখপ্রিয়তা ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রভৃতি তাঁহার সে পথে কণ্টক রোপণ করে। পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের উচ্চতর ও গম্ভীরতর লক্ষ্যের নিকট এই সকল নীচ ভাব জীবনে স্থান পায় না। প্রকৃত ভার্য্যা বাস্তবিক 'গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপ' তিনি স্বীয় জীবনের পুণ্য ও প্রেমে গৃহকে উজ্জ্বল করেন। তাঁহার শাসন পবিত্র প্রেমের শাসন, তাঁহার ক্ষমা সহিষ্ণুতার নিকট পৃথিবীর সমস্ত দুঃখভার লঘু হইয়া যায়। ঈশ্বর তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম, সেই দিকেই তাঁহার নিয়ত দৃষ্টি, তাঁহার সেবাই জীবনের সার। তাঁহার উপাসনাশীল ভক্তিপূর্ণ জীবন দেখিলে অপর নারীগণ উপাসনার প্রকৃত আস্বাদন লাভ করেন। তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও পুণ্য ভাব দেখিলে গৃহের সকলেই পবিত্র হইয়া যায়। তাঁহার ক্ষমাশীল ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহার দর্শন করিলে তাঁহার সঙ্গিনী সকলেই মনুষ্যের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিতে পারে। এইরূপ নারী যে পুরুষের সহিত কথা কহেন, সে পুরুষের হৃদয় পুণ্যালোকে বিশুদ্ধ হইয়া যায়।

সেই নারীই পুণ্যবতী, যাঁহার সমস্ত গৃহকার্য্য কেবল ঈশ্বর সেবার জন্য। তাঁহার নিকট গৃহ শান্তি নিকেতন, তিনি যাহা করেন কেবল ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা সম্পাদন করেন। সে কার্য্যের অন্তর্দেশে গভীর বিশুদ্ধ প্রেম, সে গৃহের অন্তরালে ঈশ্বরের আদেশ পালন। তাঁহার জীবনের পবিত্র ছায়ায় সন্তান সন্ততির মুখশ্রী স্বর্গতুল্য করিয়া দেয়। সে হৃদয়ের ভাব পুত্রকন্যাদির আত্মাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে আলোকিত করিয়া রাখে। অদ্যাপি নারীসমাজ কেন সমুন্নত হইতে পারিতেছে না? বঙ্গদেশের নারীগণের কেন এত দুরবস্থা? এদেশে এই আদর্শ ভার্য্যার অভাব তাহার মূল কারণ। একটী আদর্শ পত্নী যখন জীবনের আলোক প্রদর্শন করিবেন, তখন সকলের হৃদয়ের প্রীতি কুসুম বিকসিত হইয়া চক্ষুকে পবিত্র ও জীবনকে বিশুদ্ধ করিয়া দিবে। যখন সকল গৃহে এই রূপ গৃহলক্ষ্মী সকল বিরাজ করিবেন, তখন পৃথিবী নিশ্চয়ই স্বর্গধাম হইবে।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

শিশু পালন।

"যে স্ত্রী নিজ সন্তানকে যথোচিত রূপে শিক্ষা দেন, তিনি সমস্ত জগতের উৎকর্ষ সাধনকল্পে সাহায্যকারিণী।" সাংসারিক ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ শিশুপালন। মাতার উপরেই প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার ভার। যে বিধাতা মাতার স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার দ্বারা নবপ্রসূত শিশুর আহার বিধান করেন, তিনিই প্রসূতির হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চার করিয়া তাহার লালন পালনের বিধানও করিয়াছেন। যেমন মাতৃদুগ্ধদ্বারা শিশুর শারীরিক পুষ্টি সাধন হয়, সেই রূপ মাতৃস্নেহ দ্বারাই শিশুর আন্তরিক উৎকর্ষ সাধন হয়। এই মাতৃস্নেহের যে কি পর্য্যন্ত শক্তি তাহা অনুভব করা, যে গৃহিণীর সন্তান হয় নাই, তাঁহার পক্ষে প্রায় অসাধ্য। ইহা প্রেমের একটি ভাব বিশেষ, কিন্তু এই ভাবটি যত বিস্তীর্ণ রূপে প্রবল, তত আর কোন ভাবই নহে। পারমার্থিক প্রেম, পিতৃ মাতৃভক্তি বা

দাম্পত্য প্রেম বশতঃ কয় জন লোক কতই বা ক্লেশ স্বীকার করে? কিন্তু প্রায় সকলেই সন্তানের প্রতি স্নেহবশত যৎপরোনাস্তি ক্লেশবহনকেও অকিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া থাকে। যাহা হউক যেমন মাতার শারীরিক অবস্থার দোষে স্তনদুগ্ধের অল্পতা বা দুষ্টতা প্রযুক্ত সন্তানের শারীরিক পুষ্টিসাধনের ব্যাঘাত হইতে পারে, তেমনি মাতার আন্তরিক অবস্থার দোষে সেই স্নেহের বিকৃত ভাব বশতঃ সন্তান পালনের ব্যাঘাত হয়। অতএব স্নেহের প্রকৃত অবস্থার বৈলক্ষণ্য কি কি কারণে হয় তাহা প্রথমতঃ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

সন্তান প্রতিপালন করিতে হইলে রাগ প্রকাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। রাগটি স্নেহের বিপরীত ভাব, অতএব যে পরিমাণে মনে রাগের আবির্ভাব হয় সেই পরিমাণে স্নেহেরও হানি হয়। শিশু কোন দুষ্কর্ম্ম করণ জন্য দণ্ডনীয় হইলেও তাহাকে শাসন করিবার সময়ে রাগ প্রকাশ করিবে না। শিশু স্বভাবতঃ স্নেহদ্বারা আকৃষ্ট হইলে প্রথমে মাতার উপরেই তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে এবং সে তাঁহারই বাধ্য ও বশীভূত হয়; কিন্তু যেই মাত্র কোন রাগের চিহ্ন দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ তাহার মাতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ত্যাগ হয়, এবং সুতরাং অবাধ্য হইতে শিক্ষা করে। মাতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসই তাঁহার প্রতি বশীভূত হইবার আদিকারণ, অতএব যে কোন কারণেই হউক সেই বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিলেই সন্তান অবাধ্য হয়। সন্তানেরা অনলের তাপজ্বালা একবার অনুভব করিলে যেমন অগ্নির নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত হয়, সেই রূপ মাতার ক্রোধানল দর্শনেও সঙ্কুচিত হয়।

সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে আর একটি দোষ মাতার অসহিষ্ণুতা। যে মাতা সন্তানের নিমিত্ত ক্লেশ সহ্য করিতে কাতর হন, সন্তান প্রতিপালন করা কোন ক্রমেই তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। অসহিষ্ণুতাও রাগের ন্যায় স্নেহের বিপরীত ভাব। বিশেষ এই যে রাগানল দ্বারা স্নেহ বারি শুষ্ক হইয়া যায়, অসহিষ্ণুতা দ্বারা স্নেহপ্রবাহ আবদ্ধ হইয়া থাকে। এই দুইটি ব্যতীত আর একটি দোষ এই যে যথার্থ কারণ অভাবে অথবা নিজের মনের অবস্থানুসারে কখন স্নেহ কখন বা ক্রোধ প্রকাশ অথবা শিশুদিগের মধ্যে

নিশ্চয় কারণ অসত্বে কাহাকেও অতিরিক্ত স্নেহ কাহাকেও বা অবহেলা করা। এইরূপ অস্থিরতা দোষদ্বারা শিশু পালনের পক্ষে বিশেষ হানি হয়। মাতৃ স্নেহ অটল হইবে, ইহা সকল সময়ে সমানভাবে থাকিবে, এবং সকল সন্তানের প্রতি সমান রূপে প্রকাশিত হইবে।

যে যে কারণ বশতঃ স্নেহের প্রকৃত অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে তদ্বিষয়ে সাবধান হইয়া যে সকল কারণে তাহার পোষকতা ও দৃঢ়তা হয় তাহার প্রতি যত্ন করা কর্ত্তব্য। যে মাতার মুখ দর্শনে বা যাহার বাক্য শ্রবণে শিশুর মনে আনন্দ না হয়, সে মাতার উপর শিশুদিগের কদাচ বিশ্বাস জন্মে না। যাহাতে আনন্দ হয় না, সে দিকে শিশুর মন আকৃষ্ট হয় না, সুতরাং মাতার সদ্ভাবজনিত যে আনন্দ, তাহা অনুভব করিতে না পাইলে, কুরীতি মার্গের কাল্পনিক সুখের প্রতি লালসা জন্মে, তাহাতেই দুষ্প্রবৃত্তি পথে যাইবার আরম্ভ হয়। অতএব মাতার হৃদয়ের শান্তি ও সন্তোষ ভাব তাঁহার মুখে নিয়ত অঙ্কিত থাকিবে, তাঁহার মুখ হইতে কখন দুর্বাক্য নিঃসৃত হইবে না! তাঁহার বাক্যে বা আচরণে লেশ মাত্রও অসত্য, অন্যায় বা কপটতা না থাকে এবিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। মাতা নিশ্চয় জানিবেন, যে শিশুর চরিত্র তাঁহার চরিত্রের প্রতিবিম্ব হইবে। তিনি সদ্ভাবসম্পন্ন হইলে, শিশুও অবিকল সেইরূপ সদ্ভাব সম্পন্ন হইবে। অতএব শিশুপালনের ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিজের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা তিনি সেই ভাবের যোগ্যা হইতে পারেন না। মাতাকে যেরূপ নিজের মনের ভাব ও চরিত্র সংশোধন করিয়া মাতৃ পদের যথার্থ অধিকারিণী হইতে হয়, পিতাকেও সেই রূপ হওয়া চাই এবং দাস দাসী ও অপর যে কোন ব্যক্তিকে শিশুপালন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হয় তাহারাও যাহাতে সচ্চরিত্র হয়, এবিষয়ে উভয়েরই বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

শিশুর প্রতি পিতা মাতার অটল স্নেহ থাকিলে, তাঁহারা শিশুর প্রতিপালনার্থে পরিশ্রম করিতে নিয়ত সযত্ন ও সসন্তোষ থাকিলে, এবং শিশুদিগের প্রতি বা অপরের প্রতি ব্যবহার কালে পক্ষপাতিতা শূন্য হইয়া সত্য প্রিয়তা ও ন্যায় পরতা, দয়া ও ক্ষমা ইত্যাদি সৎপ্রবৃত্তি পরিচালনের

দৃষ্টান্ত দেখাইলে শিশুরা অনায়াসেই সদ্ভাবান্বিত হয়। তথাপি শিশু কালীন সৎপ্রবৃত্তি সকল কিরূপে প্রকাশিত হয়, কুপ্রবৃত্তি সমূহ কি প্রকারে উত্তেজিত হয়, কি নিয়মে ইহাদিগকে দমন করিতে হয় এবং কি প্রণালী-মতে বুদ্ধিবৃত্তি সমূহের যথাযোগ্যবিষয়ে অনুশীলন করাইতে হয় এই সকল কার্য্য নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত সম্যক্ জ্ঞান ও সদ্বিবেচনা আবশ্যক। অতএব দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিশুদিগের কতক গুলি দোষ এবং তৎখণ্ডনোপায় লেখা যাইতেছে।

শিশু যাহাতে বাধ্য হয়, এ বিষয়ে পিতামাতার বিশেষ যত্ন করা প্রথম আবশ্যক। শিশুরা যে অবাধ্য হয় তাহার কারণ এই, তাহারা আপনাদিগের বুদ্ধি অনুসারে যে কার্য্য বা যে প্রকার ব্যবহার করিলে সুখ ও আনন্দলাভ করিবে কল্পনা করে, পিতা মাতা যদি তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার ব্যবহার করিতে আদেশ করেন তবে তাহারা বিবেচনা করে যে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে তাহারা সুখী হইতে পারিবে না। শিশুরা সুখ ও আনন্দলাভ করিবে, ইহা শিশুদিগের যেমন ইচ্ছা, পিতা মাতার ও সেইরূপ ইচ্ছা, কিন্তু তদভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত শিশুদিগের মতানুযায়ী উপায় হইতে পিতামাতার আদেশিত উপায় ভিন্ন, হইয়া থাকে; অতএব কোন্ উপায় দ্বারা কিরূপ অভিপ্রায় সিদ্ধির সম্ভাবনা, এবং শিশুদিগকে সুখী করিবার জন্য পিতামাতার যে নিয়ত চেষ্টা ও নিতান্ত ইচ্ছা, ইহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাহারা অবাধ্য হইবে না। কিন্তু যদি শিশুদিগের ততদূর বোধশক্তি না হইয়া থাকে অথচ তাহারা যে কর্ম্ম করিতেছে তাহা অন্যায় বা হানিজনক হয়, তবে দৃঢ়তাব সহিত তাহাদিগকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। অবাধ্যতা মহদ্দোষ, অতএব তন্নিবারণ যথোচিতরূপে না করিলে শিশুদিগকে কোন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু যেহেতু শিশু একবার অবাধ্য হইলে তাহাকে বাধ্য করা সহজ নহে, এই জন্য যাহাতে অবাধ্য না হইতে পারে, এ বিষয়ে পূর্ব্বাবধি মাতার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। মাতা যে স্নেহময়ী, মাতা যে শিশুর শুভানুকাঙ্ক্ষিণী, মাতা যে শিশুর উপকারের নিমিত্ত কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেন না, এমন বিশ্বাসের উপর কোন সংশয় যাহাতে

শিশুর মনের দ্বারেও স্থান না পায়, মাতা সে বিষয়ে সাবধান হইয়া কার্য্য করিবেন। রাগ ও অসহিষ্ণুতা কদাচ প্রকাশ করিবে না, কটুকথা কদাচ ব্যবহার করিবে না, অসত্যের ছায়াতেও পদার্পণ করিবে না, এবং স্নেহের শৈথিল্য ও অস্থিরতা কদাচ প্রকাশ করিবে না। শিশুর পালন বিষয়ে, শিক্ষা বিষয়ে বা শাসন বিষয়ে পিতা ও মাতা উভয়ের মতের অনৈক্যের তিল মাত্র চিহ্নও দেখাইবে না, এবং শিশুর অনুচিত কার্য্যের জন্য রাগ প্রকাশ না করিয়া বরং দুঃখ প্রকাশ করিবে। অনেক মাতা নিজের চরিত্রের দোষে সন্তানকে অবাধ্য করিয়া তোলেন, পরে তাহাদিগের অবাধ্যতা দোষের জন্য নানা প্রকারে রাগ প্রকাশ করেন ও কটু কথা ব্যবহার করেন, কিন্তু এমন স্থলে আপনাদিগের চরিত্রের দোষ পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাইবেন, যে শিশুর উপর বিরক্ত না হইয়া, ক্রোধ না করিয়া, কটু কথা না কহিয়া, আপনাদিগের উপরেই তাহার শত গুণ উক্তরূপ শাসন ও দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য ও ন্যায়সঙ্গত। যাহা হউক, যদিও প্রথমতঃ পিতামাতার আচরণের দোষে তাঁহাদের উপর শিশুদিগের বিশ্বাস না থাকাতে তাহারা অবাধ্য হইলে তাহাদিগকে সহজে বশীভূত করা যায় না, তথাপি সদুপায়দ্বারা সেই দোষ খণ্ডন করা অসাধ্য নহে। উপায় অবলম্বন করিতে দৃঢ়তা আবশ্যক বটে, কিন্তু রাগ প্রকাশ করিলে কদাচ কার্য্যসিদ্ধি হয় না। উপায়টি এই যে শিশু অবাধ্য, সে সকল কথাতেই অবাধ্য এমন সম্ভব নহে। তাহাকে প্রেমপূর্ণ কথাদ্বারা যে সকল কার্য্য হানিজনক নহে, অথচ যাহা তাহার মনোগত হইতে পারে, এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ নানাবিধ কার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত করিতে পারিলেই অবাধ্য শিশুরা ক্রমে আজ্ঞাবহ হইয়া আসে। সেই সকল কার্য্যের নিমিত্ত বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে সাধুবাদ দিলে তাহারা উৎসাহিত হয় এবং সেই উৎসাহেই অনেক হিত সাধনের পথ মুক্ত হইতে পারে। ক্রমশঃ তাহারা আজ্ঞাবহ হইয়া যে সকল কার্য্য করে, তাহাতে কেমন উপকার ও কেমন সুখ তাহাও দেখাইয়া দিতে হয়। সহিষ্ণুতা দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় সহিত এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে অবাধ্য শিশুদিগকে ক্রমে বাধ্য করা যাইতে পারে।

শিশুরা যাহাতে সত্যপ্রিয় হয়, এবিষয়ে বিশেষ যত্নকরা পিতামাতার

নিতান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ পিতামাতা বা অপরের দোষে যদিও শিশুরা অসত্যপ্রিয় হয়, তথাপি শিশুরা যে অসত্য কথা কহে তাহা পিতামাতা জানিতে পারিলেই তদ্দোষ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু অগ্রে আপনাদিগের দোষ সংশোধন না করিয়া শিশুকে শাসন করিলে কোন ফলোদয় হইবে না।

"স্ত্রীষুনর্ম্মে বিবাহেচ বিত্তার্থে প্রাণসঙ্কটে।
গোব্রাহ্মণেচ হিংসায়াং নানৃতং স্যাৎ জুগুপ্সিতং॥"

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের নিকটে, বিবাহ বিষয়ক কথায়, ধনলাভার্থে, প্রাণের দায়ে এবং গোব্রাহ্মণ হিংসা স্থলে মিথ্যা নিন্দনীয় নহে, এই যে শাস্ত্রকারদিগের দুর্বাক্য তাহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন ও ভস্মসাৎ করিয়া কেবল সত্যেরই জয় এই কথা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া অসত্যকে সর্পের ন্যায় বা যমের ন্যায় ভয় করিয়া অথচ কুমীর ন্যায় ঘৃণা করিয়া কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা না করিয়া শিশুকে সত্যপ্রিয় করিবার চেষ্টা উন্মাদের কার্য্য। শিশুদের অসত্য কথা কহিবার প্রধান কারণ এই তাহারা যে কর্ম্ম করিয়া বিবেচনা করে যে তাহা পিতামাতার মনঃপূত হইবে না এবং তজ্জন্য তাঁহারা দণ্ড দিবেন সে কর্ম্ম তাহারা পিতামাতার নিকট স্বীকার করে না। অতএব মিথ্যা কথার প্রধান কারণ দণ্ডভয়। পিতা মাতা যদি শিশুদিগের এমন হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন যে দণ্ডপ্রদান করা তাহাদিগের কদাপি ইচ্ছা নহে, অন্যায় ও হানিজনক কর্ম্ম হইতে বিরত করাই কেবল তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন। দণ্ডপ্রদানে বিরত হইয়া শিশুরা যে কার্য্য গোপন করিবার নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহে, তাহার অন্যায়তা ও মন্দফল স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই উপায়টি উষ্ণোদকে পদদ্বয় ডুবাইয়া মস্তক পীড়ার প্রতীকার করার ন্যায় বটে, কিন্তু দোষের অব্যবহিত প্রতীকার দুর্লভ। পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন এবং সমস্ত কার্য্য দেখিতেছেন ইত্যাদি প্রকার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারিলে উপকার হইতে পারে। কখন যদি কেহ দোষ করিয়া স্বীকার করে এবং যদি সে দোষটি দণ্ডযোগ্য হয় তথাপি তাহা অন্যায় ও হানিকর এই মাত্র বুঝাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সত্যপ্রিয়-

তার নিমিত্ত সাধুবাদ করা একটি মন্দ উপায় নহে। শিশুরা স্বভাবতঃ সত্যবাদী থাকে, কেবল সংসর্গের দোষে ও শিক্ষার দোষে তাহারা অসত্যবাদী হইয়া উঠে; কিঞ্চিৎ সাবধানে কার্য্য করিলেই তাহাদিগের সেই স্বাভাবিক সত্যপ্রিয়তা প্রবল রাখা যায় এবং তাহা হইলে অতিশৈশব কালেই এই সার নীতির মর্ম্মটি হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে, যথা যে কর্ম্ম গোপনে করিতে হইবে বা যাহা করিয়া অস্বীকার করিতে হইবে, সে কর্ম্ম অন্যায় ও গর্হিত। আর একটি বিষয়ে পিতামাতার সাবধান হওয়া উচিত, যে কখন কেহ শিশুর উপর মিথ্যাপবাদ না দেয়, এবং কেহ দিলে যত্নপূর্ব্বক শিশুকে সে অপবাদ হইতে মুক্ত করা কর্ত্তব্য। কোন দোষের মিথ্যাপবাদ দেওয়া আর সেই দোষ করিতে অথচ সেই দোষ করিয়া গোপন করিতে শিক্ষা দেওয়া সমান। কিঞ্চিন্মাত্র সৎকর্ম্মের নিমিত্ত সাধুবাদ করিলে যেমন আগ্রহ সহকারে সেই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, অকৃতদোষে অপবাদ দিলেও সেইরূপ আগ্রহ সহকারে সেই কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। যে পর্য্যন্ত শিশুদিগের সংস্কার থাকে যে পিতামাতা তাহাদিগকে কোন বিষয়ে দোষী বলিয়া আশঙ্কা করেন না, সে পর্য্যন্ত তাহারা সে দোষকে অতি যত্নের সহিত ত্যাগ করে। অতএব দোষী বা নির্দ্দোষী বিচার করিতে হইলে সাবধান যে যেন নির্দ্দোষীকে দোষী বলা না হয়। বরং দোষীকে নির্দ্দোষী বলিলে কোন বিশেষ হানি না হইতে পারে, কিন্তু নির্দ্দোষীকে দোষী বলা কদাচ উচিত নহে। মানবপ্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব দর্শন করিয়াই ইংলণ্ডীয় দণ্ডবিধান কর্ত্তারা অপরাধীর দোষ বিচারের স্থলে উক্তরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন।

স্ত্রীগণের সামাজিক সম্বন্ধ ও অধিকার।

বর্ত্তমান সময়ে ইলংণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যতম দেশে সমাজের সহিত স্ত্রীগণের কি প্রকার সম্বন্ধ, এবং তাঁহাদিগের কি কি বিষয়ে অধিকার, ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এ সম্বন্ধে সর্ব্বত্র মহৎ মত ভেদ উপস্থিত; ভারতবর্ষ এ সময়ে নিদ্রিত নাই, অধিক স্থান ব্যাপিয়া না হউক,

অত্যল্প স্থান মধ্যেও আমরা সেই আন্দোলনের সূত্র পাত দর্শন করিতেছি। যাঁহারা স্ত্রীগণের সামাজিক সম্বন্ধ ও অধিকার লইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যেই সত্য ও অসত্য দুইই আছে। আমরা তাঁহাদিগের মতের কোন বিশেষ উল্লেখ না করিয়া, এসম্বন্ধে আমাদিগের নিকট যাহা বিচার সঙ্গত প্রতীত হয়, তাহাই এখানে পাঠিকাগণের বিবেচনার্থ সমর্পণ করিব।

আমাদিগের প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান শতাব্দির প্রসিদ্ধ ফ্রান্স দেশীয় পণ্ডিত অগস্ত কোমতের এ সম্বন্ধে মত কি, আমরা পাঠিকাগণকে সর্ব্ব প্রথমে অবগত করিব। এরূপ করিবার কারণ আছে। কারণ অগস্ত কোমত অধুনাতন জ্ঞানী মণ্ডলীর একজন প্রধান গুরু এবং স্ত্রী জাতিকে সমধিক সমাদর করিতেন, এমন কি তিনি স্ত্রী জাতিকে মনুষ্য মণ্ডলীর হৃদয় রূপে অবধারণ করিয়া মাতা, স্ত্রী, ও কন্যার ধ্যান ধারণা আরাধনা পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং তদ্রূপও করিতেন। অগস্ত কোমত 'স্ত্রীগণের দাসত্ব বিমোচন' (Female Emanciptoin) মতের নিতান্ত বিরোধী। তাঁহার মতে স্ত্রীগণের হৃদয় রাজ্যের উপর পূর্ণ অধিকার। স্ত্রীগণকে তিনি মূর্ত্তিমৎ স্নেহ এবং পুরুষগণকে মূর্ত্তিমৎ বিক্রম মনে করেন। তিনি পুরুষগণের নিয়ত কার্য্য প্রবৃত্তিকে যথাযর্থরূপে নিয়মিত, বিশোধিত এবং সামাজিক ভাবাপন্ন করা স্ত্রীগণের কার্য্য মনে করেন। সুতরাং স্ত্রীগণের পুরুষের ন্যায় কার্য্য করা দূরে থাকুক, তাঁহারা গৃহে ভিন্ন অন্যত্র কখন কার্য্য করিবেন না, এই তাঁহার মত। স্ত্রীগণের পরিপালন জন্য পুরুষগণ পরিশ্রম করিতে যেমন বাধ্য, স্ত্রীগণ আবার তেমনি পুরুষগণের সম্পূর্ণ বশতাপন্ন হইতে বাধ্য। তিনি পণ্ডিতবর অরিষ্টটলের সহিত একমত হইয়া নির্দ্ধারণ করেন 'স্ত্রীগণের আন্তরিক বল, বশতাপন্নতাতেই বিলক্ষণ প্রকাশ পায়।'

আমরা অগস্ত কোমতের সহিত মতে সম্পূর্ণ মিলিত হইতে পারি না সত্য; কিন্তু তাঁহার এই বাক্যের মধ্যে যে অনেক সত্য আছে, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। স্ত্রীগণের দাসত্ব বিমোচনের যাঁহারা পক্ষপাতী, কোমত তাঁহাদিগের বিরোধী পক্ষের মত প্রকাশ করিতেছেন।

আমরা যদি শুদ্ধ স্বভাবের অনুসরণ করিয়া স্ত্রীগণের সম্বন্ধ এবং তাঁহাদিগের অধিকার নির্ণয় করিতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয় এ বিবাদের অনেকটা মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা। এই মহৎ কার্য্যে অনেক সুবিজ্ঞ লোক অনেক চিন্তা করিয়া এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, আমরা সেই বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহা নিতান্ত দুঃসাহসিকতা, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা বলিয়া আমরা যাহা কর্ত্তব্য মনে করি, যথাসাধ্য তৎসাধনে কখন বিমুখ থাকিতে পারি না।

স্ত্রীগণের প্রকৃতি বিচার করিয়া এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া অনেকে অযৌক্তিক মনে করেন। কারণ স্ত্রীগণ বহুকালাবধি পুরুষগণ কর্ত্তৃক অত্যাচরিত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত অবস্থায় স্থাপিত না হওয়াতে তাঁহাদিগের কি কি শক্তি ও সামর্থ্য আছে তাহা এ পর্য্যন্ত বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং স্ত্রীজাতির বর্তমান অপ্রস্ফুটিত প্রকৃতি লইয়া তাহারদিগের সামাজিক সম্বন্ধ বা অধিকার নির্ণয় করা অসঙ্গত। এ কথার যুক্তাযুক্ততা বিচার না করিয়া আমরা বলিতে পারি, স্ত্রীগণের মধ্যে তাঁহাদের প্রকৃতির যে কিয়দংশও আছে তাহার সন্দেহ নাই, স্ত্রীগণ মাতৃ-প্রকৃতিতে সংগঠিত একথা আর কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। স্ত্রীগণ মাতা হইবেন, অথচ সদ্যোজাত শিশুর সহিত তাঁহার কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকিবে না ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং ইহাতে স্রষ্টার অভিপ্রায়ের অপূর্ণতা প্রকাশ পায়। স্ত্রীগণ প্রসবান্তে অন্য স্ত্রীগণের হস্তে স্বীয় শিশুর লালন পালনের ভার সমর্পণ করিবেন, নিজে মাতার কর্ত্তব্য হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবেন, ধাত্রী মাতার সমস্ত মাতৃগুণ লইয়া শিশুর পরিপালনে নিযুক্ত হইবেক, ইহা নির্দ্ধারণ করিলেও শেষোক্ত ধাত্রীতে আমরা মাতৃ প্রকৃতি অবলোকন করি। যে প্রকৃতি স্বভাবতঃ মাতার অবশ্য প্রাপ্য তাঁহাতে তাহা নাই, স্বজাতীয় দ্বিতীয় ব্যক্তিতে তাহা অবস্থিতি করিতেছে ইহা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ এবং স্বভাব বিরুদ্ধ কথা।

ইউরোপে কার্য্যের স্রোত এমনি প্রবল, এবং জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য স্ত্রীপুরুষগণকে এমনি পরিশ্রম করিতে হয় যে অনেক শ্রমজীবিনী

মাতা তাঁহাদিগের স্বীয়২ শিশুসন্তানের লালন পালন করিবার ভার নিজেরা লইতে পারেন না, সুতরাং সেখানে শিশুসন্তানগণকে লালন পালন করিবার ভার ধাত্রীগণের হস্তে সমর্পিত হয় এবং এই ধাত্রীগণ অন্যান্য ব্যবসায়ীগণের ন্যায় এক একটি বাণিজ্যালয় করিয়া নানা জনের সন্তান পরিপালনার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। অল্প দিন হইল এই সকল বাণিজ্যালয়ে শিশুসন্তানগণের উপরে কি প্রকার ভয়ানক অত্যাচার হয় এবং তাহাতে তাহাদিগের প্রাণান্ত পর্য্যন্তও যে সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অপরের শিশুকে নিজ সন্তানবৎ পালন করা কখন সম্ভবপর নহে, এবং যাহারা লাভের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক শিশুর ভার এক সময়ে গ্রহণ করিবে, তাহারা যে তাহাদিগের কর্ত্তব্য যথাযথ রূপে প্রতি পালন করিবে কখনই আশা করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু অতি শৈশবাবধি শিশুগণের চরিত্রের পত্তন হয়, এ সময়ে মাতা ধনলোভী স্বার্থপর ধাত্রীর হস্তে শিশু সন্তানের চরিত্র গঠনের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন আশ্চর্য্য।

অনেকে বলিতে পারেন, গৃহে সচ্চরিত্রা সুশিক্ষিতা ধাত্রী নিযুক্ত রাখিতে পারিলে, মাতা অনায়াসে তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে অবসৃত হইতে পারেন। এস্থলে বিবেচ্য এই প্রথমতঃ ঈদৃশী ধাত্রী লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। দ্বিতীয়তঃ ধাত্রী মাতার সমানপদস্থ হওয়া আবশ্যক, নচেৎ শিশু সন্তানে অলক্ষিতরূপে অনেক সময়ে নীচতা আসিয়া সমুৎপন্ন হইবে। তৃতীয়তঃ শিশুর মাতৃগুণে বিভূষিত হওয়া স্বাভাবিক, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিলে শিশু যে প্রকৃতি লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তাহাকে বিকৃত করা হয়। চতুর্থতঃ ধাত্রীর স্নেহ অসাধারণ হইলেও মাতার প্রকৃতিসিদ্ধ স্নেহের নিকটে তাহা সহস্র গুণে ন্যূন হইবেই হইবে; এই প্রকৃতি সিদ্ধ স্নেহাধীনে পালিত না হইলে শিশু সন্তানের হৃদয় সচ্ছন্দ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। পঞ্চমতঃ মাতা নিজ শিশুর প্রতিপালনের কর্ত্তব্য অন্যের উপরে অর্পণ করিয়া নিজের প্রকৃতিকে পরিহার করাতে তাঁহার নিজ সম্বন্ধে সমূহ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। (ক্রমশঃ)

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বেদিয়া বালিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বালিকাদ্বয় যত বেগে পারিল ছুটিয়া ছুটিয়া একটী মাঠে উপনীত হইল, ইহা মান্ধাতার সময় হইতে ভেলকীর মাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা একটী গলির মত দীর্ঘ, কর্দ্দমময়, জঞ্জালপূর্ণ, তাহার দুধারে অন্ধকারাবৃত জঘন্য মেটে ঘর সারি সারি প্রসারিত। বালিকা দুটীকে দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা এস্থানের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত; ভূমির সহিত যে কুটীর গুলি মিশাইয়া ছিল, তাহারা অনায়াসে তন্মধ্যস্থ একখানিতে গিয়া প্রবেশ করিল।

বালিকা দ্বয় চৌকাট মাড়াইবা মাত্র কতকগুলি বিকলাঙ্গ, অন্ধ, খঞ্জ মহা আনন্দ প্রকাশ করিল। এই সকল লোক কে? ইহারা ইতিপূর্ব্বে নানাপ্রকার কৌশলে পীড়িত ও আতুরের অসংখ্য ছদ্মবেশ ধরিয়াছিল, এখন সেই গুলি খুলিয়া গা ঝাড়িয়া উঠিতেছে। ইহাদের কাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল কাঠের পা ভিন্ন তাহার চলা অসম্ভব, এখন সে সেই পা শূন্যভরে ছুড়িয়া ফেলিতেছে; কেহ আপনাকে জন্মান্ধ বলিয়া ইষ্টগুরুর দিব্য করিয়াছিল, এখন নিদ্রাভঙ্গ ব্যক্তির ন্যায মুদিত চক্ষু খুলিতেছে; কেহ ভাঙ্গা পার বন্ধন মোচন করিতেছে; এবং কেহ রঙ মাখিয়া আপনাকে মুমূর্ষু প্রায় দেখাইয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছিল, এখন গাত্র পরিষ্কার করিয়া শরীরের দিব্য লাবণ্য বাহির করিতেছে। ফলতঃ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে মাঠের ধারে দাঁড়াইয়া দলে দলে কানা খোঁড়া, কুজো, বুড়ো লোক বাহির হইতে দেখিয়াছেন, তিনি এখন তাহাদিগকেই সবল, সুস্থকায় যুবাপুরুষ মূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখিলে এস্থান যে যথার্থই 'ভেলকীর মাঠ' তাহা অনায়াসে বলিবেন। যাহাহউক বালিকাদ্বয় অত্রত্য লোকদিগের এইরূপ রূপান্তর দেখিয়া কিছু মাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইল না। দ্বারের নিকটবর্ত্তী লোকেরা তাহাদের আগমন বার্ত্তা প্রকাশ না করে এইরূপ

সঙ্কেত করিয়া তাহারা আস্তে আস্তে ভীতভাবে গৃহের এক কোণের দিকে চলিয়া গেল।

গৃহটী এরূপ অন্ধকার ময়, যে বাটীর সম্মুখ-দ্বার না খুলিলে তন্মধ্যে কিছুমাত্র আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। এক্ষণে তাহার মধ্যে একটী বৃহৎ উনান জ্বলিয়া উঠিল এবং তদুপরি বৃহদায়তন একখানি কটাহ দৃশ্যমান হইল। একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাহাতে একখানি বৃহৎ ডালের হাতা নাড়িতেছিল এবং বক্ বক্ করিয়া বকিতেছিল। গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ ভগ্ন পদ টেবল সকল ভোজনার্থ সজ্জিত হইতেছিল।

আর একটী বৃদ্ধা খণ্ড খণ্ড করিয়া রুটী কাটিতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া পাচিকা রমণী বলিল "ফ্যাগার্ড!, বালিকাদ্বয় কি এখনো আসে নাই?"

তিনি বলিলেন "বক্রচিনি! আমি তাহা কি প্রকারে জানিব?"

কম্পিত পক্ষাঘাত রোগ যুক্ত এক যুবা বলিল "উহারা দুই ঘণ্টাকাল এখানে আছে, ওদের মত ভাল বালিকা কে আছে?" বালিকারা চুপ করিয়া থাকাতে এটী যে মিথ্যাকথা কেহ টের পাইল না।

"তবে তারা কেন এদিকে দেখা দেয় না? তারা আজ খাবার মত কি রোজকার করেছে?" দুই বুড়ী এককালে এই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

বালিকাদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখে উপস্থিত হইল।

দুই বৃদ্ধা দুটী বালিকার হাত ধরিয়া টানিয়া কাপড় ঝাড়া দিয়া বলিল "তোদের হাতে যে কিছু নাই; জামার জেবেও কিছু নাই।"

বালিকাদ্বয় সাশ্রুনয়নে বলিল "বাস্তবিক, কিছুই নাই।"

দুই বুড়ী কর্কশবাক্যে বলিল "ভাল ভাল, আজিকার আহারের ভাগও বাঁচিয়া গেল। কাজও বন্দ, আহারও বন্দ।"

উপস্থিত বেদিয়াদিগের মধ্যে অনেকে বালিকাদিগের সপক্ষতা করিয়া বলিতেছিল এবং বৃদ্ধাদ্বয়ও ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল, এমত সময়ে সকল গোলমাল থামাইয়া "চুপ্" এই কথাটী হঠাৎ ধ্বনিত হইল। যেমন এই শব্দ হইল, অমনি যেন ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে সমস্ত কোলাহল নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

তৃতীয় অধ্যায়।

যে লোকটী "চুপ" এই কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সমুদয় গোলমাল থামাইয়া গৃহটী গম্ভীর নিস্তব্ধ ভাবে পূর্ণ করিলেন, তিনি দেখিতে একটী বেশ বৃদ্ধ মনুষ্য, দীর্ঘ লম্বমান শ্বেতশ্মশ্রুতে তাঁহার বদন মণ্ডল শোভিত হইয়া দর্শকের মনে সহজে ভক্তি ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়, তাঁহার জামার একটা হাতা হাতের বাহিরে ঝুলিয়া আছে এবং একখানি পা মুড়িয়া একটী কাষ্ট দণ্ডের উপর সংস্থিত রহিয়াছে। যাহা হউক সেই নিস্তব্ধকারী বাক্যটী উচ্চারণ করিয়াই ছদ্মবেশী বৃদ্ধ তাহার কাষ্ঠপদ একদিকে ফেলিয়া দিলেন, পরচুল্য খুলিয়া রাখিলেন, হাতে জামা ঠিক করিয়া পরিলেন এবং এক টেবিল লইয়া বসিলেন। পরে টেবিলের উপর এক মুষ্টি প্রহারে সমস্ত গৃহটী শব্দায়মান করিয়া বলিলেন—"সব চুপ্। আমার খাবার আন এবং আমার কথা সকলে শোন্। আমরা হত হইলাম, আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত।" তাঁহার এ ভণিতাটী বড় ভরসা জনক নয় এবং সকলে একমনে শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিল।

তিনি পুনরায় বলিলেন "আমি এখনি বলিতেছি। আমার আহারটা আন, ইহা না জুড়াইতে জুড়াইতে আমার বলা শেষ হইবে। 'অদ্য ১৬৩৫ অব্দের ৫ই মে আমাদের রাজ্যেশ্বর ত্রয়োদশ লুই মহাসভাতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন আদেশ যাইতেছে যে বেদিয়া, ব্যবসায়ী হৃষ্ট পুষ্ট ভিক্ষুক, নাক কাটা সিপাই প্রভৃতি লক্ষ্মীছাড়া ভিক্ষাজীবী লোক যাহারা আপনাদের বিশেষ বৃত্তান্ত দিতে না পারিবে, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে অবরুদ্ধ করিবে এবং বিনাবিচারে জাহাজের দাঁড় টানিতে পাঠাইবে।' এখন বাবাজীরা দেখিতে পাইতেছ, এই গুরুতর দলিল খানিতে মহারাজ আমাদিগেরই প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন।"

তাঁহার শ্রোতাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তখনি পলাইবার জন্য হস্তের যষ্টি খুঁজিতে লাগিল এবং বলিল "এখন আর উপায় নাই, পাটা পুঁটলী লইয়া যতশীঘ্র পারা যায়, আমাদিগের দৌড় দেওয়া কর্ত্তব্য।"

দলপতির ন্যায় প্রতীয়মান ব্যক্তি আবার বলিলেন 'একটু থাম, এতদূর ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া অগ্রে প্রস্তুত অন্নগুলি গ্রাস কর। ভাই সকল! তোমরা বেশ জানিবে, যতক্ষণ আমরা আপনার কোটে আছি, আমাদিগের ভয় করিবার কোন কারণ নাই। পুলিসের পেয়াদা হউক, আর জজ কমিসনব হউন, কাহারো দুটা মাথা নাই যে দিন কি রাতের মধ্যে এখানে প্রবেশ করিতে ভরসা করে। আমি বেশ বলিতে পারি আমাদের ফাঁসী যাবার যেমন ইচ্ছা, অন্য ব্যক্তির এখানে আসিবারও তেমনি ইচ্ছা। যাহাহউক এই মাঠের মধ্যে আমাদের আবশ্যক সকল দ্রব্যত মিলিতে পাবে না, সুতবাং আমাদিগকে বাহির হইতেই হইবে অতএব আমাদিগকে পারিস মহানগরী পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু যদি যাইতে হয়, বেদিয়ার মত কাজ করিয়া যাইতে হইবে, আপনাদেব লাভ যতদূর এবং যারা আমাদিগকে ধৃত করিতে উদ্যত তাদের ক্ষতি যতদূব পারাযায় আগে করিতে হইবে। ইহাব একটি উপায বলিতেছি। বারবির নামে একটা লোক পর্চারন হোটেলে বাস করে। সে বাজকোয রক্ষক এবং তাহাকে সকলে ত্রয়োদশ লুইর 'কণ্ট্রোলার অব ফাইনান্স' নামে ডাকিয়া থাকে। এখন বাবাজীবা! আমার মাথার ভিতব একটা মতলব ধড় ফড় কবছে আব সেটা যে মন্দ তাও তোমরা বলিতে পাব না। আমাদের প্রিয় ভুপতির নিকট হইতে তাঁহার ধনাধ্যক্ষের হাত দিযা কিছু টাকা ধার করিতে হইবে অর্থাৎ আর কিছু নয়, যাত্রাকালে আমাদের সঙ্গে কতকগুলি টাকার থলিয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মা বক্রচিনী বলিলেন "বাবা! বেশ মতলব করেছ।"

অনেকে এককালে বলিয়া উঠিল "হাঁ ঠিক্, জিয়ান বক্রচিনীব মতলব বড় পাকা হইযাছে।"

তাহাদের মধ্যে কপিমুখ একটী বৃদ্ধ বসিয়াছিল, অন্যান্য সঙ্গীর গাঁট কাটা ব্যবসায়, কিন্তু বেদিয়াদিগকে আমোদিত করাই তাঁহার কার্য্য ছিল তিনি বলিলেন "আচ্ছা বাবাজী, মতলবত করেছ, এখন কিরূপে তা সি' হইবে, কাজটী কেমন করিয়া করা যাইবে বল দেখি?"

জিয়ান মুহূর্তেক চিন্তা করিয়া বলিলেন "আমি সে বিষয়ও ভাবিয়াছি

হোটেলটী প্যারিস নগরের এক নির্জ্জন প্রদেশে সংস্থাপিত। আমাদিগের মধ্যে কেউ যোগী, ঋষি, মোহন্ত, বা তীর্থযাত্রী লোক সাজিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করা চাই। অতিথি বলিলেই হইবে, কেহ ফিরাইবে না। হোটেলের কোন না কোন স্থানে তাহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। এখন সে দুই প্রহর রাত্রে কোন প্রকারে হোটেলের দ্বার খুলিয়া যদি তাহার সঙ্গিগণকে অভ্যর্থনা করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার চেয়ে বোকা আর পৃথিবীতে নাই। কেমন আমার মতলবটা বোধ হয় বড় মন্দ হয় নাই?"

চারিদিক্ হইতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল "মতলব বেশ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যোগী ঋষি কে সাজিবে?"

জিয়ান বলিলেন "রও, আমি দেখিতেছি। পরে চারিদিকের সকলের মুখ এক এক করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, একটা বড় গোল দেখিতেছি, তোমরা সকলেই দেখিতে দুষমন চেহারা, পাপের অবতার, যোগী ঋষির বেশ ধরিতে পারে এমন কেহ দেখি না। এমন একটা লোক চাই, বয়স অল্প, শান্ত নিরীহ মানুষের বেশ ধরিতে পারে, মন গলানে কথা কহিতে পারে, অর্থাৎ একটী ভালমানুষের মত লোক আমি চাই, তা এর মধ্যে একজনও দেখি না। মঃ ফ্যাগার্ড বলিলেন "আলিস্ ভিন্ন আর কাহাকে আমিত ভাল মানুষ দেখি না।" চারিদিক হইতে "হাঁ ঠিক্ হয়েছে।" আলিস্ আলিস্ আলিস্ বলিয়া ডাক পড়িয়া গেল।

দলপতি দৃঢ়স্বরে বলিলেন "আচ্ছা আলিসই হউক।' বালিকাটী এক কোণে খড়ের উপর বসিয়াছিল, ম্লান ও কম্পিত শরীরে সম্মুখে উপস্থিত হইল।

প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া জিয়ান বলিলেন "যেমন চাই, এ তেমনি বটে। দেখিতে সুশীল, দুঃখিনী কিন্তু ভাল মানুষ, বেশ ভদ্র লোকের [illegible] আছাদও আছে, ইহাকে দেখিয়া বনিদী বড় মানুষের মেয়ে [illegible] পড়িয়াছে বলিয়া লোকে ঠাওরাইতে পারে। আবার স্বরটাও কোমল ও ভীক গোচের এবং সময় মতে চখের জলও টস্ টস্ করিয়া পড়ে। এর বয়স, হা! বারো বৎসরের মেয়েকে কে সন্দেহ করিতে পারে? সব ঠিক হইল, আলিস্ ভিক্ষুকের বেশ ধরিয়া বিলক্ষণ কাজ গুছাইতে পারিবে।"

বালিকাটীর চক্ষু বড় বড় পক্ষ্মে ঢাকা ছিল, এখন সে একবার দুইটী বিশাল অক্ষি বিস্তার করিয়া জিয়ানের প্রতি চাহিয়া বলিল "কি কাজ?"

মা বক্রচিনী বিশ্রী ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "আরে ছুঁড়ীটা দিন দিন যে ন্যাকার শেষ হইয়া যাইতেছে।"

অধ্যক্ষ বলিলেন "মা! আপনি বালিকাটীকে এমন কর্কশ বাক্যে ভৎর্সনা করিবেন না।" পরে তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন "আলিস্ আমার কথা শুন। তোমার পোসাক বেশ আছে, আর কিছুই করিতে হইবে না। কিন্তু তোমার হাতটা কিছু বেশী পরিষ্কার। সকল বস্তু ছোঁবাব জন্যে হাত তৈয়ার হইয়াছে, কিন্তু তুমি হাত ময়লা করিতে চাওনা এ পাগলামী কেন, আমি বুঝিতে পারি না। যা হউক আমার প্রতি তোমার এই অনুগ্রহটী করিতে হইবে, এখন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাত ধুইও না, আর সকল বিষয়ে তোমার যা আছে ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমার কথাটা একটু মনোযোগ দিয়া শোন। আজি সন্ধ্যার সময় একটু একটু অন্ধকার যেমন হইবে তোমাকে পোরচারন্ হোটেলের ফটকের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং তৎপরে—"

মা বক্রচিনী বলিলেন "জিয়ান! ওকে কোন কঠিন কাজের ভার দিও না। আলিস্ জন্ম বোকা। দেখ এতবড় হইল, কিন্তু এজন্মে একখানা হাত রুমালও চুরি করিতে শিখিল না। আমি বেশ বলিতে পারি শিখাইবার বা সুযোগ পাইবার কোন অভাবে যে এরূপ হইয়াছে তাহা কখনই নহে।"

জিয়ান বলিল "তুমি যা বলিতেছ ঠিক্ বটে, কিন্তু যে উপায় বলিব তা দুবছরের মেয়েও অক্লেশে করিতে পারে। আলিস! আমার কথা শুন, তোমার ঐ মলিন মুখটী বেশ কাজে দেখিবে। তুমি হোটেলের দ্বারে মৃত ব্যক্তির মত চুপ করিয়া থাকিবে, তুমি যাহাতে বাড়ীর ভিতর যাইতে পার সে ভার আমার। কিন্তু একবার ভিতরে যাইলে—

আলিস্ বলিল "আচ্ছা, একবার ভিতরে যাইলে আমাকে কি করিতে হইবে?"

"তোমাকে সদর দরজার চাবিটা কোথায় খুঁজিয়া লইতে হইবে। তার

পর আমাদের তরে দরজাটা খুলিয়া দিবে। তোমাকে কেবল এই কাজই করিতে হইবে।”

বালিকাটীর কপাল দেশ পর্য্যন্ত জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে দৃঢ়তা সহকারে বলিল, “আমি এমন কর্ম্ম কখনই করিব না।”

দলপতি বলিলেন “কি তুমি মড়ার মত চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না।?”

আলিসের মনে একটা কিছু নূতন ভাব আসিল। সে বলিল “তা আমি পারি।”

মা ফ্রাগার্ড বলিলেন “কিন্তু একবার ভিতরে গেলে দরজা খুলিতে পারিবে কি না?”

“না! তা আমি কখনই পারিব না।”

মা ফ্রাগার্ড দুঃখিনী বালিকাকে একটি মুষ্টি প্রহার করিবার জন্য হাত ছুড়িলেন, কিন্তু জিয়ান তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। আলিস্ কিন্তু কিছু মাত্র ভীত হইল না, যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই খানেই রহিল।

অধ্যক্ষ বলিলেন “আলিস্! তুমি আমাদিগকে ভাল বাস না, যেহেতু আমাদের একটা উপকার করিতে সম্মত হইতেছ না।”

আলিস আরো উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিল ‘কেন আমি তোমাদিগকে ভাল বাসিব? তোমাদের সহিত আমার কিসের সম্বন্ধ? আমার কি এখানে মা আছে? সমুদায় পৃথিবীতে আমার জন বলিবার কি কেহ আছে? কেহ আমাকে পিতামাতার ক্রোড় হইতে চুরি করিয়া আনিল অথবা কুড়াইয়া পাইল? আমি এ সকলের কিছুই জানি না, কিন্তু আমি জানি তোমরা ভয়ানক ব্যবসায়ী, তোমরা চোর, বঞ্চক, মিথ্যাবাদী ও লুণ্ঠনকারী, তোমরা দিনের মধ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ, তিনি নিশ্চয়ই পরে তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন।”

একদল ভয়ঙ্কর দস্যুর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র বালিকা এরূপ দুঃসাহসী হইয়া তাহাদিগের যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল, ইহাতে এককালে চারিদিক হইতে শাপ, গালি, শাসানি, মার কাট্ বাক্য অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতে লাগিল। দুঃখিনী আলিস্ মনে করিল তাহার প্রাণ এখনি বিনষ্ট হইবে।

তখন সে হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং কোমল পদ্ম কলির ন্যায় সুকুমার হস্তদ্বয় মাথার উপরে তুলিযা বলিতে লাগিল "তোমরা যদি আমাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছ, দযা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র একবারে মারিয়া ফেল।" এই সময়ে বালিকা দেখিল কে একজন স্নেহ ভাবে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। তখন সে অস্ফুট স্বরে বলিল "সারা! সরিয়া যাও, উহারা আমাকে মারিয়া ফেলুক। উহাদিগের সঙ্গে থাকা অপেক্ষা মরণ আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।"

কিন্তু বোধ হইল, দস্যু দলপতি তাহাকে কেমন স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। নির্দ্দোষিতা এবং হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাবের একটী আশ্চর্য্য অলক্ষিত আকর্ষণ শক্তি আছে তাহাতে পাষাণ হৃদয়কেও মুগ্ধ করে। গম্ভীর নিনাদে সকলকে নিস্তব্ধ কবিয়া তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন "আলিস্ তুমি ঈশ্বরের কথা কিরূপে বলিতে শিখিলে। কে তোমাকে তাহার বিষয় বলিয়াছে? তাঁকে ভয় করিতে কে তোমাকে শিক্ষা দিয়াছে?"

"একজন ধার্ম্মিক পুরোহিত আমাকে অনেক বার ভিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই আমাকে শিখাইয়াছেন। ঈশ্বরের ন্যায়পরতা ও দয়ার বিষযে কত সুন্দর সুন্দর কথা বলিযা তিনি উপদেশ দেন।"

বক্রচিনী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "নিঃসন্দেহ তুমি তবে তাকে এই দলের গুপ্ত কথা সকল বলিয়াছ। বোধ হয় এই জন্যেই আমাদেব সন্ধানে লোক বাহির হইযাছে।"

আলিস্ নম্র ভাবে বলিল "আমি তাঁকে আমার কথা ও আমার দুঃখের কথা ভিন্ন আর কিছুই বলি নাই।"

মা ফ্যাগার্ড বলিলেন "তার নিশ্চয় আমরা কেমন করিয়া জানিব?"

বালিকা সবল ভাবে উত্তর করিল "আজি এক বৎসর তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশুনা, আর তিনি প্রতিদিন ধর্ম্মমন্দিরে আসেন. তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন্।"

মা বক্রচিনী কথা থামাইয়া বলিলেন "এমন নির্বোধ জানোয়ার কি তোমরা কোন কালে দেখিয়াছ?"

অধ্যক্ষ বলিলেন "ও বালিকা নির্বোধই বটে। যা হউক, ইহার সহিত

তাহার পরিচয় একবৎসর হইয়াছে, এ তাহাকে আমাদের কথা বলিলে অনেক দিন অগ্রে আমাদিগকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতে হইত, অতএব উহার কথায় বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কিন্তু আলিস্! হাঁ কি না এক কথা বল। তুমি পোরচারন্ হোটেলে যাবে কি না যাবে?"

আলিস্ উত্তর দিতে না দিতে সারা বলিল "তোমরা কেন এত কাকুতি মিনতি করিতেছ। তোমরা একজন ধূর্ত্ত চালাক বালিকা চাও, যে বেশ ছলনা করিতে পারে। আমি তায় বেশ পটু, এক ঘর পণ্ডিতকে ঠকাইতে পারি। আমাকে পোরচারন্ হোটেলে পাঠাইয়া দেও, দেখিবে দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে তোমাদের তরে সমুদয় দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে।"

অধ্যক্ষ বলিল "ঠিক্ ঠিক্।"

আলিস্ অস্পষ্ট স্বরে বলিল "সারা! তুমি এত দুরাত্মা কখনই হইবে না।"

সারা সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলে "চুপ কর, এ একটা বড় দাঁও, আমরা একবারে বড় মানুষ হইব।"

জিয়ান বলিল "সব ঠিক হইয়াছে। আমি সারাকেই মনোনীত করিলাম।"

হঠাৎ আলিসের মনে কি ভাবের উদয় হইল, সে বলিল "না না, সারাকে নয়, আমাকে পাঠাইয়া দেও।"

মা বক্রুচিনী বলিলেন "বালকেরা কি চমৎকার জীব। তারা সব সমান। তোমরা তাদের একটী কাজ করিতে বল, তারা কখন করিবে না। নিবারণ কর দেখি, তারা সকলেই তাহা করিতে আগে ছুটিয়া যাইবে।"

অধ্যক্ষ বলিলেন "আমি আলিস্কে অধিক মনোনীত করি। সে সারার চেয়ে দেখিতে ভাল মানুষ"।

মা ফ্রাগার্ড বলিলেন "দুজনেই যখন যাইতে উৎসুক, দুজনেই যাইলে, কি হয় না?

আলিস্ কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু থামিয়া গেল। সারা আহ্লাদে করতালি দিয়া বলিল "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হউক।"

রসায়ন বিদ্যা।

আমরা চতুর্দ্দিকে যে সমুদায় পদার্থ অবলোকন করি, ইহারা প্রত্যেকে দুই কি ততোধিক মূল পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন। যে বিদ্যা দ্বারা কোন্ পদার্থ কি, কি কি মূল পদার্থ সংযোগে উহা প্রস্তুত হয় জানা যায় তাহাকে রসায়ন বিদ্যা বলে।* রসায়ন বিদ্যা পাঠে সমধিক আমোদ ও জ্ঞান লাভ করা যায়। আমরা সকলে বায়ুসাগরে ডুবিয়া আছি। বায়ুকে আমরা বায়ু বলিয়াই লই। কিন্তু যদি জানিতে পাই এই বায়ু অমুক অমুক পদার্থের অমুক অমুক ভাগ একত্র মিলিত হইলে উৎপন্ন হয়; সেই সেই ভাগে মিলিত না হইলে আমরা নিঃশ্বাস বদ্ধ হইয়া মরিয়া যাই; বিশ্বনিয়ন্তা কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে উহার মূল পদার্থদ্বয়কে অমিশ্রিত অথচ মিলিত করিয়াছেন; প্রাণিগণের প্রতি কেমন অতুল করুণাপূর্ণ নিয়মে এমন ভাগে রক্ষা করিতেছেন, যাহাতে তাহারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে. তাহাহইলে আমাদিগের জ্ঞান অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হয় এবং বিশ্বপতির অসীম করুণা বুঝিতে পারিয়া আমরা তাঁহার প্রতি আরো কৃতজ্ঞ হই। বস্তুতঃ যখন জানিতে পাই, এই প্রকাণ্ড জগৎ অতি অল্প সংখ্যক মূল পদার্থের পরস্পর বিভিন্ন বিভিন্ন ভাগানুযায়ী সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়াছে, আমরা এককালে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়ি। আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে কে কোন্ দিন মনে করিতে পারিয়াছেন যে, আমরা যে বায়ু নিঃশ্বাসে গ্রহণ করি, যে জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করি, শরীর সুশীতল করি, ইচ্ছা করিলে আমরা উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে বিভাজিত করিতে পারি এবং দেখিতে পারি কেমন পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের পদার্থ একত্র মিলিত হইয়া একটি নূতন আশ্চর্য্য পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। উহাদের মূলাবস্থায় না উহাদিগকে দেখিতে পাইতাম, স্পর্শে বুঝিতে পারিতাম, না উহাদের

---

* এই জন্য রসায়ন শাস্ত্রকে 'কেমিষ্ট্রী' শব্দের অনুরূপ 'কিমিতি নাম কেহ কেহ দিতেছেন। 'কিং ইতি' এই দুই শব্দে কিমিতি উৎপন্ন। এই পদার্থ কি যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহাকে কিমিতি বলে। আমরা বোধ সৌকর্য্যার্থ প্রচলিত রসায়ন বিদ্যা নামই অর্পণ করিলাম।

স্বাদ বা শীতলত্ব অনুভব করিতে পারিতাম; কিন্তু যখনি উহারা স্ব স্ব ভাগানুসারে মিলিত হইল, তখনি উহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইল। কে ইহা জানিয়া আনন্দিত না হয় যে আমরা উহাদিগকে একবার বিভাজিত করিয়া আবার সংযোগদ্বারা পূর্ব্ববৎ জল বায়ুরূপে পরিণত করিতে পারি? রসায়ন বিদ্যা সুকঠিন সত্য, কিন্তু আমরা এই বিদ্যার মূল বিষয় পাঠিকাগণকে অতি সহজে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা পাইব। আমাদিগের বিশ্বাস যে বিষয় যত কঠিন হউক না এবং পাঠিকাগণের বিদ্যা বুদ্ধি যত অল্প হউক না, বুঝাইতে পারিলে সকলি সহজে বুঝা যায়। যদি আমরা একার্য্যে কৃতকার্য্য না হই, আমরা নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করিব, পাঠিকা গণের বুঝিবার অসামর্থ্য কথনই বলিব না।

জল বায়ু প্রভৃতির মূল পদার্থ যেরূপ রসায়ন বিদ্যা দ্বারা অবগত হওয়া যায়, রক্ত মাংস শিরা স্নায়ু প্রভৃতিবিশিষ্ট শরীরের প্রত্যেকাংশ কি কি পদার্থে সংগঠিত, আহারীয় সামগ্রী সংযোগে উহা কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয় ইহাও রসায়ন বিদ্যা দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সুতরাং রসায়ন বিদ্যা সহজে বুঝিবার জন্যে উহা দুই বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শারীর * এবং অশারীর এই দুই নামে ঐ দুই বিভাগকে বলা যাইতে পারে। শারীর রসায়ন শাস্ত্র ও অশারীর রসায়ন শাস্ত্র এই দুয়ের মধ্যে আমরা অশারীর রসায়ন শাস্ত্রের বিষয় অগ্রে উল্লেখ করিব।

প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই দুই বিভাগের মধ্যে বিভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলে আমরা স্থূলতঃ দুই প্রকারের পদার্থ অবলোকন করি। কতক গুলি পদার্থ যে অবস্থায় পূর্ব্বে ছিল, এখনও সেই অবস্থায় আছে; তাহাদিগের না জীবন আছে, না তাঁহাদিগের বৃদ্ধি আছে। আর কতকগুলি পদার্থ উহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর। তাহাদের জীবন আছে এবং বৃদ্ধি আছে।

* ত্বক্‌ এবং সপ্তকলাবিশিষ্ট দেহকে শরীর বলা যাইতে পারে। মাংস অস্থি মেদ শুক্র শোণিত প্রভৃতির আধারকে বৈদ্যক শাস্ত্রে কলা বলিয়া থাকে। করচরণ হস্ত পদ জিহ্বা নাসিকা কর্ণ ইত্যাদি সমুদায় অঙ্গের সমষ্টিকে স্থূলতঃ শরীর বলা যায়।

এই শ্রেণীর মধ্যে আমরা মনুষ্য গো বৃক্ষ লতা প্রভৃতি সমুদায় প্রাণ ও বৃদ্ধিশীল পদার্থকে ভুক্ত করিতে পারি। এই সকলের শুদ্ধ শরীর আছে তাহা নহে, ইহাদিগের শরীরের ক্রিয়াও আছে। বৃক্ষশরীর লতাশরীর এ প্রকার বলা ব্যবহার আছে; কিন্তু কেহ রূপক ভিন্ন লৌহশরীর, স্বর্ণশরীর, জলশরীর এরূপ কথা ব্যবহার করে না। বাস্তব যে সকল পদার্থের প্রাণ আছে, বৃদ্ধি আছে, শারীরিক যন্ত্রের ক্রিয়া আছে, তাহাদিগেরই প্রতি শরীর শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমাদিগের এবং গো পক্ষী আদি জীব সকলের চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ শোণিত মাংস প্রভৃতি আছে। আমরা চক্ষুদ্বারা দর্শন করি, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করি, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ লই, ফুস্ফুস দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি, পক্বাশয় পাচিত অন্নকে মাংস শোণিতে পরিণত করে। সুতরাং আমাদিগের শারীরিক ক্রিয়া আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু সংশয় হইতে পারে বৃক্ষ লতা সকলেরও কি এইরূপ শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বস্তুতঃ উদ্ভিজ্জগণেরও ঈদৃশ অনেক ক্রিয়া আছে। তাহারা পত্র দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, মূল দ্বারা একস্থানে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকে এবং স্বীয় শরীর পোষক রস পৃথিবী হইতে আকর্ষণ করিয়া লয়। এমন কি একই ভূমি হইতে বিভিন্ন বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিজ্জ সকল বিভিন্ন জাতীয় পোষণ সামগ্রী সকল শরীরস্থ করে। এস্থলে বৃক্ষের পোষণ সামগ্রী স্বয়ং নির্ব্বাচন করিবার সামর্থ্য আছে আমরা বলি না বরং আমরা বিশ্বনিয়ন্তার সাক্ষাৎ হস্ত উহাতে অবলোকন করি, কিন্তু বৃক্ষের মধ্যে জীবনী শক্তি অবস্থান করিতেছে, এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয়। শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত হইয়াই পরিশেষ হইল এমন নহে, এই গৃহীত পোষণ সামগ্রী আবার বৃক্ষশরীরস্থ যন্ত্র মধ্যে পরিচালিত হইয়া কতক অংশ উহার শরীরের অংশ হইয়া যায়, অপ্রয়োজনীয় কতক অংশ আবার নির্য্যাস রূপে শরীর হইতে বহির্নিঃসৃত হয়। আমাদিগের শরীরের শোণিতসঞ্চলনের ন্যায় রস সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিভ্রমণ করে। বস্তুতঃ বৃক্ষের ত্বক্, স্থুলী, বীজ প্রভৃতি আছে, সুতরাং ইহাদিগের মূলস্কন্ধাদি সমুদায় লইয়া আমরা

ইহাদিগকে শরীর বলিতে পারি! অতএব মনুষ্য হইতে উদ্ভিজ্জ পর্য্যন্ত প্রাণ ও বৃদ্ধিশীল শরীরী পদার্থের বিষয় লইয়া রসায়ন বিদ্যার যে এক বিভাগ তাহাকে আমরা শারীর রসায়ন শাস্ত্র বলিতে পারি।

আমাদিগের আর একটি বিষয় দেখিতে হইবে, এই সকল শরীরী পদার্থের আবার মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। মনুষ্য গো পক্ষী মৎস্য বৃক্ষ লতা সকলেরই মৃত্যু আছে। যখন মৃত্যু হয় তখন জীব সকল দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে পারে না, বৃক্ষের মূল সকল আর রসাকর্ষণ করে না। এই মৃত মনুষ্য, মৃত গো, মৃত পক্ষী, মৃত মৎস্য, মৃত বৃক্ষ, মৃত লতার শারীরিক কার্য্য স্থগিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগের সেই শরীর এখনও অবস্থান করিতেছে, তাহাদের ক্রিয়ার যন্ত্র সকলও রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং মৃত শরীরের অংশ যদি ধূলি মিশ্রিত হইয়া যায়, বৃক্ষ সকল পচিয়া সার হয়, তবু তাহারা শারীর পদার্থ। এইজন্য শুষ্ক খড়, গলিত পত্র, গোময় প্রভৃতি শারীর পদার্থ। মাংস গোম প্রভৃতি যাহা আমরা আহারের জন্য ব্যবহার করি তাহাও শারীর পদার্থ; কেন না যে সকল শরীরী এক সময়ে প্রাণ বিশিষ্ট ছিল, বর্দ্ধিত হইত, এ সকল তাহাদিগেরই শরীরাংশ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, যাহা জীবিত বা বৃদ্ধিশীল, অথচ যাহা এক সময়ে জীবিত বা বৃদ্ধিশীল ছিল, তাহা শারীর পদার্থ এবং রসায়ন বিদ্যার যে ভাগ এই শারীর পদার্থের বিষয় শিক্ষা দেয় তাহাকে শারীর রসায়ন শাস্ত্র কহে।

শারীর রসায়ন বিভাগের কথা যাহা বলা হইল তাহা দ্বারাই অশারীর রসায়ন বিভাগের বিষয়ও আমরা অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ হইতেছি। যাহা জীবিত বা বৃদ্ধিশীল নহে, শরীরিগণের ন্যায় যাহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা, পাক যন্ত্র নিঃশ্বাস যন্ত্র, প্রভৃতি কিছু নাই, তাহা অশরীরী। একটী লৌহ পিণ্ড; এক গ্লাস জল, এক খানি কাঁচ, ইহারা না জীবিত না বৃদ্ধিশীল, না ইহাদিগের চক্ষু কর্ণ নাসিকা চর্ম্ম ত্বলী প্রভৃতি কোন প্রকার শারীরিক যন্ত্র আছে। এক খণ্ড রোটিকা, এক টুকরা মাংস; গলিত পত্র, শুষ্ক খড়, অস্থি, গোময় এক সময়ে শরীরের অংশ ছিল বলিয়া

শারীর পদার্থ হইল। কিন্তু লৌহ জল কাচ প্রভৃতি কোন দিন শরীরী নহে বা শরীরের অংশ ছিল না, এজন্য ইহাদিগকে অশরীরী পদার্থ বলে।

আমরা এবার রসায়ন বিদ্যার ভাগ দ্বয় যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিলাম। ভবিষ্যতে প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা প্রথমতঃ অশারীর রসায়ন শাস্ত্র হইতে আমাদিগের প্রস্তাব আরম্ভ করিব।

ভাষা বিজ্ঞান।

অলঙ্কার।

কাব্য।

দোষ গুণ অলঙ্কার প্রভৃতি নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে কাব্য কাহাকে বলে, কাব্য রচনার উদ্দেশ্য কি ইহা নির্ণয় করা আবশ্যক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্যের লক্ষণ লইয়া অনেক বাদ বিতণ্ডা করিয়াছেন এস্থলে আমাদিগের সে সকল সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে কাব্যের প্রকৃত লক্ষণ প্রদর্শন জন্য আমরা দু একটি অপূর্ণ লক্ষণের বিষয় এখানে উল্লেখ করিতে পারি।

কেহ বলেন, যে রচনা দোষ শূন্য, গুণযুক্ত এবং যথা সম্ভব অলঙ্কারে বিভূষিত তাহাকে কাব্য বলা যায়। এ লক্ষণে অনেক গুলি কাব্যকে আমরা কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ রচনা সর্ব্বথা দোষশূন্য বা গুণালঙ্কারে বিভূষিত হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে না। তবে যদি এই বলা যায়, অত্যল্প দোষ থাকিলে বা কথঞ্চিৎ কোন স্থানে গুণের অল্প মাত্র ব্যাঘাত জন্মিলে তাহার কাব্যত্ব নষ্ট হয় না, তবে আর এটী লক্ষণ থাকিল না। কাব্য উৎকৃষ্ট হয়, সকলের হৃদয়গ্রাহী হয়, এ জন্য কাব্যে সাধারণের উদ্বেগকর দোষ সকলকে নিশ্চয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, শ্লোকবর্ণন করিবার সময় বীর রসোচিত পদ সমূহে বাক্য রচনা করিলে তাহা কাহার নিকট কাব্য বলিয়া সমাদৃত হইতে পারে না। তদ্রূপ হইলেও আমরা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণকে প্রশস্ত লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ

করিতে পারি না। এইমাত্র বলিতে পারি, এটি কাব্য সকলকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত করিবার উপায় নির্দ্দেশ মাত্র।

কেহ কেহ অলৌকিক আনন্দজনক বাক্যকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এইটিকে বর্ত্তমানে সকলে বিশুদ্ধ লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু দেখিতে হইবে এই অলৌকিক আনন্দ কি কারণে আমারদিগের মনে সমুৎপন্ন হয়? কবি বচনাকৌশল প্রদর্শন করিয়া ভাবহীন রচনার দ্বারাও কখন কখন আমাদিগকে ক্ষণকালের নিমিত্ত অনুরঞ্জিত করিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা সেই রচনাকে প্রকৃত কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না। রচনা যদি হৃদয়ের গভীর ভাব সকলকে উদ্দীপিত না করে, তবে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস বা পদবিন্যাসের কৌশল কখন আমাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। পদ্মবন্ধ খড়্গবন্ধ প্রভৃতি রচনাকৌশল এক জন বালককে চমৎকৃত করিতে পারে, কিন্তু যাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রকৃত ভাবগ্রাহিতা শক্তি অবস্থিতি করিতেছে, তাঁহারা তাহাতে বিমোহিত হন না।

অলৌকিক আনন্দ অর্পণ করা কাব্যের উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এই আনন্দ কি প্রকারে এক জনের হৃদয়ে সমুদ্রিক্ত হইতে পারে। ইহা নিশ্চয়, কবি যে ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া রচনাতে তাহা প্রকাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন, উহা পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিতে না পারিলে তিনি কখন কাব্য রচনায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ব্যর্থ কৌশল জাল বিস্তার করা কাব্যের উদ্দেশ্য নহে। কবির রচনার ঈদৃশ নীচ লক্ষ্য কখন হইতে পারে না। আমরা এই জন্য সাহিত্য দর্পণে কাব্যের যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে তৎ সহকারে মতে সম্মিলিত হইয়া কাব্যের লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে 'অনুরূপ ভাবোদ্দীপক চমৎকার পদনিবন্ধনকে কাব্য বলা যায়।' এই লক্ষণ দ্বারা পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ উপেক্ষিত হইল, সকলি আমরা এক স্থানে ন্যস্ত করিতেছি। কারণ কাহার হৃদয়ে কবির হৃদয়ের অনুরূপ ভাব উদ্দীপন করিতে হইলে, তাঁহাকে স্বয়ং সেই ভাবে উদ্দীপ্ত হইতে হয়। এই উদ্দীপ্ত ভাব স্বভাবতঃ নিজের অনুরূপ কথা সকল আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। যাহার হৃদয় প্রকৃত পক্ষে করুণ রসে

আর্দ্র হইয়াছে, সে তাহার সেই করুণা প্রকাশ করিতে কখন রৌদ্র রসোচিত বাক্যে নিজের ভাব প্রকটিত করে না। যখন হৃদয় যথার্থ তাদৃশ ভাবে উচ্ছলিত হয়, তখন তাহার ভাষা নীরস, শুষ্ক, বা চমৎকারিত্ব বিহীন থাকিতে পারে না। সাধারণতঃ কোন একটি বিষয় প্রকাশ করিতে লোকে যেরূপ প্রণালীতে কথা বলিয়া থাকে, উদ্দীপ্ত হৃদয় হইলে সে নীরস প্রণালী আর অবস্থান করে না। ইহাতে শব্দ বিন্যাস প্রণালী পর্য্যন্ত পবিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি নিজেও শোকে অভিভূত হইযাছে সে আর কখন মৃত ব্যক্তির পিতাকে এরূপে সংবাদ দিতে পারে না 'তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।' এই জন্যই আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, শোকী ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা কোন সময়ে মৃতের গুণ প্রকাশক কতক গুলি বিশেষণ সম্বলিত ভিন্ন, শুদ্ধ সংবাদটি মাত্র লাভ করি না। যথা "আর কি দেখ তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তোমার নয়নেব মণি, তোমার বৃদ্ধকালের যষ্টি, তোমার মাণিক তোমাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে" ইত্যাদি অনেক সময়ে আমরা এরূপ হইতে দেখিয়াছি, পবিবার মধ্যে নিশ্চয় কাহার মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা নির্দ্ধারণ করিতে উপস্থিত ব্যক্তির অনেক সময় গিয়াছে। বস্তুতঃ শোকী ব্যক্তি শ্রোতার হৃদয়ে অনুরূপ শোক উদ্দীপন না করিয়া কখন প্রকৃত সংবাদ অপণ কবে না। এই সংবাদ আবার অনেক স্থলে ভাবদ্বারাই বুঝিয়া লইতে হয়। শোকী তখন অলঙ্কাবের নিয়ম অনুসরণ করিয়া তদ্রূপ করিতেছে তাহা নহে; উদ্বেলিত ভাব সমূহ স্বভাবতঃ তাহার নিজ ভাষা অবলম্বন কবিযা বিনিঃসৃত হইতেছে এই মাত্র।

শোকাদি ভাব যখন স্বভাবতঃ অনুরূপ ভাষা লইয়া বিনিঃসৃত হয়, তখন যে উহা গুণবৎ হইবে সন্দেহ কি? এ স্থলে মাধুর্য্য গুণ স্থলে ওজো গুণ, ওজোগুণের স্থলে মাধুর্য্যগুণবাচক শব্দ সকল আসিয়া পড়া অসম্ভব। হৃদয়ে ভাব যত উজ্জ্বলরূপে উদ্দীপ্ত হইবে, ভাষাও তত প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট হইবে। আমরা অনেক কাব্যে যেখানে শোক বর্ণিত হইতেছে, সেখানে শোক সময়ে যে সকল অলঙ্কার স্বভাবতঃ আসিতে পারে না, শুদ্ধ চিন্তার ফল, এমন অলঙ্কার পদে পদে ব্যবহৃত হইতে দেখি। ইহাতে

পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে অনুরূপ শোক উদ্দীপিত না হইয়া শোকের বিষয় হইতে মন কবির দিকে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং রচনা শোকোদ্দীপক না হইয়া কবির কবিত্ব প্রকাশক মাত্র হয় এবং তিনি যে উদ্দেশে রচনা নিবদ্ধ করেন, সেই উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। যদি তিনি রচনা সম্বন্ধে স্বভাবের অনুসরণ করিতেন, কথান্তরে বলিতে গেলে স্বয়ং বাস্তব সেই ভাবে উদ্দীপ্ত-হৃদয় হইয়া শুদ্ধ হৃদ্গত ভাব বাক্যে প্রকাশ করিতেন, তাঁহার রচনা যথা সম্ভব অলঙ্কারে পূর্ণ হইত এবং তিনি অনায়াসে পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়কে আত্ম হৃদয়ানুসারী করিতে সমর্থ হইতেন। সুনিপুণ কবি স্বভাবকে অনুসরণ করিলে রচনা অনেক পরিমাণে নির্দ্দোষ হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণে 'দোষ শূন্য, গুণবৎ, যথাসম্ভব অলঙ্কার যুক্ত' এবং 'অলৌকিক আনন্দ জনক বাক্য' কাব্য, এই দুই লক্ষণই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

ভাবশূন্য রচনা কৌশলকে আমরা কাব্যত্ব হইতে বঞ্চিত করিলাম বলিয়া অনেকে আমাদিগের উপরে দোষারোপ করিতে পারেন; সে দোষ আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি। ঈদৃশ পদবন্ধনকে আমরা বাগ্লোচিত ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। সংস্কৃতের অনেক মহাকাব্যে আমরা এরূপ অনেক রচনা দর্শন করি, সে সকল চমৎকারজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা যদি অন্যান্য সকল ভাবোদ্দীপক বাক্যের সহিত একত্র না থাকিত, আমরা কবিকে শুদ্ধ তাহারই জন্য উচ্চতর প্রশংসা অর্পণ করিতাম না; বরং আক্ষেপ করিতাম, যিনি রচনার এরূপ কৌশল প্রকাশ করিতে পারেন, যদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতেন, তিনি যথার্থই মনুষ্যজাতির চিরস্থায়ী প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেন।

আমরা কাব্যের লক্ষণ কি নির্দ্দেশ করিলাম, এখন উহার উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে :—

কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥'

'যশ, ধন, ব্যবহার পরিজ্ঞান, অনর্থ নিবারণ, সদ্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, সরসতা সম্পাদন দ্বারা উন্মুখ করিয়া অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করতঃ সৎ-

পথে প্রবর্ত্তন এই সকলের জন্য কাব্য বিরচিত হইয়া থাকে।' আমরা শেষোক্ত উদ্দেশ্যকেই কাব্যের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। অনেকে চিত্তরঞ্জন কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করেন, আমরা উহা মনে করিতে পারি না। কবির রচনার উদ্দেশ্য ঈদৃশ নীচ হওয়া কখনই সমুচিত নহে। সংসারের অন্যান্য ভোগ সামগ্রী যেরূপ চিত্তের তুষ্টি সাধন করে, কবির কবিতাও যদি তদ্রূপ হইল, তবে আর উহার বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা এবং উচ্চতা কোথায় রহিল? অন্যান্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ইহাই বলা যাইতে পারে। অনর্থ নিবৃত্তি জন্য স্তোত্রাদি নিবন্ধন শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিবেকাদি উদ্দীপন করে, সুতরাং উহাকে সৎকাব্য বলা যায়, কিন্তু উহাতে কাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণের অভাব আছে। কাব্য শাস্ত্রের সৎপথে প্রবর্ত্তন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। উহা ঐতিহাসিক বিবিধ চরিত্র একত্র সরসভাবে গ্রথিত করিয়া শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয়কে অপহরণ করে, এবং গূঢ় ভাবে বর্ণিত উৎকৃষ্ট চরিত্রের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি জন্মাইয়া দিয়া তাঁহাকে সৎপথে প্রবৃত্ত করে এবং অসচ্চরিত্রের দোষকীর্ত্তন দ্বারা অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করে। যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদেশ কোন কার্য্যকর হইল না, সেখানে কবি কৌশলে প্রবেশ করিয়া তৎকার্য্য সাধন করিলেন। এইখানেই কবির মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব। কবি সর্ব্বথা এই ভাবে পরিচালিত না হইয়া যদি অন্যতর উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখেন, তিনি তাঁহার স্বীয় শক্তিকে অবমানিত করিয়া, যথার্থতঃ লোকের নিকটে নিন্দনীয় হন।

নূতন সংবাদ।

১। আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থ ব্রুক ভারতবর্ষে আসিয়া কয়েক দিন মাত্র কলিকাতায় ছিলেন, পরে সিমলা পাহাড়ে গ্রীষ্মকাল যাপন করেন। এক্ষণে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনার্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কিছুদিন হইল লাহোরে তাঁহার এক দরবার হয়, তাহাতে বহু সংখ্যক রাজা নবাব সর্দ্দার একত্র হইয়া তাঁহার সম্মাননা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বোম্বাই নগরে গিয়াছেন এবং সেখানে একটা বড় রকমের রাজ দরবার হইয়া গিয়াছে। ডিউক আগমনে কলিকাতায় যেমন, গবর্ণর জেনারেলের আগমনে বোম্বাইতে তেমনি ঘোরঘটা পড়িয়া গিয়াছে। যত

দেশের রাজা একত্র হইয়াছেন, লোকে লোকারণ্য, স্থানাভাব, সামান্য গৃহ গুলার হাজার দুই হাজার টাকা ভাড়া হইয়াছে। লার্ড সাহেব আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

২। ভূপালের বেগমের সৎকীর্ত্তির কথা আমাদের পাঠিকাগণ শুনিয়াছেন। তিনি দরবার উপলক্ষে সম্প্রতি বোম্বাই নগরে গিয়াছিলেন। গত ১৬ই নবেম্বর গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া (ভারত নক্ষত্র) নামক এক মহা সম্মান সূচক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। বেগম বস্ত্র মণ্ডপে আবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন। সমারোহ স্থলে দুই সহস্র দর্শক উপস্থিত ছিল।

৩। বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বলকারিণী মহারাণী স্বর্ণময়ীর বদান্যতা স্রোত অদ্যাপি অবরুদ্ধ হয় নাই। সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় একটী নূতন হসপিটাল বাটী নির্ম্মাণের সাহায্যার্থে ৮০০০ টাকা এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থ ৮০০০ আট হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিনি এই রমণী রত্নকে দীর্ঘজীবিনী করিয়া ভারতে ইহার আরও সৎকীর্ত্তি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ করুন।

৪। আমেরিকার একটী যুবতীর বিবাহের সকল আয়োজন প্রস্তুত এমত সময়ে সাংঘাতিক জ্বর বিকার হইয়া কয়েক দিনে সম্পূর্ণ নাড়ী ত্যাগ হয়। পরিজনেরা তাহাতে জীবনের কোন্ চিহ্ন না দেখিয়া মৃত বলিয়া পরিত্যাগ করে, এবং পরে কবর দিবার উদ্যোগ করে। এক ব্যক্তি মৃত দেহের মাপ লইতে যেমন যাইবে, অমনি সে উঠিয়া বসে। পরে চিকিৎসা দ্বারা রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এদেশে সেরূপ কাণ্ড দেখিলে ডানা পাইয়াছে বলিয়া রোগীকে মারিয়া ফেলা হইত।

বামাগণের রচনা।

জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা।

অজ্ঞান আছি হে প্রভু দেহ জ্ঞান দান।
দয়া করে অধীনীরে কর পরিত্রাণ॥
বিকল বধির প্রায় আছি সর্ব্বক্ষণ।
পাপ দিকে মতি মম করয় গমন॥
কি যে ভাল মন্দ হয় কিছু নাহি জ্ঞান।
জ্ঞান হীন আছি আমি অন্ধের সমান॥
অজ্ঞান সলিল মাঝে দিতেছি সাঁতার।
তোমা বিনা দীন বন্ধু কে করিবে পার?

জ্ঞান রত্নে হোক মম হৃদয় শোভন।
অজ্ঞান তিমির ঘোর কর নিবারণ॥
ওহে নাথ যোড় করে করি হে প্রার্থনা।
অজ্ঞান অনলে দগ্ধ হইতে দিও না॥
কবে বা হইব মুক্ত কবে যাবে পাপ।
কত দিনে ঘুচিবে বা মম মনস্তাপ॥
দয়া কর দয়াময় তব কন্যা প্রতি।
দুস্তার সংসার হতে করহ নিষ্কৃতি॥
তোমার নিয়ম যেন না করি লঙ্ঘন।
দিবানিশি প্রাণপণে করি হে পালন॥
দরিদ্র দুঃখির দুঃখ করিতে মোচন।
আমার হৃদয় যেন করে আকিঞ্চন॥
সতীত্ব ধর্ম্মেতে রত থাকে যেন মন।
পর পুরুষেরে দেখি পিতার মতন॥
পিতা মাতা আর যত আছে গুরুজন।
সকলের প্রতি যেন থাকে ভক্তি মন॥
পর হিংসা পরগ্লানি মনে নাহি হয়।
পর উপকার ব্রতে মন সদা রয়॥
সকলের প্রিয় হব মিথ্যা না কহিব।
সুমধুর বাক্যে আমি সকলে তুষিব॥
দাস দাসী আপ্ত পর আছে যত জন।
সকলেরে দেখি আমি আপন মতন॥
বিরাজিত হও নাথ হৃদি পদ্মাসনে।
নিরাতঙ্কে যাই যেন শমন সদনে॥
যখন আসিবে সেই ভীষণ শমন।
যখন আমায় আসি করিবে বন্ধন॥
বলে ধরি লয়ে যাবে আপন মন্দিরে।
ভাই বন্ধু যত জন চাহিবে না ফিরে॥
সে সময় তুমি ভিন্ন না দেখি উপায়।
অভাগা দাসীর প্রতি হও হে সদয়॥
জ্ঞানের প্রদীপ মনে জ্বলে সর্ব্বক্ষণ।
চরণে তোমার নাথ এই নিবেদন॥

শ্রীমতী রঘুমণি দেবী।
শান্তিপুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১৩ সংখ্যা | পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

গার্হস্থ্য দর্পণ।

শিশুপালন।

শিশুদিগের আর একটি দোষ অতিশয় বিরক্তিজনক, সে দোষটি কলহপ্রিয়তা। শিশুদিগের কিরূপে স্বাধিকার বোধ জন্মে, তাহা সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে পিতা মাতারা তাহাদিগের কলহের কারণ বুঝিতে ও সহজে তন্নিবারণের উপায় সহজে করিতে সক্ষম হইবেন। দুই তিন শিশু এককালেই এক বস্তু লইয়া বিবাদ করিতেছে দেখিয়া তাহাদিগের মধ্যে কাহার যথার্থ অধিকার তাহা মীমাংসা করিয়া বিবাদ ভঞ্জন করা কর্ত্তব্য, যথেচ্ছামতে শাসন করিতে গেলে যদিও তৎকালীন বিবাদের শেষ হইয়া যায়, তথাপি যে ভ্রমবশতঃ তাহাদের স্বাধিকার বোধ বিষয়ক বিবাদ ঘটে, তাহার সংশোধন হয় না। কলহপ্রিয় শিশুদিগের মধ্যে এরূপ বিরক্তিজনক বিবাদ নিয়ত ঘটিলে বাস্তবিক অতিশয় সহিষ্ণুতা না থাকিলে তাহাদিগের প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্যাচরণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু সহজ উপায় আর কিছুই দেখা যায় না। এমন স্থলে পক্ষপাতিতা শূন্য হইয়া সকল শিশুর প্রতি সমান স্নেহ করা বিশেষ কর্ত্তব্য এবং তাহাদিগকে ক্ষমাগুণের শিক্ষা দেওয়াও বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু ক্ষমা না দেখাইলে ক্ষমাগুণের শিক্ষা দেওয়া যায় না, অতএব ন্যায়ানুসারে শিশুদিগের বিবাদ ভঞ্জন করা ও [illegible]পূর্ব্বক দণ্ড না দিয়া ক্ষমা করাই যথার্থ সদুপায়।

শিশুদিগের আর একটি দোষ প্রায় পিতামাতারা বিরক্তিজনক বিবেচনা করিয়া থাকেন, সেটি শিশুদিগের চাঞ্চল্যভাব ও দ্রব্যাদি অপচয় করা। এমন স্থলে পিতা মাতার কর্ত্তব্য, যে শিশুদিগকে যথোচিতরূপে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন। এই উপায়টি শুদ্ধ এই দোষের সদুপায় নহে, এই উপায় দ্বারা অবাধ্যতা, কলহপ্রিয়তাদি নানা দোষের শান্তি হয়। এ বিষয়ে এইমাত্র সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যে, যে কর্ম্মটি করিতে শিশুকে আদেশ করিবে সেটি তাহার অল্পায়াসসাধ্য হয় ও নিতান্ত নিরর্থক না হয়। আর যখন বিবেচনা হইবে, যে শিশু সে কর্ম্মে শ্রান্ত হইয়াছে বা আর তাহার সে কর্ম্মে মন নাই, তখন তাহা করিতে আর আদেশ করা উচিত নহে। প্রকারান্তর কর্ম্মে শিশুর মন থাকিলে তদনুযায়ী আদেশ করাতে হানি নাই। যে দোষের উপায় কথিত হইল তাহা সকল সময়ে দোষের মধ্যে পরিগণিত করা উচিত নহে, কেননা যে পিতামাতা ইচ্ছা করেন তাহাদিগের শিশুরা প্রবীণ লোকের ন্যায় ধীর ও শান্তপ্রকৃতি হইবে বা কথা শ্রবণ মাত্রে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মে অতিশয় অনভিজ্ঞ, এবং শিশুরা তাঁহাদিগের ইচ্ছামত না হইলে যাঁহারা রাগান্বিত হন তাঁহারা শিশুপালন কার্য্যের যোগ্যতাহীন। কিন্তু পিতামাতা যখন অতিশয় চঞ্চলতাদি হানিজনক বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্যে নিষেধ করেন, সেই নিষেধে অবাধ্য হওয়াই বাস্তবিক শিশুর দোষ। আদেশ লঙ্ঘন করাও যেমন অবাধ্যতা, নিষেধ না মানাও তদ্রূপ।

কোন কোন পিতামাতা শিশুদিগের বহুভাষণ ও অতিশয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসাতে বিরক্ত হয়েন। এমন স্থলে কি কথা অনর্থক, কি প্রশ্নের সদুত্তর নাই বা সদুত্তর থাকিলেও তাহা শিশুর হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে তদ্রূপ কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিতে আদেশ করিবে। কিন্তু শিশু যখন যথার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে বা যথার্থ কোন বিষয়ক কথা বলে, তখন তাহাকে নিরস্ত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, তাহাকে যথোচিত সাহায্য করিয়া তাহার জ্ঞানেচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।*

দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিশুদিগের যে কয়েকটি দোষ উল্লেখ করিয়া তদ্দোষ

নেশায় কথিত হইল, শিশুর মনের ভাব ও বোধশক্তি বিবেচনা করিয়া সেই সকল উপায়েরও অনেক তারতম্য করিয়া লইতে হইবে। যাহারা অতি ছোট শিশু, যাহাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি কথঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি পায় নাই, এবং বিবেচনা শক্তি কিছুই হয় নাই, তাহাদিগকে অন্য কোন উপায়ে নীতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, তাহারা কেবল পিতামাতার ও অপরলোকের ব্যবহার দর্শন করিয়াই যাহা শিক্ষা করে তাহাই যথেষ্ট এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ব্যবহারের নিশ্চয় পত্তন ভূমি।

যাহাহউক, প্রায় কোন দোষের নিমিত্তই শারীরিক দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য নহে, শারীরিক দণ্ডের সহিত দোষের কিছুই সম্বন্ধ নাই সুতরাং তদ্দ্বারা কিছুই প্রতিকার হয় না, কেবল পিতা মাতার রাগ প্রকাশ এবং সুতরাং নানা দোষের বীজ বপন করা হয়। এই সকল দোষের মধ্যে প্রধান বুদ্ধির জড়তা। শিশুর দোষের সহিত শারীরিক দণ্ডের সম্বন্ধ না দেখিতে পাওয়াতেই এই ফল ঘটে। ঐ সকল দোষের মধ্যে আর একটি ভয় বা নিরুদ্যম, তদ্দ্বারা প্রথম দোষটি অর্থাৎ বুদ্ধির জড়তা আরো দৃঢ়ীভূত হয়। সেই ভয় প্রযুক্ত অসত্যপ্রিয়তা দোষও উপস্থিত হয়। আর দণ্ডদাতার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ হওয়াতে সকল দোষের প্রধান অবাধ্যতাও ঘটিয়া উঠে।

এক্ষণে শিশুপালন সম্বন্ধে যে সকল অনুচিত কার্য্যে পিতা মাতার সাবধান হওয়া উচিত তাহা বলা যাইতেছে। শিশু যে কোন দ্রব্যের জন্য ক্রন্দন করে, তাহা অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত দেওয়া অকর্ত্তব্য, তাহা দিলে শিশু কখন ধৈর্য্য শিক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু সে দ্রব্য যদি দেওয়া উচিত না হয় তাহাহইলে একেবারে দৃঢ়তার সহিত তাহা অস্বীকার করা কর্ত্তব্য। শিশুকে কোন বিষয় নিষেধ করিলে সেই নিষেধ দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। শিশু কোন বিষয়ে অত্যন্ত উপদ্রব করিলে স্থির মৌন ভাবে থাকা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে শিশু আপনা হইতেই শান্ত হইবে, এবং সেই সুযোগে তাহার মনকে বিষয়ান্তরে প্রবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। কোন বস্তু দিবার অঙ্গীকার করিয়া শিশুকে শান্ত করা অন্যায় এবং কোন কর্ম্ম করিলে বা না করিলে সেই কর্ম্ম করিবে বলিয়া কোন বস্তু দিতে স্বীকার করাও অনুচিত।

কিন্তু কোন বস্তু দিতে অঙ্গীকার করিয়া তাহা না দেওয়া আরো গর্হিত। শিশুকে কোন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে বা কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে অমূলক ভয় প্রদর্শন করাও সেইরূপ অন্যায়। শিশু যে খেলা করিতে বা যে কার্য্য করিতে বাঞ্ছা করে তাহাতে যদি কোন হানি হইবার আশঙ্কা না থাকে স্বাধীন হইয়া সেইরূপ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যে কার্য্য করিবার শিশুর ক্ষমতা হইবে সে কার্য্য আর অপর দ্বারা সম্পন্ন করা আবশ্যক নয়। সে কর্ম্ম সে যাহাতে সুচারুরূপে করিতে পারে তজ্জন্য যত্ন ও সাহায্য করাই যথেষ্ট, কিন্তু 'পারে না' বলিয়া তাহা তাহাকে করিতে না দিয়া আপনি করিয়া দিলে সে কোন কালেই কোন কর্ম্ম স্বয়ং সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে শিক্ষিত না হইলে সাবধানতা ও অধ্যবসায় জন্মে না এবং এই দুইটি গুণ ব্যতীত কোন কর্ম্মই সুসাধিত হয় না। যত দিন না পিতা মাতা শিশুপালনে বিশেষ যত্নশীল হইয়া প্রথমাবধি শিশুদিগকে সত্যপ্রিয় করিতে পারিবেন, পরস্পরের মধ্যে কলহ দূর করিয়া স্নেহ ঐক্যভাব ও ক্ষমা শিক্ষা দিতে পারিবেন, কাল্পনিক ভয় প্রদর্শন বা তদ্বিষয়ক গল্প ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক সাহসকে রক্ষা করিতে ও প্রশংসনীয় বিষয়ে উত্তেজিত করিতে পারিবেন, এবং স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিয়া সাবধানতা ও অধ্যবসায়ের শিক্ষা দিতে পারিবেন, ততদিন জানিবেন যে শিশুকে মানুষকরা হয় নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ নীতিশিক্ষা প্রদান করা শুদ্ধ পিতা মাতার সাধ্য নহে। বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে যে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বাল্যকালে সে সমুদয় বিষয়ের শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু শুদ্ধ পিতামাতা বা দাসদাসীর সংসর্গে সে অভিপ্রায় কদাচ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারে না। সমবয়স্কদিগের সহিত একত্র সহবাস না করিতে পারিলে শিশুদিগের অনেক শিক্ষার অভাব থাকে। এদেশে শিশু শিক্ষালয় নাই অতএব শিশুদিগকে সমবয়স্কদিগের সহিত মিলিতে দিতে হইলে তাহাদিগের কিরূপ চরিত্র তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। কুসংসর্গে মিশিতে দেওয়া অপেক্ষা নীতিশিক্ষার অসম্পূর্ণতা থাকাও ভাল। কিন্তু সচ্চরিত্র শিশুদিগের পরস্পর আলাপ দ্বারা অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য সুবিধামতে সকল গ্রামে সকল

পল্লীতে উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত রক্ষক নিযুক্ত করা এই দুই বিষয়ে সতর্ক হইয়া শিশুদিগের একত্রে আলাপ ও খেলা করিতে দেওয়া গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য। এরূপ না করাতে শিশুদিগের আসঙ্গলিপ্সা রীতিমত চরিতার্থ হয় না, সুতরাং কুসংসর্গদোষ জন্মে। সদালাপ, সদ্বিষয়ে চেষ্টা ও বিহিত সুখকর বিষয় দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা আনন্দানুভব করিতে শিক্ষা না দিলে শিশু স্বভাবতঃ কুসংসর্গী, কদাচারী ও অবিহিত সুখাভিলাষী হয়। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সকল প্রবৃত্তি যেমন প্রকাশিত হইতে থাকিবে, তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে নিয়োজিত করাই শিশুশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। পিতামাতা শিশুদিগের মনে যে রূপ সৎপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি সকলের উদয় ও প্রভাব দেখিবেন, তদনুসারে যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া নীতিবিষয়ক উন্নতি সাধন করিবেন। সেইরূপ তাহাদিগের মনে বুদ্ধি বৃত্তি সকলের উদয় ও প্রভাব বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য বিষয়ে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। নীতি-শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত যেরূপ প্রধান উপায়, বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষাতেও একটী বিশেষ উপায় অবলম্বন করিলে বিশেষ উপকার হয়। বিশেষ উপায়টি এই যে বিষয়ের শিক্ষা দিতে হইবে, সেই বিষয়টি শিশুর বুদ্ধি অনুসারে যেমন ক্রমশঃ তাহার উপলব্ধি হইতে পারে সেইরূপ ক্রমশঃ তাহাকে সে বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষা দিতে হইলে শিশুর মনের ভাব কল্পনা করিয়া আপনার মনকে সেই ভাবাপন্ন করিতে হয়, পরে সে যেন আপনি শিক্ষা করিতেছে বোধ করে, এইটি মনে করিয়া ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে জ্ঞাতব্য বিষয়ের অংশ সকল প্রকাশ করিয়া কহিতে হয়, তাহা হইলে শিশু কেবল নূতন বিষয়টি শিক্ষা করে এমন নহে, কিরূপে শিক্ষা করিতে হয় তাহাও শিক্ষা করে এবং এরূপ শিক্ষা দ্বারা মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব হয়। যেমন ঝুমঝুমি বা গদা সঞ্চালন করিয়া শিশু আপনার বাহু শক্তির প্রমাণ পাইয়া অস্ফুটবাক্যে আনন্দ ধ্বনি করিতে থাকে, সেইরূপ উক্ত প্রণালী মতে শিক্ষা করিতে করিতে আপনার বুদ্ধি শক্তির প্রমাণ পাইয়াও তদতিরিক্ত আনন্দ অনুভব করে এবং আরো বুদ্ধিবৃত্তি সঞ্চালনাতে রত হয়। কিন্তু যতদিন ভাষাজ্ঞান না হয় ও আমেরিকা

প্রকাশ না পায় ততদিন প্রকৃত উপদেশ দেওয়া যায় না। তৎপূর্ব্বে শিশু কেবল ইন্দ্রিয় সঞ্চালনমাতেই প্রবৃত্ত থাকে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলের জ্ঞান যেরূপ হইতে আরম্ভ হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া নানাবর্ণের নানাপ্রকারের নানাবিধ খেলানা দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক। যে সকল দ্রব্য গিলিতে পারে এমন দ্রব্য দেওয়া উচিত নহে। মাটীর, শোলার, বা মোমের খেলানা ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহা দেওয়া অনর্থক। কাষ্ঠের খেলনা যথা ঝুমঝুমি, গাড়ী, বাছা ইত্যাদি দেওয়া ভাল। ক্রমে বর্ণ, শব্দ, আকার, স্বাদ ইত্যাদি জ্ঞান হইবার পরে যখন সুশৃঙ্খলরূপে সাজাইবার জ্ঞান ও সংখ্যার জ্ঞান হইবে, তখন খেলনার দ্রব্য সাজাইয়া রাখার বিষয় ও গণনা করায় বিষয় শিক্ষা করিতে সহয়তা করা আবশ্যক। খেলনার দ্রব্য সম্বন্ধেই শিশুদিগের স্বাধিকার বোধ জন্মে, অতএব সেই বোধের প্রতি সেই সময় অবধি দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে পরদ্রব্যে লালসা, অন্যায়রূপে অন্যের দ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি দোষ করিতে না শিক্ষা করে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক শিশুকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট খেলনা লইয়া খেলা করিতে দিলে কলহের কারণ থাকে না, কতক গুলি খেলনা নির্দ্দিষ্ট না করিয়া ছেলেদের সাধারণ নামে সঙ্কল্প করিয়া দিলে নানা অনর্থ কলহ ঘটিতে পারে। কিন্তু যেমন স্বাধিকার জ্ঞান, তৎসঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য, ক্ষমা ও অন্যের প্রতি দ্বেষ শূন্যতা শিক্ষা করাইতে হইলে কোন কোন বস্তু সাধারণের বিষয় স্বরূপে দেখাইয়া সকলকেই তাহা ব্যবহার করিবার অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা করিতে হইলে সম্যক বুদ্ধিসহকারে হিতে বিপরীত না ঘটে ইহাতে সাবধান হওয়া অত্যাবশ্যক।

ভাষাশক্তি প্রকাশিত হইলেই শিশু নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং তৎপূর্ব্বেই তাহার স্থান, কাল, ঘটনা ইত্যাদি অনুভব করিবার শক্তি জন্মে। তখন প্রশ্নের সদুত্তর দ্বারা ও গল্পের দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত। তৎকালে ছবি দেখাইয়াও অনেক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সহজে না বুঝিতে পারে এমন কথা বা এমন বিষয় শিশুর সম্মুখে কদাচ উল্লেখ করা উচিত নহে। আমোদের সহিত শিক্ষা দান

করিবে। এক কালে অনেক বিষয়ের নূতন কথা শিক্ষা দিবেনা। যে বিষয়ে শিশুর বোধ হওয়া অসম্ভব, সে বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে কোন মিথ্যা বাক্য দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান জন্মাইয়া না দিয়া তাহাকে বলা উচিত সে বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার এখনও তাহার শক্তি হয় নাই। শিশুর যেমন বুদ্ধি শক্তি প্রকাশিত হইবে তাহা বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে নানাবিধ বিষয়ের শিক্ষা দিতে থাকিবে। জীব জন্তু ফুল ফল ইত্যাদি বস্তু প্রত্যক্ষ করাইয়া শিক্ষা দিবে। যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ না করা যায়, সে সকল বস্তুর ছবি দেখাইয়া শিক্ষা দিবে। কল্পনাশক্তি হইলে অপ্রত্যক্ষ বস্তু বিষয়ক, ইতিহাস বিষয়ক ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় সামান্য কার্য্য কারণ বিষয়ক শিক্ষা দিবে। বর্ণ পরিচয় হইবার যথাযোগ্য সময়ে যথা রীতিক্রমে লিখন পঠন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রথমতঃ উক্ত প্রণালী অনুসারে আনন্দের সহিত প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা শিশুর পক্ষে সরস বোধ হয়, অতএব জ্ঞানেচ্ছাকে প্রবল করিতে পারে তদিচ্ছা সিদ্ধির অনন্যোপায় অধ্যয়নের প্রতি ও স্বতঃই যত্ন হইতে পারে। তাহাহইলে সার উইলিয়ম জোন্সের মাতার ন্যায় "বাপু পড়িলেই জানিতে পারিবে" এই কথার মাহাত্ম্য দেখিতে পাইবে।

শিক্ষার যত বিষয় আছে, তন্মধ্যে নিয়মের শিক্ষা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। প্রথমাবধি নিয়মিত আহার শয়ন ক্রীড়া ইত্যাদি অভ্যাস করাইলে এবং লেখাপড়ার দ্রব্যাদির শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে ও সাজাইতে শিখাইলে ক্রমে তাহারা আপনাদিগের বস্তুতে আপনারা যত্ন করিতে ও আপনাদিগের কার্য্য নিয়মিত সময়ে নিয়মিত রূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে। শিশুপালন বিষয়ে শিশুদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথা কথিত হইল, তৎসমুদয়ই পুত্র সন্তানের পক্ষে যেমন কন্যা সন্তানের পক্ষেও ঠিক তেমনি খাটে, অতএব এ উভয়ের মধ্যে কোন মতে ভিন্নভাব করা অতি অন্যায়। কেহ কেহ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে কন্যাদিগকে বাসন ধুইতে, ঘর পুছিতে, লুচি রুটি বেলিতে, ময়দা খাসিতে, বাটনা বাটিতে, ও তরকারি কুটিতে শিখাইতে পারিলেই যথেষ্ট। এ সকল কন্যারা নিশ্চয়ই শিক্ষা করিবে, কিন্তু তজ্জন্য নীতিশিক্ষা বা বুদ্ধি

বৃত্তির শিক্ষা বিষয়ে তিল, মাত্রও অমনোযোগ না হয়। যে পিতা-মাতা এমন গুরুতর বিষয়ের শিক্ষা দিতে পুত্র ও কন্যা দিগের মধ্যে অণুমাত্র প্রভেদ করেনি, সে পিতামাতা আপনার কন্যার শত্রু, নারীজাতির মাহাত্ম্য জ্ঞানশূন্য, ঐশিক নিয়মের বিদ্রোহাচারী। শাস্ত্রেও লেখা আছে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" কন্যাকে এইরূপে পালন করিবে, ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বেদিয়া বালিকা।

চতুর্থ অধ্যায়।

পোর্চাবন হোটেল বহু প্রাচীন কালের একটী বৃহৎ অট্টালিকা। একাদশ লুই ১৪৬১ অব্দের ১৪ই আগষ্ট রিম্‌স নগরে সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া যখন পারিস মহানগরীতে সমারোহে প্রবেশ করেন, তখন ঐ মাসের সংক্রান্তি দিবসে এই অট্টালিকায় বাস করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ফরাসী মহারাজের রাজস্ব মন্ত্রী বারবীর এখানে বাস করিতেন।

যে দিবস ভেলকীর মাঠে পরামর্শ স্থির হয়, সেই দিবস সন্ধ্যাগমে যেমন সায়ংকালীন ঘণ্টা ধ্বনি হইল, অমনি হোটেলের সম্মুখ দ্বারের কবাটে উচ্চ আঘাত শব্দ হইতে লাগিল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মমন্দিরে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি এই হোটেলে থাকিতেন এবং গল্প গাছা করিবার জন্য কখন কখন দ্বারবানের গৃহে বার দিয়া বসিতেন। তিনি দ্বাররক্ষককে ডাকিয়া বলিলেন "জাকবন্দ! দ্বার খুলিও না, দ্বার খুলিও না; এমন অসময়ে দ্বারে আঘাত আমার তো ভালর লক্ষণ বোধ হয় না।"

দ্বার রক্ষক বলিল "মাঠুরিনি! মন্দলোকে আর দ্বারে আঘাত করে না, সাড়া না দিয়াই গৃহে প্রবেশ করে। বোধ হয় আমাদের ছোট মনিব হইবেন। এখন হদ্দ ৭টা ৭।।০ টা রাত্রি, যুবকেরা সকল দিন এত সকাল সকাল বাটী আসে না। কর্ফিউ ঘণ্টা বাজিলে ঘরে যাইতে হয়, কবাট বন্ধ

করিতে হয় ; আগুন, ও আলোক নিবাইতে হয় বটে, কিন্তু তাহারা মনে করে এই সময়েই গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় তাহার কথা শেষ না হইতে হইতে মাঠুরিণি বলিলেন "যারা ঠিক সময়ের উপরে আসে, তাদের তরে দরজা খুলো না।"

দ্বাররক্ষক এবার একটু গম্ভীর ভাবে বলিল "যথার্থ, এখনো যে দরজায় ঘা দিতেছে।"

এই সময়ে বাটীর মধ্যে একটী কুঠরির দরজা খুলিল। দীর্ঘাকৃতি পাণ্ডুবর্ণ অল্পবয়স্ক একটী যুবা (অধ্যয়ন, পরিশ্রম এবং বোধ হয় চিন্তাতে তাহার ললাটের মাংস লোপ হইয়াছিল) চিৎকার করিয়া বলিলেন "জাক-বন্দ! তুমি কালা না কি? কে দরজা ঠেলিতেছে শুনিতে পাও না?"

দ্বারবান্ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল "কিন্তু মশাই! এত রাত্রে কে আসিবে?"

তিনি মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন "এখনি যাও এবং দেখ।" জাকবন্দ প্রত্যুত্তরের পথ না পাইয়া দরজার নিকট চলিল।"

মাঠুরিণি যুবকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন "বাপু! তুমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হও, তোমাকে হাতে ধরে এই হাত সার্থক করেছি। এখন যদি আমার কথা শোন তো বলি এ অসময়ে ডাকিতে আর কেউ নয়, হয় কোন হাঘরী লক্ষ্মীছাড়া লোক, নয় দস্যু-তাড়িত কোন ব্যক্তি।"

"যদি তা হয়, যতদূর সাধ্য তাহার সাহায্য করা খৃষ্টান মাত্রেরই কর্ত্তব্য।"

বাহির হইতে এই শেষ কথার প্রতিধ্বনি হইল "যতদূর সাধ্য তাহার সাহায্য করা খৃষ্টান মাত্রেরই কর্ত্তব্য।" দ্বার রক্ষক দ্বার খুলিয়াই 'ত্রাহি ত্রাহি' করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

গৃহস্বামী বারবীর এবং দুইটী স্ত্রীলোক এই সময় দেউড়ীর দিকে আসিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হইয়াছে? কি বিপদ্ হলো?'

দ্বারবান্ বলিল "আমি দুইটী বালিকাকে দেখিতেছি, একটী মরা, আর একটী প্রায় সেইরূপ। তাহাদিগকে বাটীর ভিতর লইয়া যাইব কি না? অনুমতি আমাকে করুন।"

বারবীর বাহিরে গিয়া দেখিলেন দুইটী বালিকা অচেতন অবস্থায় ভূমিতে শয়ান রহিয়াছে। তখন রাত্রি ৮টা। এ ঋতুতে এ রাত্রে অধিক অন্ধকার হয় না, রাস্তার সকল বস্তু বেশ দেখা যায়। একটী বালিকার মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইল, তাহাতে অকৃত্রিম বিনয় ও পবিত্রতার ছবি যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। বারবীর বলিলেন "আমার তো বোধ হয় না, এই বালিকাদের কেউ এত জোরে দরজায় ঘা দিয়াছিল।"

দ্বারবান্ বলিল "না মহারাজ! সে আর একজন লোক পথ দিয়া যাইতেছিল, আমি দরজা খুলিবা মাত্র এই কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল 'এই দুঃখিনী বালিকা দুটীর কি হইয়াছে দেখ তো। সায়ংকালীন ঘণ্টা বাজিয়াছে, পারিসেব রাস্তা নিরাপদ নহে, আমাকে তাড়াতাড়ি ঘরে যাইতে হইতেছে।' কিন্তু এ বালিকা দুটীকে লইয়া কি করিব অনুমতি করুন্।"

"উহাদিগকে বাটীর ভিতর আন এবং পরিচারিকারা উহাদের ভাল করিয়া তত্ত্বাবধান করুক।"

মাঠুরিণী বলিলেন "উহাদিগকে বাটীর ভিতর আনিবেন! ভাল মহাশয়, আপনিত কিছু ভাবেন না। পারিসের রাস্তায় যে সকল চুরি, জখমি, হত্যা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয় তাহা একবার মনে করিয়া দেখুন দেখি—"

"মাঠুরিণি! সেই জন্যেত এই অনাথিনী বালিকাদিগকে বিপদে ফেলা কখনই উচিত নয়।"

"কিন্তু মহাশয়! কে বলিল ইহারা অনাথিনী বালিকা?"

বারবীর বিরক্ত হইয়া বলিলেন "বেটী! এদের পানে একবার চাহিয়া দেখিলেই যে তাহা বুঝিতে পার।"

মাঠুরিণী আরো জেদ করিয়া বলিলেন "বাবা ঠাকুর! আপনার একটী দয়ার কার্য্যে ব্যাঘাত করিতেছি বলিয়া যদি কিছু মনে করেন আমাকে হাজার বার ক্ষমা করুন্। কিন্তু আমি বলিতেছি বেদিয়ারা তাদের 'কাঠের পার' আড্ডায় এরূপ অনেক কার্য্য করিয়াছে। এই হতভাগারা সকল বেশ ধরিতে পারে; তাহারা বৃদ্ধ, যুবা, কদাকার, সুন্দর, কুঁজো, খোঁড়া, কানা যা মনে করে তাই হতে পারে। বুড়ো ঝির কথা রাখুন,

আমাদের উপর এ কার্য্যের ভার দিয়া যান। উহারা বাহিরে থাকুক আমরা উহাদিগকে মিঠাই মোণ্ডা বিছানা মাতুর যা আজ্ঞা করিবেন দিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, উহাদিগকে বাটীর ভিতর কখন আনিবেন না।"

"মা ঠাকুরন্, ঈশ্বরের দোহাই, পায়ে ধরি, আমাদিগকে রাস্তায় ফেলিয়া রাখিবেন না।" দুইটীর মধ্যে বড় বালিকাটী অতি ক্ষীণস্বরে এই কথা গুলি বলিল। রাজস্বমন্ত্রী বলিলেন "জাকবন্দ! মাঠুরিণীর কথা শুনিয়া কাজ নাই, আমি যা বলি তাই কর।" এই কথা বলিয়া যে বালিকাটী এখন পর্য্যন্ত একটী কথা কয় নাই, তিনি তাহার হাত ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া চলিলেন। জাকবন্দ অপর বালিকাটীকে ধরিয়া তুলিল এবং প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। দ্বাররক্ষকের পত্নী বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল "ইহাঁদের কি বুদ্ধির ভ্রম।" মাঠুরাণী সাথ দিয়া বলিতে লাগিলেন "তুমি ঠিক বলিতেছ, এ কি বিষম পাগলামী। ঈশ্বর করুন্ আমাদের মনিবকে যেন পরে এজন্য পরিতাপ করিতে না হয়।"

পঞ্চম অধ্যায়।

গৃহস্বামী বালিকা দুটীকে যথেষ্ট পরিমাণে আহার দিয়া যখন দেখিলেন তাহারা কিছু সুস্থচিত্ত হইয়াছে, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে? কোথায় যাইতেছিলে?"

যে বালিকা পূর্ব্বে মুখ খুলিয়াছে সেই এখন উত্তর দিতে অগ্রসর হইল। সে বলিল "আমার ভগিনী আলিস্ এবং আমি দুজনেই অতি দুঃখী এবং পিতৃ মাতৃহীন, আমাদের পানে চাহিয়া দেখে এমন আত্মীয় বন্ধু পৃথিবীতে কেহ নাই। পাঁচ দোরে ভিক্ষা মাগিয়া আমাদের উদর পোষণ করি। দিনের বেলা আমরা রাস্তায় রাস্তায় বেড়াই, রাত্রি হইলে যেখানে পাই নিদ্রা যাই, ধর্ম্ম মন্দিরের বারাণ্ডায় এবং হাটের চালায় প্রায় আমাদের রাত কাটিয়া যায়। আজি সন্ধ্যাকালে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে আপনার দ্বারের বেশী দূর আর যাইতে পারিলাম না। আজি প্রাতঃ কাল হইতে আমরা কিছুই খাই নাই।"

সারা যতক্ষণ বলিতেছিল বারবীর আলিসের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে এক-দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, আর কোন দিকে পলক ফিরাইতে পারেন নাই। সে বালিকাটী মুমূর্ষুর ন্যায় ম্লান মুখে মাথাটী হেঁট করিয়াছিল, দেখিলেই বোধ হয় কোন গভীর শোকে মগ্ন আছে; এবং সারা যেমন এক একটী কথা বলিতেছিল তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু হইতে বড় বড় জলের ফোঁটা গণ্ড স্থল বাহিয়া ঝরিতেছিল। এরূপ সুকুমার বয়সে নিস্তব্ধ অথচ গভীর শোকের এ প্রকার ভাব দেখিয়া বারবীরের অন্তঃকরণ বিকল হইয়া উঠিল। তিনি মাঠুরিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাদিগকে কোথায় শয়ন করিতে দিবে?"

পরিচারিকা বলিলেন "তার জন্যে বেশী ভাবিত হইবেন না। আস্তা-পোল, কি গোলাবাড়ী বাহিরের যেখানে হয়, একটা জায়গা হইলেই হইবে।"

"মাঠুরিণি! ইহারা একটু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তোমার ঘরের নিকট এমন একটী কুঠারি কি নাই?"

সারা ব্যস্ত হইয়া বলিল "আস্তাপোলেই অনুমতি করুন, আস্তাপোলই বেশ হইবে, আমাদের দুই বোনের বিছানায় শোয়া অভ্যাস নাই।"

"মা ঠাকুরাণি! যদি অনুগ্রহ করেন, কুঠারিতেই একটু স্থান দিন।" আলিস এই কথাটী এরূপ ব্যগ্রতার সহিত বলিল এবং বারবীরের প্রতি এরূপ বিষণ্ণ ভাবে চাহিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—

"আচ্ছা দুঃখিনী বালিকা, কুঠারিতেই স্থান পাইবে।"

মাঠুরিণী বিজ বিজ করিয়া গোমরাইতে লাগিল "হ্যাঁ আমার পাশের ঘরে রাখা হৌক্ প্রথমে আমার গলাটাই কাটা যাক্!"

সারা জিজ্ঞাসা করিল "আপনার গলা কাটা যাবে এমন কথা কেন বলিতেছেন?"

স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল "আমি কেমন করে জানিব, কেমন করে বলিব?"

আলিস নম্রভাবে বলিল "মা ঠাকুরাণি! যদি আমাদের ভয়ে কোন ভয় হয়, দরজার কুলুপ আঁটিয়া দিন।" এই বলিয়া কাকুতিপূর্বক দৃষ্টিতে

সারার প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল। সারা ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাহার উপরে কট মট করিয়া চাহিতে লাগিল। বারবীর ছুটী বালিকার ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি ইহার মর্ম্ম কিছু বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য ও অবাক্ হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ বিনিময় করিতে লাগিল, একজন যত কাতরতা প্রকাশ করিতেছে, অন্যটী তত রুদ্র ভাব দেখাইতেছে, তখন তিনি ইহার নিগূঢ় কারণ বাহির করিতে উৎসুক হইলেন।

তিনি বলিলেন "আচ্ছা, সহজেই এ বিষয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে ; যে কুলুপবদ্ধ ঘরে থাকিতে চায় সে তাহাতেই থাকিবে এবং আর একজন আস্তাপোলে যাইবে।"

সারার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু আলিস পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ম্লান হইয়া গেল এবং যেন ভয় পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "মহাশয়! এই দয়াটী করুন্ আমাদিগকে ছাড়াছাড়ি করিয়া রাখিবেন না।"

বারবীরের যার পর নাই আশ্চর্য্য বোধ হইল। আলিসের উপরে তাঁহার দৃষ্টি এরূপ অচঞ্চল ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল, যে তিনি এককালে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন।

মাঠুরিণী বলিল "আপনার এ ছোট বালিকাকে দেখিয়া কি বোধ হয়?"

বারবীর কিছু চিন্তা করিয়া বলিলেন "বড় আশ্চর্য্য, বড় আশ্চর্য্য! আমার বোধ হয় এ মুখ আমার অপরিচিত নয় এবং ইহার স্বর পর্য্যন্ত আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

পরিচারিকা বলিল "আমি এখন ইহাদিগকে চিনিতে পারিতেছি। এই দুই ভিখারিণী মেয়েকে আমি সর্ব্বদা পোর্চারন্ ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারে দেখিয়া থাকি।"

বারবীর মাঠুরিণীকে বলিলেন "দেখ ঝি, ইহাদের উভয়কে তোমার ঘরের কাছে যে কুঠারি আছে, তাহাতে থাকিতে দেও এবং প্রাতঃকালে আমার সহিত দেখা না করাইয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিও না।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মাঠুরিণীকে প্রভুর কথা কাজে কাজেই শুনিতে হইল। তিনি একটী

বাতি জ্বালিয়া লইয়া উভয়কে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে বলিলেন এবং অনেক সিড়ি ভাঙ্গিয়া চিলের ছাদে একটী ছোট কুঠারিতে লইয়া গেলেন, তথায় একটী শয্যা দৃষ্ট হইল। পরিচারিকা আলোক হস্তে যেমন ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন সারা বলিল "ঠাকুরাণি! আমাদিগকে কি অন্ধকারে রাখিয়া যাইতেছেন?"

পরিচারিকা বলিলেন "চন্দ্রোদয় হইয়াছে তোরা আরো কি চাস্।" এই বলিয়া তিনি যেমন ঘরের বাহির হইবেন আলিস্ মৃদুস্বরে ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিল "আমাদের কুঠারির দরজার কুলুপ টা আঁটিয়া দিন।" একথার আর কোন ফলোদয় হউক না হউক, মাঠ্রিণী বিজাতীয় ভয়ে এরূপ আক্রান্ত হইলেন যে আর সকল কথা ভুলিয়া গিয়া যত শীঘ্র পারিলেন ছুটিয়া আপনার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আদর্শ ইংরাজ ভার্য্যা।

এদেশের অনেক লোকের একটী কুসংস্কার আছে যে ইংরেজ দিগের স্ত্রীরা অর্থাৎ বিবীরা স্বামীর প্রতি বড় স্নেহ ভক্তি করিতে জানেন না, তাঁহাকে চাকরের মত আজ্ঞাধীন করিয়া রাখেন. তাঁহার উপার্জ্জিত টাকা কড়ী লইয়া কেবল আপনি বাবুয়ানা করিয়া উড়াইয়া দেন. সন্তানাদির প্রতিও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন এবং সর্ব্বদা আপনাদের সুখ সচ্ছন্দতার জন্যই ব্যস্ত। এ কথা ঠিক্ নহে। সাহেবদের দেশে গিয়া ইহাদের পরিবার সকলের ব্যবহার স্বচক্ষে দর্শন করিলে এ ভ্রম অনায়াসে দূর হইতে পারে। ইংরেজ রমণীদিগের হৃদয়ও যে বঙ্গীয় কামিনীগণের ন্যায় আশ্চর্য্য স্নেহ, মমতা, প্রীতি ও ভক্তির আধার ইহার অনেক দৃষ্টান্ত মিলিবে তাহার সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে ইংরেজ দিগের আদর্শ ভার্য্যার চিত্র ইংরাজী একটী প্রসিদ্ধ কবিতা হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম, ইহা দেখিলে পাঠিকাগণ হয়ত বঙ্গীয় রমণীর বর্ণনা অনুমান করিয়া চমৎকৃত হইবেন।

বালিকা যখন, আমারে তখন, আনিলে আপন ঘরে।
দুখের দুখিনী, সুখের সুখিনী, হতে চিরদিন তরে॥
বল নাথ আজ, ছাড়িয়া সে কাজ, আপন সুখের লাগি।
তব দুঃসময়ে, পাষাণ হৃদয়ে, নহি কি দুখের ভাগী?
অন্যের হাসিতে, না চাই হাসিতে, কাঁদিব তোমার সাথ,
জগতে না গণে, ভেবনাক মনে, আমার সর্ব্বস্ব নাথ॥
কুটীর প্রাসাদ, তোমার প্রসাদ, শাকান্ন সুধানিলয়।
সহাস্য বদন, জুড়ায় নয়ন, তব স্বর মধুময়॥
নিদ্রা যাও নাথ, করি দৃষ্টিপাত, অশ্রুতে ভাসয় আঁখি।
বলি দয়াময়ে, দীন নিরাশ্রয়ে, বাঁচাও চরণে রাখি॥
'দেখ দিন দিন, পরিশ্রমে ক্ষীণ, নাথের হৃদয মন,
কৃপা দৃষ্টিপাত, কর দীননাথ, সর্ব্বদুঃখ বিনাশন॥'
বিরাম দায়িনী, নিদ্রা বিনোদিনী, এ চখে আসিলে পরে।
না যেতে পলক, কাঁদয় বালক, উঠি চমকের ভরে॥
তোমার অঙ্গজ, সুখ সরসীজ, যতনে হৃদয়ে লয়ে।
আদরে সান্ত্বনা, করি পাছে তোমা, জাগাইবে অসময়ে॥
এক ভিক্ষা চাই, নাথ তব ঠাঁই, পূর মম মনস্কাম।
হবে সুখী মন, দুঃখিনী যখন, ত্যজিবে এ ভবধাম॥
নাহি প্রয়োজন, স্নেহের বচন, তুমি চির স্নেহময়।
সুখের আহারে, প্রয়াস না করে, তব সুখে সুখোদয়॥
যে বসন পরি, তাহাতে সুন্দরী, তব চখে যদি হই,
করিবারে জাঁক, ধনীর পোসাক, পরিতে লোলুপ নই।
সদা সভাস্থলে, গিয়া কুতূহলে, যে সময় কর দান॥
না কর বঞ্চিত, তাহার কিঞ্চিৎ, দিয়া মোরে দেহ জ্ঞান।
যে জ্ঞানের লাগি, এত অনুরাগী, আকুল হৃদয় তব॥
আমি কি তাহার, নাপাইব তার, পশুর সমান রব?
কর মোরে দান, হোরা পরিমাণ, সময় প্রতি যামিনী।
যতদূর পার, কর আপনার, আত্মার চির সঙ্গিনী॥

তুমি অনাগত, কাজে রব রত, ভাবিব তব অভাবে,
"সময় আমার, দুঃখের আগার, কখন আর না হবে।
বিদ্যানুশীলন, করিবে যখন, পাইবে আমারে সাথী,
কুটীর প্রাঙ্গনে, অব কৃপা গুণে, শিখাইব দিবা রাতি ॥
নহি ধনবান, নহি মান্যমান, জ্ঞান ধর্ম্মে সুখী রব,
হৃদয়ে হৃদয়, মনে মন লয়, দোঁহে একপ্রাণ হব ॥*

আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক।

মনুষ্য সমাজের মধ্যে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা জানেন না এই সমাজ হইতে কত প্রকারে কত উপকার পাওয়া যায় এবং ইহা ছাড়িয়া যদি কোন জনশূন্য স্থানে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে কি ঘোর বিপদে পড়িয়া প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ কি আহার, কি বস্ত্র, কি বাসগৃহ, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান এ সকল বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য না পাইলে কোন প্রকারেই আমাদিগের চলিতে পারে না। আমাদিগের দেশের প্রাচীন মুনি ঋষিদিগের কথা শুনা যায় তাঁহারা

* Chambers's Miscellany.

জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন বনে তপস্যা করিতেন, কিন্তু বন মধ্যে ও তাঁহাদিগের আশ্রম এবং এক প্রকার পরিবার ও সহবাসী সকল থাকিতেন। কেহ কেহ ধ্যানযোগে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান ও বাহ্য ক্রিয়া শূন্য হইয়া থাকিতেন যদি বিশ্বাস করা যায়, তাঁহারা জীবিত লোকের মধ্যে গণ্য নহেন। একাকী এক নির্জন দেশে গিয়া কিরূপ অবস্থায় জীবন যাপন করিতে হয়, তাহার যথার্থ বিবরণ আমরা দেখিতে পাই না, অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে হয়। এইরূপ অনুমানে চিত্রিত করিয়া ইংরাজীতে 'রবিনসন্ ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত' নামে এক খানি অতি আশ্চর্য্য গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থ কিন্তু এক কালে অমূলক নয়। আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক নামে এক ব্যক্তি বাস্তবিক একাকী একটী জনশূন্য দ্বীপে পড়িয়া অনেক দুরবস্থা ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে রবিন্সন ক্রুশো সাজাইয়া বই খানি লিখিত হইয়াছে।

এই সঙ্গে যে ছবি খানি দেওয়া গেল তাহাতে যে ব্যক্তি কতক গুলি ছাগল লইয়া আমোদ করিতেছেন, তিনিই সেই আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক। তিনি কেন ছাগল নাচাইতেছেন? যে ভয়ানক স্থানে পড়িয়াছেন, জন মনুষ্যের সহিত দেখা নাই আর কি করিবেন? মানুষের এমনি প্রকৃতি যেখানে থাকুক একটী সংসার চায়। যদি মানুষদিগকে না পায়, ইতর জন্তু সকলকে লইয়া পরিবার বন্ধন করে। ইহাঁর গায় যে পোষাক, দেখ তাহা পশুর আস্ত চামড়া লইয়া ইনি নিজে তৈয়ার করিয়াছেন এবং কতক গুলি গাছের আশ্রয়ে স্থানটীকে মনোহর করিয়া কিছু দিন সুখে যাপন করিতেছেন। আমরা ইহাঁর যথার্থ বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

স্কটলণ্ডের ফাইফ সায়রের অন্তঃপাতী লার্গো গ্রামে ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে সেলকার্কের জন্ম হয়। তাঁহার নাম প্রথমে সেল্‌ক্রেগ ছিল। তিনি একটী সামান্য পাঠশালে লেখাপড়া শিখিয়া পৈতৃক ব্যবসায় জুতা গড়া কাজে নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতে সেলকার্ক বিগড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন, এজন্য তাঁহার পিতামাতা বড় কষ্ট পান। সমুদ্র যাত্রার জন্য তাঁহার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা থাকাতে জুতা গড়া

কাজ ভাল লাগিল না। যখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর, কোন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করাতে পুরোহিতেরা তাঁহাকে একটী কঠিন প্রায়শ্চিত্তের বিধি দেন। আপনার তেজোহানি স্বীকার না করিয়া তিনি এই সুযোগে কাহাকে না বলিয়া পলায়ন করেন এবং তৎপরে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত আর তাঁহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। দক্ষিণ মহাসাগরে তখন সমুদ্র যাত্রার একটী উৎসাহ পড়িয়া গিয়াছিল, অনেকে মনে করেন, তিনি সেই দিকে গিযাছেন। যাহাহউক ১৭০১ অব্দে লার্গোতে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ অবাধ্য-স্বভাব, এখনো সেইরূপ, পরিজনবর্গের সহিত সর্ব্বদাই বিবাদ আরম্ভ করিলেন। সমুদ্রই তাঁহার বড় ভাল লাগিত, এজন্য স্কটলণ্ডে অধিক দিন থাকিতে না পারিয়া লণ্ডন নগরে প্রস্থান করিলেন। তথায় কাপ্তেন ডাম-পিয়ার সাহেবের সঙ্গে যুটিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে লুণ্ঠনার্থ জাহাজ ভাসা-ইলেন। এই যাত্রাতে তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়।

১৭০৩ অব্দের বসন্তকালে ইঁহাদের জাহাজ ইংলণ্ড ছাড়িল। ডাম্পিয়ার সেণ্ট জর্জ নামক জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তৎসঙ্গে সিঙ্ক পোর্টস্ নামে এক ক্ষুদ্র পোত ছিল, সেলকার্ককে তাহার প্রধান নাবিক করিয়া দি-লেন। নানা স্থান ভ্রমণের পর উভয় জাহাজ পর বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ আমেরিকার তীরবর্ত্তী জোয়ান ফার্ণাণ্ডেজ দ্বীপে উপনীত হয়। সেখানে জাহাজ সকল পুনঃ সজ্জিত করণার্থ কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা পুনরায় লুণ্ঠনার্থ বহির্গত হইলেন। কিন্তু তথায় ষ্ট্রাডলিঙ নামে জাহাজের এক জন অধ্যক্ষের সহিত সেলকার্কের মর্ম্মান্তিক বিবাদ হইল এবং তিনি জাহাজ পরিত্যাগ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। ১৭০৪ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ষ্ট্রাডলিঙ আপনার জাহাজের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া যখন জোয়ান ফার্ণাণ্ডেজ দ্বীপে পুনরাগত হইলেন, সেলকার্ক সঙ্গীগণের নিকট বিদায় লইয়া দ্বীপে রহিলেন, জাহাজ চলিয়া গেল। তিনি চারি বৎসর চারি মাস এই দ্বীপে বাস করেন, পরে ১৭০৯ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উড্স রজার্স নামে এক কাপ্তেন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জাহাজে তুলিয়া লন। সেলকার্ক কতক কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়া বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক জাহাজ চালাইতে লাগিলেন এবং আট হাজার টাকার লুট দ্রব্য সঙ্গে লইয়া ১৭১১

অব্দের অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। তিনি ঠিক্ ৮ বৎসর স্বদেশ ছাড়া হইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সেলকার্ক শান্ত ভাবে জীবন যাপন করিতে পারিলেন না। পুনরায় সমুদ্র ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং ১৭২৩ অব্দে জাহাজেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ইঁহার বিজনবাসের অদ্ভুত বৃত্তান্ত আমরা পরে কিছু কিছু প্রকাশ করিব।

স্ত্রীগণের সামাজিক সম্বন্ধ ও অধিকার।

(২৪২ পৃষ্ঠার পর।)

এখন একটি কথা আমাদিগের বিবেচনাধীন হইতেছে, এটি অতি গুরুতর বিষয়। আমরা প্রতিজন যৎকালে আমাদিগের আহার বিহার প্রভৃতি সমুদায় সুখ স্বচ্ছন্দতা মানব সমাজ হইতে লাভ করিতেছি, তখন ইহার বিনিময়ে ঋণ পরিশোধ স্বরূপ সমাজকে আমাদিগকে অবশ্য কিছু দিতে হইতেছে। যিনি যে পরিমাণে সমাজ হইতে সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করেন, তিনি সেই পরিমাণে তাহার প্রতিশোধ করিতে সমাজের নিকটে বাধ্য। লোকে জ্ঞাতসারে করুক আর না করুক, স্ব স্ব পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া যে তাহারা নিজ নিজ সুখ স্বচ্ছন্দতা সংসাধন করে, তাঁহাতেই কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহাদিগের সমাজের জন্যও কার্য্য করা হয়। এখন দেখিতে হইবে, স্ত্রীগণ সমাজের নিকট তাঁহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য যে পরিমাণে দায়ী, তাহা তাঁহারা কি প্রকারে পরিশোধ করিতে পারেন। তাঁহারা মানবমণ্ডলীর উপযুক্তা মাতা হইয়া ভাবী বংশের চরিত্রের সূত্রপাত করিবার জন্য সমাজের নিকট একটী গুরুতর কর্ত্তব্য ভারে আবদ্ধ রহিয়াছেন, কিন্তু তাহা সম্পন্ন করিলেও তাঁহারদিগের সমুদয় ঋণ পরিশোধ হয় না। তাঁহারা এতদতিরিক্তও সমাজের ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন, আমরা তাহাই এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি।

স্বাস্থ্য রক্ষার্থ ব্যায়াম বিশ্রাম ও আহারের যে সময় অবশ্য দেয় তদ্ভিন্ন আমাদিগের জীবনের সময়ের উপরে আমাদিগের নিজের কোন অধিকার নাই। এই সময়কে সমাজের ঋণ পরিশোধ কার্য্যে অবশ্য নিয়োগ করিতে হইবে। শিশুসন্তানের লালন পালন এবং তাহার চরিত্র সংগঠন সমাজের

নিকট মাতার গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন হইলেও সকল সময় কিছু তাঁহার এই কার্য্যে ব্যয়িত হয় না। তিনি অতিরিক্ত সময় সমাজের কোন্ কার্য্য সাধনে নিয়োগ করিবেন? তিনি সমস্ত পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দতার ভার মাতৃ প্রকৃতিতে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার অন্যের সহায়তা লওয়ায় কোন হানি নাই, বরং অন্যের সহায়তায় সমধিক সময় হস্তে রাখিয়া তিনি তাঁহার সময়কে তদপেক্ষা সমাজের উচ্চতর কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন। অধিকন্তু মাতার শিশু সন্তানের উপরে কর্ত্তব্য সাধন জন্য সকল সময়ে সমান সময় দিতে হয় না। কয়েক মাস যেমন তাঁহাকে প্রায় নিয়ত শিশুর অনুবর্ত্তী থাকিতে হয়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার সময় সেই শিশুর জন্য আর তত ব্যয়িত হয় না। বিশেষতঃ সকল স্ত্রীকেই এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয় না। সুতরাং আরো কতকগুলি সাধারণ কার্য্য থাকা আবশ্যক। সেই সকল স্বভাবতঃ কি কার্য্য হইতে পারে? জ্ঞানালোচনা, শিল্প, শিক্ষাদান, চিকিৎসা ও শুশ্রূষা। আমরা দৈনিক উপাসনাকে আত্ম সম্পর্কীন ও সমাজ সম্পর্কীন উভয় কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিয়া, তাহাকে সাধারণ স্থলে রাখিয়া দিলাম। স্ত্রীগণের এই কয়েক প্রকারে জীবন অতিবাহিত হইলে আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহাদিগের প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করা হয়।

আমরা স্ত্রীগণের প্রকৃতিকে যখন মাতৃপ্রকৃতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তখন তাহাকে স্নেহ কোমলতার আধার বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। যে কোন কার্য্য এই স্নেহ ও কোমলতার বিরোধী এবং কঠোরতার পরিচায়ক, তাহা কখন স্ত্রীপ্রকৃতির যোগ্য নহে। স্ত্রীগণ সমর কার্য্যে নিপুণ হইবেন, শত্রু শোণিতে আপনাদের সুকোমল করতল কলঙ্কিত করিবেন, ইহা বোধ হয় পৃথিবীতে কেহই অনুমোদন করিবেন না। যিনি যুক্তি পথে যত দূর কেন না যান, পশ্চাৎ তাঁহাকে এই প্রকৃতি স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় পুরুষগণ স্ত্রীগণের কার্য্য আপনাদিগের আয়ত্ত করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যের ভূমি সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে উপযুক্ত কার্য্যের জন্য লালায়িত হইতে হয়। স্ত্রীগণ স্বয়ং সুন্দর, সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে অত্যধিক

প্রবল, যদি তাঁহারা সুনিপুণ বিদ্যাবতী হইয়া শিল্পের সৌন্দর্য্য আপনাদিগের হস্তে রাখিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের কার্য্য ক্ষেত্র কত বিস্তৃত হইয়া পড়িত! সুকোমলমতি বালক বালিকাগণের বিনয়নের ভার কতক দিন স্বভাবতঃ স্ত্রীগণের হস্তে বিন্যস্ত থাকে। এই স্বাভাবিক ব্যাপার দর্শন করিয়া কোমল বয়স্ক বালক বালিকাগণের প্রথম শিক্ষার ভার যদি স্ত্রীগণের হস্তে নিহিত হয়, সমাজের কত মঙ্গল সাধিত হয়। প্রথম বয়সে কঠোর শিক্ষা নহে, সুকুমার শিক্ষা। এ সময়ে স্নেহ মমতা শিক্ষার প্রয়োজক হইবে। সুতরাং স্ত্রীগণ এ সময়ের উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী। স্ত্রীগণের অনেক প্রকারের ব্যাধি আছে, যাহা স্ত্রীগণের দ্বারাই চিকিৎসিত হওয়া সমুচিত। শিশুসন্তানগণের বিশেষ রোগ মাতা কর্ত্তৃক তখন তখন চিকিৎসিত হওয়া আবশ্যক। রোগীর শুশ্রূষা স্ত্রীগণের দ্বারা যত উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হয়, পুরুষ গণ কর্ত্তৃক কখন সেরূপ হইতে পারে না। সুতরাং এ সকল কার্য্য বিশেষ নিপুণতা লাভের জন্য স্ত্রীগণকে তদ্বিষয়ক বিদ্যা উপযুক্ত রূপে শিক্ষা করা সমুচিত। চিকিৎসা কার্য্যের মধ্যে যে সকল ব্যাপারে কঠোরতার প্রয়োজন, সে সকল পুরুষ গণের দ্বারাই সংসাধিত হইবে। পাঠ ও জ্ঞানালোচনাকে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে সামাজিক কার্য্যের মধ্যে গণ্য করিয়াছি। স্ত্রীগণ পাঠ ও জ্ঞানালোচনা দ্বারা আপনাদিগকে উপযুক্ত না করিলে, তাঁহাদিগের উপরে যে সকল গুরুতর কার্য্য নিপতিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা কিছুই সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। প্রতিদিন নিয়মিত পাঠ ও জ্ঞানালোচনা দ্বারা তাঁহারদিগের জ্ঞান সঞ্চয় করা সমুচিত, দিন দিন পৃথিবী নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিতেছে, স্ত্রীগণ যদি তৎসহ কার্য্যে অগ্রসর হইতে না পারেন, তবে তাঁহাদিগের অজ্ঞতা নিবন্ধন তাঁহারা সময়ের অবস্থার উপযোগী আপনাদিগকে করিতে পারেন না। জ্ঞানালোচনায় হৃদয়ের কঠোরতা সম্পাদন হয় অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাই সত্য যে, জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইয়া প্রকৃত বিশুদ্ধ প্রীতি ও স্নেহ হৃদয়ে সংস্থাপিত হয়। আমাদিগের বিবেচনায় বিজ্ঞানাদি কঠোর কঠোর বিষয় যাহা আবিষ্কার করিতে জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন, তাহা পুরুষ গণেরই উপযোগী, কিন্তু সেই কঠোর

চিন্তার ফল সকল শিক্ষা করা সকলের পক্ষই সহজ। স্ত্রীগণ কঠোর আলোচনা দ্বারা বিজ্ঞানের কঠোর বিষয় সকল আবিষ্কৃত না করুন, তাঁহারা বিজ্ঞানের লব্ধ ফল সকলে আপনাদিগকে কখন বঞ্চিত রাখিতে পারেন না, রাখা শ্রেয়স্করও নহে। স্ত্রীগণ সর্ব্ব চিন্তাশূন্য হইবেন, আমাদিগের এ লেখায় কাহার মনে করিবার কারণ নাই, কারণ তাঁহাদিগের অধিকারে এমন সকল কার্য্য রহিল যাহার উন্নতি সাধনে সমূহ চিন্তা আবশ্যক হইবে। স্ত্রীগণ শিল্প ব্যবসায়ী হইবেন, আমাদিগের লেখা দ্বারা প্রতীত হইতেছে। এক একটি লোক বিচ্ছিন্ন হইয়া এ কার্য্য কখন সম্পাদন করিতে পারেন না, অবস্থা বিশেষে তাঁহাদিগকে কার্য্য হইতে বিরতও হইতে হইবে। অতএব অনেকটি স্ত্রীলোক একত্র মিলিত হইয়া এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত। একটি স্ত্রীলোক সম্পন্ন হইলে তিনি অন্য এক কি ততোধিক স্ত্রীলোককে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যস্থলী গৃহ হইতে কখন বিচ্ছিন্ন না হয় এইটি করিতে হইবে। স্ত্রীগণ নিয়ত গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া থাকিবেন ইহা সর্ব্বথা আকাঙ্ক্ষনীয়।

আমরা স্ত্রীগণের সম্বন্ধ ও অধিকার বিষয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। এবিষয়ে বিশেষ রূপে লিখিতে গেলে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে উহা শেষ করা যায় না। আমরা এই প্রস্তাবে শুদ্ধ স্ত্রীগণকে মাতৃ প্রকৃতিতে গ্রহণ করিলাম, স্ত্রীগণের পত্নী ও কন্যা ভাব আমরা কিছুই আলোচনা করিলাম না। বর্ত্তমান এই দুই ভাব অনেকে বিকৃতি বলিতে পারেন, সুতরাং এক মাতৃপ্রকৃতি হইতেই আমরা আমাদিগের সিদ্ধান্ত বিনিঃসৃত করিলাম। মাতা, পত্নী, কন্যা রূপে স্ত্রীগণের গৃহের সহিত সম্বন্ধ সামান্য নয়। আমাদিগের আশা পাঠিকাগণ এ সকল সম্বন্ধে নিজেরা চিন্তা ও আলোচনা করিবেন।

জ্যোতিষ।

সূর্য্যের কার্য্যকারিতা।

গত বারে আমরা সূর্য্যের আকার ও গতি প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, অদ্য সৌর জগতের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে সূর্য্যের প্রধান প্রধান কার্য্যাকারিতার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। সূর্য্য দ্বারা দিবা রাত্রি আলোক অন্ধকারের বিভাগ হয়, ইহা আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। সূর্য্য যখনি দৃষ্ট্যান্তরেখার (১) উর্দ্ধে সমুত্থিত হয়, তখনি উহাকে আমরা দেখিতে পাই এবং এই দেখাকে সূর্য্যোদয় বলি। আর যখন সূর্য্য এই দৃষ্ট্যন্ত রেখার নিম্নে গমন করে, তখন তাহাকে অস্ত কহিয়া থাকি। (২) সুতরাং দৃষ্টান্তরেখার উর্দ্ধে সূর্য্যের অবস্থিতি কাল দিনমান, তাহার নিম্নে অবস্থান কাল রাত্রিমান। এই দিনমান সকল সময়ে সমান থাকে না। কখন বা দিন বড় হয় রাত্রি ছোট হয়, কখন রাত্রি বড় হয় দিন ছোট হয়। সূর্য্যের স্থিতি কাল লইয়া রাত্রি দিন ছোট বড় হয়। যখন সূর্য্য দৃষ্ট্যন্তরেখার উর্দ্ধে অধিক ক্ষণ অবস্থিতি করে তখন দিন বড় হয়, এবং যখন অল্প ক্ষণ অবস্থিতি করে তখন দিন ছোট হয়, সুতরাং দৃষ্ট্যন্তরেখার নিম্নে সূর্য্যের যত অধিক ক্ষণ অবস্থান রাত্রিমান তত বৃদ্ধি হয়। দিনমান আমাদের দেশে ১৪ ঘণ্টার বেশি বড় বা ১০ ঘণ্টার বেশি ছোট হয় না। কিন্তু দিন ও রাত্রির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ঋতু পরিবর্ত্তনও এই সূর্য্য দ্বারা

(১) আমরা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে কতক দূরে মণ্ডলাকার একটী রেখা দেখিতে পাই, তথায় আকাশ পৃথিবীতে ঠেকিয়াছে বোধ হয়, ইহাকে দৃষ্ট্যন্ত রেখা বলে কেন না ইহার অধিক দূর আর দৃষ্টি যায় না। পৃথিবীর উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে ইহা ১। সওয়া ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক দূরে দেখা যায়, তখন চক্ষু সমভূমি হইতে ৫ ফিট উচ্চে থাকে। ইহার চতুর্গুণ অর্থাৎ ২০ ফিট উচ্চে চক্ষু থাকিলে উহার দ্বিগুণ অর্থাৎ পৌনে তিন ক্রোশ চারিদিকে দৃষ্টিগোচর হয়। দৃষ্ট্যন্ত রেখা নিরূপণের এইরূপ নিয়ম।

(২) পাঠিকাগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন সূর্য্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে

সংঘটিত হইয়া থাকে। কতক সময় সূর্য্য ঠিক আমাদিগের মস্তকোপরি থাকে, কতক সময় থাকে না, এই অনুসারে ঋতুর তারতম্য হয়। যখন সূর্য্য ঠিক মস্তকোপরি থাকে, তখন তাহার কিরণ সোজা হইয়া পৃথিবীতে পড়ে, এবং উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এই সময়কে গ্রীষ্ম বলে। কিন্তু যখন মস্তক হইতে সমধিক দূরে যায় তখন শীতকাল সমুপস্থিত হয়! শরৎ বসন্ত সূর্য্যের এই উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিতি সময়ে হইয়া থাকে। বর্ষা গ্রীষ্মের এবং হেমন্ত, শিশিরের অন্তর্গত কাল। এই বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পাবে। মনে কর কোন ব্যক্তি একটি মৎস্যকে শিকে বিদ্ধ করিয়া অগ্নিতে কাবাব করিবে। সে প্রথমতঃ মৎস্যের মধ্যভাগ অগ্নির উপরে সংস্থিত কাব, ইহাতে পৃষ্ঠ ও বক্ষ ভাগে সমধিক উত্তাপ লাগে, মাথা ও পুচ্ছের দিকে অত্যল্প উত্তাপ লাগিয়া থাকে। পরে ঐ দুই ভাগ বিশেষরূপে উত্তপ্ত করিয়া লয়। সূর্য্য সন্নিধানে পৃথিবীর এইরূপ গতিতে ঋতু ভেদ উপস্থিত হয়। সূর্য্যের আর একটী প্রধান কার্য্য, ইহা পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া শূন্যে ঘুবাইতেছে, এই আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ বলে। এই আকর্ষণ না থাকিলে পৃথিবী আপনার গতিতে অসীম শূন্যে বরাবর এক দিগে চলিয়া যাইত। আমরা যে আলোকে সমুদায় পদার্থ দর্শন করি, এই আলোকও সূর্য্য হইতে সমাগত হয়। আলোক কি? ইহা অদ্যাবধি পরিষ্কাররূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। অনেকে মনে করেন উহা বায়ুতে অবস্থান করে। আলোককে কেহ২ দীপ্তিকর সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া থাকেন। সূর্য্য মণ্ডল হইতে এই আলোক ঢেউ খেলিয়া পৃথিবীতে সমুপস্থিত হয়। সুতরাং চক্ষুর সহিত উহার প্রতিঘাতে আলোক জ্ঞান হইয়া থাকে।. যে সকল পদার্থ দীপ্তিমান্ যেমন সূর্য্য, অগ্নি, প্রজ্বলিত দীপ ইত্যাদি ইহাদিগের সকল হইতেই এই আলোক তরঙ্গিত ভাবে

আসিবাব পূর্ব্বে আমরা তাহার উদয় দেখিতে পাই এবং চক্ষুর অদৃশ্য হইবাব অনেক পবে তাহার অস্ত দেখি। ইহার কারণ জলের মধ্যে একটী টাকা একস্থানে রাখিলে যেমন অন্যস্থানে বোধ হয়, আমরা বায়ুসাগরের মধ্যদিয়া সূর্য্যকে দেখি বলিয়া তাহাকে স্বস্থান হইতে অন্যস্থানে দেখিতে পাই।

আইসে। আলোক দর্শন ও শব্দ শ্রবণ এ দুই একই প্রকারে হয়। আমরা শব্দ বিজ্ঞানে বলিয়াছি যে পদার্থ হইতে শব্দ নিঃসৃত হইতেছে উহা সম্মুখস্থ বায়ুকে তরঙ্গিত করে। ঐ তরঙ্গের আঘাতে, শ্রোতার কর্ণের নিকটবর্ত্তী বায়ুও আন্দোলিত হয়। এই আন্দোলন কর্ণের মধ্যস্থিত ঢাকাচ্ছাদানে গিয়া লাগে, ইহাতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে যে সকল স্নায়ু আছে, তাহাদিগকে জাগ্রৎ করিয়া দেয়। উহারা আবার মনের নিকট ঐ শব্দ বহন করে। আলোকের তরঙ্গে চক্ষু স্থিত স্নায়ু সকল ঐরূপ জাগ্রত হয়, এবং মন তাহাদিগের নিকট হইতে আলোক জ্ঞান লাভ করে। আলোক এই এক পদার্থ না থাকিলে শুদ্ধ যে আমরা অন্ধকারে ডুবিয়া রহিতাম ও এমন সুন্দর প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে সমর্থ হইতাম না এমত নহে, এই পৃথিবী জীবমণ্ডলের বাসের একান্ত অনুপযোগী হইত, বৃক্ষাদি কিছুই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ উহারা সূর্য্যালোকেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আমাদের এই পৃথিবী সম্বন্ধে সূর্য্য যেরূপ উপকারী, অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রতীয়মান হয়।

সৌর জগৎ।

গ্রহ, উপগ্রহ, এবং ধূমকেতু সকলকে লইয়া আমাদিগের এই সৌর জগৎ। আমাদিগের এই সৌর জগতে আটটী বৃহৎ এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র গ্রহ অবস্থান করিতেছে। এ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র গ্রহ আশিটির অধিক দেখা গিয়াছে। উপগ্রহ একুশটি, ধূমকেতুর সংখ্যা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। এক একটি নূতন ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইতেছে। বৃহৎ গ্রহগণকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি আমাদিগের অধিবাস ভূমি পৃথিবী এবং সূর্য্য এই দুয়ের মধ্যে, ইহাদিগকে নিম্নগ গ্রহ বলিয়া থাকে। এই গ্রহ দুইটি মাত্র, ইহাদিগের নাম বুধ ও শুক্র গ্রহ। আর কতকগুলি পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য হইতে অধিক দূরে, ইহাদিগকে ঊর্দ্ধগ গ্রহ বলে। (১) ইহারা

(১) পৃথিবী হইতে নিম্ন স্থানে অবস্থিতি করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এজন্য কতক গুলির নাম 'নিম্নগ' এবং কতকগুলি পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে অবস্থিতি করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এজন্য 'উর্দ্ধগ' গ্রহ বলা যায়।

পাঁচটি ইহাদিগের নাম মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনৈশ্চর, হর্শেল ও নেপচুন এই সকলকে পশ্চাল্লিখিত মত শ্রেণী বদ্ধ করা যাইতে পারে।

ঊর্দ্ধগ অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা দূরস্থ	নেপচুন বা বরুণ
	হর্শেল, য়ুরেনস্, বা জর্জিয়ম
	শনৈশ্চর বা শনি
	বৃহস্পতি
	গ্রহ রাশি
	মঙ্গল
	পৃথিবী
নিম্নগ অর্থাৎ পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থ	শুক্র
	বুধ

গ্রহগণের চতুর্দ্দিকে যাহারা পরিভ্রমণ করে তাহাদিগকে উপগ্রহ বলে। চন্দ্র আমাদিগের পৃথিবীর উপগ্রহ। অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহ নাই। কেবল ঊর্দ্ধগ চারিটির উপগ্রহ আছে। বৃহস্পতির চারিটি এবং শনির আটটি উপগ্রহ এবং একটি অঙ্গুরীয়। এই অঙ্গুরীয় বাস্তব অনেক অঙ্গুরীয় সমষ্টি, ইহাদের দুইটি মাত্র দীপ্তিমৎ। হর্শেলের ছয়টি এবং নেপচুনের দুইটি উপগ্রহ। নেপচুনের উপগ্রহ সংখ্যা এখানো নিশ্চয় হয় নাই। লিবার্‌পুল নিবাসী লাসেল সাহেব ১৮৪৫ অব্দে ইহার একটি উপগ্রহ দর্শন করেন এবং ১৮৫০ অব্দে আর একটি তাহার দৃষ্টিগোচর হয় তিনি, অনুমান করেন। ইউনাইটেড ষ্টেটের প্রফেসর বণ্ড সাহেব দ্বিতীয় উপগ্রহটি সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিত হইয়াছেন। ইটালী দেশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ গালিলিও বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। বৃহস্পতি গ্রহে কতকগুলি বন্ধনীর ন্যায় পরিবেষ্টন আছে, ইহার সংখ্যা সকল সময়ে একরূপ দেখায় না, কিন্তু এক সময়ে প্রায় তিনটার বেশি দেখা যায় না। বৃহস্পতির ন্যায় শনিগ্রহেরও বন্ধনীবেষ্টন আছে, কিন্তু উহা এতদপেক্ষা ক্ষুদ্র। শনিগ্রহের বিশেষ প্রভেদ এই, যে দ্বিগুণিত একটি অঙ্গুরীয়ক আলোক প্রবাহবৎ উহাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। এই অঙ্গুরীয়ক ঐ গ্রহকে আলোক প্রদান করিয়া থাকে। ১৭৮১ অব্দের ১৩ই মার্চ সার উইলিয়ম হারসেল য়ুরেনস গ্রহ আবিষ্কার করেন। ইংলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় জর্জের সময়ে এই গ্রহ আবিষ্কৃত হয় বলিয়া পাবে জান হার্শেল তাঁহার সম্মানার্থ উহার নাম 'জর্জিয়াম সিডস' অর্থাৎ জর্জ্জ নক্ষত্র প্রদান করেন। অনেক জ্যোতির্ব্বেত্তা আবিষ্কারকের স্মরণার্থ উহাকে হর্শেল গ্রহ বলেন। বিদেশীয়েরা য়ুরেনস্ নাম দিয়া থাকেন। কাম্ব্রিজের আদম সাহেব নেপচুন গ্রহ আবিষ্কার করেন। ১৮৪৩ সালে তিনি য়ুরেনস্ গ্রহের গতির ব্যতিক্রম দর্শন করিয়া অনুমান করেন, অবশ্য কোন অপরিজ্ঞাত গ্রহ দ্বারা এই গতিব্যতিক্রম ঘটিতেছে। ১৮৪৬ সালে ফ্রান্সদেশীয় এক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত এই গ্রহকে কোন্ স্থানে দেখিতে হইবে নির্দ্ধারণ করেন।

অদ্য আমরা সৌর জগতের বিষয় অতি সংক্ষেপে বলিলাম। ভবিষ্যতে

ইহার এক একটির বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। এই বিশেষ বিবরণ সূর্য্যের নিকটস্থ বুধ গ্রহ হইতে আমরা আরম্ভ করিব।
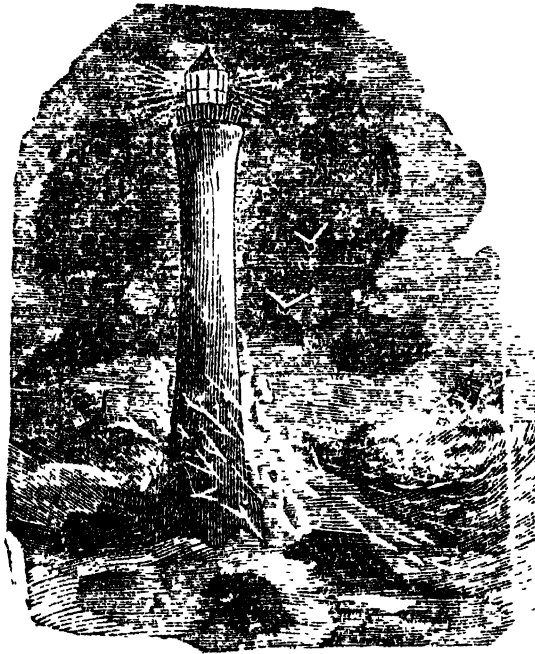
আলোক স্তম্ভ ও একটী বালিকার সৎসাহস।

উপরে যে ছবিটী চিত্রিত হইল, তাহার নাম আলোক স্তম্ভ বা বাতি ঘর। অকূল সমুদ্রের স্থানে স্থানে চড়া, চোরা বালি বা পাহাড় থাকে, জাহাজ সকল তাহার উপরে পড়িবা মাত্র মারা যায়। সমুদ্রে একে বাঁধা রাস্তা নাই, তাহার উপর সর্ব্বক্ষণ ঘোর কুয়াসায় দিক্ সকল আচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং রাত্রিকালে অন্ধকারে কোন দিকে কিছু লক্ষিত হয় না, এমত স্থলে জলের ভিতরে লুক্কায়িত বিপদ সকল হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? এক মাত্র এই বাতি ঘর। সাহেবেরা অনেক কষ্ট ও

বায় স্বীকার করিয়া সমুদ্রের মধ্যস্থিত চড়া ও পাহাড়ময় স্থানে অতি উচ্চ স্তম্ভ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে আলোক রক্ষা করিবার জন্য লোকও নিযুক্ত রাখিয়াছেন। বাতি ঘরের আলো ২০ ক্রোশ দূর হইতে নাবিকেরা দেখিতে পায় এবং সাবধান হইয়া অন্য পথে জাহাজ চালাইয়া ধন প্রাণ রক্ষা করে।

আলোক স্তম্ভের রক্ষকগণ কখন একাকী কখন সপরিবারে তথায় বাস করেন। কি কষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে সে স্থানে থাকিতে হয় তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। সাংঘাতিক কষ্টে ইঁহারা নাবিকদের যে উপকার করেন, তাহাতে ইঁহাদের জীবন সার্থক বলিতে হয়। ইঁহারা কেবল আলোক দেখান না; সময়ে সময়ে বিপদাপন্ন জাহাজ সকলের বহু সাহায্য করেন। আলোক স্তম্ভের একটী বালিকার উপাখ্যান আমরা ১৯ অগ্রহায়ণের সুলভ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"একবার একটী সাহেব সপরিবারে (নর্দম্বর্লণ্ডের নিকটবর্ত্তী) একটী আলোক স্তম্ভের উপর বাস করেন। কয়দিন ধরিয়া বাতাস সজোরে বহিতে থাকে। রাত্রিকালে (ফরফার নামে) এক খানি জাহাজ তরঙ্গের আস্ফালন কোন রূপে সামলাইতে না পারিয়া পাহাড়ের উপর আঘাত খাইয়া শরীর বিসর্জ্জন করিল। জাহাজের অর্দ্ধাংশ চুরমার হইয়া মুহূর্ত্তেকের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইল, কাপ্তেন এবং অনেক গুলি লোক চিরকালের মত জল শয্যায় শয়ন করিলেন, জাহাজের আর অর্দ্ধ খানা পাহাড়ের উপর বদ্ধ হইয়া রহিল এবং দশ বার জন লোক তাহার মধ্যে বসিয়া প্রাণের জন্য রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন যদি কেহ আসিয়া তাঁহাদিগকে বাঁচায়। তরঙ্গ সকল এক এক ধাক্কা দিয়া তাঁহাদের গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল, এবং তাঁহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য বিষম মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। একটী স্ত্রীলোকে দুইটী শিশু সন্তানকে কোন রূপে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া তরঙ্গের আঘাত খাইতে লাগিল।

ক্রমে ভোর হইল। আলোকস্তম্ভের সাহেব তখনও নিদ্রা যাইতেছেন। কুয়াশা চারি দিক্ অল্প অল্প আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সাহেবের একটী বালিকা কন্যা অগ্রে উঠিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া চারি দিকে দেখিতেছে, হঠাৎ বহুদূরে কালর মত কি একটা দৃষ্টি করিল, অল্পক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিল কোন জাহাজের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, শেষে মানুষ গুলির অবস্থাও আঁধারের মত দেখিতে পাইল। বালিকাটী তখন একেবারে পিতার নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে জাগাইল এবং দুর্ঘটনার কথা জ্ঞাত করিল। পিতা উত্তর করিলেন, "ঈশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করুন," মানুষের

কি সাধ্য উহাদের বাঁচায়, সমুদ্রে এখনই সব ধুয়ে পুঁচে লইয়া যাইবে। যে রকম সমুদ্রের গতিক, আমরা ভাবিয়া কি করিতে পারি ?" বালিকাটী মনে বড়ই আঘাত পাইল, এবং পিতার কথা না শুনিয়া তাঁহার উপর একান্ত জেদ করিল; পিতা শেষে বালিকার ভাবে বাধ্য হইয়া একখানি ছোট নৌকায় আরোহণ করিলেন; বালিকাটীই পিতাকে সাহস দিয়াছে, সেও পিতার সঙ্গে চলিল। সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্রের মধ্যে চারি দিকে পাহাড়ের ভিতর দিয়া একটী বালিকার সাহসে সাহসী হইয়া সাহেব বার বার বিপদে পতিত হইতে হইতে ভগ্ন জাহাজের দিকে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন কেবল ৯ জন মাত্র বাঁচিয়া রহিয়াছে। যে মাতার বক্ষে দুইটী শিশু ছিল তিনি কোথায় ? তিনিও সেই ৯ জনের এক জন, কিন্তু তাঁহার শিশু দুটী তাঁহার বক্ষে থাকিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়া রহিয়াছে। এক জন বৃদ্ধ পুরুষ এবং একটী ক্ষুদ্র বালিকাকে রক্ষক দেখিয়া সেই নয় জনের মন একেবারে গলিয়া গেল, তাঁহারা ঈশ্বরের দয়া স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বালিকাটীরই বা সে সময়কার মনের ভাব কে বর্ণনা করিবে!"

নূতন সংবাদ।

১। গ্লাসগো হেরাল্ড পত্রে লিখিয়াছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পাঠের ক্রমশঃ উত্তম বন্দোবস্ত হইতেছে। গত বৎসর ইহাদের ১২টী শ্রেণী ছিল, লণ্ডন ইউনিবার্সিটী কলেজ গৃহে অধ্যাপকেরা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন এবং ২৭৭ টী মহিলা পাঠার্থ উপস্থিত হয়। আগামী শীতকালে নূতন বৎসরের আরম্ভে গণিত, শিল্পবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শরীর তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যার শ্রেণী সকল খুলিবে এবং ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মান ও ইটালীয় ভাষা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণী সংস্থাপিত হইবে।

২। সূর্য্যমুখীর ফুল সংক্রামক জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান অঞ্চলে তাহার চাষ করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহা সূর্য্যমণি ফুল হইতে কিছু বিভিন্ন জাতীয়।

৩। গত ২২এ নবেম্বর সন্ধ্যাকালে মান্দ্রাজে ঝড় হইয়া গিয়াছে। ডবলিউ নামে ভবিষ্যৎবক্তা ঝড় গণনা করেন, তিনি না কি ইহার পূর্ব্বলক্ষণ জানিয়া অগ্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৪। অযোধ্যায় ৮০টী বালিকা বিদ্যালয় এবং ১৯০৮ জন ছাত্রী আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় তন্মধ্যে মুসলমান ছাত্রী ১০৭২ এবং হিন্দু ৮৩৬ জন মাত্র।

বামাগণের রচনা।

বিদুরের বিলাপ।

কপট অক্ষের বলে শকুনি দুর্জ্জন।
পাণ্ডবের ধন বল করিল হরণ॥
হৃষ্ট মনে দুর্য্যোধন বলে "দুঃশাসন।
পাঞ্চালিরে আন ভাই সভায় এখন॥
কি কাজ ভূষণে তাঁর উত্তম বসনে।
যাও ভাই কেশে ধরি আন মম স্থানে॥"
দুঃশাসন গিয়া বলে "দ্রৌপদী সুন্দরী।
চল চল সভাস্থলে চল ত্বরা করি॥
দ্রুপদ রাজার লক্ষ্য মাতুল আপনি।
করেছেন ভেদ পুনঃ দেখিবে গো ধনী॥
পাণ্ডবের মায়া পাশ কাটলো সুন্দরী।
হইয়াছ এবে তুমি রাজ রাজেশ্বরী॥"
দ্রৌপদী কাঁদিয়া বলে কি বল দেবর।
দুর্য্যোধন হতে চান মম প্রাণেশ্বর॥
কেমনে এমন কথা বল দুঃশাসন।
কভু কি হইতে পারে অঘট ঘটন?
নিশীথে যদ্যপি ভানু হইয়ে উদয়।
কর জালে দগ্ধ করে মানব নিচয়॥
শীত কালে হয় যদি বহ্নি বরিষণ।
বসন্তে পলায় যদি মলয় পবন॥
পরিহরি কলালাপ মানব নিকরে।
যদিও আনন্দ চিত্তে পেচকে আদরে॥
গর্দ্দভে সঙ্গীত করে বানরে বাজায়।
শার্দ্দূল সুমিষ্ট ভাসে অবলা মজায়।
বামন হইয়া যদি শশধরে ধরে।
আকাশ কুসুম যদি ভূমি শোভা করে॥
তথাপি সতীত্ব প্রাণ সরলা ভামিনী।
পতি পদ পূজে মনে দিবস যামিনী॥
হেন কথা দুঃশাসন বলিলেরে আর।
করিবেন জগদীশ উচিত বিচার॥"

দুঃশাসন হেসে বলে দ্রুপদ নন্দিনি!
সতীত্ব ভূষণে তুমি ভূষিতা রমণী ॥
কামিনী গরিমা তুমি পতিব্রতা সতী।
তা না হলে হবে কেন পাঁচ জন পতি॥"
এত বলি দুষ্টমতি পাঞ্চালীরে ধরি।
সভাস্থলে লয়ে গেল মমতা পাসরি॥
কেশে ধরি উত্তরিল সভা মধ্যে হায়।
হেরিয়ে সতীর দশা বুক ফেটে যায়॥
ভীমসেন বসেছিল সভায় তখন।
রোষ ভরে ডেকে বলে "শুন সভা গণ॥
শুন শুন শুন এই প্রতিজ্ঞা আমার।
মহারণে দুঃশাসনে করিব সংহার॥
সিংহবৎ বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিব।
উদর পূরণ করি শোণিত খাইব॥
দ্রৌপদীর কেশ পাশ বাঁধিব তখন।
মনে রাখ পাপ মতি দুষ্ট দুর্য্যোধন॥"
বিদুর কান্দিয়া বলে "কি কাল ঘটিল।
ধনে প্রাণে ধৃতরাষ্ট্র সবংশে মজিল॥
ভারতের সুখ রবি মুদিল নয়ন।
ভারত কমলা হলো চঞ্চলা এখন॥
হায় ওরে দুর্য্যোধন কি কাল করিলি?
ধনে প্রাণে শেষে হায় সবংশে মজিলি॥
সতীর সতীত্ব বল কি জানিবি বল।
সতী কোপে টলমল করেরে অটল॥
রমণী ভূষণ সার সতীত্ব ভূষণ।
কোথা তার কাছে মণি প্রবাল, কাঞ্চন॥
এহেন সতীর অঙ্গ ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা।
যত্ন করি নিজ কালে ডেকনা ডেকনা॥
মনে রেখো দুর্য্যোধন আমার বচন।
"সতীর শাপেতে হবে সবংশে নিধন॥"

ক্রমশঃ

শ্রীমতী নৃত্যকালী বন্দ্যোপাধ্যায়
বাগবাজার।

বামাবোধিনী পত্রিকা

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১৪ সংখ্যা | মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

অসভ্য জাতির বিবরণ।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ২২৫ টী পরস্পর সন্নিহিত দ্বীপ আছে। ইহাদের সমষ্টিকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ কহে। ইহার কয়েকটী মাত্রে মনুষ্যের বসবাস। লোক সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। সুবিখ্যাত ওলন্দাজ নাবিক টাসমান কর্তৃক ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

পর্যাটক ও হিতব্রত পাদরি সাহেবেরা ইহাদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারভাগ নিম্নে প্রকাশ করা গেল। ফিজিদ্বীপ বাসিদের আকৃতি নিগ্রো জাতির ন্যায় এবং ইহারা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ। যুদ্ধ ও শিকারের নিমিত্ত ইহারা বড়শা, লাঠী, তীর, ধনুক ও ফিঙ্গেকল ব্যবহার করে। ইহাদের বাসগৃহ গড়িয়েরা তাহার মধ্যস্থলে রন্ধনাদি ও চারিভিতে ১ ফুট উচ্চ বেদীর উপর শয়ন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইহারা কোন প্রকার ধাতু ব্যবহার করিতে জানে না। কাষ্ঠ, হাড়, পশুর দন্ত, কচ্ছপের পীঠ ইত্যাদি দ্বারা অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ এবং ভূমি খনন, নিড়ান, শস্য ছেদন প্রভৃতি সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে। দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার ও মৎস্য ধরিবার জন্য এক খানি ছোট ও এক খানি বড় সাল্তি একত্র সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করে। ইহাদিগের দেশে কুমারের চাক নাই, স্ত্রীলোকেরাই হস্তদ্বারা হাঁড়ি গড়ে। ইহাদের যোষাগণ দাসবৎ পুরুষের অধীন। গৃহ কার্য্য হইতে কৃষিকার্য্য পর্য্যন্ত সকল ভারই ইহাদের উপরে। পুরুষেরা

রাগিলে বামাগণকে বাঁধিয়া প্রহার করে এবং ইচ্ছা মতে উহাদিগকে বিক্রয় করিতেও পারে।

ফিজিদ্বীপ বাসীরা বৃক্ষের ছাল হইতে এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করে। স্ত্রীদিগের পরিধেয় নামমাত্র, তদ্দ্বারা কেবল কোমর ঢাকা যায়; পুরুষদিগের কাপড় কিঞ্চিৎ পরিসর। বামারা অঙ্গে উল্কি পরে।

মৃত্যু হইলে সকলেরই সমাধি হয়। গর্ত্ত খুলিয়া শবকে তন্মধ্যে বসাইয়া পরে তদুপরি মৃত্তিকা নিক্ষেপ করে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইলে কবরের উপরে এক খানি চাল তুলিয়া দেয়। চুল ছাটা, গায়ে ফোস্কা পড়ান, এবং হাত পায়ের কড়ে আঙুল কাটা এ সমস্ত ইহাদের শোকের চিহ্ন। রাজা বা কোন প্রধান ব্যক্তি মরিলে, প্রিয় স্ত্রী, দাস দাসী এবং কখন কখন ঐ সঙ্গে উহাঁর মাতাকেও কবরজাত করা হয়। ইহাদিগের বামাগণ সতীত্বগুণে ভূষিত এবং তাহারা সহমরণকে স্বর্গে যাইবার এক মাত্র সোপান বলিয়া বিশ্বাস করে।

রুটী, তুগ্ধ, কলা, কচু প্রভৃতি উদ্ভিদ্ এবং মৎস্য, কচ্ছপ, কাঁকড়া, মোরগ শূকর প্রভৃতি আহারীয় আমিষ দ্রব্য সত্ত্বেও ইহারা নরমাংস ভোজন করে। যুদ্ধহত শত্রুদিগের মাংসের ত কথাই নাই, ইহারা ছাগ মেষের ন্যায় দাস দাসীদিগকে পুষিয়া তাহাদিগের মাংস তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করে। ক্রিয়া বা উৎসব উপলক্ষে নরবলী দেয়। এমন কি নৌকাভাসান উপলক্ষে কোন রাজা ১০ জন ভৃত্যকে বধ করিয়াছিলেন। ইহারা এতদূর নরমাংসলোলুপ যে, কোন আহারীয় দ্রব্য উপাদেয় হইলে বলিয়া থাকে, আহা! ইহা যে মনুষ্য-পেশীর ন্যায় উৎকৃষ্ট। শ্বেতকায়দিগের সৌভাগ্য যে তাহাদের মাংসে তামাকের গন্ধ বলিয়া ইহারা তত আদর করে না। কিন্তু বামাগণের মাংস, বিশেষতঃ উরু ও বাহুর পেশী পাইলে আর ইহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। যাহাহউক পুরুষেরাই উৎকৃষ্ট সুখভোগে অধিকারী, স্ত্রীজাতি নিকৃষ্ট বলিয়া উহাদের এই উপাদেয় খাদ্য খাইতে নিষেধ। রাজভোগে নর মাংস চাইই চাই। কথিত আছে রায়ন্দ্রি নামক ভূপতি স্বয়ং ৯০০ ব্যক্তিকে আহার করিয়াছিলেন, ইহার তিলার্দ্ধ অন্য কাহাকেও দেন নাই। নরহত্যা ইহাদের মধ্যে পাতক বলিয়া পরি

গণিত হয় না। যে ব্যক্তি অধিক নরবধ করে, সেই সাধারণের নিকট মান্য ও পূজ্য হয়। স্বভাবতঃ সুশীলা, শান্তপ্রকৃতি, দয়ার আধার বামা জাতিও এস্থলে ভীষণ ও নিষ্ঠুর মূর্ত্তি ধারণ করে। কথিত আছে যে এখানকার ভান্‌য়ালেভু দ্বীপে নরঘাতিনী নয়, এমন স্ত্রীলোক পাওয়াই সুদুষ্কর।

শৈশবকাল হইতেই সন্তানগণ নিষ্ঠুরতায় দীক্ষিত হয়। পরস্পর কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু নিম্ন লিখিত পদ্ধতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়াবহ ও অশ্রুতপূর্ব্ব। বৃদ্ধ হইলে পিতা মাতাকে নষ্ট করা ইহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত। সন্তানদিগকে স্বয়ং এই কার্য্য করিতে হয়। কখন জনক জননীরা আপনারাই বলেন, কখন বা পুত্রেরা প্রথমে প্রস্তাব করেন। এই উপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্ব আমন্ত্রিত হইয়া দিন স্থির হয় এবং তৎকালে মহাভোজ দেয়। হণ্ট নামক এক সাহেবকে কোন ফিজি যুবক মাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দর্শনার্থ নিমন্ত্রণ করেন, সাহেব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং যথা কালে আনন্দোন্মত্ত দলের অনুযাত্রী হন। কিয়দ্দূর গিয়া সঙ্গে শব না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মৃতদেহ কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র দলমধ্যস্থিত সহর্ষ নৃত্যকারিণী মাতাকে দেখাইয়া দিলেন। সাহেব কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন, পরে মাতৃহত্যা নিবারণার্থ অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। সন্তান কহিল, "তুমি কি পাগল হইয়াছ? নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কথা কহিতেছ কেন? উনি আমার মাতা, দশমাস উঁহার গর্ভে বাস করিয়াছি, শৈশব কালে আমাকে স্তনদুগ্ধ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, আমাকে কতই স্নেহ করেন, আমিও উঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকি; অপত্য হইয়া যদি আমি উঁহার জীবন্ত সমাধি না দিই, তবে কি অপরে দিবেক? ইহা মাতারই পুণ্য ফল এবং আমারও পরম সৌভাগ্য।" পাঠিকাগণ ইহা অসম্ভব বলিয়া অবিশ্বাস করিওনা। ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, এইমাত্র প্রভেদ, যে জননীকে না পুড়িয়া [illegible] জলসাৎ করা হইত!

ফিজিদ্বীপ বাসীরা দেবদেবী মানে এবং পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস করে।

কিন্তু ইহাদের কৈবল্যধাম মৃত্যুরই অনুরূপ। ইহাদের বিশ্বাস যে লোক ইহ সংসার হইতে যে অবস্থায় যাইবে, সে স্বর্গে সেই অবস্থায় পোঁছিবে। এই নিমিত্ত কাহাকেও বৃদ্ধ বা অথর্ব্ব হইতে দেয় না, পাছে পরলোকে সেই অবস্থায় গিয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ৪০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তি উহাদের মধ্যে অতি বিরল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ফিজীপুঞ্জ ভারত মহারাজ্ঞী ইংলণ্ডেশ্বরীর আশ্রিত রাজ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ সময় হইতে অনেক ইংরাজ তথায় গিয়া ইক্ষু, কার্পাস, কাওয়া প্রভৃতি বৃক্ষের চাষ করিতেছেন। বহুকাল হইতে পাদরী সাহেবদিগের যত্ন, শ্রম ও উপদেশে এক লক্ষের অধিক ব্যক্তি খৃষ্টান হইয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতেছেন।

বঙ্গীয় বামাগণ! তোমাদিগের কত সৌভাগ্য যে তোমাদিগের ফিজি দ্বীপে জন্ম হয় নাই। অসভ্যদেশের উন্নতির নিমিত্ত প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর এবং যে সকল মহাত্মা ইহাদের সভ্যতার নিমিত্ত কায়মনো বাক্যে সতত চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ কর।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বেদিয়া বালিকা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাচীনা স্ত্রীলোকটীর পদবিক্ষেপ শব্দ নিস্তব্ধ হইবা মাত্র সারা বলিল "আলিস্! তুমি কি এইরূপে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে চাও?"

আলিস্ মৃদুস্বরে উত্তর করিল "আমি বরং তোমাদিগকে রক্ষা করিতে চাই। আজি যা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলে, তাতে কি দেখিতে পাও নাই, এই গৃহস্বামী ভয় প্রদর্শন না করিয়াও স্নেহ ও প্রেম দ্বারা কেমন সকলকে আপনার বশীভূত রাখিয়াছেন? তিনি আমাদের প্রতি কি সদ্ব্যবহার কি দয়ালুতাই প্রকাশ না করিলেন! ইহাতে তোমার অন্তঃকরণ কি একটু ভিজে না? ধর্ম্মের জন্য একটু স্পৃহা হয় না? প্রতিদিন আমরা চতুর্দ্দিকে

যে সকল ভয়ানক কাণ্ড দেখি তৎপ্রতি কি ঘৃণা হয় না ?"

"সত্য সত্য আলিস্ আমি এখানে যদি থাকিতে পাই, আর ভেক্সীর মাঠে যাইতে চাহি না। কিন্তু তা বলিলে কি হইবে ? আমি যখন কর্ত্তার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি, দ্বার খুলিয়া বেদিয়াদিগকে আসিতে দিব, তখন তা আমি কদিবই করিব।"

আলিস ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না সারা ! তুমি এত অধার্ম্মিক কখনই হবে না, তুমি এ কাজ কখনই করিতে পারিবে না। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে আমাকে সঙ্গে না লইয়া তুমি যদি এই ঘর হইতে নড়, আমি চিৎকার করিয়া বাড়ীর সমস্ত লোককে জাগাইব এবং সমুদায় ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিব।" বালিকাটী কাতর হইয়া সারার পায় পড়িল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল এবং বলিল "আমাদিগের উভয়কেই কি পিতা মাতার ক্রোড় হইতে কেহ হরণ করিয়া আনে নাই ? যাতে তাঁহারা আমাদিগকে ফিরিয়া লইতে না চান, এমন কর্ম্ম আমরা কখনই করিব না। আমার মনে লাগিতেছে, আমরা আবার পিতা মাতার দেখা পাইব। সারা ! উপরে ঈশ্বর আছেন, ন্যায়বান্ দয়াময় ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে অন্বেষণ করে এবং ভাল বাসে, তিনি তাহাদিগকে পুরস্কার করেন ; কিন্তু সারা ! আমি দেখিতেছি তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছ না ?"

সারা ঠিক্ পূর্ব্বের মত স্বরে বলিল "আমি দ্বার খুলিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি।"

আলিস্ বলিল "দুষ্কর্ম্ম করিবার অঙ্গীকার পালন করিতে নাই।"

সারা এক গুঁয়ে হইয়া বলিতে লাগিল "আমি অঙ্গীকার করিয়াছি এই মাত্র জানি।" আলিস তাহার গোঁয়ার্ত্তামিতে এককালে হতাশ হইয়া গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং কিছুক্ষণ তাহার বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল সারাকে দোষী না করিয়া কি প্রকারে দোষের কাজটী নিবারণ করা যাইতে পারে ? ভূমি হইতে গৃহের উচ্চতা দেখিয়া মনে করিল শয়ন গৃহ হোটেলের তৃতীয় তলে, চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর সকল এত উচ্চ যে দ্বার ভিন্ন অন্য কোন পথ দিয়া কেহ বাটীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। বারংবার দেখিয়া

স্থির নিশ্চয় হইয়া গৃহটী পরীক্ষা করিতে লাগিল। ঘরটী সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র, আসবাবের মধ্যে বিছানাটী, সারা তদুপরি শয়ান। একটী গবাক্ষ এবং মাঠুরিণী যে দ্বার খুলিয়া গিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন বাহির হইবার অন্য পথ নাই। আলিস্ একবার শেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য সারার দিকে ফিরিল—বলিতে লাগিল "সারা! স্মরণ করিয়া দেখ পরমেশ্বরের চক্ষু সর্ব্বত্র রহিয়াছে, তিনি পাপ পুণ্য সকলি দেখিতেছেন। তিনি এই গৃহ স্বামীর সকল সাধুতা দেখিতেছেন এবং আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে যে পাপ কল্পনা করিতেছি তাহাও জানিতেছেন। যিনি আমাদিগকে এত দয়া করিলেন, তুমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও দয়া প্রদর্শন করিতে যদি না পার, আমার প্রতি দয়া কর, তোমার আপন আত্মার প্রতি দয়া কর"।

সারা ঘুমাইয়া পড়িতেছিল, এখন আলিসের মুখের উপর একবার মাতালের মত তাকাইল। আলিস্ দেখিল তাহাকে নোঙাইবার আর চেষ্টা করা বৃথা, তখন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার মনে যে একটী উপায় সঞ্চরণ করিতেছিল তাহাই সুসিদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। সারা তাচ্ছিল্যভাবে যখনি তাহার দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইল, সে এক লাফে গৃহের বাহিরে গিয়া পড়িল, জোরে কবাটটী টানিয়া বন্ধ করিল এবং ডবল কুলুপ আঁটিয়া দিল। এক নিমিষের মধ্যে সকলি সম্পন্ন হইল এবং সারা শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িতে না পড়িতে সে বরাবর ছুটিয়া চলিল। সারা তাহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে সে আরও দ্রুত-বেগে চলিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ আলিস্ যেমন একটী কোণ দিয়া ফিরিবে, মাঠুরিণী এবং বারবীরের সম্মুখে পড়িল।

মাঠুরিণী বলিল "মশাই! কেমন, এখন আমার কথায় বিশ্বাস করিতে চান? এই দেখুন সেই দুই বেটীর এক জন পলাইবার চেষ্টা করিতেছে।" এই বলিয়া তিনি তাহার হাত জটকাইয়া ধরিলেন।

নির্দ্দোষ বালিকা হঠাৎ এই প্রকারে ধৃত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে মাটীর দিকে মস্তক নত এবং দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

বারবীর বলিলেন "বালিকা! বল, তুমি কোথায় যাইতেছ?"

আলিস্ কোন প্রত্যুত্তর না করায় মাঠুরিণী ঠোঁট খুলিলেন "বাব.

ঠাকুর! ও আর কোথায় যাবে মনে করেছেন? ডাকাতের চর, ডাকাতদের জন্যে দরজা খুলিতে যাচ্ছে। আর ডাকাতেরা এখনি হোটেলের দ্বারে যদি লুকাইয়া না থাকে, আমি যা বলি সব মিথ্যা। আমাদের সকলকে মারিয়া ফেলিবার জন্য তিনবার সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়াছি, যদি না হয় আমার গলা কাটিয়া ফেলুন। এখন যদি ভালাই চান, যতক্ষণ রাত্রি না পোহায়, আপনি উহাকে অন্ধ কারাগারে রাখিয়া দিউন, প্রভাত হইলে জেলার মাজিষ্টরের হাতে সমর্পণ করিব, তিনি অল্পক্ষণের মধ্যে উহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন।"

বারবীর চাক্ষুষ প্রমাণেও যেন প্রত্যয় করিতে চান না তিনি বলিতে লাগিলেন "দুর্ভাগ্য বালিকা! কথা কহিতেছ না কেন? তুমি কোথায় যাইতেছ, আমাকে বল।"

"মশাই: আপনার যেমন ইচ্ছা, আমাকে সেইরূপ দণ্ড দিন" আলিস্ এই বাক্যটী এমন মৃদু ও করুণস্বরে বলিল যে গৃহস্বামী ব্যথিত-হৃদয় হইয়া বলিলেন "না এমন স্বর, এমন কমনীয় মুখ, যে কোন পাপে কলঙ্কিত, তাহাত কখনই সম্ভব নয়।"

আলিস্ পুনরায় বলিল "আপনার যেমন ইচ্ছা, আমাকে সেইরূপ দণ্ড দিন।" তৎপরে যেন ভয়াকুল হইয়া করযোড়ে বলিল "কিন্তু সারাকে গৃহের বাহির হইতে দিবেন না! আমি তাহার গৃহ কুলুপ বন্ধ করিয়া আসিয়াছি।"

বারবীর বলিলেন "এ বালিকাটীর ভাব গতিক কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহাহউক হে বালিকে! আমি শুনিতে চাই আমাকে বল—"

আলিস্ বলিল "মহাশয়। রাত্রি প্রভাত না হইলে আমি আপনাকে কিছুই বলিতে পারিব না।"

ঠাকুরাণী কথা কাটিয়া বলিলেন, "ঠিক্ কথা! আমরা তোমার নিকট বড়ই বাধিত হইলাম। রাত্রি না পোহাইতে পোহাইতে আমাদের টুঁটী কাটা যাক্।" আলিস্ বলিল "মা ঠাকুরাণি! আমাকে অন্ধ কারাগারে বা যেখানে ইচ্ছা বন্ধ করিয়া রাখুন, কিন্তু যতক্ষণ প্রভাত না হয়, কোন কারণে বাটীর দ্বার খুলিবেন না, তাহাহইলে আপনাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

প্রলোভন বা ভয়প্রদর্শনে আলিসের নিকট হইতে আর কোন কথা বাহির করিতে না পারিয়া বারবীর তাহাকে একটী অন্ধকারময় কারাগারে রাখিতে বলিলেন এবং পরে হোটেলের দ্বারে একজন দ্বারবান্ রাখিয়া শয়ন করিতে গেলেন। কিন্তু কিছুতেই ঘুম হয় না দেখিয়া তিনি রাত্রি থাকিতেই উঠিলেন এবং সেই ক্ষুদ্র বালিকাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অথবা একবার তাহাকে দর্শন করিতে নিরতিশয় উৎসুক হইয়া তাহার নিকটস্থ হইলেন। কেন এত উৎসুক? বালিকার মুখশ্রী, বালিকার স্বর তাঁহার হৃদয়-প্রোথিত বহু দিনের বিলুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্রেক করিয়া তাঁহাকে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল। একাদশ বর্ষ গত হইল, তিনি তাঁহার দুই বৎসরের কন্যাটীকে হারাইয়াছেন, তাহার কারণ কিছুই অবধারণ করিতে পারেন নাই। পারিসের নিকটবর্ত্তী শিশু-পালনালয়ে কন্যাটী রক্ষিত হইয়াছিল। বালিকা হারাইয়াছে এই সংবাদ যখন প্রচার হইল, তখন ধাত্রীকে ক্ষিপ্তাবস্থাপন্ন দেখা গেল, তাহার সেই ক্ষিপ্ততা বালিকা হারাইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অথবা পরবর্ত্তী ফল তাহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় নাই। ধাত্রী কি উন্মত্ততাবেগে বালিকার প্রাণ সংহার করিল? সাধারণের বিশ্বাস এইরূপ; কিন্তু শোকার্ত্ত পিতা মাতা অনেক অনুসন্ধান দ্বারাও বালিকার কোন সংবাদ লাভ করিতে পারেন নাই। মাতা কন্যা বিয়োগের পর পাঁচ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, তাঁহার লোকান্তর গমনাবধি বারবীর বিপত্নীক অবস্থায় এক মাত্র পুত্র লইয়া কালযাপন করিতেছিলেন।

কিন্তু এক্ষণে সেই দুঃখিনী ক্ষুদ্র বালিকা তাঁহার পত্নীরও বিলুপ্ত স্মৃতি আশ্চর্য্য রূপে পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিল। তিনি অবিকল সেই আকৃতি, সেই মুখশ্রী, সেই স্বরভঙ্গী পর্য্যন্ত বালিকাতে দেখিতে পাইলেন। ইহাতে বারবীরে আশা ও ভয় যে যুগপৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে ঘোরতর আন্দোলনে আন্দোলিত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তিনি বালিকা বিষয়ে যত অনিশ্চয়, আশা ও ভয় তাঁহার হৃদয়ে ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

মন হইতে এই চিন্তা তরঙ্গ নিরস্ত করিয়া একটু নিদ্রা সুখ লাভ করিতে

না পারিয়াই বারবীর শয্যা হইতে উঠিলেন এবং একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া লইয়া যেখানে আলিস্‌কে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া কোন শব্দ কর্ণগোচর না হওয়াতে একবার ভাবিলেন "সে এ ঘর হইতেও বা প্রস্থান করিল!" কিন্তু যখন লণ্ঠনের আলো ঘরের কোণে এক গাদা খড়ের উপর পড়িল, দেখিলেন তথায় আলিস্‌ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন আছে। তিনি নিষ্ঠুর হইয়া সুখনিদ্রা হইতে তাহাকে জাগাইতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার অদূরস্থ এক শিলাখণ্ডোপরি উপবিষ্ট হইয়া বালিকাটীর মস্তকে যাহাতে আলোক পড়ে এমত ভাবে লণ্ঠনটী রাখিলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার মুখমণ্ডল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিদ্রাবস্থাতেও বালিকাটীর মুখে সংশ্লেপিত দুঃসহ দুঃখের ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে বোধ হইল: তাহার সুকুমার হৃদয় হইতে গভীর দুঃখ শ্বাস ঘন ঘন বহির্গত হইতেছিল; তাহার স্ফুটিত ওষ্ঠাধরের মধ্য হইতে এক একবার অস্ফুট আর্ত্তস্বর নিঃসারিত হইয়া বারবীরের অন্তঃকরণ ব্যথিত করিতে লাগিল। তাদৃশ নিদ্রিতাবস্থায় বালিকাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি তাহার কণ্ঠে রেশম নির্ম্মিত হরিদ্বর্ণ একটী ফিতা অবলোকন করিলেন, তাহাতে এক খানি পদক ঝুলিতেছিল। দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা মুঠা করিয়া ধরিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষিপ্র হস্ত চালনায় আলিস্‌ জাগ্রৎ হইয়া উঠিল এবং রাত্রিকালে হঠাৎ এক ব্যক্তিকে শয্যার পার্শ্বে দেখিয়া আঁতকিয়া উঠিল।

বারবীর পদক খানি ধরিয়া বলিলেন "তুমি এটী কোথায় পাইলে?"

আলিস্‌ কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর না দিয়া তাহা গলা হইতে খুলিয়া তাঁহার হস্তে দিল। পরে কিছু ব্যস্ত হইয়া বলিল "মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানি আমাকে ফিরাইয়া দিবেন। আমার কণ্ঠ হইতে ইতিপূর্ব্বে আর কখন ইহা খুলি নাই।"

বারবীর তদুপরি অঙ্কিত কথা গুলি পাঠ করিলেন, কিন্তু আপনার চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিলেন "ইহাতে কি খোদিত রহিয়াছে?"

আলিস বলিল "কখন ছাড়িও না।" এবং আমিও ইহাকে কখন ছাড়ি না, সর্ব্বদা পরিয়া থাকি।"

"হা জগদীশ্বর! তোমার কার্য্য মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। এত বৎসর ধরিয়া শোক সন্তাপ এবং বৃথা চেষ্টা করিয়া এখন কি আমার হারা ধন পাইলাম" বলিতে বলিতে বারবীরের কণ্ঠ রোধ হইল এবং আলিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"বৎসে বল বল, আমার প্রতি দয়া করিয়া বল, কোথায় ও পদক পাইলে? কে তোমাকে ইহা দিয়াছে?'

আলিস বলিল "ইহা আমার আপনারই এবং সারার মুখে শুনিতে পাই আমার আরও অনেক অলঙ্কার ছিল, কিন্তু সে সকল সোনার বলিয়া দস্যুরা অপহরণ করিয়াছে, ইহার মূল্য যৎসামান্য বলিয়া ইহা লয় নাই।"

বারবীর বলিলেন "সারা! সারা কে?"

"সে বালিকাটীকে আমি ঘরে কুলুপ দিয়া আসিয়াছি। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি. সে আমার বিষয় সব জানে, কিন্তু আমাকে বলে না।"

বারবীর তাড়াতাড়ি আলিসের হাত ধরিয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে আইস।" তখন দিবা প্রকাশ হইয়াছে আলিস্ তাহা দেখিবা মাত্র আপনা হইতে বলিয়া উঠিল "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সব বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে।"

বারবীর তাহার হাত ধরিয়া দ্রুতি গতি চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বিপদ্?"

"মহাশয়! এখনি সকল অবগত হইবেন। কিন্তু আমি মিনতি করি সারাকে ক্ষমা করিবেন।"

বারবীর তাড়াতাড়ি বদ্ধ গৃহের দিকে চলিতেছেন, পথে মাঠুবিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরিচারিকা জিজ্ঞাসিলেন 'মহাশয়! কোথায় যাইতেছেন? কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়াই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন, এইরূপে তিন জনে একত্রে কুঠারির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সারা অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। বারবীর একবারে তাহার নিকট গিয়া আলিসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "সারা! এ বালিকা কে? আমাকে সত্য সত্য বলিবে. ঠিক্ কথা বলিলে তোমার কোন বিপদ্ হইবে না।"

সারা বলিল "সূর্য্যোদয় হইয়াছে, আমার আপনার লোকেরা চলিয়া গিয়াছে, আমি এ পৃথিবীতে এখন একাকী; অতএব সত্য বলিতে আর

আমার বাবা কি? আপনি আমাকে মারিতেও পারেন, রাখিতেও পারেন।"

বারবীর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "বিলম্ব করিও না, শীঘ্র বল।"

সারা তখনও ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল "আলিস এবং আমি উভয়েই একদল বেদিয়ার লোক। গত রাত্রে তাহারা পারিস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং আমরা তাহাদের তরে হোটেলের দ্বার খুলিয়া দিব এইরূপ স্থির ছিল। আমি এ কার্য্য সম্পন্ন করিতাম, আলিস্ কেবল আমাকে কুলুপ দিয়া রাখিয়া করিতে দেয় নাই। অবিকল সত্য যাহা আপনাকে বলিলাম।"

মাঠুরিণী গলা খুলিয়া বলিলেন "আমিত আগে বলিয়াছিলাম?" গৃহস্বামী যদি রাগান্বিত ভাবে তাঁহাকে চুপ না করাইতেন, তিনি যে কত প্রকারে আপনার পরিণামদর্শিতা ও বুদ্ধি চাতুর্য্যের দম্ভ করিতেন বলা যায় না। বারবীর অন্য কথায় মনোযোগ না দিয়া বলিলেন,

"কিন্তু আলিস—আলিস! এ কে, কোথা হইতে আসিল, আমাকে বল আমি আর কিছু জানিতে চাই না।"

সারা বলিল "মহাশয়! ও আমারি ন্যায় এক জন অপহৃত বালিকা, বিশেষ এই, সে যেখান হইতে চুরি গিয়াছে আমি জানি; কিন্তু এক ব্যক্তি মাত্র আমার বিষয় জানিত, সে মরিয়া গিয়াছে।"

এখনও সকল কথা ভাঙ্গিয়া না বলাতে বারবীর অস্থির হইয়া বলিলেন "আচ্ছা বালিকা তার পর?"

সারা বলিল "একাদশ বৎসর গত হইল, মাতা বক্রচিনীর সহিত আমি পারিসের চারিদিক্ ভ্রমণার্থ বাহির হইয়াছিলাম। আমি ভিক্ষা করিতাম, কেহ কখন কিছু না দিয়া থাকিতে পারিত না। তাহার কারণ এই, আমি অতি ভাল মানুষের বেশ ধরিতাম এবং মিষ্ট কথা ও লোক ভুলান অনেক উপায় শিখিয়াছিলাম, তাহাতে লোক মুগ্ধ হইত। এক দিন যেমন একটী পর্ণশালার দ্বার দিয়া যাইতেছি, মাতা বক্রচিনী একটু জলপানার্থ ঐ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কেহ ছিল না, কেবল দোলার উপর একটী বালিকা ঘুমাইয়াছিল, তাহার গায় অতি উত্তম কেম্ব্রিক ও জরীর পোষাক এবং তাহার গলায় এক ছড়া সোনার হার ছিল বেশ স্মরণ হই-

তেছে। মা বদ্রুচিনী শিশুটীকে তুলিয়া লইলেন এবং চিলের মত এত শীঘ্র ছুটিয়া গেলেন যে আমি তাঁহার সঙ্গ ধরিতে পারিলাম না। পরে দেখি একটী ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বালিকার বস্ত্রালাঙ্কর হরণ করিতেছেন। উহার গলায় সবুজ ফিতায় বাঁধা একখানি পদক ছিল, বদ্রুচিনী যখন তাহা খুলিতে গেলেন বালিকা আধ আধ স্বরে এমন চিৎকার করিয়া উঠিল যে তিনি তাহা আর না খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। তৎপর দিবস আমরা পারিস ছাড়িলাম এবং বেদিয়ারা বালিকাটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর বোধ করিল।"

বারবীর বালিকাটীকে বুকে করিয়া আনন্দে চিৎকার করিতে লাগিলেন "আমার কন্যা, আমার কন্যা! আমার বেশ মনে পড়িতেছে, তোমার মাতা সর্ব্বদা ঐ কথা গুলি বলিতেন এবং যখন তোমার গলায় ঐ পদক পরাইয়া দেন, তাহাতে উহা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। বার বার ঐ কথা শুনিয়া তোমার সুকুমার রসনায় উহা উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছিলে। তাহাতেই কেহ তোমার গলা হইতে পদক খুলিতে পরিত না। আমিও যখন খুলিতে যাইতাম "কখন ছাড়িও না, কখন ছাড়িও না।" এই কথা বলিতে। কিন্তু হে প্রাণের দুহিতা! যে করুণাময় পরমেশ্বর ভয়ানক এক দল দস্যুর মধ্যে তোমাকে নির্দ্দোষ, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, যে অপরিচিত ব্যক্তির ক্ষতি নিবারণ করিতে তুমি এত প্রয়াস করিয়াছিলে, তাহাকেই যিনি তোমার পিতা বলিয়া পরিচিত করিয়া তোমার পুরস্কার করিলেন তাঁহাকে আমি কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব?"

যাহাহউক আলিসের পক্ষে বিস্ময় ও আনন্দ দুঃসহ হইল, সে তাহা সংবরণ করিতে না পারিয়া পিতার ক্রোড় মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আদর, সান্ত্বনা এবং স্নেহবাক্য কাহারে বলে অভাগিনী বালিকা এতকাল জানিত না; এখন পুনরায় চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহা লাভ করিতে লাগিল। তাহার পিতা ভ্রাতার সহিত তাহাকে দেখা করাইতে অতি ব্যস্ত হইলেন এবং বলিলেন "আইস, আইস কন্যা, জগতের সকলকে আমার হারান ধন দেখাইবার জন্য আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি।"

আলিস্ গদ গদস্বরে করযোড়ে বলিল "কিন্তু পিতা সারা—

"কন্যা! তুমি যদি ইচ্ছা কর, সারা তোমার সঙ্গে বরাবর থাকিবে।"

প্রাচীনা বলিলেন "বাছা, তুমি তাহাকে কি আর বিশ্বাস করিতে পার?"

সারা বলিল "আমি যদি একবার অঙ্গীকার করি, আলিস্ আমাকে বিশ্বাস করিতে পারে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আলিসের ন্যায় সচ্চরিত্র হইতে সচেষ্ট হইব।"

আলিস্ বলিল "আবও আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব, আমাদের উভয়কে যেন ভাল করেন। তাহারা আমাদের মনে যে অসৎ বিষয়সকল শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইতে আমাদিগকে যেন উদ্ধার করেন। ঈশ্বরের নিকট কি বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয়, আমি শিখিয়াছি "হে ঈশ্বর! আমার অন্তরকে নির্ম্মল কর এবং আমার হৃদয়ে পুনরায় পবিত্র ভাবের সঞ্চার করিয়া দেও।"

বারবীর বলিলেন "প্রাণের দুহিতা! ঈশ্বর তোমার প্রতি যেরূপ বিশেষ করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে আমাদের যদি সৎকার্য্য করিবার যথার্থ সরল অভিপ্রায় থাকে, কোন অবস্থাই তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।'

সমাপ্ত।

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া।

'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' নামে যে একটী ব্যবহার আমাদিগের দেশে প্রচলিত আছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। এই উপলক্ষে যেরূপ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহা অতিশয় হিতজনক। ভ্রাতাদিগের কল্যাণ কামনা এবং ভাই ভগ্নীর মধ্যে বিশুদ্ধ প্রণয় সাধন ঐ কার্য্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য। ভগ্নীরা ঐ দিবস শুদ্ধ ভ্রাতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব বাটীতে লইয়া যান এবং মঙ্গল কামনাপূর্ব্বক আহারীয় দ্রব্যাদি স্বহস্তে তাহাদিগকে দিয়া বিশুদ্ধ ভ্রাতৃপ্রণয়সুখ সম্ভোগ করেন। এই কারণে হস্তে ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া নিম্নলিখিত সংস্কৃত বাক্যটী উচ্চারণ করত ভ্রাতার হস্তে ভগ্নীদিগের প্রণামী বা আশীর্ব্বাদী দিবার প্রথা প্রচলিত আছে :—

ভ্রাতস্তবানুজাতাহং * ভুঙ্‌ক্ষ ভক্ত মিদং শুভং।
প্রীতায় যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ ॥

ভ্রাতঃ! আমি তোমার অনুজা; যমরাজ বিশেষতঃ যমুনার প্রীতির জন্য এই শুভ অন্ন ভোজন কর।

এই কার্য্য উপলক্ষে অনেক স্থানে ফোটা দিবার একটী ব্যবহার চলিত আছে। "ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দ্বারে পড়লো কাঁটা।"—এই রূপ মন্ত্র বলিয়া ফোঁটা দিবার রীতি আছে তাহা অনেকেই জানেন। পল্লী-গ্রামে দেখা যায় এই ফোঁটা দেওয়া কার্য্যটী স্ত্রীলোকেরা একটী প্রধান কার্য্য বোধ করিয়া থাকেন এবং উহা না দিলে ভ্রাতার অকল্যাণ হয় মনে করেন। সুতরাং যদি কোন ভ্রাতঃ ইহা গ্রহণ না করেন তবে তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণচিত্ত ও সংশয়ান্বিত হন। অনেক ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া কেন হয় এবং ফোঁটা দিবার কারণ কি? তাঁহারা তাহার এই মাত্র উত্তর দিয়া থাকেন—"ফোঁটা দিতে হয়, তাহা না দিলে ভায়ের অকল্যাণ হয়, এবং ভায়ের ঐ দিন ভগ্নীর বাটী আহার করিতে হয়।" ফলতঃ বিষয়টীর প্রকৃত উদ্দেশ্য যে তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন নাই তাহা তাঁহাদিগের উত্তরে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। গূঢ় শুভ অভিপ্রায়ের সহিত মন্ত্রপূত বাহ্যিক ফোঁটা দেওয়া প্রভৃতি কতকগুলি কুসংস্কার বিশিষ্ট ব্যবহার চলিত থাকায় অনেকে এমন হিতকরী প্রথাটীর শুভ উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হয়েন না। এই নিমিত্ত আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে ইহার প্রতি তাদৃশ আদর দেখা যায় না। কেহ কেহ ইহা একটা কুসংস্কারাপন্ন ব্যবহার বলিয়া ঘৃণাও করিয়া থাকেন। যে সকল বঙ্গীয় ভগ্নীরা শিক্ষা প্রভাবে দেশ প্রচলিত কুসংস্কার মূলক ব্যবহারের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে এই অনুষ্ঠানটীর শুভ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া উহাতে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভাই ফোঁটার প্রথা কেন হইল, তদ্বিষয়ে এইরূপ একটা গল্প

* জ্যেষ্ঠা হইলে, ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং এইরূপ পাঠ হইয়া থাকে।

প্রচলিত আছে যে কার্ত্তিক মাসে ব্যাধিও মৃত্যু অধিক হইয়া থাকে, তজ্জন্য পূর্ব্বকালে কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনা তাঁহার ভ্রাতা যমকে আদর পূর্ব্বক স্বহস্তে ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া আহার করাইয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। সেই ব্যবহার অনুসারে বঙ্গীয়া ভগ্নীরা ঐ নির্দ্দিষ্ট দিবসে ভ্রাতাদিগের কল্যাণার্থে যম ও যমুনার পূজা করিয়া তাহাদিগকে আহারাদি করাইয়া থাকেন, মনে করেন ইহাতে মৃত্যুরাজ দয়া করিয়া ভ্রাতাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। এ সকলি যে কল্পনা ও কুসংস্কার তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুধাবনপূর্ব্বক দেখিলে এই প্রথাটীর মধ্যে যে গূঢ় শুভ অভিপ্রায়টী আছে, তৎপ্রতি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনাদর করিতে পারেন না। আমাদিগের সকল ভগ্নীগণের কর্ত্তব্য যে এই পবিত্র ব্যবহারটীর উপরে কতক গুলি কুসংস্কারের আবরণ দেখিয়াই ইহাতে ঘৃণা প্রকাশ না করেন। যাহাতে উহার মধ্যবর্ত্তী বিশুদ্ধ ভাবটী গ্রহণপূর্ব্বক কুসংস্কারাংশ পরিত্যাগ করত দেশীয় চির প্রচলিত কল্যাণজনক ব্যবহার রক্ষা করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহারা যত্নবতী হউন।

রক্ত সঞ্চালন।

শরীরের যত গুলি ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে রক্ত সঞ্চালন একটী প্রধান। আমরা আহার করি কিসের জন্য? না সেই আহার পরিপাক হইয়া রক্তরূপে পরিণত হয় এবং সেই রক্ত অস্থি, মাংসপেশী, শিরা, ধমনী, স্নায়ু, মজ্জা প্রভৃতি শরীরের সকল অঙ্গকে সংগঠিত ও পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। শরীরের মধ্যে রক্ত যদি সঞ্চালিত না হয়, সকল অঙ্গ দুর্ব্বল এবং অসাড় হইয়া পড়ে এবং অচিরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

এই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া যেমন আবশ্যক, ইহা যে প্রণালীতে নির্ব্বাহ হয় তাহাও সেইরূপ অদ্ভুত কৌশলে পরিপূর্ণ। রক্ত সঞ্চালনের জন্য দুই প্রস্থ যন্ত্র আছে। এক প্রস্থ যন্ত্রের নাম হৃদয়, তাহাতে রক্ত প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় প্রস্থের নাম রক্তপ্রণালী, তাহাদ্বারা রক্ত আপাদ মস্তক সর্ব্বস্থলে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কলিকাতায় জলসেচনের জন্য যেমন প্রথমতঃ জল প্রস্তুত করিবার বৃহৎ পুষ্করিণী সকল খনিত আছে এবং পরে বিশোধিত

জল নগরের সর্ব্বত্র প্রবাহিত করিবার জন্য চারিদিকে পয়ঃ প্রণালী নির্ম্মি হইয়াছে; শরীরের মধ্যেও ঠিক্ সেইরূপ কল। হৃদয় যন্ত্রে যত র আসিয়া জমে এবং বিশোধিত হয়; পরে বিশুদ্ধ রক্ত ধমনী সকল দ্বার শরীরের সর্ব্বাঙ্গে বহমান হইয়া যাহার যে অভাব পূরণ করিয়া দেয়। ধমনীর রক্ত যখন দূষিত হয়, তখন তাহা মলিন হইয়া চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রণালীদ্বারা শিরা সকলে গমন করে এবং তদ্দ্বারা প্রবাহিত হইয়া পুনরায় হৃদয়ে প্রত্যাগত হয়। এ সকলের বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ লিখি হইতেছে।

হৃদয় যন্ত্র।
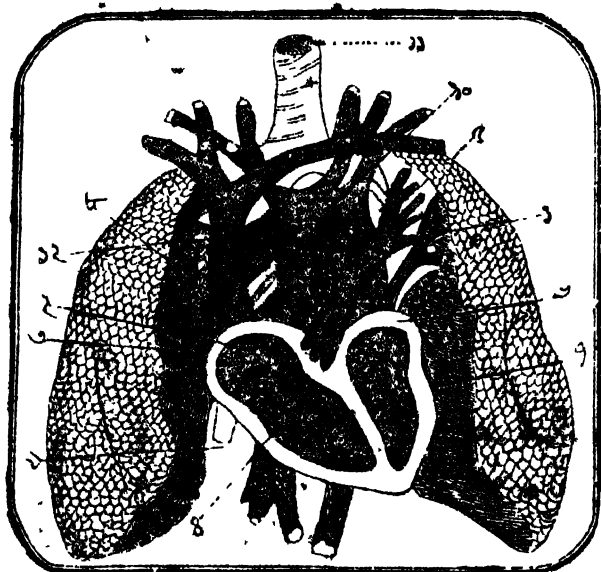
১ ফুস্‌ফুস্, ২ হৃদয়, ৩ দক্ষিণ পূরক, ৪ দক্ষিণ রেচক, ৫ ক্ষেপণী ..., ৬ বামপূরক, ৭ বামরেচক, ৮ উর্দ্ধতন শিরামূল গহ্বর, ৯ অধস্তন শিরামূল, ১০ মূল রক্তনালী, ১১ কণ্ঠনালী, ১২ উর্দ্ধতন শিরামূল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে শ্বাসক্রিয়া প্রস্তাবে বলিয়াছি, বক্ষ গহ্বরের মধ্যে ফুস ফুস নামে শ্বাসযন্ত্র আছে। ফুস ফুসের দুই ভাগের মধ্যস্থলে বা...

মূলাধার হৃদয় যন্ত্র বা হৃৎপিণ্ড। নিঃশ্বাস বায়ুদ্বারা হৃদয়ের রক্ত বিশোধিত হইবে, এইজন্য ইহা শ্বাসযন্ত্রের নিকটেই রক্ষিত হইয়াছে। ইহা মাংসপেশী নির্ম্মিত একটী ত্রিকোণ স্থলী বক্ষগহ্বরের সম্মুখে কিঞ্চিৎ বামদিক ঘেঁসিয়া আছে। ইহার মূল মেরুদণ্ডের দিকে, অধোদেশ কিছু প্রশস্ত এবং মধ্যচ্ছেদের উপরে স্থিত। ইহা হৃদাবরণ নামে একটী থলিয়ার মধ্যে বদ্ধ আছে, কিন্তু স্বতঃ নড়িতে চলিতে পারে। হৃদয় যন্ত্র প্রথমতঃ দক্ষিণ ও বাম দুই ভাগে বিভক্ত; দক্ষিণ ভাগকে Auricle বা পূরক এবং বাম ভাগকে Ventricle বা রেচক বলে। পূরক দ্বারা রক্ত সঞ্চিত এবং রেচক দ্বারা যথাস্থানে প্রেরিত হয়। এক একভাগ আবার দুই দুই উপবিভাগে বিভক্ত। অতএব হৃদয়ে সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী ভাগ অর্থাৎ দক্ষিণ পূরক, দক্ষিণ রেচক, বাম পূরক, বা বাম রেচক। হৃদয় বাটীর মধ্যে এই চারিটী ভাগ যেন চারিটী কুঠারি, ইহাদিগের মধ্যে রক্ত যাতায়াতের অতি আশ্চর্য্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। প্রথম কুঠারি বা দক্ষিণ পূরকে চারিটী ছিদ্র বা দ্বার আছে। একটী দ্বার দিয়া মস্তকাদি শরীরের উপর অঙ্গ হইতে, দ্বিতীয় দ্বার দিয়া নিম্ন অঙ্গ হইতে, তৃতীয় দ্বার দিয়া হৃদয় হইতে রক্ত আসিয়া এই কুঠারিতে জমা হয়। চতুর্থ দ্বার দিয়া দক্ষিণ রেচকের সহিত ইহার যোগ আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা রক্ত নামিতে পারে, উঠিতে পারে না এইরূপ কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

দক্ষিণ পূরক হইতে দক্ষিণ রেচকে যে রক্ত যায়, তাহা (Pulmonary Artery) ক্ষেপণী ধমনী দ্বারা ফুসফুসে প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং ঐ রক্ত ফিরিয়া না যাইতে পারে এজন্য মধ্যে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ৩ টী ঢাকুনি আছে। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা উপপ্রশাখার আকারে ক্ষেপণী ধমনী সমুদয় ফুসফুসে বিস্তারিত। মৌচাকের গর্ত্তের ন্যায় ফুসফুসের মধ্যে বায়ু কোষ আছে, নিশ্বাস দ্বারা আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি তদ্দ্বারা ঐ কোষ সকল পূর্ণ হয় এবং সেই বায়ু ধমনী-বাহিত দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। এই স্থানে আমরা একটী আশ্চর্য্য রাসায়নিক কার্য্য অবলোকন করি। ক্ষেপণী-ধমনী-বাহিত রক্ত মলিন ও কৃষ্ণবর্ণ, কারণ তাহাতে অঙ্গারকের ভাগ অধিক থাকে। নিশ্বাসাকৃষ্ট বায়ুর [illegible] ঐ রক্তে গিয়া মিশে এবং অঙ্গারককে বাহির

করিয়া দেয়, ইহাতে দূষিত রক্ত আবার লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এইরূপে ফুসফুসমধ্যে দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ হইয়া চারিটী (Pulmonary Veins) ক্ষেপণী শিরা দ্বারা বাম পূরকে আসিয়া সংগৃহীত হয। বাম পূবক হইতে নির্ম্মল রক্ত অল্পে অল্পে বাম রেচকে যায়। তাহা আর ফিরিয়া আসিতে না পারে, একারণ এই পূরক ও রেচকের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দুইটী ঢাকুনী আছে; তাহা রক্ত বাহির হইতে দেয়, কিন্তু বাহির হইলে আর ভিতবে যাইতে দেয় না। বামরেচকের আকৃতি বড় এবং তাহা অতি স্থূল মাংসপেশী দ্বাবা নির্ম্মিত। ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রক্তে পূর্ণ থাকে। ঐ রক্ত ইহা হইতে (Aorta) মূলবক্তনালীতে যায। উহা রেচকে ফিবিয়া না যায় এজন্য তথায় অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি তিনটী ঢাকুনী আছে। এই বক্তনালী দেখিতে একটী গাছেব মূল দেশের ন্যায়। ইহা হইতে রক্ত প্রণালী সকল শাখা প্রশাখার ন্যায বহির্গত হইয়া ঊর্দ্ধ, অধ, পার্শ্ব সমুদায় শরীরের মধ্যে বিস্তারিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ রক্ত এই সকল প্রণালীদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। রক্ত শরীরের অতি সূক্ষ্মস্থানেও যাইতে পারে এ জন্য প্রণালী সকল ক্রমে সূক্ষ্মতর হইয়া অবশেষে কেশেব আকাব ধারণ কবিয়াছে। ভাল রক্ত শরীরের সকল স্থানের অভাব পূবণ কবিযা চলিতে চলিতে সেই সকল স্থানের দুষ্ট ও বিকৃত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইতে থাকে। এই দূষিত রক্ত যদি সংশোধিত না হইয়া কোন স্থানে বদ্ধ থাকে, পীড়া এবং মৃত্যু সংঘটন হইতে পারে। এই নিমিত্ত ভাল রক্ত চলিবার জন্য যেমন ধমনী সকল শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শরীরময় প্রসারিত আছে, মন্দ রক্ত হৃদয়ে পুনরানয়ন করিবার জন্য শিবা সকল সেইরূপ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত আছে। যেথানে ধমনী সকলের কেশাকৃতি সূক্ষ্ম প্রণালী সকল শেষ হইয়াছে, সেই স্থান হইতেই শিরা সকলের কেশাকৃতি প্রণালী আরম্ভ হইয়া ক্রমে স্থূলাকৃতি হইয়াছে। দূষিত রক্তস্রোত শিরা দ্বারা শরীরের অধ ঊর্দ্ধ দেশ হইতে বহমান হইয়া হৃদয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণ পূরকে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে তথায় সংশোধিত হইতে থাকে। আমরা যে আহার করি তাহার উৎকৃষ্টের রস শরীর পোষক শোণিত রূপে পরিণত হইবার জন্য শিরার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রবাহিত হয়।

রক্তনদী দক্ষিণ রেচক হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় শরীর ঘুরিয়া আবার তথায় পুনরাগত হয়, এই হেতু পণ্ডিতেরা রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়াকে রক্তের চক্রাবর্ত্ত গতি বলিয়া থাকেন। চক্রাবর্ত্ত গতি দ্বিবিধ। প্রথমটী ক্ষুদ্র, তাহা হৃদয় যন্ত্রের মধ্যেই চলিতেছে, দ্বিতীয়টী বৃহৎ তাহা সমুদায় শরীর ব্যাপিয়া কার্য্য করিতেছে। অত্যন্ত নিকৃষ্ট জাতীয় ইতর জন্তুদিগের হৃদয় যন্ত্র নাই। উদ্ভিদ শরীরে রস যেমন সঞ্চারিত হয়, ইহাদের শরীরে রক্তও সেইরূপ। উত্তরোত্তর উচ্চতর জীব শ্রেণীতে কাহার হৃদয়ে একটী গহ্বর, কাহার দুইটী, কাহার তিনটী মাত্র দেখা যায়। মানুষের হৃদয়ে প্রকোষ্ঠ চারিটী, কিন্তু গর্ভস্থ শিশুর দুইটী মাত্র বলা যায়। তাহার রক্ত দক্ষিণ পূরক হইতে এককালে বাম পূরকে যায়। তাহার শ্বাস কার্য্যের প্রয়োজন নাই, এজন্য বৃথা যন্ত্রও নাই। ইহার মধ্যে আবার একটী আশ্চর্য্য এই, জরায়ুর দক্ষিণ ও বাম পূরকের মধ্যে রক্ত গমনাগমনের যে ছিদ্র থাকে, ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহা বুজিয়া যায়; কারণ তাহা থাকিলে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হয়।

হৃদয়ের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ঢাকনী গুলির ব্যবস্থা বড় চমৎকার। এক এক প্রকোষ্ঠ হইতে রক্ত বহির্গত হইবার সময় এই ঢাকনি গুলি খুলিয়া পথ দেয়, কিন্তু রক্ত ফিরিয়া আসিতে গেলেই দ্বার বন্ধ করিয়া ফেলে। এরূপ ব্যবস্থা না হইলে যে রক্ত বিশুদ্ধ হইবে, তাহা মলিন রক্তের সহিত মিশিয়া বিকৃত হইয়া যাইত এবং মলিন হইতে বিশুদ্ধ রক্ত পৃথক থাকিতে পারিত না।

হৃদয় কেবল রক্তের আধার নয়, কিন্তু রক্তের পরিচালক। সমুদায় শরীরে যে রক্ত গমনাগমন করে, সে কেবল হৃদয়ের চালনাতে। আমরা বক্ষস্থলে হাত দিলেই অনুভব করি, তাহার মধ্যে হৃদয় ধুক্ ধুক্ করিতেছে। ঘড়ীর দমে যেমন কাঁটা চলে, হৃদয়ের দমে সেইরূপ রক্ত চলিয়া জীবন কার্য্য নির্ব্বাহ করে। চিকিৎসকেরা যে নাড়ী দেখেন, তাহা আর কিছুই নহে, এই হৃদয়ের দম হাতের ধমনীতে অনুভব হয়। হৃদয় সর্ব্বক্ষণ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। হৃদয়ের আশ্চর্য্য গঠনে এইরূপ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে ইহা মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত। এই মাংস-

পেশীর সূত্র ত্রিবিধ, বাহিরে লম্বা টানার মত, মধ্যে আড়া আড়ি পড়েনের মত, ভিতরে বক্রাকৃতি। রক্ত একবার হৃদয়ের মধ্যে আসিলেই হৃদয় রবরের মত যেমন একদিকে প্রসারিত হয়, অন্যদিকে চাপিয়া সঙ্কুচিত হয়। এই আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ত সঞ্চালন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এই কার্য্যের প্রত্যেক অংশ আলোচনা করিলে জগদীশ্বরের অপার কৌশল, আশ্চর্য্য শক্তি এবং অনন্ত করুণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া হৃদয় ভক্তিস্রোতে প্লাবিত হয়।

মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়দিগের সভা।

মনোবৃত্তিগণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহাদিগের সাধারণ প্রভু মনুষ্যের অত্যাচার ও দুর্ব্ব্যবহারে বহুদিন বিরক্ত হইয়া গোপনে গোপনে হাহুতাস করিত, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না দেখিয়া তাহারা স্থির করিল একটী প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া আপনাদিগের দুঃখ সকল আলোচনা এবং তৎপ্রতীকারের উপায় করা যাউক।

সুবিখ্যাত মানসিক বৃত্তি বুদ্ধি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি সভারম্ভ সূচক কয়েকটী কথা বলিয়া বিবেককে ডাকিলেন এবং বলিলেন "তোমার কি কষ্টের কথা আছে সর্ব্বাগ্রে বর্ণন কর।"

বিবেক বলিতে লাগিলেন—"সভাপতি মহাশয়! আমি আমার প্রভুকে ন্যায়ানুগত উপদেশ দিবার জন্য মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইয়াছি। তিনি যে নিয়মানুসারে চলিবেন তাহা ব্যাখ্যা করা, তাঁহাকে ন্যায়ান্যায়ের প্রভেদ দেখাইয়া দেওয়া, ন্যায়ের কার্য্য করিলে তাঁহার প্রশংসা করা এবং অন্যায় করিলে দমন ও দণ্ডবিধান করা এই সকল আমার কর্ত্তব্য। আমি কিছুমাত্র বেতন বা পুরস্কার না লইয়াও তাঁহার জন্য এই সকল কঠিন ও গুরুতর কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রভু আমার প্রতি কিরূপ আচরণ করেন? আমার সদুপদেশে কৃতজ্ঞ না হইয়া তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিতেও অস্বীকৃত, এবং যখন আমার কথা না শুনিয়া থাকিবার যো নাই তখন কর্ণকুহর অঙ্গুলিদ্বারা রুদ্ধ করেন। কখন কখন তিনি আমার মুখে মুখোস দেন এবং তাহাতেও আমি বলিতে না ছাড়িলে আমাকে কুৎসিত মাদক

সেবন করাইয়া অচেতন করিবার চেষ্টা পান। তিনি আমার উপদেশে এমন ভয় ও ঘৃণা করেন, যে যতবার সুযোগ পান আমার কাছ ছাড়া হইয়া থাকেন এবং আমি যখন কাছে ঘেঁসি, গা ঢাকা দেন। সংক্ষেপে এই বলিতে পারি আমি যেন তাঁহার অতি বড় শত্রু, তিনি আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করেন।"

সভাপতি বলিলেন "কিন্তু তুমি তাঁহাকে কখন কখন কি ধমকাও না?" "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি তাঁহাকে কেবল উপদেশ দিতে নিযুক্ত হই নাই; কিন্তু যখন তিনি আমার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া বিপথগামী হইবেন, তখন তাঁহাকে শাসন করাও আমার কর্ত্তব্য। যখন তাঁহার কার্য্য দণ্ডযোগ্য হয়, তখন আত্মগ্লানির কণ্টকে তাঁহাকে বিদ্ধ করি, এবং অনুতাপ দণ্ডেও তাঁহাকে তাড়না করি। কিন্তু সে স্থলে বৈর নির্যাতন উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার কল্যাণ সাধনই আমার অভিপ্রেত। তাঁহার অসদাচরণ যেমন দূষণীয়, তেমনি আমার দুঃখের কারণ। যাহাতে আত্মগ্লানি বা অনুতাপ অনলে তাঁহাকে দগ্ধ হইতে না হয়, এমন পথ তিনি অবলম্বন করিলে আমার সুখের পরিসীমা থাকে না।"

বিবেক তাঁহার আসন পুনর্গ্রহণ করিলে স্মৃতি গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি বলিলেন "আমার অগ্রে যে বক্তা আত্মদুঃখ নিবেদন করিলেন, আমার পদ তদপেক্ষা নিম্নতর সন্দেহ নাই; কিন্তু মহাত্মা বিবেককেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমার কার্য্য অতি উচ্চ, এত উচ্চ যে এতদ্ব্যতীত তিনি সম্পূর্ণরূপে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন না। আমাদের প্রভুকে গত বিষয় স্মরণ করিয়া দেওয়া আমার কার্য্য। তিনি যাহা কিছু দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, পড়িয়াছেন, বলিয়াছেন এবং করিয়াছেন আমাকে সে সকলি তাঁহার মনে পুনর্জ্জাগ্রৎ করিয়া দিতে হয়। আমি না থাকিলে তিনি তাঁহার মাতৃভাষা উচ্চারণ করিতে পারেন না এবং তাঁহার সন্তান গণের মুখ ও নামও টাওরাইতে পারেন না। কৃপণ যেমন তাহার সিন্দুকে ধন সংগ্রহ করে, আমিও তেমনি যে কোন বিষয়ে প্রভু মনোযোগী এবং সুখী হন, তাঁহার সমুদায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া রাখি—এবং আমি তাঁহার এমনি সেবানুরক্ত যে আমার ভাণ্ডারে

যাহা কিছু আছে, চাহিবামাত্র সকলি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দিতে প্রস্তুত। তিনি আমাকে কেবল ভাণ্ডার গৃহ করুন, আমার স্কন্ধে যত পরিমাণ দ্রব্য চাপাইয়া দিন, তাহাতে আমি আপত্তি করি না। বরং দ্রব্যসকল মূল্যবান্ হইলে, যত অধিক পরিমাণ হয়, ততই আমি সন্তুষ্ট হই। কিন্তু আমার আপত্তি ও দুঃখ এই যে তিনি আমাকে তুঁষের গোলা অথবা পাঁশ ও জঞ্জালের ঝুড়ী করিয়াছেন। আমার বড় সাধ, গভীর বিদ্যা, হিতকর জ্ঞান, সাধু বাক্য এবং শুভ কার্য্য দ্বারা পূর্ণ হই; কিন্তু আমার প্রভুর এমনি ব্যবহার যে আমার সে সকল অভিলাষ পূর্ণ করিতে দেন না, যত রাজ্যের কুৎসিত বিষয়, দুশ্চিন্তা, অনর্থক কথা এবং জঘন্য কার্য্য সংগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ আমাকে নিয়োগ করেন। একি সামান্য অত্যাচার? একটী রাজপ্রাসাদকে শুণ্ডিকালয়, ধর্ম্মমন্দিরকে ক্রীড়ার স্থান এবং চিত্রশালিকাকে পোর্দ্দারের দোকান করিতে দেখিলে সকলেই তাহা অন্যায় কার্য্য বলিবেন। কিন্তু আমার প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার হয়, এ সকল দৃষ্টান্ত তৎপক্ষে অতি সামান্য। এরূপ অপমান আমার অসহ্য এবং ইহার প্রতীকারের জন্য আমি ব্যাকুলিত, ইহাতে কি আশ্চর্য্য জ্ঞান করেন?"

তৎপরে কল্পনা দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু সভাপতি বলিলেন "যা কিছু পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহাতে সকল মনোবৃত্তির দুর্দ্দশা বুঝিতে পারা যাইতেছে।" তিনি আরো বলিলেন "ভবিষ্যতে যখন আমরা সত্য বিবরণ শেষ করিয়া কল্পনা শুনিতে অবসর পাইব, তখন কল্পনার কথা শ্রবণ করা যাইবে। আপাততঃ ইন্দ্রিয় সকলের দুঃখের কাহিনী কিছু শ্রবণ করা ন্যায়-সঙ্গত।"

এই কথা শুনিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহার নিজের এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আক্ষেপ বাক্য শুনিবার জন্য সভ্যমণ্ডলীকে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন "আমাদের কাহারও বক্তৃতা করিবার অভ্যাস নাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটী ভদ্রলোক আছেন, তিনি আমাদের এবং আপনাদের বন্ধু, অন্ততঃ সহচর ভৃত্য বটেন। তাঁহার অনর্গল বলিবার ক্ষমতা আছে, অতএব যদি অনুমতি হয় তিনি তাঁহার নিজের এবং আমাদের হইয়া দুকথা বলেন?"

এই অনুরোধ সভ্যগণের গ্রাহ্য হইলে বাগিন্দ্রিয় অগ্রসর হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন —"সভাপতি মহাশয়! আমি মনোবৃত্তিও নহি, ইন্দ্রিয়ও নহি, কিন্তু আমাকে সভ্য মহোদয়গণের সম্মুখে যে উপস্থিত হইতে অবসর দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমার আর পাঁচটী বন্ধু আপনাদিগের জন্য কিছু বলিতে সাহসী হইতেছেন না, অতএব আমি তাঁহাদের অনুকূলে দুকথা বলিব। আমি এই সকল ভদ্র লোকের কাছে বাস করি এবং ইহাঁদের একটীর সহিত বিশেষ যোগ থাকাতে প্রভুর আস্বাদনের কার্য্য করিয়া থাকি, অতএব তাঁহারা সকলে যে কার্য্য করেন এবং যেরূপ পুরস্কার পান তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি অনেক দিন চিন্তা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে আপনার এবং অন্যান্য মনোবৃত্তির প্রতি আমাদের প্রভুর ব্যবহার যেরূপ লজ্জাকর, আমার এবং এই পাঁচটী বন্ধুর প্রতি তদপেক্ষা অধিক। মনোবৃত্তি সকল অত্যাচারগ্রস্ত হইলে ভর্ৎসনা করিতে পারেন, এমন তাঁহাদের ক্ষমতা আছে। বিবেক অত্যাচারীকে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ করিতে থাকেন, স্মৃতি গতানুশোচনায় অন্তরকে বিদ্ধ করেন, কল্পনা ভয়ঙ্কর চিন্তা ও আশঙ্কা উপস্থিত করিয়া তাড়না করিতে পারেন; আর মহাশয়! আপনার যেরূপ উচ্চ বিচার ক্ষমতা, আপনি মনে করিলেই তাহাকে স্বীয় দরবারে উপস্থিত করিতে পারেন, এবং তাহাকে নির্বোধ সপ্রমাণ করিয়া তাহার নিজের চক্ষেই তাহাকে ঘৃণিত করিতে পারেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের এবং আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের এ প্রকার কোন উপায় নাই। আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়, আমাদিগকে সর্ব্বস্থানে ও সকল সময়ে প্রভুর আজ্ঞাবহ ক্রীত দাসের ন্যায় কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু বিচার দেখুন মহাশয়! তিনি ভাল মানুষ দেখিয়া আমাদিগকে কি জঘন্য শোচনীয় বন্দীর অবস্থায় রাখিয়াছেন!

চক্ষু কোথায় সুন্দর ও মহৎ পদার্থ সকলের ছবি গ্রহণ করিবে, না তৎপরিবর্ত্তে প্রভুর জন্য ভীষণ ও কুৎসিত বস্তু সকল দর্শন করিতে বাধিত হয়। কর্ণ কোথায় আনন্দকর ধ্বনি এবং সাধু কথা সকলে পরিপূর্ণ হইবে, না যুদ্ধের কর্কশ নাদ, পরনিন্দার বিকৃতস্বর এবং কুপ্রবৃত্তি উদ্দীপক সঙ্গীতে পূর্ণ হয়। আমার বন্ধু স্বাদেন্দ্রিয় পান ও অপরিমিত

প্রয়োজনে নিয়োজিত হইয়া কি দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন! ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয় প্রতিদিন জঘন্য বিষয় সকলের সংসর্গে কি কলঙ্কিত হইতেছে না? আমার নিজের বিষয় আর কি বলিব? কে না জানে যে আমি প্রতিদিন কত মিথ্যা, প্রতারণা, চাটুকরিতা, পরনিন্দা ও শাপান্ত করিতে বাধ্য হই। আমি প্রভুর কাছে আসিয়াছিলাম যে তিনি আমা দ্বারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবেন, সত্য কথা বলিবেন এবং পরস্পরের সহিত সদ্ভাব ও দয়ালুতার বিনিময় করিবেন। কিন্তু প্রভু আমার এপ্রকার দুর্ব্যবহার করিয়াছেন যে আমার সুনাম বিনষ্ট হইয়াছে এবং আমি 'সাংঘাতিক বিষপূর্ণ ভয়ঙ্কর কালসর্প' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি। কেবল ইহাতেই শেষ হইল না, কেহ কেহ বলেন আমি 'সৃষ্টিনাশক অগ্নি এবং নরকাগ্নিতে প্রজ্বলিত।' যাহাহউক আমাব নিজের কষ্টের কথা দূব হউক, আমি যাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব করিতে উত্থিত হইয়াছি, তাঁহাদের বিষয় পুনরারম্ভ করা যাউক।"—

জিহ্বা এই পর্য্যন্ত বলিয়া আরও বলিতে অগ্রসর হইতেছেন, এমত সময়ে সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে বসিতে সঙ্কেত করিলেন। তিনি দেখিলেন বক্তা যেরূপ বাচাল, তাহাতে বাধা না দিলে সমস্ত রাত্রি বাক্য বর্ষণ করিয়াও নিবৃত্ত হইবার নন। তিনি মন্তব্য স্বরূপ বলিলেন "ইন্দ্রিয়গণ যে দারুণ অত্যাচার সহ্য করিতেছে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এক্ষণে সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা বিধেয় তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু কথিত হইতেছে।"

এই কথায় জিহ্বা অপ্রস্তুত হইয়া পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিলেন। তখন সভাপতি মহাশয় বলিতে লাগিলেন "আমাদিগের দুঃখ যন্ত্রণা জগতের গোচর করিবার জন্য এবং আমাদিগের স্বপক্ষে সাধারণের পোষকতা লাভ করিবার জন্য আমি ভ্রাতা ও সহচরগণের সহিত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক একমত হইয়া চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আমি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছি যে সাধারণে যা বলুন আর যা করুন, আমাদিগের প্রভু যে বিচলিত হইয়া আমাদিগের প্রতি ন্যায়াচরণ করিবেন সে প্রত্যাশা অল্প। তিনি সাধারণের মত শুনেন, তাহাদিগের প্রশংসা ভাল বাসেন এবং নিন্দায় ভয় করেন তাহার

সন্দেহ নাই। তিনি সাধারণের মত নিতান্ত বিরুদ্ধ দেখিলে ইন্দ্রিয়গণ এবং তাহাদিগের সদ্ভাব প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য অত্যাচারের হ্রাস করিতে পারেন; কিন্তু লোকের প্রশংসা নিন্দায় তিনি যে বিবেক ও স্মৃতি প্রভৃতির মর্ম্মব্যথা দূর করিবেন তাহা কখনই বোধ হয় না। তাঁহার যে এক কুমন্ত্রী আছে, সে সাধারণের বাক্য গ্রাহ্য করে না। উহার নাম ইচ্ছা। তিনি এই গর্ব্বিত স্বেচ্ছাচারী কর্ম্মচারী দ্বারা আমাদিগকে শাসিত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে আপনিই উহার দাসত্ব স্বীকার করিতেছেন। ঐ কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণাতেই আমাদিগের প্রতি এত অত্যাচার হয়, বস্তুতঃ ঐ অব্যবস্থিতচিত্ত কর্ম্মচারীই বাটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল, আছে এবং বরাবর থাকিবে। অতএব ঐ দুরাত্মাকে হীনবল এবং তাহার প্রবৃত্তি ও রুচি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত না হইলে আমাদিগের মঙ্গলের আশা নাই। আরও দেখা যাইতেছে যে স্বাধীন জনগণ ভিন্ন পার্থিব কোন্ ক্ষমতায় ইচ্ছাকে দমন করিতে পারে না, অতএব আমার বিবেচনায় আমাদিগের অভিযোগ সাধারণের বিচারে অর্পণ না করিয়া ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করা হউক, তিনিই আমাদিগের একমাত্র উপায় ও ভরসা।"

অনন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাভঙ্গ হইল।

আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক।

আলেক্জাণ্ডার সেলকার্ক নির্জ্জন জোয়ান ফার্ণাণ্ডেজ দ্বীপে একাকী পতিত হইয়া যেরূপ মনের কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা

যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের করুণায় অত্যন্ত দুঃখের অবস্থার মধ্যেও সুখের আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবিত হয়। সেলকার্ক ছাগ মেষাদি বনের পশুর সহিত বন্ধুতা করিয়া অনেক পরিমাণে সুখী হইয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিতেন, আবার তাঁহার সহচর পশুদিগকে চারিদিকে নাচাইয়া আমোদিত হইতেন। নিম্ন লিখিত কয়েকটী কবিতা তাঁহার এই অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

অপার সাগরে, এঘোর প্রান্তরে,
বিজনে একাকী যাপিতেছি দিন।
যাহা কিছু দেখি আমার অধীন।
আমি রাজ্যেশ্বর, ভূচর খেচর,
অনুচর মোর আছে রাত্রি দিন।

নাচিতে নাচিতে, ডাকিতে ডাকিতে
চারিদিকে দেখি ছুটেছে সাগর,
কম্পিত ধরণী, কম্পিত অন্তর,
পশুরা চীৎকার, করে অনিবার,
চারিদিক যেন করে থর থর।

থেকে লোকালয়ে, এ পোড়া হৃদয়ে,
বুঝি নাই কভু মানব কি ধন,
হাতে পেয়ে নিধি করিনে যতন।
নরের সুন্দর, রূপ মনোহর,
আজি যত ভাবি কেঁদে উঠে মন।

কোথা জন্ম ভূমি, পড়ে আছ তুমি,
চক্ষে যেন আজ দেখি গো তোমায়,
উড়ে উড়ে মন সেই দিকে ধায়।
তোমার সুন্দর, গিরি সরোবর, (১)
আজ মন প্রাণ হরে নিয়ে যায়।

হরে মন প্রাণ, হৃদয় পাষাণ,
ফেটে দুনয়ন আজ বহে জল,
আজ জন্মভূমি বক্ষে বহে জল,
পাখা যদি পাই, বেগে উড়ে যাই,
ব্যাকুল হৃদয় করিগে শীতল।

কোথায় আমার, প্রিয় পরিবার,
একে একে সবে দেখি যে নয়নে,
এত সুধা সেথা জানি না স্বপনে।
আগেতে জানিলে, এ দুঃখ সলিলে,
ভাসিতাম কিরে কভু এজীবনে?

নীচ প্রাণী যত, সদা অনুগত,
অশনে শয়নে এবা সহচর,
ভালবেসে সেবা করে নিরন্তর।
ইহাদেরি সনে, আনন্দিত মনে,
নেচে গেয়ে সুখে জুড়াই অন্তর!

বিষণ্ণ বদনে, যখন নির্জ্জনে,
ফেলি অশ্রুজল, একাকী বসিয়া,
চারিদিকে ঘেরে, ইহারা আসিয়া।

(১) স্কটলণ্ড দেশের পর্ব্বত ও হ্রদ। যার পর নাই মনোহর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কেহ গা চাটিয়া, কেহবা নাচিয়া,
দুঃখ শোক মোর, দেয় ভুলাইয়া।
উৎসুক অন্তরে, কাড়া কাড়ি করে,
হস্তের আহার সবে মেলি খায়,
কিবা তার শোভা কে দেখিবে হায়।
ভরিলে উদর, প্রসন্ন অন্তর,
কত রঙ্গ ভবে নাচিয়া বেড়ায়।
জনক জননী, ভাই কি ভগিনী,—
এ বিজনে এরা সকলি আমার.
ইহারাই মোর প্রিয় পরিবার।
এ দেহ যখন, হইবে পতন,
ফেলিবে সকলে, মিলে অশ্রুধার।

কোথা হে ঈশ্বর, পাষাণ অন্তর
এত দিন পরে চিনেছে তোমায়,
দেখা দিয়া প্রভু রাখ হে আমায়।
এহেন নির্জ্জন, হইবে সজন,
মরুভূমি হবে স্বর্গ পুরী প্রায়!

রসায়ন বিদ্যা।

আমরা অশারীর রসায়ন বিদ্যা হইতে প্রস্তাব আরম্ভ করিব, উপক্রমণিকায় বলিয়াছি। এই ভাগটি অতি প্রধান, কেন না শারীর পদার্থ সকল অশারীর পদার্থ সকলের একত্র সংযোগে উৎপন্ন হয়। আমরা আহারের সঙ্গে প্রতি দিন চিনি ব্যবহার করিয়া থাকি। ইক্ষু, ফল, এবং অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য হইতে এই পদার্থ আমরা বাহির করিয়া লই। চিনি কি শুদ্ধ চিনিই? উহা কি অন্যান্য পদার্থের একত্র যোগে উৎপন্ন নয়? পাঠিকাগণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, এই এক চিনির মধ্যে তিনটি মূল পদার্থ রহিয়াছে, অঙ্গার জান, উদজান এবং অম্লজান। চিনির গুণের তারতম্যে ইহাদের আবার ভাগের তারতম্য হয়।

চিনির মধ্যে তো আমরা শুদ্ধ কয়েকটি মূল পদার্থের যোগ দেখিলাম, দুগ্ধ আটা প্রভৃতি আমাদিগের নিত্য আহারের দ্রব্য গুলি আবার আরো বিমিশ্র পদার্থে উৎপন্ন। দুগ্ধ ১০০০ ভাগের মধ্যে জল ৮৭৩, পনিরময় পদার্থ ৪৮, শর্করা ৪৪, তৈলময় পদার্থ ৩০ এবং লবণ চূণ প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ পদার্থ ৫ ভাগ আছে। এই সকল আবও কত মূল পদার্থে বিভাগ করা যায়। আমরা যে রুটি আহার করি, উহা শুদ্ধ আটা মনে হয়; কিন্তু ঐ আটার মধ্যে (Starch) শ্বেতসার (Fat) বসা (Jelly) মধুর রস এবং জল আছে। এই রুটি যদি আবার লবণ দিয়া প্রস্তুত হয়, তবে ঐ লবণের মধ্যে সোডিয়ম নামক ধাতু এবং ক্লোরিন নামা বাষ্প থাকে। এই পর্য্যন্তই শেষ হইল না, শ্বেত সার প্রভৃতিও এক পদার্থে উৎপন্ন নয়। চিনির মধ্যে যে কয়েক পদার্থ আছে, শ্বেতসারের মধ্যে ঐ

কয়েক পদার্থ আছে। আশ্চর্য্য এই যে চিনির ভাগের ন্যায় উহার মধ্যের পদার্থ গুলি মিশ্রিত নয়, এই জন্য উহা চিনির মত মিষ্ট নয়, বা চিনি নয়। এমনি জল প্রভৃতি সকলই মিশ্র পদার্থ। আমরা এক একটি পদার্থ এমনি করিয়া ভাগ করিতে করিতে যখন দেখি যে আর ভাগ করিতে পারা যায় না, তখন সেই পদার্থকে মূল পদার্থ বলি। এই মূল পদার্থকে আমরা দগ্ধ করিতে পারি, অম্ল সংযোগ পরীক্ষা করিতে পারি, ভাঙ্গিতে পারি, কাটিতে পারি, চূর্ণ করিতে পারি, যা ইচ্ছা তাই করিতে পারি। কিন্তু আর উহাকে সূক্ষ্ম মূল পদার্থে বিভক্ত করিতে পারি না। ইহাতে ছোট বা বড় হইতে পারে, কিন্তু ইহাদিগের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না। লোহা লোহাই থাকে, সোণা সোণাই থাকে, অঙ্গারজান বা অঙ্গার অঙ্গারই থাকে। অম্লজান উদজানাদি সকলের সম্বন্ধেও এইরূপ; সুতরাং এ সকলকে মূল পদার্থ বলে।

আমাদিগের পাঠিকাগণ পঞ্চভূতের কথা অবশ্য শুনিয়াছেন। আমাদিগের দেশীয় পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চ ভূত হইতে সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন মনে করিতেন। অন্যান্য দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ শুদ্ধ আকাশকে পদার্থ মধ্যে গণ্য করিতেন না, এই মাত্র অভেদ। এখন পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে ইহার একটিও মূল পদার্থ নহে। মৃত্তিকা নানাবিধ শারীর এবং অশারীর পদার্থে সমুৎপন্ন। অগ্নি আর কিছুই নহে, কোন বস্তু দগ্ধ হইবার একটি ফল মাত্র। বায়ু অম্লজান ও যবক্ষারজান সংযোগ প্রস্তুত হইয়াছে। আকাশ কোন জড় পদার্থ নহে, ইহা একটী মানসিক জ্ঞান। সুতরাং পঞ্চ ভূতের একটিও আর ভূত বা মূল পদার্থ রহিল না।

বর্ত্তমান কালে যাটি হইতে বাবট্টি * মূল পদার্থ জানা গিয়াছে।

ইহার একত্রিশটি ধাতু, যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, দস্তা, শিশা, তাম্র, টিন ইত্যাদি। কতক গুলি ধাতুকে ধাতুর মতন দেখা যায় না, যেমন সোডা, ম্যাগনেসিয়া, পোটাস, অথচ এ সকল ধাতু হইতে সমুৎপন্ন। ম্যাগনেসিয়ম

---

* এই সংখ্যা চিরদিনই থাকিবে বলা যাইতে পারে না, কেন না এখন যে সকল পদার্থ একপ্রকার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারা যাইতেছে না, হয় তো কালে তাহাদিগের মধ্যে গূঢ়রূপে একতা আছে জানা যাইবে। বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায় প্রাকৃতিক পদার্থ মধ্যে অম্লজান, উদজান, যবক্ষারজান, অঙ্গারজান এবং ধাতুর মধ্যে সিলিসিয়ম এবং আলুমিনিয়মই সমধিক, অন্যান্য পদার্থ তুলনায় অত্যল্প মাত্র। পার্থিব পদার্থে অম্লজান অধিক। জলবায়ু প্রস্তর উদ্ভিজ্জ সকলেতেই অম্লজান রহিয়াছে।

হইতে ম্যাগনেসিয়া, পোটাসিয়ম হইতে পোটাস এবং সোডিয়ম হইতে সোডা।

তেরটি ধাতু নয়। ইহাদিগের কতক গুলি বাস্পাকার, কতক গুলি কঠিন পদার্থ। সচরাচর বাস্পাকারে যে সকল ভূত দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে অম্লজান উদজান, এবং যবক্ষারজান প্রধান। কঠিন পদার্থের মধ্যে অঙ্গার বা অঙ্গারজান, গন্ধক এবং ফসফোরস।

একত্রিংশটি ধাতব এবং তেরটি অধাতব মূল পদার্থ ভিন্ন আরো আঠারটি মূল পদার্থ আছে। এই আঠারটি মূল পদার্থ হয়তো কালে মিশ্র পদার্থ বলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িবে। অধুনা উহাদিগকে মূল পদার্থের মধ্যে গণ্য করিয়া সমুদায়ে বাষট্টিটি মূল পদার্থ নির্ণীত হইল। সেঁকোবিষ যাহাতে ইন্দুর মারা যায়, বাতি সাদা হয়, ঔষধ হয়; বসাঞ্জন যাহাতে মুদ্রা জন্য অক্ষর, এবং ঘণ্টা নির্ম্মাণোপযোগী ধাতু প্রস্তুত হয়; টাঙ্গষ্টেন যাহা সূক্ষ্ম বস্ত্রাদিতে অগ্নি না লাগিতে পারে এজন্য ব্যবহার হয়; প্লাটিনম যাহা রৌপ্যের ন্যায় দেখায় এ সকল তদন্তর্বর্ত্তী।

মিস্ য়াকরয়েড।

এ দেশের মহিলা গণের বিদ্যা শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি সাধনার্থ মিস্ য়াকরয়েট নাম্নী এক উদারচিত্ত কৃতবিদ্য কুমারী সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আসিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। য়াকরয়েটেরা লণ্ডনের এক প্রসিদ্ধ ইউনিটেরিয়ান পরিবার। মিস্ য়াকরয়েটের মাতা ও ভগ্নীরা কেশব বাবু যখন ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ অনুরাগ। মিস্ য়াকরয়েট অল্প বয়সে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজের ব্যয়ে এত দূর দেশে কেবল পরোপকার উদ্দেশে আসিয়াছেন, ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। আমরা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না।

এ দেশের বিশেষতঃ এদেশীয় নারীগণের পরম সৌভাগ্য যে এমন উপযুক্ত ও দয়ার্দ্র চিত্ত ব্যক্তিরা এখানে আসেন। পূর্ব্বে জগন্মান্যা মিস্ কারপেণ্টারও ভারতবর্ষে এই উদ্দেশে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার যত্নে অনেক উপকার হইয়াছিল। মিস্ য়াকরয়েটের নিকটে আমরা অধিক প্রত্যাশা করি, কারণ প্রথমতঃ তিনি বাঙ্গালা ভাষা কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছেন এবং আর কিছু দিন অভ্যাস করিলে ঐ ভাষাতে কথোপকথন করিতে সক্ষম হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার অল্প বয়স, সুতরাং মিস্ কারপেণ্টার অপেক্ষা তিনি অধিক পরিশ্রম করিতে পারিবেন এবং

অধিক কাল অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ তিনি যে উক্ত রমণীর ন্যায় কেবল অল্প কালের জন্য এদেশ পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইবেন তাহা নহে। শুনিলাম তাঁহার নাকি এদেশে দীর্ঘ কাল অবস্থান করা অভিপ্রেত। এ সকল কারণে আমাদের প্রগাঢ় আশা হইতেছে যে তাঁহার নিকটে আমাদের ভগ্নীরা সমূহ উপকার লাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য যত উচ্চ এবং তাঁহার হৃদয় পর দুঃখে যত কাতর হউক না কেন, যথোচিত উপায় অবলম্বন না করিলে তিনি বাঞ্ছিত ফল লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। এ পৃথিবীতে উপায়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে কেবল মাত্র দয়ার উত্তেজনাতে সফলযত্ন হওয়া যায় না। এজন্য আমাদের ইচ্ছা হয় যে তিনি সহসা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া বন্ধুদের সৎপরামর্শ গ্রহণ করেন এবং এদেশের যথার্থ অবস্থা অবগত হয়েন। ঔষধ বিধান করিবার পূর্ব্বে রোগ নির্ণয় করা চিকিৎসকের নিতান্ত আবশ্যক। আমরা শুনিলাম যে তিনি বয়স্থা স্ত্রীলোদিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে যে যে ছাত্রীরা শিক্ষা লাভ করিবেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন এবং তথায় তাঁহাদের আহারাদি ও তত্ত্বাবধান হইবে। কিম্বা যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিদ্যালয়ে না থাকিয়া প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া অধ্যয়ন করিবেন। এ প্রস্তাবটী অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই, ইহা দ্বারা অস্মদ্দেশের যে একটী গভীর অভাব মোচন হইবে তাহা উন্নত সম্প্রদায়ের সকলেই স্বীকার করিবেন। সকলেই জানেন যে ভগ্ন ঘরের প্রাচীরের উপরিভাগে কেবল 'চুণ কাম' করা যদ্রূপ, এদেশের বালিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যা লাভ প্রায় তদ্রূপ, তদ্দ্বারা চরিত্র ও জীবনের স্থায়ী উন্নতি হয় না; বাহিরে কেবল অঙ্ক, ভূগোল, সাহিত্য ও সূচী কর্ম্মের চাক্‌চিক্য দেখা যায়। দুই এক বৎসর পণ্ডিত মহাশয় ও মেমের নিকটে পুস্তকের কয়েক পাতা উল্‌টাইলে আর অধিক কি হইতে পারে? দীর্ঘকাল সুবিজ্ঞ ও ধর্ম্ম পরায়ণ শিক্ষয়িত্রী সহবাসে থাকিয়া জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উৎকর্ষ সাধন না করিলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা অতি অল্পই। আমরা প্রস্তাব করি যে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয় সংক্রান্ত একটী উদ্যান, পুষ্করিণী ও ব্যায়ামের ভূমি থাকে। কেন না জ্ঞান উপার্জ্জনের সঙ্গে মনের স্ফূর্ত্তি ও শরীরের সচ্ছন্দতা নিতান্ত আবশ্যক। বিদ্যালয়ের স্ত্রীলোকের গৃহ কার্য্য সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্ত্রীলোকেরা কেবল কালিদাস ও পাণিনি হইলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে না, তাঁহাদের পক্ষে পিতা মাতা স্বামী ও বন্ধুর সেবা এবং সন্তান পালন রীতি শিক্ষা করা পরম ধর্ম্ম। ছাত্রীদিগের চরিত্রের

গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিনয়, শীলতা দয়া, ক্ষমা বাৎসল্য, গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও সহিষ্ণুতা, এই সমস্ত গুণ যাহাতে ছাত্রীদিগের চরিত্রকে সুশোভিত করিতে পারে এমন শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। আর একটী আমাদিগের বক্তব্য আছে, ইংরাজি রকম বেশ ভূষা ও বাহ্যিক সভ্যতা যেন শেখান না হয়, উহা হইলে কেবল কতকগুলি কাল মেম সাহেব প্রস্তুত করা হইবে। বিবিদের মত নাচিলে, গাউন পরিলে, ছুরি কাটা ধরিয়া মাংস খাইলে এবং বুট পায় দিয়া টক্ টক্ করিয়া চলিয়া বেড়াইলেই যে সুশিক্ষিত ও সভ্য হওয়া যায়, এরূপ সংস্কার নিতান্ত ভ্রম মূলক। একেত এদেশের স্ত্রীলোকেরা অনেক কাল হইতে কেবল বেশ ভুষা বিলাস লইয়াই ব্যস্ত, তাহাতে আবার যদি নিয়মিতরূপে কেবল বিলাতের বহুমূল্য বাহ্যিক সভ্যতা শিখান হয়, তাহা হইলে অনেক অনিষ্ট হইবে। বিবিদের ভিতরের গুণ গুলি লওয়াই সুবুদ্ধির কার্য্য। তাঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্বের অনুকরণ করা নিতান্ত প্রার্থনীয়। বাহ্যিক ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের এই ইচ্ছা যে এদেশীয় স্ত্রী জাতির রীতি নীতির যে যে অংশে অসভ্যতা, নির্লজ্জতা, অভদ্রতা ও অপবিত্রতা আছে, সেই সেই অংশ পরিত্যাগ করা হয় এবং সমাজ বিনাশ না করিয়া সমাজসংস্কার করা হয়। মিস্ য়াকেরয়েট অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের এই কয়েকটী কথায় কর্ণ পাত করিলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হই। তিনি কিরূপ কার্য্য করিবেন, তাহা দেখিবার জন্য আমরা আশা পূর্ণ হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতেছি।

নূতন সংবাদ।

১। মিস্ য়াকরয়েড নাম্নী যে ইংরেজ রমণী ভারতবর্ষে আসিতেছেন বলিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছিলাম, প্রায় এক মাস হইল তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইনি ইতিমধ্যে ভারত আশ্রম, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়, বামাহিতৈষিণী সভা প্রভৃতি বিশেষ যত্নের সহিত দর্শন করিয়াছেন এবং যাহাতে এদেশীয় রমণী দিগের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। জগদীশ্বর ইঁহার সাধু কামনা সিদ্ধ করুন।

২। গত ৮ই জানুয়ারি হইতে চারি দিবস ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইয়াছে। মিস চেম্বার্লেন, মিস য়াক্রয়েড, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রেবরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সস্ত্রীক

বোম্বাই গমন করিয়াছিলেন। তিনি ছয় মাস তথায় থাকিয়া সে দেশে বিবিধ প্রকার জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিলাম এদেশের মহিলাগণের অপেক্ষা বোম্বাইযের অনেক রমণী অধিক বিদ্যাবতী।

৪। আমরা আমাদিগের ব্রাহ্মিকা পাঠিকাগণকে অবগত করিতেছি, ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক মহোৎসবের দিন ১১ই মাঘ আগতপ্রায়। এবারকার কার্য্য প্রণালী এই:—

৮ই মাঘ সোমবার সঙ্গত সভার সাংবৎসরিক উৎসব।
৯ " " মঙ্গলবার ব্রাহ্মবন্ধু সভার ঐ।
১০ " " বুধবার নগর সঙ্কীর্ত্তন।
১১ " " বৃহস্পতিবার সাংবৎসরিক মহোৎসব।
১২ " " শুক্রবার কথোপকথন।
১৩ " " শনিবার ইংরাজী বক্তৃতা।
১৪ " " রবিবার ব্রাহ্মিকা সমাজ।
১৫ " " সোমবার উদ্যানে উপাসনা।

বামাগণের রচনা।

বালক।

দেখ বালকের কিবা হরষিত মন।
কিছুতেই নাহি ক্লেশ আনন্দে মগন॥
অসুখের লেশ মাত্র কিছুই জানেনা।
প্রফুল্ল বদনে সদা থাকে অন্যমনা॥
মায়ের ক্রোড়েতে বসি সুখ নীরে ভাসে।
আস্য খানি হাস্য ভরা তিমির বিনাশে॥
কত রূপ ক্রীড়া করে আনন্দ অন্তরে।
আধ আধ করি ডাকে মৃদু মধু স্বরে॥
ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু দেখিতে যা পায়।
ইটি কি ওটি কি বলি মায়েরে সুধায়॥
বাস্তবিক পেলে তার নাম নিরূপণ।
সতৃষ্ণ নয়নে পুনঃ করে নিরীক্ষণ।
সরল হৃদয়ে কিবা করয়ে ভ্রমণ।
দ্বেষ হিংসা পরিশূন্য সদা হৃষ্টমন॥
কিন্তু অল্পদিনে যায় এমন সময়।
জ্ঞানের সহিত হয় দুঃখের উদয়॥

সারদাসুন্দরী রায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১৫ সংখ্যা | ফাল্গুণ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

এদেশীয় নারীগণের ধর্ম্ম ভাব।

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।"

যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ চিরকাল ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার পুরাবৃত্ত, দর্শন, সামাজিক নিয়ম ও পারিবারিক আচার ব্যবহার সকলি ধর্ম্মভাবের পরিচয় দেয়। ধর্ম্মের জন্য যাগযজ্ঞ তপশ্চরণ প্রভৃতি এমন কঠোর সাধন কিছুই নাই, এখানকার লোকে যাহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়াছে এবং ঈশ্বরের জন্য ধন মান সর্ব্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদানে ভারত সন্তানগণ চিরকাল জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। যৎকালে অপরাপর জাতির মনে ঐহিক বিষয়ের অতীত ভাব প্রবেশ করে নাই, তৎকালে আর্য্যগণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে পরলোক দর্শন ও তাহার সাধন করিয়াছেন। এই কারণে ভারত মাতা শুকদেব নারদ, ধ্রুব প্রহ্লাদ, বুদ্ধ ব্যাস, নানক চৈতন্য প্রভৃতি অসাধারণ ধর্ম্ম পরায়ণ পুত্রগণকে প্রসব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভারতের কন্যাগণ কি এ প্রকার দেব প্রকৃতি অধিকার করেন নাই? তাঁহারা কি চিরদিন কেবল স্বামী পুত্র, ধন মান, ঘর সংসার লইয়া মুগ্ধ হইয়া ছিলেন? আমরা উপরে যে শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা আলোচনা করিলেই ইহার সদুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

"যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া আমি কি করিব?" এই স্বর্গীয় অমূল্য বাক্য একটী হিন্দু রমণীর মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করেন, "ভগবন্! কিরূপে অমর হওয়া যায়? ধনেতে পরিপূর্ণ সমুদায় পৃথিবী যদি আমার হয়, তদ্দ্বারা আমি অমর হইতে পারি কি না?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "ভদ্রে! ইহাতে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ, তোমার জীবন সেই-রূপ হইবে। ধনদ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নাই।" মৈত্রেয়ী দুঃখিত হইয়া উত্তর করিলেন "যাহা অনিত্য, মৃত্যুর অধীন, যাহা লইয়া আমি অমর হইতে, নিত্য সুখ লাভ করিতে না পারি, এমন সংসার লইয়া আমি কি করিব? তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই।"

ভারতবাসিনী ভগিনীগণ! অনেক যুগ যুগান্তর অতীত হইল, তোমা-দিগের সমপ্রকৃতি এক নারী এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। নিতান্ত সংসারাসক্ত বলিয়া তোমাদিগের এত অপবাদ তবে কেন শুনা যায়? পুরু-ষেরা বলেন, সংসার আমাদিগের প্রতিবন্ধক এবং নারীগন লইয়াই সেই সংসার। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য কখনই বলা যায় না, কিন্তু ইহার মধ্যে যে কিছু পরিমাণ সত্য আছে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমান কালের রমণীগণ বসন ভূষণ ও সাংসারিক সুখের অভিলাষিণী হইয়া উঠিতেছেন এবং তাঁহাদিগের হস্তে যে-পরিবারের অধিকাংশ ভার, তাহাকেও তদনুসারে গঠন করিতেছেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ ধর্ম্মশূন্য একথা নিতান্ত অসত্য; প্রত্যুত তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক স্থলে ধর্ম্মভাব যেরূপ জাজ্বল্যমান্ পুরুষদিগের মধ্যে সেরূপ দুর্লভ। কিন্তু যে ধর্ম্মভাব প্রকৃত দেবভাব, নিঃস্বার্থ অসাংসারিক ভাব, স্ত্রীজাতির মধ্যে সে ভাব বড় লক্ষিত হয় না। 'আয়ু দেও, যশ দেও, সৌভাগ্য দেও' ইত্যাদি সাংসারিক কামনা তাঁহাদি-গের যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্যের আদ্যন্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এ সকলি অনিত্য, এ সকল দ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নাই, সুতরাং এ সকল কামনা যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য থাকে তাহাও অবিশুদ্ধ। একমাত্র নিত্য ধন ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যে সাধন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন। এ দেশে ধর্ম্মোন্নতির পুনরান্দোলন উত্থিত হইয়াছে, ভারতের অনেক পুরু

ইহার জন্য জীবন সমর্পণ করিতেছেন দেখিতেছি। এ সময় নারীগণ তাঁহাদিগের বহুপূর্ব্বগত ধর্ম্মপ্রাণা মৈত্রেয়ীর অমৃতময় বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া চিরজীবনের সম্বল ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং ধর্ম্ম জ্যোতিতে যাহাতে ভারত মাতার সম্পূর্ণ মুখোজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন করুন।

গার্হস্থ্যদর্পণ।

অবস্থানুসারে দাস দাসী রাখিতে হয় এবং গৃহকার্য্যে নিযুক্ত দাস দাসীর কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। অতএব প্রভু ও ভৃত্য পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের নিয়ম জ্ঞাত থাকা গৃহিণীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

দাস দাসী রাখিবার সময়ে তাহাদিগের চরিত্র ও কর্ম্মশীলতা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। যে শ্রেণীর লোকেরা এ কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদিগের মধ্যে সচ্চরিত্র লোক দুর্ল্লভ, তথাপি চরিত্র সম্বন্ধে এই কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যে তাহারা কদাচ অশ্লীল কথা ব্যবহার না করে, তাহাদের লম্পট স্বভাব না থাকে বা না ঘটিয়া উঠে, তাহারা মিথ্যা-বাদী না হয় এবং তাহাদের চৌর্য্য প্রবৃত্তি না থাকে। কর্ম্মশীলতা বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা আবশ্যক। যে তাহারা যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছে তাহাতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি আছে কি না? [illegible] তাহারা কোথাও পূর্ব্বে শিক্ষিত হইয়াছে কি না এবং তাহারা স্বভাবতঃ অলস না কর্ম্মিষ্ঠ? যাহার যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে, তাহার দ্বারা সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। যদিও কর্ম্মের শিক্ষা না পাইয়া থাকে তথাপি যত্নপূর্ব্বক দেখাইয়া দিলে সহজে শিক্ষা করিতে পারে। কর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইলে আপনি যথোচিত নিয়মানুসারে আপনার মনোনীতরূপে সেই কর্ম্ম করিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত এবং একবার দেখিয়া না শিখিতে পারিলে বিরক্ত হইয়া বারম্বার দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন দাস দাসীর অলস স্বভাব জানিতে পারিলে তাহাকে কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিয়া তাহার উপর সম্পূর্ণ চক্ষু রাখিবে এবং নিয়মানুসারে যাহার পর যে কর্ম্ম যেমন করিয়া করিতে হয় সেইরূপ

ক্রমে ক্রমে আজ্ঞা করিবে ও কর্ম্ম বুঝিয়া লইবে, এইরূপ ব্যবহার দ্বারা অলস স্বভাব ক্রমশঃ দূর হইবে। কিন্তু যে দাস দাসীর চরিত্রের কোন বিশেষ দোষ থাকে বা প্রকাশ পায় তাহাকে রাখা উচিত নহে। যাহাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা যোগ্য বুঝিবে তাহার আত্মীয় কে কোথায় আছে, তাহার বাসস্থান বা কর্ম্মস্থান কোথায় ছিল ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কোন ভদ্রলোকের নিকট যে কর্ম্ম করিয়াছে এবং কোন চরিত্র দোষে কর্ম্মচ্যুত না হইয়া কোন ঘটনাক্রমে স্থানান্তরে কর্ম্মানুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছে এমন লোক পাইলে বিশেষ উপকার হয়। যাহাকে নিযুক্ত করা মতস্থির হইবে, তাহাকে কি কি কর্ম্ম কি নিয়মে করিতে হইবে, কি নিয়মে কর্ম্ম হইতে অবসর দেওয়া যাইবে, কি নিয়মে তাহাকে বেতন দেওয়া যাইবে এবং বেতন ব্যতীত অন্য কোন লাভের প্রত্যাশা আছে কি না ইত্যাদি সমস্ত বিষয় স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। পরে সে ব্যক্তি সমস্ত বুঝিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে সম্মত হইলে কার্য্যের নিয়ম ও সুশৃঙ্খলা যে পর্য্যন্ত না শিখিতে পারে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে কার্য্য করিয়া দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। মনোনীতরূপে কর্ম্ম করিতে পারিলে কেবল নিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করাই গৃহিণীর কর্ত্তব্য। পর্য্যবেক্ষণের ত্রুটি কদাচ না হয়, অথচ খিটখিটে বা সন্দিগ্ধ স্বভাব কদাচ প্রকাশ না পায়, এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

কোন কোন দাস দাসী নির্দ্ধারিত সময়ে কর্ম্ম করিয়া চলিয়া যায়। তাহাদিগের হঠাৎ আবশ্যক হইলে কর্ম্ম ক্ষতি হইতে পারে এবং তাহাদিগের চরিত্রের উপর শাসন রাখা যায় না। যাহারা সমস্ত সময় গৃহে অবস্থিতি করে, তাহাদিগের চরিত্রের উপর শাসন রাখিতে পারা যায় এবং হঠাৎ আবশ্যক হইলে কর্ম্মের সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি তাহারা নিয়ম মত অবসর পায় এবং সে বিষয়ে নিয়ত বা অনর্থক ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য সাবধান থাকা উচিত।

দাসদাসীর কর্ত্তব্য যেমন যত্ন পূর্ব্বক ভারার্পিত কর্ম্ম সম্পাদন করা, প্রভুকে মান্য করা ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হওয়া; প্রভুরও তেমনি কর্ত্তব্য যে যথোচিত ব্যবহার দ্বারা ভৃত্যকে সন্তুষ্ট রাখা, যথানিয়মে বেতন, অবসর

ও পুরস্কার প্রদান করা, যথাসাধ্যমতে তাহার উপকার করা ও বিবেচনা-পূর্ব্বক আজ্ঞা প্রদান দ্বারা আপনার প্রভুত্ব আপনি রক্ষা করা।

প্রভুর যে সকল দোষে ভৃত্য মন্দ হয়, তাহা গৃহিণীর জানা আবশ্যক। প্রভু স্বভাবতঃ রাগী হইলে, নিত্য দোষ অনুসন্ধান করিলে ও ছল ধরিয়া ভৎসনা করিলে, ভৃত্যের মনের তৃপ্তি থাকে না এবং সে প্রভুর দৃষ্টি পথ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা পায়, ইহাতে কর্ম্মের সৌকর্য্য না হইয়া বরং ব্যাঘাত ও হানি হয়। কর্ম্মের জন্য নিয়ত অন্যায় ত্বরা করিলে ভৃত্যেরা কর্ম্মের বৃথা আড়ম্বর দেখায়। যতই কর্ম্ম করে, ততই উচিত মত অবসর না দিয়া ক্রমাগত অতিরিক্ত কর্ম্মের ভার দিলে যতক্ষণ প্রভুর চক্ষু ভৃত্যের উপর থাকে ততক্ষণই কার্য্যের ত্বরা দেখা যায়, প্রভুর চক্ষু ফিরিবা মাত্র ভৃত্যের হস্তচালনা বন্ধ হয়। যে প্রভু কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, ভৃত্য যত কর্ম্মই করুক, কিছুতেই সুখ্যাতি করেন না, কর্ম্ম যত সুচারু রূপেই করুক কদাচ ভাল বলিয়া উৎসাহ দেন না, ভৃত্যদিগের এমন প্রভুর প্রতি কখনই শ্রদ্ধাভক্তি থাকে না। সেই প্রভু যত কেন সতর্ক হইয়া কর্ম্মের পর্য্যবে-ক্ষণ করুন না, যত কেন ভৃত্যদিগকে কলের মত নিয়ত কার্য্যে বদ্ধ রাখুন না, যত কেন কর্ম্মে অমনোযোগের জন্য শাসন করুন না, তথাপি তিনি ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম পাইবেন না। প্রভু আত্মাভিমানী হইলে যাহা নয় সেই কথাতেই সায় দিয়া ভৃত্য তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করে, অতিশয় প্রশংসাপ্রিয় হইলে যাহা মনে আইসে তাহাই বলিয়া খোসামোদ করে এবং অন্যায় আজ্ঞাবাহিত্ব প্রিয় হইলে যথাজ্ঞানুসারে কর্ম্মের মন্দফল হইলেও প্রকাশ করে না, বরং যাহাতে অধিক মন্দ হয় তাহাই করে, কেবল কতকগুলি যে আজ্ঞা বলিয়া প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই কৃতার্থ মনে করে এবং ফাঁকি দিতে পারিলে ছাড়ে না। প্রভুর দুর্ব্বাক্যে ভৃত্যের মন কর্ম্মে রত থাকিতে পারে না, মনোবেদনায় হস্ত শিথিল হইয়া থাকে। তাড়না করিলেও বেতো ঘোড়ার মত দুই চারিপা দ্রুত যায় তাড়নাও শেষ হয়, কর্ম্মও স্থগিত থাকে। এমন মন্দ প্রভুদিগকে সকল ভৃত্যই ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা পায় এবং সাধ্যমতে পারিলে কষ্টে ফেলিয়া যায়। যে প্রভু নিত্য রাগান্বিত স্বভাব প্রকাশ করেন, ভৃত্যের যতদূর সাধ্য অপেক্ষা

অধিক কর্ম্মের প্রত্যাশা করেন, ব্যবহার দ্বারা ভৃত্যদিগের সাধুতা বিষয়ে অকারণে সন্দেহ ভাব প্রকাশ করেন, ন্যায্য প্রাপ্য বিষয়ে বিঘ্ন করেন, আবশ্যক মত অবসর প্রদানে অনভিমত হয়েন, কটুকথা দ্বারা হৃদয় বিদারণ করেন, কেবল কলের মত কর্ম্ম করিতে বলেন,কিন্তু উপকারের নিমিত্ত কিছু করেন না এবং উৎসাহ ও আশা ভরসা হীন করিয়া রাখেন এমন প্রভুর কর্ম্ম ত্যাগ করিবার সুযোগ না থাকিলেও তাহার নিকট কোন ভৃত্যই মনের আনন্দে কর্ম্ম করে না।

প্রভু ভাল হইলে ভৃত্যও ভাল হয়। প্রভু ভৃত্যদিগকে যথোচিত সদ্ব্যবহার করিলে তাহারাও প্রভুর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও যত্ন করিতে আয়াস পায়। প্রভু নিজে কর্ম্ম সকল বুঝিলে তাহাদিগকে কর্ম্মের রীতি বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং তাহারাও যত্ন পূর্ব্বক বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করে এবং যথেচ্ছামত কার্য্য শেষ করিয়া ফাঁকি দিতে সাহস করে না। যে কর্ম্ম ভাল হইয়াছে তাহা ভাল বলিলে ভৃত্যেরা উৎসাহ পায় এবং প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যত্ন করে। প্রভুও যেমন মনুষ্য ভৃত্যও সেইরূপ মনুষ্য, তাহারও যেমন রক্তচর্ম্মের শরীর ভৃত্যেরও সেইরূপ; তাহারও যেমন মানাপমানের বোধ আছে, ভৃত্যেরও তেমনি আছে, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যে প্রভু ভৃত্য হইতে অসামান্য কর্ম্মের প্রতীক্ষা না করেন, কর্ম্ম হইতে উচিত মত অবসর প্রদানে বিরত না হয়েন, রূঢ়ব্যবহার ও কটুকথা প্রয়োগ না করিয়া যথোচিত প্রিয় সম্ভাষণ করেন, ভৃত্যের মনের উপরে তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত হয়। এরূপ প্রভুতে দাস দাসীর ভয়ের বিষয় না হইয়া ভক্তি ও প্রীতির আস্পদ হয়েন।

যে প্রভুর ভৃত্যদিগের উপর দয়া থাকে, তাহারা তাঁহাকে রাজসুখে রাখিবার চেষ্টা পায়, তাঁহার আজ্ঞায় তাহারা অনুগৃহীত ও তাঁহার আত্মীয় গণকে দর্শনে চরিতার্থ বিবেচনা করে। যে প্রভু আপন ভৃত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তিনি যদিও তাহার ভৃত্যাবস্থা দূর করেন না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের উপর তাঁহার এমন আধিপত্য থাকে যে ক্রীতদাসের শারীরিক শ্রমের উপরেও তত আধিপত্য থাকে না, এবং প্রভুর দাস বৎসলতা দেখিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিযুক্ত ভৃত্য ও অপর ভৃত্য

সকল যে পর্য্যন্ত আগ্রহ ও যত্ন সহকারে প্রভুর কার্য্য করে তাহা বলা যায় না।

ভৃত্যদিগের মধ্যে যে সকল দোষ ঘটিতে পারে তন্মধ্যে যাহারা প্রভুর কার্য্য যথোচিতরূপে না করিয়া কেবল খোষামোদ করিয়া তাঁহার প্রিয় হইবার চেষ্টা করে, তাহাদিগের প্রতি সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কেননা এ প্রকার দোষদ্বারা কেবলই কর্ম্মের ক্ষতি হয় এবং একটি ভৃত্যের এরূপ অসদুপায় দ্বারা উন্নতি হইলে সকল ভৃত্যই সেইরূপ অসদুপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা পায়, এবং অসাক্ষাতে পরস্পরের নিন্দা করিয়া প্রভুর মনের মত কথা বলিয়া প্রিয় হইবার জন্য যত্ন করে। যে সকল ভৃত্য এমন অসদুপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা না করে, তাহারা ও কর্ম্মে যথোচিত মনোযোগ করে না, কেননা তাহারা জানে প্রভুর মনঃপূত কথা ভালই হউক আর মন্দই হউক না বলিতে পারিলে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন না। ভৃত্যদিগের মধ্যে এরূপ দোষ ঘটিতে দিলে কখন কখন তদ্দোষ নিবন্ধন প্রভুর আত্মীয়গণের মধ্যেও মনান্তর ও বিবাদ কলহ ঘটিয়া উঠে। প্রভুর প্রিয় হইবার আশায় ভৃত্যেরা তাঁহার আত্মীয়দিগের বার্ত্তাবহন সুযোগে তাঁহাকে আত্মীয় বিচ্ছেদে প্রবর্ত্তিত করে। প্রভুর দোষেই এই সকল নানা অনর্থকর দোষ ভৃত্যদিগের মধ্যে ঘটিয়া থাকে অতএব প্রভুর কর্ত্তব্য যে নিজের আচরণের দৃঢ়তা, সতর্কতা ও যাথার্থ্য দ্বারা এই সকল দোষ ঘটিবার সুযোগ কখন না দেন।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। শিশুদিগকে যেমন যত্ন করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, ভৃত্যদিগকেও তদ্রূপ নীতি শিক্ষা প্রদান করা উচিত। সুযোগানুসারে তাহাদিগকে যেমন নীতিশিক্ষা দিবেক, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে কথাচ্ছলে উপদেশ দেওয়া উচিত। ইংলণ্ডে অনেক ধার্ম্মিক গৃহস্থদিগের মধ্যে এরূপ রীতি আছে এবং ভৃত্যদিগের উপকারার্থ এদেশের গৃহস্থ ও গৃহিণীর সেই রীতি অনুসরণ করিলে ভাল হয়। তাহাতে কেবল ভৃত্যদিগেরই উপকার হয় এমন নহে, তাহারা সুবোধ ও সাধুশীল হও য়াতে সকল কার্য্য সুসম্পাদিত হয় এবং গৃহস্থের অশেষ মঙ্গল হয়।

বিহঙ্গম দেহ।
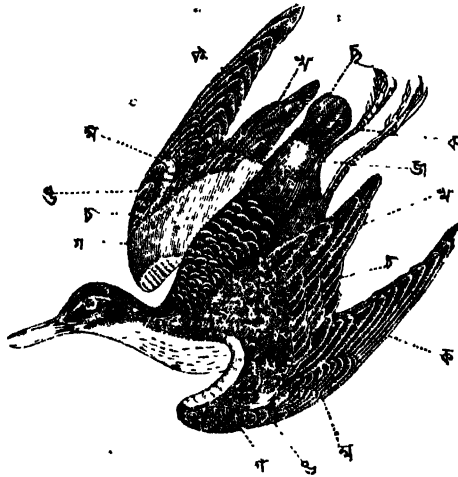
বিভিন্ন জাতীয় বিহঙ্গ সৃষ্টিতে সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বরের অপার জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা যেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হই, এরূপ আর কিছুতেই নহে। তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ যে সকল ক্রিয়া আবশ্যক, তাহাদিগের আকৃতি ঠিক্ তদুপযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের দেহ পালকে আবৃত, ইহা কেশ অপেক্ষা পরিমাণে লঘু, অথচ সমুদায় শরীরকে ঢাকিয়া আছে। ছাদের টালি বা চালের ছাউনির ন্যায় পালক সকল শরীর ঘেঁসিয়া পরস্পরের উপরে উপরে সজ্জিত আছে। সম্মুখের দিকের পালক সকল পশ্চাৎ দিকে বক্র, ইহাতে অনায়াসে বাতাস কাটিয়া যাওয়া যায়। এই অভিপ্রায়েই ইহাদিগের মস্তক ছোট এবং চঞ্চুপুট সূচ্যগ্র করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে; ঘাড় লম্বা এবং যথেচ্ছাক্রমে সকল দিকে ঘুরাণ ফিরাণ যায়। শরীরটী কৃশ, নিম্ন ভাগ সঙ্কীর্ণ এবং উপরি ভাগ চাপ্‌টা বা গোলাকার। ইহাদিগের অস্থি সকল ফাঁপা এবং স্থলচর জন্তুদিগের সহিত তুলনায় অপেক্ষাকৃত লঘু। শরীরকে সর্ব্বক্ষণ উষ্ণ রাখিবার জন্য পক্ষ দণ্ড সকলের মধ্যে মধ্যে যেখানে ফাঁক, সেখানেই তুলার মত নরম এক প্রকার লোম যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

পক্ষীদিগের প্রধান অঙ্গ পক্ষ বা ডানা, তদ্দ্বারা তাহারা বায়ু সাগরে সন্তরণ করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে পারে। যে সকল মাংসপেশী দ্বারা এই পক্ষ চালনা হয়, তাহা অতি বৃহৎ এবং কোন কোন পক্ষীতে তাহার পরিমাণ সমুদায় দেহের ষষ্ঠাংশের অধিক, পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। পক্ষী ভূমি হইতে যখন উড়িতে ইচ্ছা করে তখন একটী লম্ফ ত্যাগ করে, সেই সঙ্গে শরীর হইতে পাখা বিস্তার করে, এবং সজোরে নিম্নস্থ বায়ুর উপরে আঘাত করিতে থাকে। এই আঘাতে শরীরটা বক্রাকার ধারণ করে। বায়ুর যে বেগ শরীরকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতে যায়, শরীরের ভারে তাহা প্রতিহত হয় এবং সমতল বেগে শরীরকে সম্মুখ দিকে লইয়া যায়। আঘাত সমাপ্ত হইলে পক্ষী পাখা নাড়িতে থাকে। পক্ষ চালনা দ্বারা যখন যথেষ্ট উচ্চাকাশে উত্থিত হয়, তখন পুনরায় নিম্নস্থ বায়ুতে আঘাত করে এবং বায়ু বেগে পুনরায় সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বারংবার এইরূপ আঘাত বায়ুর উপরে লম্ফ ত্যাগের কার্য্য করে। পক্ষী যখন দক্ষিণ অথবা বাম দিকে যাইতে ইচ্ছা করে, তখন তদ্বিপরীত দিকের পক্ষ চালনা দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করে। ইহার লাঙ্গুল নৌকার হালের ন্যায়, প্রভেদ এই, পার্শ্বস্থ দিকে না চালাইয়া উপরে বা নীচে যাইবার সাহায্য করে। পক্ষী যদি উপরে উঠিতে চায়, লাঙ্গুল উঁচু করে, যদি নামিতে চায়, লাঙ্গুল নামাইয়া দেয়; যখন সমান চলে, তখন লাঙ্গুল দ্বারা শরীর স্থির ভাবে রক্ষিত হয়।

পক্ষী সকলকে সর্ব্বদাই ঝোপ ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে হয়, ইহাতে তাহাদের চক্ষুতে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা; তন্নিবারণার্থ করুণাময় ঈশ্বর তাহাদের চক্ষুর চক্ষের উপরে একটী শাদা পরদা রাখিয়া দিয়াছেন, তাহা তাহারা ইচ্ছামত খেলাইতে ও গুটাইয়া রাখিতে পারে। পক্ষীদিগের দৃষ্টি শক্তি যেমন তীক্ষ্ণ, সুদূরব্যাপী এবং পরিষ্কার, এমন আর কোন জীবের নহে। শরীরের পরিমাণানুসারে চক্ষুর আকারও বৃহৎ। এইরূপ না হইয়া দর্শনেন্দ্রিয় যদি তেজোহীন অথবা অল্পমাত্র অস্বচ্ছ হইত, তাহা হইলে যেরূপ দ্রুতবেগে ইহাদিগকে উড়িতে হয়, প্রতিক্ষণ

তাহাতে চক্ষু নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকিত, ইহা হইলে তাহাদের দ্রুতগতি বিপদ্ ও মৃত্যুরই কারণ হইত।

নরনারী।

জন সমাজে নর নারীর স্বাধীন ভাবে সম্মিলন হওয়া উচিত কি না? এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। তাঁহারাই ইহার যথার্থ মীমাংসা করিতে সক্ষম যাঁহারা মনুষ্যপ্রকৃতি সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ধর্ম্মের উচ্চ নীতি সকল স্বীকার করেন। দুই দিক্ হইতে এই গুরুতর বিষয়টী পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, প্রথম ধর্ম্ম, দ্বিতীয় ফলাফল, অর্থাৎ এই দুইটী প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইবে: স্ত্রীপুরুষ একত্র হওয়া কি ঈশ্বরের আদিষ্ট? অথবা এরূপ সম্মিলনে জন সমাজের অনিষ্ট হইতে পারে? প্রায় সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং ধর্ম্মগুরু এক বাক্য হইয়া ঈশ্বরকে মনুষ্য মণ্ডলীর সাধারণ পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সকল নর নারীকে ভ্রাতা ভগ্নী নির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতে ও সেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন, বাস্তবিক এই সর্ব্ববাদিসম্মত কথাটী মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম জ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত হয়। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি ঈশ্বর আমাদের পিতা মাতা আমরা সকলে ভাই ভগ্নী, এ সত্যটী মানিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পরস্পরের প্রতি আমাদিগের ভাই ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং স্ত্রী জাতিকে চিরকাল পৃথক করিয়া অবরুদ্ধ রাখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। বাটীতে পরিবার মধ্যে ভ্রাতা ও ভগ্নী যেমন প্রমুক্ত ও স্বাধীন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করেন, ঈশ্বরের রাজ্যে সকল নর নারীর ঐ রূপ করা কর্ত্তব্য। যদি ধর্ম্মের গুণে ও ঈশ্বর কৃপায় ক্রমে জগদ্বাসী সকল মনুষ্য সাধু ও পবিত্র হন, তাহাদের মধ্যে উল্লিখিত পরিবার তুল্য অবস্থা নিশ্চয়ই হইবে। স্বর্গ রাজ্যের যদি কোন অর্থ থাকে, তাহা এই যে উহাতে সকল লোক মুক্ত ভাবে ও সাধু ভাবে পরস্পরকে ভ্রাতা ভগ্নী বলিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি করেন, সমবেত চেষ্টা দ্বারা বিস্তৃত পরিবারের কুশল সাধন করেন এবং সম্মিলিত হইয়া সাধারণ পিতার পূজা ও সেবা করেন। এই

স্বর্গরাজ্য যাহাতে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হয় তজ্জন্য আমাদের সকলেরই বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং আমরা নারী জাতিকে বিদায় করিতে পারি না, অনাদরও করিতে পারি না। ভ্রাতা বলিয়া পুরুষদিগকে যেমন বরণ করিয়া সমাজে স্থান দিতে হইবে, তেমনি নারীদিগকে ভগ্নী রূপে বরণ করিয়া উহাতে স্থান দিতে হইবে। দুয়ের মধ্যে কোন একটীকে ছাড়িলে ঈশ্বরগৃহ অপূর্ণ থাকিবে, পরিবার সাধন অসম্ভব হইবে এবং আমাদের ভয়ানক অধর্ম্ম হইবে।

এখন ফলাফল বিবেচনা করা যাউক। কেহ কেহ বলেন যে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীন ভাবে পুরুষ সমাজে আসিতে দিলে উভয়েরই চরিত্র দূষিত হইবার সম্ভাবনা এবং পাপ ব্যভিচার সহস্র গুণে বৃদ্ধি হইতে পারে। পক্ষান্তরে এই কথা শুনা যায় যে এরূপ অনিষ্টের কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই, বরং নর নারী উভয়ের অশেষ মঙ্গল হইতে পারে। এই দুই যুক্তির প্রমাণ স্বরূপ আমরা বঙ্গ সমাজ ও ইংরাজ সমাজকে নির্দ্দেশ করিতে পারি। এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে লোকের এইরূপ সংস্কার হইয়া আসিয়াছে যে আত্মীয় ভিন্ন অপর স্ত্রীলোক দেখিলেই মনে অপবিত্র ভাবের উদয় হয়; সুতরাং এ দুইকে ভিন্ন না রাখিলে ধর্ম্ম থাকে না। মহিলাদিগকে অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখিবার প্রথা এই কারণেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কি অশিক্ষিত কি সুশিক্ষিত সকলেই নারীদিগকে রিপু উত্তেজক বলিয়া ভয় করেন এবং সদা তাহাদের হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। যদি স্ত্রী অপর পুরুষের সহিত ঘটনা ক্রমে কখন একত্র হয়েন, তাহারা উভয়ের প্রতি দুরভিসন্ধি আরোপ করেন এবং একটু হাসিতে দেখিলে একেবারে রাগান্ধ হইয়া উঠেন। ইংরাজ সমাজে ইহার ঠিক বিপরীত ব্যবহার। ইংরাজেরা মনে করেন, নর নারীর সম্মিলন ভিন্ন সামাজিক ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, এ জন্য তাহাদের প্রায় সকল সভাই মিশ্রিত সভা। কি গৃহে কি বাহিরে বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই স্বাধীন ভাবে একত্র হইয়া কার্য্য করেন এবং পরস্পরের সহবাসে অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করেন।

এখন বিবেচনা করা উচিত যে যদিও এই দুই সমাজে বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ রীতি নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, তথাপি ইহার কোনটী স্বয় একেবারে পাপে ভাসিয়া গিয়াছে এমত নহে। বাঙ্গালীর মধ্যে যদ্রূপ

ইংরাজি জাতি মধ্যে ও সেইরূপ সাধ্বী স্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাধু পুরুষেরও অভাব নাই। তবে এই দুই সমাজের মধ্যে কোন্ সমাজ আমাদিগের আদর্শ হইবে এবং উল্লিখিত যুক্তি দ্বয়ের মধ্যে কোনটী সদ্যুক্তি বলিয়া গ্রাহ্য হইবে? যাঁহারা প্রায় পরস্ত্রী দর্শন করেন না এবং ভাল ভাবে দর্শন করিতে পারেন না এবং যাঁহারা স্ত্রী জাতিকে সহজে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা তাঁহাদের সহবাসে স্ত্রীলোকদিগকে আনা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অনিষ্টকর বিবেচনা করেন। এতদ্দ্বারা যে সমাজ অধর্ম্মে কলঙ্কিত হইবে তাহা বলা অনাবশ্যক। কেবল যে দুর্ব্বলচিত্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ কুমতি নর নারী একত্র হইলে তাহাদের ধর্ম্ম নাশ হয়, তাহা নহে। ভাল স্বভাব হইলেও কেবল অভ্যাস না থাকাতে পরস্ত্রী সংসর্গে অনেক পুরুষ আসক্তির আগুনে পুড়িতে পারেন। স্ত্রীলোকদের পুরুষ অপেক্ষা যদিও আত্মসংযম অধিক, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সহসা পর পুরুষের সহবাসে চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিতে পারেন। অতএব আমাদের বক্তব্য এই যে ধর্ম্ম বিদ্যা ও অভ্যাস দ্বারা মন প্রস্তুত না হইলে নর নারীর স্বাধীন সম্মিলন মহা অনিষ্টের হেতু হইতে পারে। এস্থলে বঙ্গ সমাজের রীতি কতক দূর অনুসরণ করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু যে সকল নর নারী পরস্পরকে অবিশ্বাস করেন না, এবং অভ্যাস দ্বারা সাধন বলে পরস্পরের সহিত সদালাপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের একত্র সহবাস মঙ্গলকর সন্দেহ নাই। ইহাদের পক্ষে ইংরাজ সমাজের আদর্শ কিয়ৎপরিমাণে অনুকরণীয়। এইরূপ করিলে দুই সমাজের আতিশয্য দোষ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং দুয়ের হিত কর অংশের সন্ধি হইতে পারে। এইরূপ করিলে যতদূর সম্ভব ধর্ম্মরক্ষা ও অধর্ম্ম নিবারণ হইবে।

ভাষা বিজ্ঞান।

অলঙ্কার।

কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়।

কাব্য কাহাকে বলে, কাব্য রচনার উদ্দেশ্য কি, ইতি পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অদ্য সংক্ষেপে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

বাহ্য প্রকৃতি এবং চরিত্র যে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় ইহা সকলের নিকট অনায়াসে প্রতীত হইবে। কোন কোন কাব্য গ্রন্থ শুদ্ধ বাহ্য দৃশ্য এবং ঋতু আদি প্রাকৃতিক শোভা এবং ঘটনা বর্ণনে পর্য্যবসিত হয়। সংস্কৃতাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষায় এতৎ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঋতু বর্ণন গ্রন্থ মধ্যে নীতি এবং চরিত্রাদি সম্বন্ধে অতি উচ্চ বিষয়ের বর্ণনা আছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উহা এক মুখ্য কারণ। প্রকৃতি এবং চরিত্র এ দুয়ের মধ্যে কাব্যে চরিত্র বর্ণন সর্ব্বপ্রধান বিষয়, উহাতে আনুষঙ্গিক প্রকৃতি বর্ণন সমুপস্থিত হয়। কারণ যে চরিত্র বর্ণিত হইতেছে উহা কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থাতে, কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে প্রদর্শন করিতে হয়, সুতরাং মধ্যে প্রকৃতি বর্ণন স্বাভাবিক। প্রকৃতির বর্ণন আমরা আনুষঙ্গিক বলিয়াছি, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, স্থান, সময়, অবস্থা, ক্রিয়া, প্রদর্শন জন্য বাহ্য প্রকৃতির যথাযথ বর্ণন যত দূর প্রয়োজন, তদতিরিক্ত বর্ণিত হইলে উহা দোষাবহ হইয়া পড়ে। এই জন্য আমরা দেখিয়া থাকি, কবি যখন কাব্য মধ্যে গিরি নদী কানন ঋতু প্রভৃতির বর্ণন অপ্রধান বা আনুষঙ্গিকরূপে না করিয়া ঐ সকলের বর্ণনে দীর্ঘকাল দেন, উহা তখন আনন্দজনক না হইয়া বিতৃষ্ণার কারণ হইয়া উঠে। সংস্কৃত কাব্য সকলের মধ্যে শিশুপালবধকাব্য প্রভৃতি এই দোষে দূষিত। অন্যবিধ অপ্রধান বর্ণনা দ্বারা বর্ণনীয় চরিত্র অধিক ক্ষণ পাঠক বা শ্রোতার নিকট হইতে অন্তরিত রাখা কখন সৎকবির রচনা প্রণালী নহে।

চরিত্র বর্ণন দ্বারা অনুরূপ ভাব উদ্দীপন করা কবির কাব্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং বর্ণনীয় বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে গেলে এই সকল ভাব কি? সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারণ করা উচিত। মানব হৃদয় হইতে ভাব নিচয় প্রকুটিত হয়। এই ভাব সকল অসংখ্য, ইহাদিগের সমুদায়টীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এক স্থানে নির্দ্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই সকলের নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য না হইলেও মূলতঃ আমাদিগকে তাঁহাদেরই অনুসরণ করিতে হইবে। কোন কোন স্থানে আমাদিগকে তাঁহাদিগের

হইতে ভিন্নমত হইতে হইবে এবং এই ভিন্নতাদ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহাদিগের অপূর্ণতা দোষ পরিহার করিতে আমরা যত্ন করির (১)। মানব হৃদয়ের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্ব প্রথমে প্রেমই আমাদিগের দৃষ্টি পথে পতিত হয়। প্রভুর প্রতি প্রেম, বন্ধুর প্রতি প্রেম, স্বামী স্ত্রীতে প্রেম, পিতামাতার প্রতি প্রেম, মনুষ্য মণ্ডলীর প্রতি প্রেম, অধিক কি ঈশ্বরে প্রেম এ সকলই সেই হৃদয়স্থ প্রেমের পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই সর্ব্ব প্রধান প্রেমের কোন উল্লেখ করেন নাই, ইহা নহে; কিন্তু দম্পতী মধ্যে উহা আবদ্ধ রাখিয়া উহার কার্য্যক্ষেত্র অতি সঙ্কুচিত এবং উহার ভাবকে স্ব স্ব কুৎসিত রুচি অনুসারে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছেন। ঈশ্বরে অনুরাগকে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা শান্তরস আখ্যা অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই শান্তরসের সঙ্গে শুষ্কতা কঠোরতা সংযুক্ত আছে। অনেকে এজন্য উহাকে রস মধ্যে গণনা করিতে প্রস্তুত নহেন। ভক্তিমার্গ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর প্রীতি যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন কালের শান্তরস নামটি রাখা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। হৃদয়স্থ প্রেমের পাত্র ভেদে যত প্রকারের বিকাশ হয়, সামান্যতঃ সে সকলকে আমরা প্রীতিরস আখ্যা অর্পণ করিলাম (২)। সম্ভ্রম প্রণয়, প্রেম, গৌরব, হিতৈষণা, অনুরাগ এই সকল উহার স্থায়ী ভাব। এতদ্ব্যতীত সন্তানের প্রতি স্নেহ, এই প্রীতিরই প্রকাশ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বৎসল রস নাম প্রদান করিয়া, ইহাকে স্বতন্ত্র করিয়াছেন। আমরা উহাকে প্রীতিরসের অন্তর্ভুত করিয়া বাৎসল্য এবং স্নেহ উহার স্থায়ীভাব স্থিরতর রাখিলাম।

(১) বৈষ্ণবগণ এসম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা আধুনিক, আমরা আমাদিগের দেশীয় রসশাস্ত্রের সঙ্গে একতা রক্ষার জন্য অনেক সময়ে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছি।

* বৈষ্ণবগণ প্রভুর প্রতি প্রীতিকে "প্রীতিরস," পিতামাতার প্রতি প্রীতিকে "গৌরব প্রীতি," বন্ধুর প্রতি প্রীতিকে "প্রেয়োরস," দম্পতী প্রীতিকে "মধুর বা উজ্জ্বল রস" এইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এক প্রীতিরই পাত্র ভেদে বিভিন্ন প্রকাশ জন্য আমরা এ প্রকার ভেদ না করিয়া সকলেরই এক প্রীতিরস আখ্যা অর্পণ করিলাম।

মনুষ্য মাত্রের প্রতি প্রীতি স্বাভাবিক। সামাজিক শিক্ষাদির দোষে হৃদয় বিকৃত না হইলে উহা সকল মনুষ্যে দৃষ্ট হয়। এই প্রীতি হইতে মানব সাধারণের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। অন্যের দুঃখ দর্শনে যে আমাদিগের দয়া হয়, তাহার সঙ্গে ইহার যোগ রহিয়াছে। অনেক সময়ে সমূহ ঘৃণার কারণ সত্ত্বেও দুঃখীর দুঃখে আমরা কাতর হই বলিয়া তদ্বিমোচনে আমাদিগের অভিলাষ হয়। এই অভিলাষটি হিতৈষণার কার্য্য, কিন্তু দুঃখে দুঃখ অনুভব করা মনুষ্য হৃদয়স্থ স্বাভাবিক সহানুভূতির ফল। অন্যের দুঃখে দুঃখানুভূতিরূপ সহানুভূতি দয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সহানুভূতি শুদ্ধ দুঃখ সম্বন্ধে হইয়া থাকে বলা যাইতে পারে না, সুখাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ হয়। সুতরাং আমরা দয়াকে স্বতন্ত্র না করিয়া হিতৈষণার অঙ্গীভূতরূপে এখানে গ্রহণ করিলাম।

অহিতৈষণা, ঘৃণা, ক্রোধ, অমর্ষ, হিংসা, অসূয়া, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রীতির বিপরীত। আমাদিগের দেশে বীভৎস ও রৌদ্র নামে দুইটি রস আছে। সংস্কৃত রস শাস্ত্রে বীভৎস রসকে ঘৃণাকর দুর্গন্ধ মাংসাদি সম্বন্ধে নিবদ্ধ রাখা হইয়াছে; নিন্দাজনক ব্যবহারাদিতে ইহার অধিকার বিস্তৃত করা হয় নাই। আমরা ইহার অধিকার বিস্তৃত করিয়া অহিতৈষণা প্রভৃতিকে ইহার এবং রৌদ্ররসের অন্তর্ভূত করিয়া লইলাম (১)। ঘৃণা (জুগুপ্সা) এবং ক্রোধ এ দুই ইহাদের স্থায়ী ভাব। অহিতৈষণা প্রভৃতি সমুদায় ভাবগুলি ঘৃণা বা ক্রোধ হইতে উদ্ভূত হয়। সুতরাং এ সকল ইহাদের আনুষঙ্গিক

(১) অনেকের সংশয় জন্মিতে পারে, অহিতৈষণা হিংসা অসূয়া প্রভৃতি নিন্দার্থ বোধক বীভৎস মধ্যে কিরূপে অন্তর্ভূত হইতে পারে। একটু গভীর আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে আমরা যাহাকে ঘৃণা বা দ্বেষ করি, সে ব্যক্তি আমাদিগের নিকট নিন্দনীয় বলিয়া প্রতীত না হইলে আমরা তৎপ্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারি না। মনুষ্য প্রকৃতি এমনি স্বভাবতঃ ন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট যে যাহাকে ঘৃণা করিবে, তাহাকে ঘৃণার পাত্র না করিয়া ঘৃণা বা দ্বেষ করিতে পারে না। পরের ঐশ্বর্য্য অসহিষ্ণুতা ও নিজের নিন্দনীয়তা হইতে যে ঘোরতর ঘৃণা সমুপস্থিত হয় তাহারই ফল। কারণ হৃদয় ঘৃণার আধার হইলে সর্ব্বত্র তাহার ছায়া নিপতিত না হইয়া যায় না।

করিয়া লওয়াতে কোন দোষ উপস্থিত হইতেছে না। অনেক সময়ে এই আনুষঙ্গিক বা সঞ্চারী ভাব গুলি নিয়ত এক ব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ঐ সকলকে সেই ব্যক্তিতে স্থায়ী ভাব বলিলে কোন ক্ষতি নাই (২)।

যখন কোন একটি নূতন আশ্চর্য্য বিষয় সংঘটিত হয় অথবা যে বিষয় আমরা সর্ব্বদা দেখিয়াছি, তাহা যদি আমরা পূর্ব্বে কখন মনে করিতে পারি নাই, এরূপে আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হয়, আমরা বিস্মিত হই। এই স্বাভাবিক বিস্ময়কে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা একটি স্বতন্ত্র রস নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই রসটির নাম অদ্ভুত রস। অকস্মাৎ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাকে অদ্ভুত বলে। বিস্ময় এই অদ্ভুততা হইতেই সমুপস্থিত এবং ইহার স্থায়িতার কারণ হয়। সুতরাং বিস্ময় অদ্ভুত রসের স্থায়ী ভাব।

অদ্ভুত রসের পরেই আমরা ভয়ানক রসের উল্লেখ করিতে পারি। আমাদিগেতে স্বাভাবিক যে ভয় অবস্থান করিতেছে ইহা ইহার মূল। ভয়ানক বিষয় সকলের দর্শন শ্রবণ বা সমাগম সম্ভাবনাতে ভয় সমুপস্থিত হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু কোন দুঃখকর বিষয়ের সমাগম বা ইষ্ট বস্তু হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে যে ভয় সমুপস্থিত হয়, তাহাও ইহার সঙ্গে গণ্য করিয়া লইতে হইবে। এই ভয়ের সঙ্গে আমরা আর একটি ভাবের উল্লেখ করিতে পারি। এটি যদিও কোন একটি স্বতন্ত্র ভাব নহে, কিন্তু প্রত্যেক অভিলাষের বিষয়ের সঙ্গে ইহা এমনি অনুবিদ্ধ যে ইহা মনুষ্যগণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। ইটি আশা। আশা এবং ভয়

(২) ব্যভিচারী ভাব সকল কখন কখন স্থায়ী ভাবরূপে পরিণত হয়, বৈষ্ণবগণ স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত আছে—

> উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যাম্বুনিধাবিব।
> ঊর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যাতি তদ্রূপতাঞ্চ তে॥"

ব্যভিচারী ভাব সকল স্থায়ী ভাবরূপ সমুদ্রের মধ্যে কখন উন্মজ্জিত কখন নিমজ্জিত হয়, তরঙ্গমালার ন্যায় উহাকে বর্দ্ধিত করে এবং স্থায়িরূপও হইয়া যায়।

এ দুটি একি বিষয় অবলম্বন করিয়া পর্য্যায়ক্রমে সমুপস্থিত হয়। ইহাদিগের একটি অন্যটির বিপরীত। ইষ্ট লাভের সম্ভাবনায় যেমন একদিকে আশা, ইষ্টবিনাশ সম্ভাবনায় তেমনি ভয়; দুঃখাকর ভয়ানক বিষয় সমাগম সম্ভাবনায় যেমন ভয়, তেমনি তাহা হইতে বিমুক্তি লাভ সম্ভাবনায় আশার উদয় হয়। আশা এবং ভয় পর্য্যায়ক্রমে একি বিষয় লইয়া কেমন সমাগত হয়, অনেকেই আপনাদিগের জীবনে তাহা অনুভব করিয়াছেন। কবির আশ্চর্য্য লেখনী যখন এক হৃদয়ে এই ভাবদ্বয়ের যুগপৎ বা পর্য্যায়-ক্রমে সমাগম বর্ণন করেন, তখন কি পর্য্যন্ত চিত্তবিনোদনই না হয়!

অনিষ্টপাতে শোক সমুপস্থিত হইয়া থাকে। এই শোককে অবলম্বন করিয়া আলঙ্কারিকেরা করুণ রস নির্ণয় করিয়াছেন। বন্ধু আদির বিয়োগ বা অন্য প্রকার শোকজনক ঘটনাতে ইহার উদ্রেক হইয়া থাকে। শোকের বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া আমাদিগকে হর্ষ বিষাদ সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হইতেছে। ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে মনুষ্যগণ হয় হৃষ্ট, নয় বিষণ্ণ, এ দুয়ের এক না এক অবস্থাতে নিয়ত অবস্থিতি করিবে *। এই দুইটী ভাব মনুষ্য হৃদয়কে পর্য্যায়ক্রমে অধিকার করিয়া থাকে। কেহ নিয়ত হৃষ্ট বা কেহ নিয়ত বিষণ্ণ থাকিতে পারে না। কোনব্যক্তি স্বভাবতঃ হৃষ্ট প্রকৃতির, কেহ কেহ বিষণ্ণ প্রকৃতির। কবি দর্শনবিৎ প্রভৃতিকে অনেক সময় বিষণ্ণপ্রকৃতি দেখা যায়। শিশু হর্ষ ভিন্ন আর কিছু জানে না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই ভাব হ্রাস হয়, কিন্তু সর্ব্বথা পরিত্যক্ত হয় না। অতি বৃদ্ধ বয়সেও মধ্যে মধ্যে অকারণ হর্ষ সমুপস্থিত হইতে আমরা দেখিতে পাই।

হাস্য এবং বীর এই দুইটি রসের কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে। বিকৃত বা অপসম্বদ্ধ আকার, বেশ, বাক্য এবং চেষ্টাদি দর্শন ও শ্রবণ করিলে স্বভাবতঃ হাস্য সমুপস্থিত হয়। তুচ্ছ বিষয়কে অতি মহৎ করিয়া বর্ণন, মহদ্বিষয়কে অতি তুচ্ছ বিষয়ের সঙ্গে সদৃশীকরণ, যাহার সঙ্গে যাহার কোন

* কোন কোন সময় না হৃষ্ট না বিষণ্ণ এরূপ অবস্থা আমাদিগেতে দেখিতে পাই; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, অজ্ঞাত সারে উহার একটির না একটির সঙ্গে ঐ অবস্থার যোগ আছে।

সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না, তাহার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কল্পন, সংক্ষেপতঃ অসম্বন্ধ এবং সম্বন্ধের একত্র সম্মিলনই হাস্য উদ্রেকের প্রধান কারণ। প্রাচীনগণ ইহাকেই হাস্য রস বলেন। হাস ইহার স্থায়ী ভাব। যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রীতি সম্বন্ধে যে ব্যক্তিতে মহোৎসাহ বর্ত্তমান, এবং যিনি উৎসাহবলে ধন প্রাণ সকলি তজ্জন্য সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহাকে বীর বলা যায়। এই বীরত্বের ভাব হইতে অলঙ্কারকেরা বীররস নামে একটি রস নির্ণয় করিয়াছেন, উৎসাহ ইহার স্থায়ী ভাব। প্রীতি হইতে বীররস পর্য্যন্ত আমরা অদ্য যে আটটি রসের প্রস্তাব করিলাম, অধ্যায়ান্তরে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ রূপে লিখিব। যেখানে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহাও করিতে ত্রুটি করিব না।

উপরে যে সকল রসের বিষয় কথিত হইল, ইহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, উদাত্ত অনুদাত্ত এবং শোভন। অদ্ভুত, বীর——উদাত্ত রৌদ্র, বীভৎস, ভয়ানক, হাস্য, করুণ——অনুদাত্ত; প্রীতি——শোভন। এই সকলের যোগ বা সহায়কতা নাই এমন নহে। অবস্থা ও বিষয় ভেদে ইহারা অন্যের সহায়ক এবং চমৎকারবর্দ্ধক হয়। যেমন অনুদাত্তের মধ্যে গণ্য রৌদ্র, বীভৎস, ভয়ানক উদাত্তের সহায়ক এবং কখন হাস্য ভয়ানক শোভনের চমৎকারবর্দ্ধক। প্রত্যেক রস সম্বন্ধে যখন আমরা বিশেষ করিয়া বলিব, তখন উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং শোভন সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিবরণ আমাদের পাঠিকা গণকে বুঝাইয়া দিতে যত্ন করিব।

আমাদের বোম্বাই ভ্রমণ। (১)

বোম্বাই প্রদেশে বাহ্যিক স্ত্রী স্বাধীনতা বড় মন্দ নহে। পদব্রজে গমনাগমন করিলে ও পুরুষ সমাজে উপবেশন করিলে যদি স্ত্রী স্বাধীনতা হয়,

(১) আমাদিগের যে শ্রদ্ধাস্পদ ভগিনী ইতিপূর্ব্বে আপনার বোম্বাই ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই নিকট হইতে পুনরায় এই বিবরণটী পাইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পত্রিকাস্থ করিলাম। আশা করি পাঠিকাগণ ইহা বিশেষ উপাদেয় বলিয়া যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। বাঃ বোঃ সং।

তবে এস্থলে তাহা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। সহরের রাজপথে ইতর ভদ্র সকল স্ত্রীলোক পদব্রজে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এখানে পাল্কি প্রায় দেখা যায় না। রমণীগণ গাড়ীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যান, কেহ দৃষ্টিপাত করিবে না। কুলবধূগণ অসঙ্কুচিতভাবে পুরুষ মণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করেন, তাঁহাদের মুখে লজ্জা কি ভয়ের কিছু মাত্র চিহ্ন প্রকাশ পায় না ও তাঁহাদিগকে পুরুষের অপবিত্র দৃষ্টিতে পতিত হইতে হয় না। ইহাঁরা শ্বশুরের সম্মুখে বাহির হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নিকটের চেয়ার গ্রহণের অনুমতি পান না, ইহাতে তাঁহাকে অবমাননা করা হয়। উক্ত গুরুজনের সহিত বাক্যালাপেরও প্রথা নাই। মারহাট্টীরা স্বামীকে "নওরা" বলে। "নওরার" সহিত প্রকাশ্যে কথা কহা অতি দূষণীয় ব্যাপার। কিন্তু হিন্দুপরিবারের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগিনী, ভাশুর দেবর বাটীর সমস্ত স্ত্রী পুরুষ, এমন কি বিদেশীয় ভিন্ন জাতীয় নর নারীদের সঙ্গে পর্য্যন্ত ইহারা একত্রে আহারাদি করিয়া থাকেন। এই প্রকারে আমরা এক ভদ্র হিন্দু পরিবারে একত্রে বসিয়া আহার করিয়াছিলাম। কিন্তু জাতিভ্রষ্ট হইবার ভয়ে আমাদিগের সহিত এক পংক্তিতে তাঁহারা বসেন নাই। মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ অপেক্ষা পারসী নারীগণকে অধিক স্বাধীনপ্রকৃতি বলিয়া অনুমান করা যায়, কারণ ইহাদিগকে অপরাহ্নে বায়ু সেবনার্থ ভ্রমণ করিতে এবং অতি সপ্রতিভভাবে জনসমাজ মধ্যে বিচরণ করিতে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। গত ডিসেম্বর মাসে আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল বম্বে নগরে এক বৃহৎ দরবার করেন, সেই দরবার স্থানে অনেক পারসী রমণী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন ইতিপূর্ব্বে এক ইটালিয়ন্ গায়কের নিকট সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। টাউনহল মধ্যে গায়ক সঙ্গীত আরম্ভ করিবা মাত্র পারসী বধূ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। যদিও ইহাতে অনেক পারসী বিরক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি উক্ত নারীর অসাধারণ সাহস ও স্বাধীনতাকে প্রশংসা করিতে হয়। ইহাঁদিগের ভাব ভঙ্গী দর্শন করিলে ইংরাজ রমণীগণের সহিত ইহাদের অল্পই প্রভেদ বোধ হয়। অল্প বয়স্ক পারসী কুলবধূগণ একাকী রেলের গাড়িতে অতি দূর-দূরান্তরে গমনাগমন করেন। তাঁহাদিগের জাতীয় কোন অপরিচিত পুরুষ ঐ প্রকার

কুলবধূকে পথিমধ্যে কোন বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে দেখিলে অতি সম্মান ও যত্নের সহিত সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমরা পুনা হইতে বম্বে আসিতেছিলাম, সেখান হইতে একজন অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক একটী বালিকাকে সঙ্গে করিয়া টানা নামক স্থানে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে কোন কারণ বশতঃ আপনার গাড়ি হইতে নামাতে গার্ড তাঁহাকে আর উঠিতে দিল না, সুতরাং স্ত্রী স্বভাব সুলভ ভয় তাঁহাকে যথা পরিমাণে আক্রমণ করিল। ইতিমধ্যে একজন পারসী পুরুষ তাঁহাকে এ প্রকার অবস্থাপন্ন দেখিয়া অতি সম্মান ও যত্নের সহিত আমরা যে গাড়িতে ছিলাম সে গাড়িতে উঠাইয়া দিল ও অনেক চেষ্টা করি[illegible] যাহাতে তিনি নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারেন, এবং প্রত্যেক ষ্টেসনে তাঁহার [illegible] লইতে লাগিল। বঙ্গদেশীয় হতভাগ্য পুরুষদিগের এরূপ ভদ্রতা কবে জন্মি[illegible] হইবে? যত দিন না হইতেছে স্ত্রী স্বাধীনতা অস্বাভাবিক ও বিপদ[illegible] থাকিবে। বেনারস, আগরা, দিল্লী, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এ প্রকার [illegible] স্বাধীনতা প্রথা কতক পরিমাণে প্রচলিত আছে। কিন্তু পাঞ্জাবের বামা-গণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া তাহার অনেক কুব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছে ও তাহাতে অপবিত্রতা আনয়ন করিয়াছে। তাহারা অনেকে প্রকাশ্য পুষ্করিণীতে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিয়া থাকে এবং কোন উৎসব উপলক্ষে অতি অশ্লীল সঙ্গীত করিতে করিতে রাস্তা দিয়া গমন করে। শুনিতে পাওয়া যায় পারসী স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতাতেও অমঙ্গল ঘটিয়াছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় বামাকুল এখন পর্য্যন্ত অতি পবিত্র ও স্বাভাবিক স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছেন। বোম্বাই প্রদেশে অবলাকুলের স্বাধীনতা, সভ্যতা, উন্মুক্ত ভাব যে পরিমাণে দৃষ্ট হয়, জ্ঞান শিক্ষা ও আত্মার উন্নতি সে পরিমাণে লক্ষিত হয় না। ইহাঁরাও অনেকে কুসংস্কারাপন্ন এবং দেশীয় কুৎসিত নিয়মের বশবর্ত্তিনী। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে সাধারণতঃ শিক্ষা লাভের প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা নহে। অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানে এমন অনেক নারী প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহারা একটী অক্ষর পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আবার অন্য দিকে দেখিতে গেলে লেখা পড়া সম্বন্ধে এমন সকল মহিলাও দৃষ্টি পথে পতিত হন, যাঁহারা ইংরাজীতে

অতি উৎকৃষ্ট রূপে লিখিতে পড়িতে ও কথা বার্ত্তা কহিতে সক্ষম, তাঁহারা সভ্য সমাজের উপযুক্ত, তাঁহারা যে প্রকার ইংরাজি কথা কহেন, পিয়ানো বাজান, গান করেন, তাহাতে ইহাদিগকে ইংরাজ "লেডীর" সদৃশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিল্পকার্য্য বিষয়ে ইহারা অতি সুদক্ষ। এক এক জনের হস্ত নির্ম্মিত পুঁতির, জরির, রেশমের, পশমের ও সূতার সুন্দর কার্য্য দেখিলে তাঁহাদিগকে শিল্পিকা মধ্যে গণ্য করা যায়। এ সমস্ত শিক্ষায় পারসী স্ত্রীগণ অধিক যত্নবতী ও সুনিপুণ। বোম্বাইয়ে বয়স্থা নারীগণের শিক্ষা উপযোগী স্কুল আছে, সেই স্কুলে পূর্ণবয়স্কা বামাগণ অধ্যয়ন করেন। কিন্তু সেখানে অধিকাংশ পারসী স্ত্রী, মারহাট্টী ও গুজরাটী অল্প। ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই স্ত্রী শিক্ষার যে একটী প্রধান স্থান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখানে স্ত্রীলোকদিগের প্রমুক্ত ভাব থাকাতেই স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে অবস্থা এত অনুকূল হইয়াছে।

হৃদয়ের কোমলতা সাধনে স্ত্রীগণের অসাধারণ ক্ষমতা।

পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা অল্প দিনের মধ্যে দুই বার অগস্ত কোমত নামক একজন ফরাসী পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিয়াছি। কেন তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছি তাহা তাঁহারা বিশিষ্টরূপ জানেন। আজ আমরা সেই অগস্ত কোমতকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অগস্ত কোমতের মতের সহিত আমাদের মতের ঐক্য আছে, এ বলিয়া আমরা তাঁহার বিষয় পাঠিকাগণকে জানাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। তাঁহার মত বরং আমাদিগের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে কেন আমরা তাঁহার কথা লিখিতেছি? কেবল এইটী দেখাইবার জন্য যে সমাজের সহিত স্ত্রীজাতির কেমন উচ্চতর সম্বন্ধ; তাঁহারা মনুষ্য হৃদয়ের উপর কেমন অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন। ইটি জানিয়া লাভ এই যে স্ত্রীগণ আপনাদের উচ্চতা বুঝিতে পারিবেন। আর তাঁহারা শুদ্ধ সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিবার জন্য আইসেন নাই; সন্তান সন্ততি

স্বামী প্রভৃতির হৃদয় উন্নত করিবার জন্য জন্মিয়াছেন ইহাও তাঁহাদিগের বিলক্ষণ প্রতীত হইবে। এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমাদিগের পাঠিকাগণ যদি তাঁহাদিগের নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগের লেখার সার্থকতা হইল বুঝিতে পারিব।

পাঠিকাগণের জানা আবশ্যক, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের শুষ্কতা ও হৃদয়-হীনতার সময়ে অগস্ত কোমত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে সমুদায় দিকে অবিশ্বাসের রাজ্য এমনি সুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে অগস্ত কোমতের মন অবিশ্বাস সাগরে নিমগ্ন হইবে তাহা অতি স্বাভাবিক। তাঁহার রাজ্য সম্পর্কে প্রাধান্য লাভের উচ্চাভিলাষ ছিল, তাহা সম্পন্ন হয় নাই। ইহাও তাঁহার হৃদয়ের শুষ্কতাবর্দ্ধনের এক প্রধান কারণ। তিনি একবার উন্মাদ পর্য্যন্ত হন। বস্তুতঃ তিনি শুষ্ক ভাবে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকাতে এমনি হৃদয় শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার নবজীবন লাভ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কি প্রকারে তিনি হৃদয় সম্বন্ধে উজ্জীবিত হইয়াছিলেন তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

অগস্ত কোমতের হৃদয় লাভের পন্থা পরিষ্কৃত ছিল। তিনি তাঁহার কৃত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে * স্ত্রীগণের সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রস্তাবান্তরে লিখিয়াছি। তিনি স্ত্রীজাতিকে হৃদয় রাজ্যের উপরে আধিপত্য অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ প্রণয়ন সমাধা হইবার পূর্ব্বে হৃদয় লাভের জন্য তিনি একটি আশ্চর্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি কাব্য ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করিতেন না। এমন কি সংবাদ পত্র পর্য্যন্তের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কোমত শুষ্ক জ্ঞান পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় কত দূর কঠোর হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আরও বৈজ্ঞানিক বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিলে হৃদয় হইতে বঞ্চিত হইবেন, এই ভয়ে যাহাতে হৃদয় লাভ হয়, এই পাঠেই তিনি আপনাকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন। এরূপ সঙ্কুচিত পন্থা অবলম্বন করাতে তাঁহার পক্ষে সমূহ অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, কিন্তু এক দিকে আবার এও সত্য যে তিনি এরূপ না করিলে হৃদয়বান হইতে পারিতেন না।

* Cours de Philosophie Positive.

কিন্তু তাঁহার সকলি বিপরীত। বিজ্ঞানের আলোকে তিনি সকল প্রকার স্নেহ ও বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিয়াছিলেন, এই প্রণালী দ্বারা তিনিই আবার অতি হেয় কুসংস্কার জালে আপনাকে নিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

কোমত স্ত্রীজাতিকে পুরুষগণের হৃদয়ের কোমলতা সাধনের প্রধান কারণ রূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, কার্য্যতও তাঁহার সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছিল। ম্যাডাম ক্লোটিল্‌ডা নাম্নী এক স্ত্রীর সহিত তিনি বিশুদ্ধ প্রণয়ে আবদ্ধ হন। তিনি স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধবাতিরিক্ত আধ্যাত্মিক অতি বিশুদ্ধ সম্বন্ধ যে রূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এই সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ছিল প্রতীত হয়। সে যাহা হউক, ম্যাডাম ক্লোটিল্‌ডা এক বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। কাব্য গ্রন্থ পাঠে কোমলতাপ্রাপ্ত হৃদয়কে ইনি এই অত্যল্প কাল মধ্যেই অতিরেক পরিমাণে কোমল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কোমত প্রচারিত মানব ধর্ম্মেই তাহা বিলক্ষণ সুপ্রমাণিত রহিয়াছে। এত দূর চিন্তাশীল ব্যক্তির পরিণামে ঘোরতর উন্মত্তোচিত কুসংস্কার জালে নিপতিত হওয়া পাঠ করিলে সমূহ কষ্ট হয় সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে মধ্য পথ ছিল না।

কোমত হৃদয়কে বিশুদ্ধ পবিত্র উন্নত করিবার জন্য মানব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এই মানব ধর্ম্ম কি? মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের সমুদায়কে মনুষ্য মণ্ডলীর সমষ্টি রূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারূপে অর্চ্চনা করা। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এরূপে সমষ্টি গ্রহণ করিয়া অর্চ্চনা করা সম্ভব নহে; সুতরাং সামাজিক উপাসনার জন্য এই সমষ্টিকে রাখিয়া নির্জ্জন উপাসনায় উহার প্রতিনিধি স্বরূপ এক এক জন মহদ্ব্যক্তির অর্চ্চনা করিতে হইবে। এই মহদ্ব্যক্তি স্ত্রীজাতীয় হওয়া আবশ্যক। কারণ স্ত্রীজাতি মানবীয় ধর্ম্মের প্রকৃত প্রতিকৃতি। মাতা স্ত্রী ও কন্যা এই ত্রিমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে হইবে। এই ত্রিমূর্ত্তিতে ভূত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এ তিনই রহিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা ভক্তি প্রীতি এবং স্নেহ এই তিনটি সামাজিক গুণের জীবন্ত পরিচালনা সাধিত হয়। যদি কাহার স্ত্রী বা কন্যা না থাকেন, অথবা যাঁহারা আছেন তাঁহারা তদ্রূপে গৃহীত হইবার উপযুক্তা না হন, তাহা হইলে উৎকৃষ্টা অন্য কোন স্ত্রীকে ধ্যানের ও

আরাধনার বিষয় করিবে। এমন কি কোন ঐতিহাসিক বিখ্যাত স্ত্রীকে লইয়া এরূপ করিতে পারা যায়। কোমত স্বয়ং ক্লোটিলডাকে ধ্যান ও আরাধনা করিতেন। যাহারা মানব ধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাসী, তাঁহারা তাঁহার মত ক্লোটি-লডার ধ্যান ও আরাধনা করিবেন, একথা বলিতেও তিনি সঙ্কুচিত হন নাই। ক্লোটিলডা মাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে উন্মত্ততার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাতে নব জীবন সঞ্চারিত করিয়া ছিলেন, কোমত তাঁহার বৈজ্ঞানিক সকল মত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন এজন্য তিনি এক ক্লোটিলডাকেই মাতা, স্ত্রী ও কন্যারূপে ধ্যান ধারণা করিতেন।

পাঠিকাগণ বলিবেন, কি আশ্চর্য্য এক জন ঈশ্বর অবিশ্বাসীর আবার ধ্যান আরাধনা কি? তাঁহারা আশ্চর্য্য হইবেন না। সাকারোপাসকেরা যেরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করে, ইহাঁরও মূর্ত্তি উপাসনা তেমনি। তাঁহারা শুনিয়া অবাক্ হইবেন, সাকারোপাসকেরাও এই রূপ উৎকৃষ্ট কোন মনুষ্যের মূর্ত্তির ধ্যান ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন, কোমত সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া পরিশেষে কি পৌত্তলিক হইলেন? পৌত্তলিক হইলেন বৈকি? অস্বাভাবিক পন্থায় গেলে পরিশেষে অনেকের ভাগ্যে এই দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে।

যাহাহউক সংক্ষেপে কোমতের ধ্যান ও আরাধনার বিষয় উল্লেখ করিয়া বারান্তরে ক্লোটিলডার দ্বারা কোন্ বিষয়ে তিনি প্রকৃত ভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন, আমাদের লিখিবার ইচ্ছা রহিল। তিনি মূর্ত্ত্যুপাসকগণের ন্যায় উপদেশ করিয়াছেন ধ্যেয় মাতার মূর্ত্তি এবং পরিচ্ছদাদি চক্ষু মুদ্রিত করত যত দূর সম্ভব কল্পনা বলে ধ্যানপথে আনয়ন করিবে। এই মূর্ত্তির অগ্রে আসন কল্পনা করিয়া তদুপরি অধিষ্ঠিত করিতে হইবে। মূর্ত্তি সচল এবং অভিমত ভঙ্গিতে সংস্থিত করিবে। পৌত্তলিকেরা যেরূপ মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ চিন্তাস্থ করিয়া পশ্চাৎ অল্পে অল্পে সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মহাকাশে মনঃ সংস্থাপন করে, কোমতও তেমনি অল্পে অল্পে পরিচ্ছদাদি তিরোহিত করিয়া ভাব মাত্রে মন সংস্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধ্যান যোগে অর্দ্ধঘটিকা মাতার স্নেহ চিন্তা করিয়া যখন

হৃদয় উথলিয়া উঠিবে, তখন উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ আরাধনা আরম্ভ হইবে। দিবসের মধ্যে এইরূপ ধ্যান ও আরাধনায় দুইঘণ্টা কাল ব্যয় করিতে হইবে এবং তাহার নানাসময়ে নানাপ্রকার ভাব ভঙ্গীতে উপাসনা করিতে হইবে। আমাদের দেশে 'বারোমাসে তের পার্ব্বণ' বই নয়, কিন্তু কোমতের মতে ৮৪টী। পৃথিবীতে যত প্রকার কুসংস্কার হইতে পারে, তাঁহার প্রণীত মানব ধর্ম্মে তাহা স্পষ্ট জাজ্বল্যমান। অধিক উল্লেখ করা বাহুল্য।

এই প্রস্তাব দ্বারা আমরা আর কিছু দেখাইতে চাহি না, স্ত্রীলোকের প্রভাবে কোমতের ন্যায় ব্যক্তিরও সম্পূর্ণ ভাবান্তর হইয়া গেল ইহা জানিয়া স্ত্রীগণ আপনাদের ক্ষমতা কতদূর অনুভব করুন্। এই ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার হইলে সমাজের কি উপকার না সাধিত হয়?

নব্য বঙ্গমহিলা।

প্রায় এক যুগ (দ্বাদশ বৎসর) চলিয়া গেল, বঙ্গদেশের নব্য যুবার আন্দোলনের কথা পুরাতন হইয়াছে। সে আন্দোলন, নব্য শ্রেণীর উন্নতির ইচ্ছা ও অনুকরণ বৃত্তি, আলস্য ও বাক্ পটুতা, চাঞ্চল্য ও অধ্যবসায়, ঔদাস্য ও আশা ভরসা, উন্নতি ও অধোগতি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম লইয়া কতই পরিহাস করিল, কতই কৌতূহল প্রকাশ করিল, কতই জল্পনা করিল এবং অবশেষে কতই বা শিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত হইল! যুবারা নিজেই কত কহিল, বৃদ্ধেরাই বা কত ভৎ-সনা ও পরামর্শ দান করিল এবং বাঙ্গলা ছাড়া অপর দেশের লোকেও কত আগ্রহের সহিত সে কথায় যোগ দিল। পরিশেষে কি হইল? নব্য বাঙ্গালী যুবার চরিত্র স্থির হইল—বাক্য কার্য্যে পরিণত হইল; স্রোত কোথায় যাইতেছে দেখা গেল ও কৌতূহল মিটিল। যুবারা জানিল তাহারা কি করিতেছে, কি করিবে; অপরে জানিল তাহাদের দৌড় কত দূর। যাহা শিক্ষা দিবার দেওয়া হইল, যাহা শিক্ষা পাইবার পাওয়া হইল, এক্ষণে প্রতি জনের পরীক্ষা নিজ নিজের হস্তে। অস্থির সম্প্রদায় এক্ষণে সুপরিজ্ঞাত বিভাগে বিভক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্য করিতেছে। আর আন্দোলন অপ্রিয়, অপ্রয়োজন। পুরাতন বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কেহ ঈশ্বর-

বাদী (ব্রাহ্ম), কেহ প্রত্যক্ষবাদী (পজিটীভিষ্ট) এবং কেহ সংসারবাদী হইল অর্থাৎ কেহ ঈশ্বরের আদেশ পালনই কর্ত্তব্য ও জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছে, কেহ পরোপকার ও পৃথিবীর ঐহিক উন্নতি সাধন জীবনের মাহাত্ম্য জানিয়াছে এবং কেহবা সাংসারিক বিভব ও সুবিধার জীবন লক্ষ্য করিয়াছে। ঈশ্বর, অপর ও আমি এই তিন অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়া তিনটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইল। ইহাঁদের প্রত্যেকের গুণাগুণ ও অপূর্ণতা অনেক আছে; কিন্তু উন্নতির পথ সম্মুখে, সাহায্য ও আদর্শ ইতস্তত রহিয়াছে। এক সম্প্রদায় ভাবের মাধুর্য্যে, ২য় সম্প্রদায় জ্ঞানের গরিমাতে ও অপর সম্প্রদায় কার্য্যের উৎসাহে মুগ্ধ হইয়াছে, হউক! সময় আসিবে যখন ভাব, জ্ঞান ও কার্য্যের ঐক্য হইবে, তিন সম্প্রদায় মিলিবে, মনুষ্যের সাম্প্রদায়িক উন্নতি হইবে। যেমন পৃথিবীর উন্নতিশীল সভ্যতম প্রদেশে, তেমনি এই বঙ্গভূমিতে তিন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী হইয়াছে; আর অধিক স্থিরতা, অধিক একতা আশা করা যায় না অর্থাৎ দেশ কাল বিবেচনায় উহাই মনুষ্য প্রকৃতি চর্চ্চার যথেষ্ট অবলম্বন বলিতে হইবেক।

নব্য বঙ্গ মহিলা কি উন্নতির অতদূর সোপানেও উঠিয়াছেন? তাঁহারা যে পুরাতন হিন্দু অন্তঃপুরিকা নহেন, তাহা স্থির; পরিবর্ত্তনশীল, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান। নবীনারা আর উলকী মিসি রাঙ্গাসাড়ী চান না, মালা ঘুনসী শঙ্খ সিন্দুর-চুপড়ী উঠাইয়া দিয়াছেন, শেকরা ও তাঁতি অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে হার মানিতেছে। তাঁহাদের বেশ পৃথক্, ঘর সাজান পৃথক্, রুচি পৃথক্। স্ত্রীলোকেরা আর রন্ধনের সুখ্যাতি চায় না, পুরুষের আহার প্রস্তুতাপেক্ষা উচ্চতর ভার লইতে চাহে। তাহারা বহু পরিবার সহবাস চাহে না, স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে। গৃহ হইতে বাহির হইবার আর ভয় নাই, দূর দেশে স্বামীর সহগামিনী হইলে স্বর্গ হাতে পায়। অবগুণ্ঠনে নব্য বঙ্গমহিলা নিশ্বাস ফেলিতে পারেন না, শ্বশুরালয় আর যমালয় ভাবেন না। আর মূর্খ কুসংস্কারাপন্ন থাকিতে কাহারও সাধ নাই। বিধবারা আর নিজ ভাগ্যের দোষ না দিয়া একাদশীর দিন "পোড়াদেশ" কে গালি দেন।

কিন্তু এ পরিবর্ত্তন স্রোত কোন্ দিকে চলিতেছে? সত্যই কি আমাদের দেশীয় ভগিনীরা বিবি হইতে চান? তাহা নহে। তাঁহারা কি হইতে-

ছেন, কি হইবেন এখনও স্থির নাই ; এই স্থির, তাঁহারা আর পুরাতনের ন্যায় থাকিবেন না। এখন তাঁহারা ময়দার থাসার ন্যায় কাহার হস্তে কি গড়ন পাইবেন ভবিষ্যতের কথা। এখনও তাঁহারা পরীক্ষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়েন নাই। যে দিকে ফিরাও, কিছু পরিমাণে ফিরান যাইবে। নব্য বঙ্গমহিলার ভাবী বিষয় ও বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনার উপযুক্ত সময় এই। এক দিন আমরা স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ, বয়স্থা বিবাহ, পারিবারিক উন্নতি লইয়া কেবল বক্তৃতা করিতাম, জল্পনা করিতাম। এখন বহুদিনের আশা পূর্ণ হইতে চলিল। দূর হইতে যাহা সুখকর ও সহজ জানিতাম, নিকটে তাহা দুরূহ দেখিতেছি ; যাহা অসম্ভব মনে করিতাম তাহা সহজ দেখিতেছি। বঙ্গমহিলা মুহূর্ত্তে বাহিরে আসিতেছে, স্বাধীনা হইতেছে, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতেছে, মনোমত বরে আত্ম সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছে। কিন্তু সুশিক্ষিতা হইবার—উন্নত গৃহিণী হইবার অবস্থা কৈ, সুযোগ কৈ? কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠতর—গভীরতর উন্নত ধর্ম্মাবলম্বনের আশা কৈ? যতদিন না উন্নতির পথ স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে, আত্মার নিকট অভিলাষের বস্তু প্রদত্ত হইবে, জীবনের নিয়ম সংস্থাপন হইবে, আদর্শ জীবনক্ষেত্রে নামিবে ততদিন আন্দোলনের--শিক্ষার সময়। আমরা অল্পে অল্পে সেই আন্দোলনে উৎসাহ দিতে চাহি। কিন্তু একটী কথা আছে। যেরূপ রূঢ়ভাবে নব্য যুবার কথা আলোচিত হইয়াছে, যেরূপ উপহাসে নব্য বঙ্গযুবার ভ্রমদূর করা গিয়াছে তাহা কি বঙ্গমহিলার পক্ষে প্রয়োগ হয়? আমাদের ভগিনী, আমাদের স্ত্রী, আমাদের কন্যা লইয়া আমরা কোন্ মুখে পরিহাস করিব? কোন্ সাহসে তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করিব? যিনি হৃদয়ের আগ্রহের সহিত এই কথায় কথা কন, আমরা কেবল তাহারই বাক্য শুনিতে পারি। যিনি সম্ভাবে আন্দোলন করেন, তাহারই সহিত যোগ দিতে পারি। এই আন্দোলনের সূত্রপাত স্বরূপ আমরা কতিপয় কথা কহিতে চাহি।

নব্য বঙ্গমহিলা কে? তাঁহার লক্ষণ কি? তাঁহার গতি কোন্ দিকে ও ভাবী অবস্থা কিরূপ? এ সকল বিষয় জানিবার পূর্ব্বে তাঁহার উৎপত্তির কতিপয় প্রধান কারণ এবং ঐ ঐ কারণের ইতিহাস সংক্ষেপে জানা আবশ্যক। আমরা আপাততঃ ইহার চারিটী প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি—যথা ;

স্ত্রীশিক্ষা, ২ স্ত্রীস্বাধীনতা, ৩ বিবাহ-সংস্করণ (বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, শঙ্কর বিবাহ, সম্মতি বিবাহ প্রস্তাবাদি), ৪ সামাজিক পরিবর্ত্তন ও পারিবারিক উন্নতি। উহার এক একটী শেষ করিয়া আমরা নব্য বঙ্গ-মহিলার বর্ত্তমান ও ভাবী অবস্থা আলোচনা করিব। ভূতকালের ইতিহাসই বর্ত্তমানের দাঁড়াইবার স্থল।

১। স্ত্রীশিক্ষা।

খৃষ্টধর্ম্মই বাঙ্গলা প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের প্রথম সহায়। পোর্টু-গিজেরা বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিত, সুতরাং ইতর লোকেই তাহাদের যাজনায় পরিবর্ত্তিত হইত। স্ত্রীশিক্ষা দূরে থাক, পুরুষ শিক্ষাও তাহারা দিতে পারে নাই। ইংরাজেরা প্রথমে ভয়ে খৃষ্টধর্ম্ম যাজককে তাঁহাদের অধিকার মধ্যে আসিতে দিতেন না, পরে ক্রমে কতিপয় মহাত্মা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বিনা ঐ ধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশে সুশিক্ষিত ও ভদ্র দলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সদুপায়ে প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন। ক্রমে কতিপয় ভদ্রবংশীয় সুশিক্ষিত যুবা কলিকাতাতেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইল। যাহারা অবিবাহিত ছিলেন, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন হইল, যাঁহাদের বিবাহ ছিল তাঁহাদের হিন্দু স্ত্রীর সংস্করণ আবশ্যক হইল। তখন খৃষ্টীয় জাতির প্রথা অনুসারে কতিপয় দেশীয় মহিলার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইল। হিন্দু পরিবার হইতে বা অনাথাশ্রম হইতে যে বালিকারা আসিল, একেবারে পাঠাভ্যাস, স্বাধীনতা লাভ ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিল। ধর্ম্মার্থে যাহা প্রয়োজন হয়, তাহা অসাধ্য হইলেও অনায়াসে সাধিত হয়। ধর্ম্মের যোগ থাকায় ঐ শিক্ষায় ও স্বাধীনতায় গরল উঠিল না। অভিলষিত উন্নতি হউক বা না হউক, বঙ্গীয় খৃষ্টান মহিলারা ইউরোপীয় সমাজের উপযোগী হইলেন—আপনাদের নূতন জীবনের উপযোগী হইলেন। কিন্তু এই উন্নতি খৃষ্টীয়মণ্ডলীর বাহিরে গেল না।

ইতিমধ্যে মহাত্মা বেথুন সাহেব গবর্ণমেণ্টকে লওয়াইয়া প্রথম বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। বাঙ্গালী মণ্ডলীর মধ্যভাগে হেদোর পার্শ্বে ঐ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের পর মাসিক বৃত্তির লোভ প্রদর্শনে কতিপয় বালিকা শিক্ষার জন্য আকৃষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহা কার্য্যের হইল না।

মূর্খ লোকের কাছে ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুইটী প্রধান উত্তেজক। আমাদের দেশের লোক ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠান টাকা রোজগারের জন্য, মেয়েকে পাঠাইবেন কেন? তাহারা কি পাগড়ী বেঁধে চাকরী করবে? মৃতদেহ স্পর্শ ও ছেদনকরা দূষণীয় কার্য্য বোধেও বাঙ্গালীরা চিকিৎসা বিদ্যালয়ে বালক পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন, কারণ "পাশ" করিলে "ডাক্তর" হইবে ও ঢের টাকা আনিবে। পরে আর আট টাকা জলপানীরও দরকার হইল না; 'মেডিকাল কলেজ' শিক্ষার্থীতে ভরিয়া গেল। বেথুন স্কুলের সে আশা কোথায়? বৎসর গেল, যুগ গেল, উন্নতি হইল না। গবর্ণমেণ্ট বলেন ভদ্র পরিবারের বালিকারা আইসে না কেন? জন কএক বাক্ পটু ভদ্র লোক কৌশল পূর্ব্বক কহিলেন ইতর জাতির প্রবেশ জন্য। গবর্ণমেণ্ট তাই বুঝিলেন, ইতর জাতিব প্রবেশ বারণ করিলেন। বালকদিগের বিদ্যালয়ে সে আপত্তি হয় না, তথায় অর্থার্জ্জনের নিমিত্ত ভদ্রেতরের প্রভেদ নাই।

এই অবসরে পাদরী ডফ্ সাহেব কলিকাতাতে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন, তথায় জাতির অপেক্ষা, ভদ্রাভদ্রের অপেক্ষা না করিয়া বালকদিগের ন্যায় দেশীয় বালিকাদিগকে ধর্ম্ম পুস্তকের সহিত শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। পাদরিরা খৃস্টমণ্ডলী ছাড়িয়া এই প্রথমে বাহিরে স্ত্রীশিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। ধর্ম্ম তাঁহাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু যাঁহারা কন্যা পাঠায় তাহারা সে ধর্ম্মকে ভয় করে। কলিকাতায় যে উক্তরূপ দুই একটা বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিনী প্রেরিত হইত, তাহার কারণ নিতান্ত তুচ্ছ। হয়ত কেহ দুরন্ত বালিকাকে আবদ্ধ রাখিবার জন্য, কি কোন সাহেবকে বশীভুত করিবার জন্য ২। ৪ দিনের জন্য বালিকা পাঠাইতেন। বেশ্যাকন্যাগণের বিদ্যালয়ে যাইবার বিশিষ্ট কারণ ছিল। সময়ের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষিত লোকের মনোরঞ্জন করিতে হইয়াছে, সুতরাং সময়োচিত উন্নতি তাহাদের চাই, উচ্ছৃঙ্খল থাকায় বাহ্যিক পরিবর্ত্তনে তাহাদের বাধা নাই। সঙ্গীত বিদ্যাভ্যাস, জামাজুতা পরা ও লেখাপড়া শিখা তাহাদের ভাগ্যে অগ্রে ঘটিল। সুখের বিষয় দুই একটী হতভাগিনী বিদ্যালয়ে গিয়া সুশিক্ষিত হইয়া পাপজীবন হইতেও মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল ক্ষুদ্র লক্ষ্যে কোন্ কার্য্য সকল হইতে পারে? স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি

হইল না। ইত্যবসরে খৃষ্টধর্ম্ম যাজকেরা পরামর্শ করিলেন, কতিপয় ইউরোপীয় মহিলা দ্বারা কলিকাতাস্থ ভদ্র পরিবারের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার ভাণে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবেন। "জেনানা মিসন" অর্থাৎ অন্তঃপুর প্রচার নামক সভা ঐ ব্রতে ব্রতী হইল। শিক্ষয়িত্রীরা কেবল খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন, শিক্ষার্থিনীরা কেবল পশম বুনিতে চাহে, খৃষ্টধর্ম্ম বুঝিতেও চায় না। স্ত্রীশিক্ষা নাম মাত্র হইল।

খৃষ্টধর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এদেশে কার্য্য করিতে পারে না। একে ঐতিহাসিক ধর্ম্ম, তাহাতে বিজাতীয়; এবং ইউরোপীয় খৃষ্টানের রূঢ়স্বভাব এ দেশীয়ের নিকট বিরক্তিজনক। শান্তস্বভাবা হিন্দু মহিলা, ঐরূপ রুক্ষ স্বভাব ভাল বাসিবে কেন? খৃষ্টধর্ম্মকে বাঙ্গালীরা ভয় করে এবং ভয় করিবার কারণও আছে। খৃষ্টান পাদরী বৃদ্ধ হিন্দু পিতামাতার কোল হইতে বালক বালিকা কাড়িয়া লইয়া, আবার তাহাদের নামে পুলিসে ও আদালতে মকদ্দমা করিয়া অনর্থক তাহাদিগকে পীড়ন করেন। আরশুলা ধরিয়া তাঁহারা একেবারে কাঁচপোকা করিয়া ছাড়িবেন—কাঁটা চামচা হস্তে দিয়া, অখাদ্য খাওয়াইয়া, মদ্যপায়ী করাইয়া, হাট কোট পরাইয়া, এমন কি নাম ও ভাষা পর্য্যন্ত বদলাইয়া দেন। কোন্ কুলবালা তাঁহাদের হস্তে যাইতে চাহিবেন—কোন্ ব্যক্তিই বা আপন স্ত্রী, ভগিনী কন্যাকে ঐরূপ সভ্য করিতে দিবে?

বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষা দুঃসাধ্য হইল। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা বৃথা—খৃষ্টানদেরও চেষ্টা বৃথা। বাহির হইতে ডাকিলে কি হইবে, ভিতর হইতে পাঠায় কে? সংসারের মধ্যে এমন একটী অবস্থা চাই, যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজনীয় হইবেক—না হইলে নহে, তবে উহা সাধারণের গ্রাহ্য ও উপকারজনক হইবে।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কুমারী ম্যাকরয়েট যে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিবার কল্পনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা প্রধান বিচারালয়ের সুযোগ্য বিচারপতি ফিয়ার সাহেব ও তাঁহার বিবি;

অন্যতর বিচার পতি বাবু দ্বারকা নাথ মিত্র,এবং বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু মনোমোহন ঘোষ উক্ত সভার সভ্য হইয়াছেন, এবং কুমারী ম্যাকরযেট সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এমন একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, যাহাতে ইংরাজি এবং বাঙ্গালা ভাষাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইবে। দশ বারোটী ছাত্রী হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। আমরা শুনিলাম যে ২।৫ জন এখনি ছাত্রী শ্রেণী ভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয়ের জন্য এক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এইটী চাঁদা দ্বারা তুলিতে হইবে। প্রধান শিক্ষয়িত্রী পদে নিয়োগ করিবার জন্য বিলাত হইতে এক জন উপযুক্ত বিবিকে আনিবার কথা হইতেছে।

২। গত ১১ ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ফ্রি চার্চ্চের অনাথ নিবাস গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনোপলক্ষে লেপ্টনন্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব একটী বক্তৃতা করেন। তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে "এদেশীয় নারীগণের বিদ্যাশিক্ষা কখন ধর্ম্মশূন্য হওয়া উচিত নহে। সাধ্বী, সুশীলা, উদারাশয়, দয়ালু এবং মনুষ্যের সুখনিদান হওয়া স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। এইকারণে যাঁহারা বিদ্যার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা দান করেন, তিনি তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত। যে কোন ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হউক, তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই।"

৩। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমরা পরম দুঃখিত হইলাম। ইনি একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ও প্রজাহিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। প্রুসিয়ান্ দিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত এবং প্রজাগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া অবধি তিনি অতি দুরবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন। এতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, অত্রত্য আপামর সাধারণ তাঁহার মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

অজ্ঞান আছি হে প্রভু কর জ্ঞান দান, হে কর জ্ঞান দান।
দয়া করে অধীনীরে কর পরিত্রাণ, হে কর পরিত্রাণ॥
বিকল বধির প্রায় আছি সর্ব্বক্ষণ।
পাপ দিকে মতি মম ধায় অনুক্ষণ॥ ১
কিবা ভাল কিবা মন্দ কিছু নাহি জ্ঞান।

জ্ঞান শূন্য আছি আমি অন্ধের [illegible]।
অজ্ঞান তিমির মোর কর নিবারণ।
ব্রহ্মজ্ঞান হোক মম হৃদয়ের ধন॥
দীননাথ যোড় হাতে করি তব স্তব।
তব জ্ঞান চাই শুধু চাহিনা বিভব॥
কবে মুক্ত হব প্রভু কবে যাবে পাপ।
কত দিনে যাবে মোর হৃদয় সন্তাপ॥
কৃপাকর দীননাথ তব কন্যা প্রতি।
ভয়াল সংসার হতে কর হে নিষ্কৃতি॥
তোমার নিয়ম যেন হয় অখণ্ডন।
দিবানিশি পালি যেন করিয়া যতন॥
দীন দুঃখি দুঃখ দেখি করিতে মোচন।
আমার অন্তর যেন করে আকিঞ্চন॥
সতীত্ব ধর্ম্মেতে যেন থাকে মম মন।
অপর পুরুষে দেখি পিতার মতন॥
পিতামাতা আর যত আছে গুরু জন।
ভক্তি রসে স্নিগ্ধ করি সকলের মন॥
পরহিংসা মনে যেন না হয় উদয়।
পর উপকারে যেন সদা মন রয়॥
সকলের প্রিয় হব মিথ্যা না কহিব।
মধুর বাক্যেতে আমি সকলে তুষিব॥
দাস দাসী আপনার আছে যত জন।
সকলে দেখিব আমি আপন মতন॥
অধিষ্ঠিত হও নাথ হৃদয় আসনে।
নিরাতঙ্কে যাই যেন শমন সদনে॥
যখন আসিবে সেই ভীষণ শমন।
যখন আসিয়া মোরে করিবে বন্ধন॥
বলে ধরে লয়ে যাবে আপন আগারে।
ভাই বন্ধু কার সাধ্য তখন নিস্তারে॥
তোমা বিনা না দেখি উপায় যে সদয়।
অভাগা কন্যার প্রতি হও না নিদয়॥
জ্ঞানের প্রদীপ মনে জ্বলে সর্ব্বক্ষণ।
চরণে তোমার প্রভু এই নিবেদন॥

[illegible] শ্রীমতী [illegible] বসাক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১৬ সংখ্যা | চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

গার্হস্থ্য দর্পণ।

আত্মীয় ও অপরদিগের প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ।

অনেকে মনে করেন যে গৃহস্বামী, গৃহিণী ও পুত্রকন্যা এই লইয়াই [illegible]। [illegible] কোন জাতীয় লোকদিগের মধ্যে তাহাই রীতি বটে, কিন্তু হিন্দুদিগের সেরূপ রীতি নহে। হিন্দুদিগের রীতি অনুসারে কেবল [illegible] ও পুত্রকন্যাকে প্রতিপালন করিলেই গৃহিব্যক্তির গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালন করা হয় না; পিতামাতাদি গুরুলোকের সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়। গুরুলোকের সেবাশুশ্রূষার নিয়ম পূর্ব্বে লিখি[illegible] হইয়াছে। পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করাও যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য।

শা[illegible]দিগের মতে —

"অনাথাং ভগিনীং কন্যাং পুত্রাদীন দাস দাসিকাঃ।
বন্ধূন্ স্বজন সম্বন্ধানবশ্য পোষ্য বান্ধবান্॥"

অনাথা ভগিনী, অনাথা কন্যা, এবং পুত্রাদি অর্থাৎ পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, দৌহিত্র ও জামাতা; দাস দাসী, বন্ধু বান্ধব স্বজন কুটুম্বাদি সকলে পোষ্যবর্গ মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহাদিগের প্রতিপালন পক্ষে ধর্ম্ম শাসন ও লোকাচার শাসন থাকাতে অসীম মঙ্গল হইয়াছে। আত্মীয় কুটুম্বদিগের মধ্যে যাহারা নিরাশ্রয়, তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান না করিয়া

যিনি অন্য কোন পাত্রে দয়া ধর্ম্ম প্রকাশ করেন তিনি "গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেন।" "গৃহে দান আরম্ভ হয়" একথাটি ইংরাজদিগের মধ্যে সাধুবচন। আপনি স্ত্রী পুত্র কন্যা মাত্রের সহিত মিষ্টান্ন ভোজন করা অপেক্ষা নিরাশ্রয় আত্মীয় বর্গ সকলের সহিত শাকান্নভোজন করা শ্রেয়ঃ। অনেকে পোষ্য বর্গ প্রতিপালন করা রীতিতে অতিশয় বিরক্ত, কিন্তু সে রীতি না থাকিলে এদেশের দারিদ্র্যের সীমা থাকিত না। এদেশের ব্যবহারানুসারে অসহায় অনাথা ও অবগণ্ড হইবার যথেষ্ট কারণ আছে যথা বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহের অভাব, স্ত্রীজাতির মূর্খতা ইত্যাদি; কিন্তু তাহাদিগের সাহায্যের নিমিত্ত তাদৃশ সংস্থান নাই। যদিও কোন কোন (ফণ্ড) দাতব্য ভাণ্ডার হইতে তাহাদিগের কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করা যায়, তথাপি পোষ্যবর্গ প্রতিপালন করা আমাদিগের দেশীয় রীতিটি যে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলদায়ক ও দয়া ধর্ম্ম শিক্ষার আদি অনুষ্ঠান, তাহার কোন সন্দেহ নাই। "বৃহদ্গোষ্ঠী দরিদ্রতা" একথা সত্য বটে, বৃহদ্গোষ্ঠী প্রতিপালনে ব্যতিব্যস্ত হইলে যথেষ্ট পরিমাণে আপনার মহত্ব সাধনের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে এ আপত্তিও নিতান্ত অমূলক নহে; কিন্তু দয়া ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিক মহত্ব কোথায়? দয়াধর্ম্মের উপরোধে সাধারণ ভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ দান করিয়াই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না? সম্মুখস্থ অনাহারীকে অগ্রে আহার না দিয়া আপনার উদরপূরণে কি তৃপ্তি বোধ হইতে পারে? এমন আত্মস্থপরতা গৃহস্থের ধর্ম্ম নহে; এমন নির্দয়তা আর্য্য জাতির ধর্ম্ম নহে। গৃহিণীর কিন্তু সাবধান হওয়া উচিত যে অন্যকে আশ্রয় প্রদান জন্য তাঁহার মনে অভিমান না হয়। যে কোন মহৎ ধর্ম্মই সাধন করুন, আর যত পুণ্য কর্ম্মই করুন, মনে অভিমানরূপ অগ্নি থাকিলে সে সমস্তই ভস্মীভূত হইবে। গুরুলোকের সেবা শুশ্রূষা করিয়া যেমন তাহার প্রসাদেই তৎসাধনে কৃতার্থ মানিতে হয়, পোষ্যবর্গ প্রতিপালনেও কর্ত্তব্য মাত্র সাধন বিবেচনায় আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতে হয়। "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে" আমি কর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কার করা মূঢ়ের কর্ম্ম। পোষ্যবর্গ মধ্যে যাহার প্রতি যেরূপ যত্ন করা আবশ্যক সেইরূপ করিবে, শিশুকে আপন সন্তানের ন্যায় পালন ও শিক্ষাদান করা এবং নারীকে আপনগৃহ-

কার্য্যে সহকারিণী করা আবশ্যক। পৃথিবীতে এমন প্রাণী নাই যে উপকারীর প্রত্যুপকার না করিতে পারে, সুতরাং যে গৃহিণীর এরূপ পোষ্য আছে তাহার কার্য্যের অনেক সাহায্য হয়। পোষ্যদিগকে কদাচ অনাদর করা উচিত নহে। তাহারা যদি নিরাশ্রয় এবং পোষ্যশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত না হইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে যেরূপ আদর ও যত্ন করা যাইত, তাহার অন্যথা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

জন্ম বিবাহাদি দ্বারা যেমন জ্ঞাতিকুটুম্বাদি সম্বন্ধ, বাস নৈকট্য দ্বারা তেমনি প্রতিবাসী সম্বন্ধ। উভয় প্রকার সম্বন্ধ দ্বারাই পরস্পরের অশেষবিধ উপকার হয়। পোষ্যবর্গকে বা অন্য জ্ঞাতি কুটুম্বকে যেমন, প্রতিবাসীকে ও তেমনি আত্মীয়ের ন্যায় দেখিবে। তাহাদের মঙ্গল সাধনে সর্ব্বদা যত্ন করিবে। তাহাদের উন্নতিতে কদাচ দ্বেষ করিবে না। অনেকের কুস্বভাব এমনি যে অপরের মঙ্গল দর্শনে যত দ্বেষ না হয়, আত্মীয়গণের মধ্যে কাহার উন্নতি দেখিলেই মনে অত্যধিক দ্বেষ উপস্থিত হয়। এই কুস্বভাব অনেক নিরর্থক দুঃখের কারণ। যে জাতির এই কুস্বভাব যত প্রবল, সেই জাতি ততই শ্রীহীন।

নীতিশাস্ত্রের প্রধান আদেশ এই যে 'ভ্রাতাকে বা প্রতিবাসীকে আপনার ন্যায় প্রীতি করিবে।' আপনিই প্রেমের কেন্দ্র স্থল। আপনার রক্ষা আপনি করিবে, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এ বিষয় শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যেকেই অপরের সুখ দুঃখাপেক্ষা আপনার সুখ দুঃখ অধিক বুঝিয়া থাকে, কেন না আপনার সুখদুঃখ প্রত্যক্ষসিদ্ধ অর্থাৎ স্বভাবতঃ জানা যায়, অপরের অনুমানসিদ্ধ—অনুভব করিয়া জানিতে হয়। কিন্তু প্রেমের স্বভাবসিদ্ধ প্রসারণ শক্তি থাকাতে কেহই শুদ্ধ আপনার প্রতি প্রেম করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। আপনার পরেই যাহাদিগের সহিত একত্রে এবং এক পরিবারে থাকা যায়, তাহাদিগের উপরে প্রেম স্বভাবতঃ প্রসারিত হইয়া পড়ে যথা—পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্ত্রী ভ্রাতৃ ভগিনী ইত্যাদি। সম্পর্ক যত দূরস্থ হইতে থাকে, প্রীতিভাবের প্রসারণ সীমা-কৃতি ও কেন্দ্র হইতে তত দূরবর্ত্তী হইতে থাকে এবং ইহার প্রভাবের হ্রাসতা হইতে দেখা যায় অর্থাৎ যাহার সহিত যত দূর সম্বন্ধ, তাহার সহিত আত্মীয়-

তার সেই পরিমাণে অল্পতা হয়। জ্ঞাতি কুটুম্ব সম্বন্ধে ইহার যে নিয়ম, প্রতিবাসী সম্বন্ধেও ইহার সেই নিয়ম। একত্র সহবাস প্রযুক্ত সন্নিকটস্থ প্রতিবাসীর সহিত যেরূপ আত্মীয়তা, দূরাঞ্চলবাসী স্বদেশীয়ের প্রতি তত দূর আত্মীয়তা থাকে না এবং যে কোন স্বদেশীয়ের প্রতি যত আত্মীয়তা, বিদেশীয়ের প্রতি তত হইতে পারে না। গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যানুরোধে যাহাদিগের সহিত আত্মীয় ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, আত্মীয় পদের দ্বারা তাহারাই বিশেষ রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদিগের সহিত ব্যবহারের বিশেষ নিয়ম এই-শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা, কথা দ্বারা, জ্ঞান ও সদ্ভাব বা অর্থ দ্বারা যথাসাধ্য পরস্পরের উপকার করিবে এবং কাহারো বিপদে আপন বিপদ বিবেচনা করিয়া তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত যত্ন করিবে। বিপদ কালে যে নিকটে উপস্থিত থাকে, সেই বান্ধব। রোগের প্রতীকারের নিমিত্ত সাহায্য করা, মৃত্যুশোকে হতাশহৃদয় ব্যক্তিকে সান্ত্বনা করা, দুর্জ্জনের পীড়ন হইতে রক্ষার নিমিত্ত সহায়তা করা, চৌর অগ্নি ভয় ইত্যাদি বিপদে সত্বর হইয়া মুক্ত করা, কুপথগামী ব্যক্তিকে সৎপথাবলম্বী করিতে সম্যক্ যত্ন করা, অর্থ দ্বারা বা শিক্ষা দ্বারা বিদ্যোপার্জ্জনে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা, পরস্পরের পুত্র কন্যার প্রতি আপন পুত্র কন্যার ন্যায় বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করা ইত্যাদি যে সকল কার্য্য দ্বারা পরস্পরের উপকার ও উন্নতি হয় এবং সকলের হৃদয়ে প্রীতি সুধা সিঞ্চিত হয় সেই সকল কার্য্য আত্মীয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্য।

আত্মীয়দিগের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ প্রকাশ করণ জন্য লোকাচারের উৎপত্তি। সেই লোকাচার শব্দকে বিকৃত করিয়া যেমন লোকে লৌকতা বলে, তেমনি ইহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া অনর্থ সংঘটন করে। আত্মীয় ব্যক্তির পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হইলে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা, তাহার নিকটে যাইয়া তাহার হৃদয়ের দুঃখের ভার লাঘব করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে ব্যক্তি যথার্থ অন্যের দুঃখে দুঃখী, তিনি তাহা প্রকৃত রূপে করিতে পারেন, নতুবা ছলপূর্ণ বাক্য দ্বারা লৌকতা সারার কিছুই তাৎপর্য্য নাই। ব্যবহার আছে যে শ্রাদ্ধ বিবাহ অন্নপ্রাশন ইত্যাদি ক্রিয়াতে আত্মীয় লোকেরা বস্ত্র যৌতুক ইত্যাদি বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যবহার যাহাই হউক

তাহা পালন করিবার সময় সেই ব্যবহারটি কতদূর হৃদয়গত ভাবের সাপেক্ষ এবং কত দূর তদ্বিরুদ্ধ তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যবহার হৃদয়ের ভাবের বিরুদ্ধ, তাহাতে মিথ্যাড়ম্বর বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু প্রায় দেখা যায় যে প্রকৃত শাস্ত্র অপেক্ষা মেয়েলি শাস্ত্রকে লোকে অধিক আদর করে। অতএব বিবেচনা করিয়া ইহার প্রাবল্য যতদূর যুক্তি সঙ্গত রাখা উচিত, ততদূর মাত্র রাখিয়া ইহার শাসন করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু তাবল্লোকেরই কর্ত্তব্য যে আত্মীয়গণের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ বোধ করেন। সেই রূপ বোধ করিবার কারণ মনের প্রীতিভাব। যাহারা আত্মীযবর্গ মধ্যে বিশেষ রূপে পরিগণিত হয়, তাহাদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকা সেই প্রীতিভাবের প্রকৃত স্বভাব নহে। ইহার প্রসারণী শক্তি জগ-দ্ব্যাপিনী। ইহার প্রকৃত শক্তির কার্য্য সম্যক্ প্রকাশিত হইলে পরাপর ভেদ থাকে না, সকলকেই সমান রূপে আপনার ন্যায় বিবেচনা করা যায়। নীতি শাস্ত্রের নিগম এই যে

"ভীতেভ্যশ্চাভয়ং দেয়ং ব্যাধিতেভ্যস্তথৌষধং।
দেয়া বিদ্যার্থিনে বিদ্যা দেয়মন্নং ক্ষুধাতুরে।"

অর্থাৎ যে কেহই হউক, ভীত ব্যক্তিকে অভয় দান, পীড়িতকে ঔষধ দান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান ও ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করা কর্ত্তব্য।

"অন্নদানাৎপরং দানং নভূতো ন ভবিষ্যতি।"

অন্নদানের তুল্য দান হয় নাই ও হইবে না।

এদেশীয় ব্যক্তিদিগের অতিথিসেবার প্রতি শ্রদ্ধা অতিশয় প্রশংসনীয়। এবিষয়ে শাস্ত্রেরও শাসন অতি দৃঢ় :—

"তপাংসি যজ্ঞাঃ সত্যঞ্চ শীলং ধর্ম্মশ্চ কর্ম্মচ।
"অপূজিতৈরতিথিভিঃ সার্দ্ধং সর্ব্বে প্রযান্তি তে॥'

অতিথি বিমুখ হইলে গৃহস্থদিগের তপ যজ্ঞ শীলতা ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সকলই তাহার সহিত প্রস্থান করে।

"অতিথিঃ পূজিতো যেন বিশ্বঞ্চ তেন পূজিতং।
অতিথির্যস্য তুষ্টোহি তস্য তুষ্টো হরি স্বয়ং॥"

যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক অতিথি পূজিত হয় তৎকর্ত্তৃক এইবিশ্বই পরিপূজিত হইল জানিবে, যাহার প্রতি অতিথি পরিতুষ্ট হয় তাহার প্রতি স্বয়ং ঈশ্বর পরিতুষ্ট হয়েন।

ইহাদ্বারা সকলের প্রতি প্রীতিভাব রাখা এবং সেই প্রীতি ভাবকে শুদ্ধ কুটুম্ব ও প্রতিবাসীদিগের মধ্যে বদ্ধ না রাখা যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় তাহা সপ্রমাণ হইল। আরও ভগবদ্ গীতায় আছে—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতিযোঽর্জ্জুনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

আপনার সুখ দুঃখে যেমন, সকলের সুখ দুঃখেও সে তেমনি ভাবে, সেই পরম যোগী।

কিন্তু সকল জীবকে যে আত্মবৎজ্ঞান করিতে হইবে তাহার নিগূঢ় কারণ এই যে

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগী সকল ভূতেই পরমাত্মাকে দেখেন এবং পরমাত্মাতে সকল ভূতকে দেখেন।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে কেবল মনুষ্য জাতি দয়ার পাত্র নহে, জীব মাত্রেই দয়ার পাত্র।

"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই কথার উপরোধে কোন কোন সম্প্রদায় পিপীলিকাকেও আহার দেওয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া থাকেন। সকল প্রাণীর কল্যাণ ইচ্ছা, ও কোন প্রাণীকে অনর্থক ক্লেশ না দেওয়া গৃহস্থের উচিত। যে সকল প্রাণীকে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন, তাহাদিগকে যথেষ্ট ভরণপোষণ প্রদান করা ও যত্ন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। গৃহস্থ যে প্রাণীকে যথোচিত যত্ন করিতে সক্ষম না হইবেন, তাহার স্বাধীনতা নষ্ট করা তাঁহার অতি অন্যায় কর্ম্ম।

নিয়ম। গৃহিণীর [illegible] বিষয় মনে রাখিয়া কর্ম করিতে পারিলেই সংসারের সকলে সদ্ভাবে ও সুস্থশরীরে থাকিয়া সচ্ছন্দে স্বীয় ২ কর্তব্যানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়েন। এজন্য গৃহিণীর যে সকল [illegible] থাকা আবশ্যক তন্মধ্যে প্রধান গুরুভক্তি, পতিপরায়ণতা, স্নেহ, সহিষ্ণুতা, দয়া ও সুশীলতা। এই কতিপয় গুণ থাকিলে তিনি সকলের প্রতি সদ্ভাব রাখিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইতে পারেন। পরে সংসারের কর্ম সুসম্পন্ন করণার্থে যে সকল গুণ থাকা বিশেষ আবশ্যক তন্মধ্যে প্রধান পরিশ্রমশীলতা, পরিষ্কার প্রিয়তা, মিতাচার ও মিতব্যয়িতা। এই সকল গুণ থাকিলে তাঁহারা সাংসারিক কার্য্য সাধনে সক্ষম হইতে পারেন। সংসারের সকলকে সুখী করিব এইটি [illegible] সঙ্কল্প করিয়া, এবং নিয়মই সকল কার্য্যের প্রধান সাধন এইটি মনে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া কর্ম করিলেই সাংসারিক কার্য্য সুসম্পাদিত হইবে। সামান্যতঃ যে চারিটি বিষয় গৃহিণীদিগের শিক্ষা করা কর্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল, তাহাদিগের বিশেষ বিবেচনা করিলে পশ্চাল্লিখিত রূপে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, কাহার প্রতি কি রূপ ব্যবহার করা কর্তব্য এইটি ধর্ম্মনীতির বিষয় এবং ইহার অন্তর্গত বিষয় সকলের মধ্যে বিশেষ আবশ্যক এই কয়েকটি—১ গুরুলোকের সেবাশুশ্রূষা, ২ স্বামিসেবা, ৩ শিশুপালন, ৪ আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার ও লোকাচার, ৫ অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, ৬ দয়াপ্রকাশ ও দান।

দ্বিতীয়তঃ। সংসারের সকল লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ যে সকল কার্য্য আবশ্যক তাহা স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় এবং তদন্তর্গত বিষয় সকলের মধ্যে বিশেষ আবশ্যক শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধ এপ্রকার বয়স ভেদে [illegible] বিধি, আহার বিধি, ও শয়ন বিধি। ইহার মধ্যে আহার বিধি শিক্ষার্থে কেবল কালীয় আহারীয় বস্তুসকলের গুণ, পাকক্রিয়া ও বহুবিধ [illegible] প্রস্তুত করণ বিধি শিক্ষা করা কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ [illegible] কার্য্য সকল নির্ব্বিঘ্নে ও [illegible] সম্পাদন [illegible] এই বিষয়টি সাংসারিক কার্য্যপ্রণালী [illegible] গৃহিণীদিগের [illegible] [illegible] বিষয় [illegible]

অর্থাৎ কি ২ দ্রব্য সামগ্রী কি ২ কর্ম্মের নিমিত্ত আবশ্যক এবং কিরূপ নিয়মে সেইসকল দ্রব্য রাখিতে হয়; ২ পরিষ্কার বিধি অর্থাৎ কি নিয়মে বাটীর সমুদয় স্থান পরিষ্কার থাকে এবং কি ২ দ্রব্য কিরূপে পরিষ্কার করিতে হয়; ৩ সময়ের নিয়ম অর্থাৎ কোন সময়ে কিরূপ কার্য্য করিলে সুবিধা হয়; ৪ পরিমিতাচরণ বিধি অর্থাৎ পুরাণ জিনিশের ব্যবহার, ছেঁড়া ও ভাঙ্গা জিনিশের মেরামত, নানাপ্রকার সামান্য অথচ অতি প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করণ বিধি; ৫ হিসাব রাখিবার নিয়ম।

চতুর্থতঃ। রোগাদি বিশেষ ঘটনাকালীন কর্ত্তব্য বিধান। ইহার অন্তর্গত বিষয় সকল যথা, ১ সামান্যতঃ রোগীর প্রতি যত্ন; ২ যে সকল রোগ অকস্মাৎ প্রকাশ পায় এবং শীঘ্র প্রতিকার না করিলে হানি হইতে পারে সে সকল রোগের প্রতিকার; ৩ আইন সংক্রান্ত যে সকল বিষয় সকল লোকের জানা আবশ্যক; ৪ ক্রিয়া কাণ্ডাদি উপস্থিত হইলে কি রূপ নিয়মাবলম্বন করিলে কার্য্য সুসম্পাদিত হয়।

যাঁহারা গৃহিণীর কার্য্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত বিষয় সকলের মধ্যে এক একটি বিষয়ে এক এক সময় বিশেষ মনোযোগ করিলে শীঘ্র সমস্ত বিষয়ই অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারিবেন।

হিন্দুদিগের বিবাহ প্রণালী।

(৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

দত্তক পুত্র নিজ গ্রহীতা গ্রহিত্রীর এবং জনক ও জননীর সগোত্রা বা সপিণ্ডা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। গ্রহীতা ও গ্রহিত্রীর সহিত পিণ্ডের এবং জনকজননীর সহিত রক্তের সম্বন্ধ, হিন্দুশাস্ত্রে এ উভয় সমান বলিয়া মান্য। কিন্তু নিকট সম্বন্ধের কন্যা তিন গোত্রের মধ্যে না পড়িলে তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে।

তৈসম্বন্ধং ভবেদ্যাতু পিণ্ডেনৈবোদকেন বা।
সা বিবাহ্যা দ্বিজাতীনাং ত্রিগোত্রান্তরিতা চ যা॥

যে কন্যার সহিত জল বা পিণ্ডদ্বারা সম্পর্ক না থাকে অথবা যে [illegible] ব্যবধানে অন্তরিতা তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে।*

জননীর সপত্নীর ভ্রাতৃকন্যা এবং ঐ কন্যার কন্যা বিবাহ্যা নয়।

মাতৃনাম্নী কন্যা অবিবাহ্যা।

মাতুর্যন্নাম গুহ্যং স্যাৎ সুপ্রসিদ্ধ মথাপি বা।
তন্নাম্নী যা ভবেৎ কন্যা মাতৃনাম্নীং প্রচক্ষতে॥
প্রমাদাদ্ যদি গৃহ্ণীয়াৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
ততশ্চান্দ্রায়ণং কৃত্বা তাং কন্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

মাতার যে নাম গুপ্ত বা সুপ্রেসিদ্ধ, সে নামের কন্যাকে মাতৃনাম্নী বলা যায়। ভ্রমক্রমে তাহাকে যিনি বিবাহ করেন, প্রায়শ্চিত্ত ও চান্দ্রায়ণ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

বাগ্দানের পর কন্যা মাতৃনাম্নী জানিতে পারিলে,

মাতৃনাম্নী যদা কন্যা বিবাহে কুলজা হি সা।
বিপ্রৈর্নামান্তরং কার্য্যং তস্যাঃ পিত্রোরনুজ্ঞয়া॥

তাহার পিতামাতার অনুজ্ঞায় বিপ্রগণদ্বারা অন্য নাম রাখিতে হইবে। নামের সঙ্গে ব্যক্তিগত অনেকটা যোগ আছে। মাতার নামে স্ত্রীর নাম হইলে তাহা লোকত লজ্জাস্কর এবং তাহাদ্বারা মনোবিকারের সম্ভাবনা। অতএব এস্থলে পত্নীর অন্য নাম দেওয়া উত্তম ব্যবস্থা।

সমান প্রবরা চাঁপি শিষ্যসন্ততি রেব চ।
ব্রহ্মদাতু গুরোশ্চৈব সন্ততি প্রতিষিদ্ধ্যতে॥ উদ্বাহতত্ত্ব।

সমান প্রবরা, শিষ্যের কন্যা এবং বেদোপদেষ্টা গুরুর কন্যা বিবাহে নিষিদ্ধ। শিষ্যের কন্যা পুত্রের কন্যার ন্যায় এবং গুরুকন্যা ভগিনী তুল্য, অতএব তাহাদের সহিত বিবাহ অবিধেয়।

মনু নিম্নলিখিত কয়েক কুলের কন্যাগণকে দৃষ্টদোষা বলিয়া তাহাদিগের সহিত বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন।

* প্রপিতামহ কাশ্যপগোত্র (১), তৎকন্যা শাণ্ডিল্য গোত্র (২), তৎকন্যা সাবর্ণ গোত্র (৩) তৎকন্যা বাৎস্য গোত্রা (৪) হইলে, এই শেষোক্ত কন্যার অবিবাহিতা [illegible] [illegible] গোত্র হওয়াতে [illegible] অতএব বিবাহ যোগ্যা।

মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোজাবি ধন ধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
হীনক্রিয়াং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয়্যাময়া ব্যপস্মারি শ্বিত্রি কুষ্ঠি কুলানি চ ॥
নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং ॥
যস্যাস্তু ন ভবেদ্ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকা ধর্ম্মশঙ্কযা ॥

গো, অজা, মেষ ও ধনধান্যে মহাসমৃদ্ধ হইলেও স্ত্রীসম্বন্ধে এই দশকুল পরিত্যাগ করিবে। যে কুলে বেদবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠান হয় না, পুত্র সন্তান জন্মে না, যাহাতে বেদাধ্যয়ন নাই, যাহা ঘনলোমযুক্ত, অর্শ ক্ষয় আমাশয় মৃগি বা শ্বিত্র কুষ্ঠ রোগযুক্ত, তাহা ত্যাগ করিবে। তাম্রকেশা, অধিকাঙ্গী, চিররোগিণী, লোমহীনা, বা অধিক লোমযুক্তা, বাচালা অথবা পিঙ্গলাক্ষী কন্যাকে বিবাহ করিবে না। যাহার ভ্রাতা হয় নাই, ও পিতা কে তাহা জানা যায় না সন্তানোৎপত্তি ও অধর্ম্মাশঙ্কায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিবেন না।

পিতামাতার দোষগুণ অনেক পরিমাণে সন্তানে বর্ত্তে, অতএব যে কুলে শারীরিক অঙ্গবিকৃতি স্পষ্ট দেখা যায়, তদুৎপন্ন সন্তান সকলেও সেই সকল দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। যে পরিবারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান বা সমাদর নাই, তদুৎপন্ন সন্তানেরা যে সুশীল, সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবে এরূপ আশা করা যায় না। অতএব এরূপ স্থলে বিবাহ বিষয়ে সতর্ক হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

নর্ক্ষ বৃক্ষ নদী নাম্নীং নান্ত্য পর্ব্বত নামিকাং
ন পক্ষ্যহি প্রেষ্য নাম্নীং নচ ভীষণ নামিকাং ॥

মনুর মতে নক্ষত্র বৃক্ষ বা নদী নাম্নী অথবা নীচজাতির নামধারিণী পর্ব্বত নাম্নী অথবা পক্ষীর সর্পের বা দাস দাসীর নামধারিণী কিম্বা ভীষণ নাম্নী কন্যা বিবাহ যোগ্যা নয়।

নামের জন্য কাহাকে জঘন্য বলিয়া পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে।

এইজন্য এসকল কন্যাকে বিবাহ করিলে বিবাহ অসিদ্ধ হয় না। তবে ইতর ও ভয়ঙ্কর নাম ভদ্ররুচির অনুমোদিত নয় বলিয়া তাহা আদরণীয় নহে।

প্রিয়সখীর প্রতি কোন অবলার খেদোক্তি।

এস এস প্রাণ সখি! কি কর বসিয়া।
দেখিছ না দিন সব যাইছে চলিয়া?
যে কিছু করিতে পার কর এই বেলা।
আর কি করিতে সাধ গিছে ছেলে খেলা?
বাহিরের চাক চিক্যে ভুল না ভুল না।
ভিতরে প্রবেশ করি দেখ হে আপনা!
কি দেখিবে? --দেখিতেছি আমি হে যেমন।
অন্ধকার কারাগারে আত্মার ভবন!
পাপের কঠোরাঘাত সহিতে না পারি।
উঠিছে আত্মার নাদ অম্বর বিদারি॥
না পেয়ে সত্যের অন্ন শান্তির জীবন।
মৃত প্রায় হয়ে দেখ করিছে রোদন॥
স্থির কর্ণে শুনিতাম যদি এ বিলাপ।
তা হলে কি পেতে হতো এত মনস্তাপ!
নিরন্তর সংসারের কলহ ভীষণ।
শুনিতে না দেয় কভু আত্মার ক্রন্দন॥
ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুলতা ক্ষণপ্রভা প্রায়।
হৃদয়ে উদিত হয়ে কোথায় লুকায়॥
বাহিরের ভাবে মগ্ন আছে সদা চিত।
চাহে না অন্তর ভাব হইতে বিদিত॥
ঘুরে ঘুরে মরিতেছে বিষয়ের বনে।
হিত উপদেশ তবু না লয় শ্রবণে॥
দোষ কি তাঁদের?—যাঁরা, নারী-হিত ব্রতে

সাধন করিতে সদা আছেন বিব্রত ॥
কত করিয়েন করিছেন দিবানিশি।
তথাপি না প্রকাশিত হলো জ্ঞান শশী ॥
সরলা অবলা যাঁরা সুশিক্ষার বলে।
জ্ঞান দীপ হস্তে লয়ে অতি কুতূহলে।
যেতেছেন পথ দেখি নাহি কোন ভয়।
আলোকের তেজে তম হইয়াছে লয় ॥
নাহি সে আলোক সখি নাহি ধর্ম্মবল।
চলিতে চরণ কাঁপে, হৃদয় বিকল ॥
জ্ঞানালোকে আলোকিত যাহাঁদের মন।
পবিত্রতা যাহাঁদের হৃদয় ভূষণ ॥
ধরম কবচে যাঁরা সদা আবরিত।
কি ভয় তাঁদের সখি ? সদা দৃঢ়চিত ॥
সংসারের ভ্রূভঙ্গিতে না হয়ে কাতর।
অটল অচল সম বহে নিরন্তর ॥
পর্ব্বত প্রমাণ বাধা দলিয়া চরণে।
নির্ভীক হৃদয়ে চলে আশ্বাসিত মনে ॥
অবশেষে আশার রতন হৃদে পেয়ে।
প্রেমানন্দে নৃত্য করে প্রেমোন্মত্ত হয়ে ॥

এসো না প্রাণের বোন্ মিলে দুই জনে।
দীনবেশে কাঁদি দীননাথের চরণে।
জীবন রতনে ছাড়ি এ মৃত জীবন
কত কাল দেহে আর করিব বহন ॥
শুকাইয়া গেছে কি রে ভকতির ফুল ?
বিশ্বাসের লতা বুঝি হয়েছে নির্ম্মূল ?
না সখি—নিরাশ কভু হওনা হওনা।
কাঁদিলে মা কাছে আসি দিবেন সান্ত্বনা ॥
ত্রিতাপ অনলে পুড়ি অতি সকাতরে

যে ডাকে তাঁহারে ভক্তি, সরল অন্তরে॥
স্নেহময়ী মা মোদের আর কি তখন।
থাকিতে পারেন, শুনি ভকত রোদন॥
প্রেম-সুধা দানে তারে শীতল করিয়া।
চির শান্তি সুখ ধাম দেন দেখাইয়া॥
তাই বলি, তেয়াগিয়া গর্ব্ব অহঙ্কার।
নত হই এস সই চরণে সবার॥
সরল পবিত্র ভাব করিয়া ধারণ।
সাধু ভাই, ভগ্নী সনে করি সম্মিলন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে চল মার কাছে যাই।
ব্যাকুল হইয়া তাঁর চরণে লুটাই॥
দিবেন আনন্দময়ী আনন্দ অপার॥
দূরে যাবে হৃদয়ের বিষাদ আঁধার॥

কৃত্রিম অঙ্গবিকৃতি।

কটিবন্ধন।

ইংলণ্ডে জন্মমৃত্যুর এক বার্ষিক বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে ১৮৩৯ অব্দে ৩১০৯০ একত্রিংশ হাজার নব্বইটী ইংরেজ রমণী, যক্ষ্মাকাস হইয়া মরিয়া যায়। ক্ষুদ্র গৃহে বদ্ধ ভাবে থাকা এবং পরিচ্ছদ দ্বারা বক্ষ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখা এই দুইটী এই ভয়ঙ্কর অকাল মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরিচ্ছদ পরিধানের দোষে অর্থাৎ শক্ত বন্ধনী দ্বারা কাঁকাল বাঁধাতে প্রতি বৎসর অন্যূন পনর হাজার স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইতেছে ডাক্তরেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ন্যায় আমেরিকাতেও এই কুরীতির বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, সুতরাং ইহাদ্বারা [illegible] কত অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে। বস্তুতঃ ইহাদ্বারা যত স্বাস্থ্য ও প্রাণ হানি হয় এমন আর কোন অঙ্গ বিকৃতি দ্বারা নহে। আমেরিকার আদিম নিবাসীরা মাথা চাপিয়া দেখিতে কুৎসিত হয় বটে, কিন্তু

সচরাচর পীড়াক্রান্ত হয় না। চিনদের স্ত্রীলোকের পা কুঁকড়িয়া দেওয়াতে বাল্যকালে খিট খিটে স্বভাব হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের শারীরিক বলের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। ইংরেজ রমণীরা সভ্য নাম ধারণ করিয়া শরীর অসুখী ও বিকৃত করিবার সর্ব্ব প্রধান উপায় অবলম্বন করিয়াছেন!

চিন রমণীদিগের পা চাপিবার যে কারণ, বিবীদের শক্ত করিয়া কোমর বাঁধিবারও সেই কারণ। উভয় স্থলেই অঙ্গকে সুরূপ করাই উদ্দেশ্য। ডা[illegible] কর মত সরু কোমর সুন্দর, সুদৃশ্য এবং চমৎকার গঠন বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এরূপ বিবেচনা সৌন্দর্য্যের প্রকৃত জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় নাই—বিকৃত রুচি হইতেই উৎপন্ন। কল্পনা এবং অজ্ঞানতা ইহার মূল! হয়ত কোন রাজবনিতা ক্ষীণ মাঝার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য রমণীরা তাঁহার ন্যায় সুন্দরী দেখাইবার জন্য ফিতা দিয়া কোমর বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন, নিজের শরীরের আকৃতি ও পরিমাণের বিষয় কিছু ভাবিলেন না। যাহা হউক কোমর সরু করা রোগটী এখন কি ধনী, কি নির্দ্ধন সকল শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহাদ্বারা সুখ ও স্বাস্থ্যের কতদূর হানি হয় তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

শরীরের অভ্যন্তরে উপর্য্যুপরি দুইটী গহ্বর আছে—উদর ও বক্ষো গহ্বর। উপরিস্থ অর্থাৎ বক্ষো গহ্বরে হৃদয় ও ফুস ফুস * আছে। হৃদয় রক্ত চালনার যন্ত্র স্বরূপ হইয়া শরীরের নানা অংশে রক্ত সঞ্চারিত করিয়া দেয়। ফুস ফুস শ্বাসযন্ত্র, ইহার মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু কোশ ও প্রণালী আছে, প্রত্যেক নিশ্বাসে ইহাদের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়। উদর ও বক্ষো গহ্বরের মধ্যে এক খানি চামড়ার পর্দা আছে তাহাকে মধ্যাবরণ কহে। নিম্নস্থ গহ্বরে পাকস্থালী আছে। ইহা আহার গ্রহণ ও পরিপাক করিবার যন্ত্র। পাকস্থালীর উপরেই যকৃৎ, তাহা হইতে পিত্তরস নির্গত হয়। এই গহ্বরে আরও কয়েকটি প্রয়ো[illegible] জনীয় যন্ত্র আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে হৃদয় যন্ত্র, শ্বাস যন্ত্র,

* [illegible] ও [illegible] সংখ্যা বামাবোধিনীর ৫১ ও ১২৩ পৃষ্ঠার ছবি দেখ।

[illegible] এ সকলি অতি পরিপাটীরূপে শরীরস্থ গহ্বর মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে তিলমাত্র শূন্য স্থান নাই। আবার একটী যন্ত্র অপরটীর উপর গুরুতর পেষণ করিতেছে এমতও নহে। সকল যন্ত্রের আবশ্যক মত পরিমিত স্থান আছে একটু বেশী নাই, কমও নাই। এখন যদি কেহ বাহির হইতে চাপ দিয়া এমত সুন্দররূপে সজ্জিত যন্ত্র সকলকে বিকৃত করিয়া ফেলে তাহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? চাপ দ্বারা যন্ত্র সকল যে স্থানভ্রষ্ট এবং পরস্পর পেষিত হইবে তাহার সন্দেহ কি? ইহাতে তাহাদিগের কার্য্য সকল সচ্ছলরূপে চলিতে পারে না; হৃদয়ে রক্তস্রোত অনায়াসে প্রবাহিত হইতে পারে না, শ্বাস যন্ত্রে বায়ুর গতিবিধি সহজে হয় না, পাকস্থালীর জীর্ণ করিবার শক্তি কমিয়া যায়, যকৃৎ প্রভৃতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সমুদায় যন্ত্রটী বিকল হইয়া পড়ে।

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ।

ভারতসংস্কার সভা ১৮৭১ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন তাহার ষাণ্মাসিক পরীক্ষা, পরীক্ষক গণের মন্তব্য ও পারিতোষিক বিতরণের সংবাদ অনেক দিন হইল আমরা পাঠিকাগণের গোচর করিয়াছি। অল্পদিনের মধ্যে এই পরম হিতকর বিদ্যালয়টীর যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহাতে সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। গত ডিসেম্বরের শেষে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের সাংবৎসরিক পরীক্ষা হয়। পূর্ব্ব পরীক্ষকগণের অনেকে এবারও পরীক্ষার ভার গ্রহণ করেন, আরও কয়েকজন সুবিখ্যাত কৃতবিদ্য ব্যক্তি নূতন পরীক্ষক হন। পরীক্ষক দিগের মন্তব্য হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে এবং পাঠিকাগণের গোচরার্থে তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

I return the Bengali exercises of the students of the Female School of the I. R. Association.

They have all done very well indeed. I do not at this moment remember any Bengali Mss. written by Hindoo ladies with the accuracy and correction which characterize the enclosed papers. I have never seen any female's unassisted Bengali production so free from mistakes as these.

(Revd.) K. M. Banerjee.

ভারত সংস্কার সভান্তর্গত স্ত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের বাঙ্গলা উত্তর সকল আমি প্রতিপ্রেরণ করিতেছি।

তাঁহারা সকলেই বাস্তবিক অতি সুন্দর রূপে প্রশ্নের উত্তর সকল লিখিয়াছেন। এই উত্তর সকল যেরূপ ঠিক্ এবং বিশুদ্ধ দেখিলাম, হিন্দুরমণীগণপ্রণীত কোন হস্ত লিখিত পুস্তক যে তদ্রূপ দেখিয়াছি এমন স্মরণ হয় না। অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কোন স্ত্রীলোক যে এমন নির্ভুল লিখিতে পারেন ইহা কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

রেবরেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

The first class pupils have done exceedingly well. I do not think they are in any way inferior to the generality of Pandits of Vernacular Schools.

Mohes Chandra Sarma.

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীরা যার পর নাই উৎকৃষ্ট পরীক্ষা দিয়াছেন। বাঙ্গালা বঙ্গ বিদ্যালয়ে যে সকল পণ্ডিত শিক্ষা দিয়া থাকেন, ইহাঁরা যে তাঁহাদের কোন অংশে নিকৃষ্ট এমন আমার বোধ হয় না।

শ্রী মহেশ চন্দ্র শর্ম্মা।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক।

দেখিতে পাই, যাঁহাদের কেশ দাম পাদদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া কখন কখন ভূমি স্পর্শও করে।

এক গাছি চুলে অনেক ভার ঝুলিতে পারে এবং চুল যত অধিক বয়সের হয়, তত অধিক ভার সহিতে পারে। চুলের স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে। এক বুরুল চুলকে টানিয়া দশ বুরুল করা যায়, তথাপি তাহা ছিঁড়িবে না।

সাধারণতঃ শরীরের স্বাস্থ্যের সহিত চুলের যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহার বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপারের অদ্যাপি অনুসন্ধান হয় নাই, তাহা জানিতে পারিলে চিকিৎসা শাস্ত্রের বড় উপকার হইবে। শরীর অসুস্থ হইলে চুলের বিবর্ণতা দেখা যায়। পীড়া হইলে চুলের চাক্‌চিক্য থাকে না, ইহা ভিজা, শুষ্ক বা মলিন হইয়া যায়। কোন রোগে চুল প্রচুর পরিমাণে বাড়ে, মাথার ব্যারাম হইলে চুল ফেলিতে হয়। চুলের সঙ্গে শরীরের এমন সম্বন্ধ, যে ইহার যথোপযুক্ত বর্দ্ধনে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত বিধেয় বলিয়া বোধ হয়।

মনের ভাবোদ্রেকের সঙ্গে চুলের বর্ণান্তর হইবার আশ্চর্য্য কথা শুনা যায়। হঠাৎ কোন ভয়ঙ্কর বিপদ্‌পাত শ্রবণ করিলে চুল শাদা হয়। মনের দারুণ যন্ত্রণায় সমুদায় শারীরিক প্রকৃতি বিপর্য্যস্ত হইয়া ইহা এককালে অথবা ক্রমশঃ সংঘটন করে। কবিবর বায়রন তাহার এক কয়েদীর মুখে বর্ণন করিয়াছেন।

পাকিয়াছে কেশ মম, বয়সেতে নয়,
এক রজনীতে নহে এই বিবর্তন,
আকস্মিক ভয়ে যথা ঘটে মানবের।

এই দুই প্রকারে চুল পাকিবার অনেক গুলি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত পাঠ ও প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। একজন স্পেনীয় ভদ্রলোক কোন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের সহিত কুভাবে দেখা করিতে গিয়া ধৃত এবং মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্ত হন, ভয়ে এক রাত্রে তাহার চুল শাদা হইয়া যায়। সার টমাস্ মুরের চুল এক রাত্রে পাকে। স্কট রাজ্ঞী মেরী বিষম পরীক্ষায় পড়িয়া অকালে পক্বকেশ হইয়াছিলেন। নাবারের হেনরীর নিকট হঠাৎ একটী দুর্ঘটনার সংবাদ আসাতে কয়েক ঘণ্টা মধ্যে তাঁহার গোঁপ দাড়ী পাকিয়া গেল। একটী

I return the Bengali exercises of the students of the Female School of the I. R. Association.

They have all done very well indeed. I do not at this moment remember any Bengali Mss. written by Hindoo ladies with the accuracy and correction which characterize the enclosed papers. I have never seen any female's unassisted Bengali production so free from mistakes as these.

(REVD.) K. M. BANERJEE.

ভারত সংস্কার সভান্তর্গত স্ত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের বাঙ্গলা উত্তর সকল আমি প্রতিপ্রেরণ করিতেছি।

তাঁহারা সকলেই বাস্তবিক অতি সুন্দর রূপে প্রশ্নের উত্তর সকল লিখিয়াছেন। এই উত্তর সকল যেরূপ ঠিক্ এবং বিশুদ্ধ দেখিলাম, হিন্দুরমণীগণপ্রণীত কোন হস্ত লিখিত পুস্তক যে তদ্রূপ দেখিয়াছি এমন স্মরণ হয় না। অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কোন স্ত্রীলোক যে এমন নির্ভুল লিখিতে পারেন ইহা কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

রেবরেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

THE first class pupils have done exceedingly well. I do not think they are in any way inferior to the generality of Pandits of Vernacular Schools.

MOHES CHANDRA SARMA.

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীরা যার পর নাই উৎকৃষ্ট পরীক্ষা দিয়াছেন। [illegible] বঙ্গ বিদ্যালয়ে যে সকল পণ্ডিত শিক্ষা দিয়া থাকেন, ইঁহারা যে তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট এমন আমার বোধ হয় না।

শ্রী মহেশ চন্দ্র শর্ম্মা।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক।

দেখিতে পাই, যাঁহাদের কেশ বাম পাদদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া কখন কখন ভূমি স্পর্শও করে।

এক গাছি চুলে অনেক ভার ঝুলিতে পারে এবং চুল যত অধিক বয়সের হয়, তত অধিক ভার সহিতে পারে। চুলের স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে। এক বুরুশ চুলকে টানিয়া দশ বুরুশ করা যায়, তথাপি তাহা ছিঁড়িবে না।

সাধারণতঃ শরীরের স্বাস্থ্যের সহিত চুলের যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহার বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপারের অদ্যাপি অনুসন্ধান হয় নাই, তাহা জানিতে পারিলে চিকিৎসা শাস্ত্রের বড় উপকার হইবে। শরীর অসুস্থ হইলে চুলের বিবর্ণতা দেখা যায়। পীড়া হইলে চুলের চাকচিক্য থাকে না, ইহা ভিজা, শুষ্ক বা মলিন হইয়া যায়। কাশ রোগে চুল প্রচুর পরিমাণে বাড়ে, মাথার ব্যারাম হইলে চুল ফেলিতে হয়। চুলের সঙ্গে শরীরের এমন সম্বন্ধ, যে ইহার যথোপযুক্ত বর্দ্ধনে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত বিধেয় বলিয়া বোধ হয়।

মনের ভাবোদ্রেকের সঙ্গে চুলের বর্ণান্তর হইবার আশ্চর্য্য কথা শুনা যায়। হঠাৎ কোন ভয়ঙ্কর বিপদ্পাত শ্রবণ করিলে চুল শাদা হয়। মনের দারুণ যন্ত্রণায় সমুদায় শারীরিক প্রকৃতি বিপর্য্যস্ত হইয়া ইহা এককালে অথবা ক্রমশঃ সংঘটন করে। কবিবর বায়রন এরূপ এক কয়েদীর মুখে বর্ণন করিয়াছেন।

পাকিয়াছে কেশ মম, বয়সেতে নয়,
এক রজনীতে নহে এই বিবরণ,
আকস্মিক ভয়ে যথা ঘটে মানবের।

এই দুই প্রকারে চুল পাকিবার অনেকগুলি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত পাঠ ও প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। একজন স্পেনীয় ভদ্রলোক কোন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের সহিত কুভাবে দেখা করিতে গিয়া ধৃত এবং মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্ত হন, তাহে এক রাত্রে তাহার চুল শাদা হইয়া যায়। সার টমাস্ মুরের চুল এক রাত্রে পাকে। স্কট রাজ্ঞী মেরী বিষম পরীক্ষায় পড়িয়া অকালে পক্ককেশ হইয়াছিলেন। নাবারের হেনরীর নিকট হঠাৎ একটী দুর্ঘটনার সংবাদ আসাতে কয়েক ঘণ্টা মধ্যে তাঁহার গোঁপ দাড়ী পাকিয়া গেল। একটী

মিংগ্রার আহার কালে কোন দুর্ঘটনা ঘটাতে দাড়ী শাদা হইয়া গেল। একটী রমণীর বিবাহের আয়োজন প্রস্তুত, এমত সময়ে তিনি শুনিলেন যে যে জাহাজে তাঁহার বর আসিতেছিলেন, তাহা জলমগ্ন ও তত্রত্য সকল আরোহী গতাসু হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণে ৫ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার কেশ জাল কৌত্রিকের চাদরের মত শুভ্রবর্ণ হইয়া গেল। একটী কামিনী প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহার ভগিনীকে পার্শ্ব দেশে মৃত কলেবর দেখিলেন, অল্পক্ষণ মধ্যে তাঁহার চুল শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল। আমরা যে ইংরেজ লেখকের প্রবন্ধ হইতে এই আশ্চর্য্য বিবরণ গুলি সংগ্রহ করিলাম, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন একটী প্রিয়দর্শন ছাত্র আশা ও উদ্যমে পূর্ণ হইয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছিল, হঠাৎ শুনিল তাহার পিতা দেউলিয়া হইয়াছে এবং আত্মহত্যা করিয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার মস্তকের সমুদায় কেশ সম্পূর্ণ শাদা হইয়া গেল। একটী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার হঠাৎ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িলে কয়েক মাসের মধ্যে কনিষ্ঠ কন্যাটীর কেশ শুভ্রবর্ণ হইল। একটী যুবতী পিতামাতার অনভিমতে কোন ব্যক্তির পাণি গ্রহণ করেন। পরে স্বামীকে নিতান্ত জঘন্য চরিত্র দেখিয়া অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার মাথার চুল তুষারের মত শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল।

যেমন কাল চুল হঠাৎ শাদা হয়, তেমনি পাকা চুলও হঠাৎ কাল হইয়া যায়, ইহারও কয়েকটী দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। জন উইক্‌স নামে এক ব্যক্তি ১১৪ বৎসর জীবিত ছিল, তাহার শেষ বয়সে পুনরায় অল্প বয়সের ন্যায় কাল চুল জন্মে। সুশান এডমণ্ডস্ নামে একটী স্ত্রীলোকের পাকা চুল ৯৫ বৎসর বয়সের সময় পুনরায় শ্যামবর্ণ হয়। আমরা স্বচক্ষে একটী বৃদ্ধকে দেখিয়াছি, তাহার পাকা চুল মধ্যে মধ্যে কাল হইত এবং আবার শাদা হইয়া যাইত। ভাল আহার দ্বারা যখন শরীরের একটু পুষ্টি হইত, তখনি প্রায় তাঁহার মাথায় কাল চুল গজাইত।

শারীরিক কার্য্য প্রণালীর যখনি একটী আকস্মিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়, তখনি এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, যে শরীরের সুস্থতা অসুস্থতা জ্ঞাপন জন্য অন্যান্য অঙ্গ যেমন, চুলও তেমনি সহকারী।

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলের সহধর্ম্মিণী লেডি নেপিয়ার স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। সভাস্থলে অনেক সংখ্যক সম্ভ্রান্ত বিবী এবং ভদ্র হিন্দুমহিলা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রীগণকে পরীক্ষা করিয়া এবং এত গুলি এদেশীয় রমণীগণকে ঐরূপ সৎউদ্দেশে সমবেত দেখিয়া লেডী নেপিয়র অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার শুভাগমনে ছাত্রীগণও যথেষ্ট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। পারিতোষিক বিতরণ সমাধা হইলে রোমান কাথালিক ধর্ম্মপ্রচারক ফাদার লেফণ্ট ছাত্রীদিগকে কতকগুলি বিজ্ঞান তত্ত্ব পরীক্ষাদ্বারা বুঝাইয়া দিয়া সকলের চিত্তবিনোদন করিলেন। তাড়িত অর্থাৎ বিদ্যুৎ কেমন করিয়া ধরা যায়, তাহার শক্তি কীদৃশ, তাহা দ্বারা কলের গাড়ী কিরূপে চালান যায়, তারের খবর কি প্রকারে চলে, অম্লজন ও জলজন দুইপ্রকার বায়ু একত্র করিয়া কিরূপে জল হয় ইত্যাদি অনেক বিষয় আনন্দচিত্তে ও বহু পরিশ্রম সহকারে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

গত ডিসেম্বরে এই বিদ্যালয়ে ২৪ জন বয়স্কা ছাত্রী এবং ছয়জন বালিকা মোটে ৩০জন অধ্যয়ন করিয়াছেন। সম্বৎসরে বিদ্যালয়ের আয় প্রায় ২১০০ টাকা ব্যয় ১৭৬৩৶ স্থিতি ৩৩৬৸৶ টাকা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টী এদেশীয় দিগের যত্নে যেমন স্থাপিত, ইহার অধিকাংশ ব্যয় এদেশীয় দিগের সাহায্যে নির্ব্বাহ হইয়াছে দেখিয়া আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। বয়স্কা হিন্দুরমণীগণ ছাত্রীভাবে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাঠোন্নতি করিবেন এটী অনেকের নিকট এখনও কল্পনার কথা ও অসম্ভব ব্যাপার বোধ হয়, কিন্তু ইহা বাস্তবিক সম্ভব হইল স্বচক্ষে দেখিয়া আমরা যে পরিমাণে চমৎকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি বলিতে পারি না। এখন ঈশ্বর প্রসাদে বিদ্যালয়টী স্থায়ী হয় এই আমাদিগের হৃদয়ের প্রার্থনা। এই বিদ্যালয়টী এদেশীয়দিগের গৌরবের একটী প্রধান স্তম্ভ, এবং ইহাদ্বারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে এ দেশের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। এখন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইহাকে যথোচিত কোন সাহায্য দানে কুণ্ঠিত না হন এই আমাদের অনুরোধ। তাঁহারা যদি ইহাকে সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত করিতে

পারেন। কেবল আপনারা নয়, তাঁহাদের ভাবী বংশীয়েরাও ইহার উপকার উপভোগ করিবেন তাহার আর কোন সংশয় নাই।

সমুদ্র তল অন্বেষণ।

সমুদ্রের একটী নাম অতলস্পর্শ, অর্থাৎ তাহার তলা স্পর্শ করা যায় না। এই জন্য অজ্ঞান লোকে মনে করে সমুদ্রের তলা নাই। কিন্তু পৃথিবীর যখন সীমা আছে, তখন পৃথিবীর মধ্যে যে সমুদ্র আছে তাহার পরিমাণ নাই এমন কখনই হইতে পারে না। সমুদ্র অত্যন্ত গভীর বলিয়া তাহার তলা মাপা সহজ নহে। যে ওলনদড়ী দিয়া জল মাপা যায়, তাহা সমুদ্র গর্ভে কিয়ৎ দূর নিমগ্ন হইয়া চারিদিকের জলের সহিত সমভার হইয়া যায়; সুতরাং সহজে আর অধিক দূর নামিতে পারে না! কিন্তু এখন বিজ্ঞান প্রভাবে এমন কল হইয়াছে যাহাতে অনেক স্থানে অতলস্পর্শ সমুদ্রেরও তল স্পর্শ করা যায়। এমন কি, স্থলে যেমন ফটোগ্রাফী* দ্বারা মনুষ্য বা বস্তু সকলের ছবি তোলা যায়, জলের মধ্যস্থ জন্তু ও পদার্থ সকলের তেমনি ফটোগ্রাফি দ্বারা ছবি তৈয়ার হইতেছে। এক প্রকার ঘন্টার মধ্যে বসিয়া নিরাপদে সমুদ্রের তলে নামা যায় এবং জাহাজাদি ভগ্ন হইয়া জিনিষ পত্র ডুবিয়া গেলে উদ্ধার করা যায়। গত গ্রীষ্মকালে কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিত ফ্রান্সের পশ্চিমস্থ বিস্কে উপসাগর হইতে ফেরো দ্বীপ পর্য্যন্ত আট্‌লান্টিক মহাসাগরের তলা অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা ৬০০ হস্তের উপর দিকে গরম জলের থাক, ১২০০ হস্তের নীচে বরফের ন্যায় শীতল জল এবং মধ্যস্থলে উভয় মিশ্রিত জল দেখিতে পান। লোকে পূর্ব্বে অনুমান করিত ১২০০ হস্তের নীচে কোন জন্তু বাস করিতে পারে না, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর নিম্নদেশ হইতে অনেক জলজন্তু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে কয়েক জাতীয় জীব সম্পূর্ণ নূতন। প্রায় এক ক্রোশ গভীর স্থান হইতে যে সকল জন্তু উত্তোলিত হইয়াছে, তাহাদের

* ছবি তুলিবার এক প্রকার কল।

চক্ষুরিন্দ্রিয় সম্পূর্ণ দেখা গিয়াছে এবং কতকগুলির গায়ের রঙ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, সমুদ্রের এত নিম্ন দেশেও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়া থাকে! করুণাময় জগদীশ্বরের স্নেহ সকল প্রাণীর প্রতিই সমান রহিয়াছে। যে সমুদ্র গর্ভ এতকাল আমাদিগের নিকট অজ্ঞাত ছিল, যে সকল স্থান এখনও আমাদের দৃষ্টির অগোচর রহিয়াছে, সেখানেও তিনি তাঁহার জীবগণকে আপনার ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া আশ্চর্য্য কৌশলে পালন করিতেছেন।

বসন্ত বর্ণনা।

শীত ঋতু করিল গমন
প্রফুল্লিত বসুধা আনন।
ত্যজি মলিন ভূষণ,
নব সাজে সুশোভন,
মরি মহী সেজেছে কেমন!

দেখ ওই বসন্ত-স্বৈরিণী*
রূপে যেন স্থির সৌদামিনী!
স্থির ভাবে ধীরে ধীরে,
নানা রাগে ধরণীরে,
রঞ্জিতেছে ভুবনমোহিনী।

কুসুম কাননে মরি হায়!
কিবা শোভা পুষ্পিত লতায়!
যেন কোন সুরূপসী,
হাসিছে বিরলে বসি,
হাব, ভাব, বিভ্রম ছটায়।

ফুটেছে গুলাব গন্ধরাজ,
ভ্রমরের আর নহি কাজ—
সদা গুণ গুণ স্বরে,
প্রসূনের মধু হরে,
দলোপরি করিছে বিরাজ!

চেয়ে দেখ মল্লিকার পানে,
হাসিছে কেমন উপবনে!
রূপে দিক আলো করি,
স্নিগ্ধ সুগন্ধ বিতরি,
তুষিতেছে মলয় পবনে।

গুণবতী সুরূপা কামিনী
মল্লিকা সমানা সে ভামিনী
রূপে আঁখি মুগ্ধ করে,
গুণে মন প্রাণ হরে,
নারীকুল উজ্জ্বল-কারিণী!

সরস হয়েছে তরুবর,
বিদীর্ণতা হইল অন্তর,

---

* [illegible] কারিণী, যে নারী।

বাল পল্লবে ভূষিত,
নব লতিকা জড়িত,
হেরি তরু জুড়ায় অন্তর।

বৃক্ষোপরে বিহঙ্গম গণ,
করিতেছে মধুর কূজন,
বসি সহকারে শিরে,
বনপ্রিয় † সুধাস্বরে
জগজন করিছে মোহন॥

শোভে কিবা বসন্ত-পূর্ণিমা!
ধরাধামে স্বর্গের প্রতিমা।
পূর্ণকলা শশধর,
বিতরি শীতল কর,
গাইতেছে বিভুর মহিমা!

সুধা পিয়ে চকোরী চকোরে
নৃত্য করে প্রফুল্ল অন্তরে,
যেমন সাধুর চিত
পিয়ে বিভু নামামৃত,
ভাসে সদা প্রেম সরোবরে।

মধুকাল করি আগমন
মোহিতেছে জগতের মন,
জীব জন্তু অগণন,
প্রীতি রসে নিমগন,
করিছে শান্তির প্রস্রবণ।

বসন্তের প্রেময়িতা যিনি,
পবিত্র প্রেমের সিন্ধু তিনি।
এস এস ভগ্নীগণ,
ঐক্য করি হৃদি মন,
ডাকি তাঁরে দিবস যামিনী।

নূতন সংবাদ।

১। আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকে জ্ঞাত আছেন আমাদের দেশের যে সকল সুশিক্ষিত ও উন্নত-ভাব সম্পন্ন ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত দূষিত নিয়ম ও কুসংস্কার মূলক আচার ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে উপযুক্ত বয়সে বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতেছেন, তাঁহাদিগের বিবাহ যাহাতে আইন অনুসারে বৈধ হয় তজ্জন্য প্রায় চারি বৎসর কাল হইল গবর্ণর জেনারেলের আইনের সভায় (যাহাকে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা বলে) এদেশীয় বিবাহের আইন বিষয়ে একটী আ-লোচনা আরম্ভ হয়। এতাবৎ কাল ঐ নূতন ব্যবস্থা লইয়া সভায় মধ্যে মধ্যে তর্ক বিতর্ক ও আলো-চনা চলিতেছিল, সম্প্রতি গত চৈত্রের ব্যবস্থাপক সভায় ঐ বিষয় সুম্বন্ধে অনবরত পাঁচ ঘণ্টা কাল সভ্যদিগের

† কোকিল।

তর্ক বিতর্কের পর বিবাহের একটী নূতন রাজবিধি হইয়াছে। যাঁহারা ঐ আইনের অধীন হইবেন, তাঁহারা আপনাদিগের বিশুদ্ধ সংস্কার ও উন্নত মতানুসারে নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন এবং বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ প্রভৃতি উদ্বাহ সম্বন্ধীয় সমস্ত অনিষ্টকর ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত হিতকর নিয়ম পালন করিতে হইবে।

২। খাঁটুরাগ্রাম হইতে আমাদিগের এক বন্ধু ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "অল্প দিন হইল খাঁটুরাস্থ ষষ্ঠীবর কলু নামক এক ব্যক্তির ভগ্নী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কারণানুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ স্ত্রীলোকটী নিঃসন্তান ছিল, কয়েক মাস হইল পতিহীনা হইয়া অবধি সর্ব্বদাই বিমনা হইয়া থাকিত।"

খাঁটুরা এবং উহার সন্নিহিত কয়েকটী গ্রামে বৈধব্য যন্ত্রণা ঘটিত অনেক গুলি স্ত্রীহত্যার বৃত্তান্ত আমরা শ্রুত আছি। বঙ্গদেশের অনেক স্থানই এই মহা কলঙ্কে কলঙ্কিত। আর কত দিনে আমরা দেশাচারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্ত্রীহত্যার পাতক হইতে নিস্তার পাইব?

৩। আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেওর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশার্থে কলিকাতাস্থ ভারত সংস্কার সভার এক দিবস বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভার সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেন মৃত মহাত্মার শোকার্ত্তা পত্নীকে সভা হইতে যে শোক সূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় পতির কার্য্য সম্পাদক দ্বারা এই উত্তর দান করিয়াছিলেন:— "মহাশয়! আপনি ভারত সংস্কার সভার যে সান্ত্বনা-পত্র খানি আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তাহা লেডী মেওর গোচর করিয়াছি। তিনি আমার নিকট এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে সভা সান্ত্বনা পত্রে যেরূপ শোক সূচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আপনি সভাকে দিবেন।"

৪। যিনি আমাদিগের ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনারেল (বড় লাট সাহেব) হইয়াছেন তাঁহার নাম টি জি বেরিং সাহেব। উপাধি লর্ড নর্থ ব্রুক। ইনি ৯ই চৈত্র ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

৫। সুলভ সমাচারে দেখা গেল কলিকাতার যে সকল ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিদিগের বিবিরা কোন কোন কারণ বশত দুঃখের অবস্থায় পড়িয়াছেন এবং ভরণ পোষণের অভাবে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিবার নিমিত্ত কলিকাতাস্থ কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ও দয়াশীলা মহিলা একটী সভা করিয়া তাহার ব্যয়ে একটী দরজির দোকান খুলিয়াছি

লেন। দুই বৎসর কাল সাধারণের অগোচরে কোন স্থানে ঐ কার্য্যটী তাঁহারা চালাইতেছিলেন এবং অনেক গুলি বিবি তাহাতে নিযুক্ত হইয়া প্রতিপালিত হইতে ছিলেন। এক্ষণে ঐ কার্য্যালয়ে এত দুঃখিনী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন যে কার্য্য অপেক্ষা লোক অধিক হইয়াছে। তজ্জন্য ইংরাজ টোলার একটী প্রকাশ্য স্থানে এখন দোকা নটী খোলা হইয়াছে। ঐ সকল পরোপকারিণী মহিলাগণের প্রার্থনা এই যে সাধারণে ঐ দোকানে অধিক সেলাইয়ের কাজ জুটাইয়া দিয়া দুঃখিনী অবলাদিগকে প্রতিপালন করেন।

কবে এদেশীয় ভগ্নীগণ ইংরাজ রমণীদিগের এই সকল মহৎ গুণের অনুকরণ করিয়া প্রকৃত সভ্যতার পরিচয় দিবেন?

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরই প্রকৃত বন্ধু।

ঈশ্বর আমাদিগকে মাতৃ গর্ভে সেই জরায়ু অবস্থায় কি আশ্চর্য্য কৌশলে ও অপার স্নেহে রক্ষা করিয়াছেন! তাঁহার গুণের সীমা নাই—অসীম তাঁহার দয়া, অনন্ত তাঁহার করুণা। তিনি যে কেবল সেই অবস্থায় আমাদিগকে রক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন এমত নহে, যখন নিতান্ত অজ্ঞান শিশু ছিলাম তখন মাতা পিতার হৃদয়ে স্নেহ এবং মাতার স্তনে দুগ্ধ দিয়া আমাদিগের বাঁচিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। রজনীতে যখন মাতা পিতা নিদ্রায় অচেতন থাকিতেন, তখন সেই পরম পিতা পরমেশ্বর জাগ্রত থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার পর যখন ক্রমে ক্রমে বড় হইতে লাগিলাম, ততই ভাল মন্দ জানিবার জ্ঞান প্রদান করিতে লাগিলেন। অজ্ঞান অবস্থা দূর হইয়া যখন ক্রমে জ্ঞানের উদ্ভব হইতে লাগিল, তখন হইতে একাল পর্য্যন্ত তিনি কতবার আমাদিগের হৃদয়ের পাপ রাশি বিনাশ করিয়াছেন, অসত্য হইতে মুক্ত করিয়া সত্য পথে আনিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন! আমাদের অকৃতজ্ঞ মন, আমরা তাঁহার হিত বাক্য সকলে অবহেলা করিয়া বার বার পাপাচরণ করিতেছি, পাপ পথে অগ্রসর হইতেছি, তাঁহার আজ্ঞা সকল লঙ্ঘন করিয়া বিষয় বিষ পানে মত্ত হইয়া জীবনকে কলঙ্কিত করিতেছি, হৃদয়কে অপবিত্রতাতে পূর্ণ করিতেছি; তথাপিও দীনবন্ধু দীনের প্রতি অতুল করুণা বিতরণ করিতেছেন, একবারের জন্যও তিনি রাগের বশীভূত হইয়া তাঁহার নয়নের অন্তর করেন না। আমরা যতই তাঁহার নিকট হইতে দূরে যাইবার উপক্রম করিতেছি ততই তিনি আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিতেছেন যে, "হে নির্ব্বোধ সন্তানগণ তোমরা ঐ বিষয়ের পথে যাইয়া বিষ পানে প্রাণ

হারাইও না। হে নির্ব্বোধ গণ! আমার হিত বাক্য শ্রবণ কর, আমি যে পথেতে যাইবার জন্য বলিতেছি সেই পথে এস, তোমাদের চিরকালের মঙ্গল হইবে। আমার আদেশ মত চলিলে আব তোমাদের চিন্তা ভয় অসুখ কিছুই থাকিবে না।" তথাপিও আমরা সেই পরম বন্ধু ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল লঙ্ঘন করিয়া অসত্যের পথেই পদার্পণ করিতেছি। কিন্তু তাঁহার এমনি অতুল করুণা যে আমরা যত বার পাপ পথে অগ্রসর হইব তিনিও ততবার আমাদের সম্মুখীন হইয়া অসত্য হইতে সত্যেতে উদ্ধাব কবিতে চেষ্টা করিবেন! আমরা অবাধ্য বলিয়া তাঁহার স্নেহের কিছু মাত্র হ্রাস হয় না। তাহার পরে যখন ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া পরলোকে গমন করিব, তখন তিনি তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে লইয়া পাপী তাপী সাধু অসাধু সকলকেই শান্তি দান করিবেন এই বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন। তিনি সতত আমাদের এই পাপপূর্ণ হৃদয়ে থাকিয়া সদ্ উপদেশ দিতেছেন। আমাদের প্রতি যাঁহার এত অপার করুণা, তাঁহার অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আর কে আছে?

ভারত সংস্কার সভার
শিক্ষায়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

৭ম ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যা অনুসার সূচীপত্র।

বৈশাখ—৯৩ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ—৯৪ সংখ্যা।

আষাঢ়—৯৫ সংখ্যা।

শ্রাবণ—৯৬ সংখ্যা।

ভাদ্র—৯৭ সংখ্যা।

আশ্বিন—৯৮ সংখ্যা।

কার্ত্তিক—৯৯ সংখ্যা।

উৎসবের দিন আজি, ভ্রাতাভগ্নী সনে।
বসিতে, না পারিলাম হরষিত মনে॥
কেমনে সাহস বিনে, যাইব তথায়।
যাইতে যথায় সদা প্রাণ মম চায়॥
নিমন্ত্রণ পত্র যদি, পেতাম ভ্রাতার।
আরো মন ব্যাকুলিত, হইত আমার॥
পরাধীন না পারিনু যাইতে মন্দিরে।
ঘরে প্রভু দেখা দিতে হবে অভাগীরে॥
তাই আজি তাকাইয়া, তব মুখ পানে।
একাসনে একাকিনী, বসেছি এখানে।
মম মন মন্দিরেতে, আইস হে নাথ।
কর শুভ মহোৎসব, আজি মম সাথ॥
সমস্ত দিবস যেন, থাকি তব সনে।
এই বাঞ্ছা পূর্ণ কর, কৃপা বিতরণে॥
মম হৃদি মন্দিরেতে, তব শ্রীচরণ।
ভক্তিভরে পারি যেন, করিতে দর্শন॥
প্রেমময় নামে আজি, পবিত্র উৎসবে।
মানব জীবন মম, সফল হইবে॥
মনে দাও এই আশা, আশ্বাসিত প্রাণে,
থাকি যেন চেয়ে তব, প্রেম মুখ পানে।
হৃদয়েতে দাও প্রভু, সাহসের বল।
ধর্ম্ম পথে থাকি যেন, হইয়া অটল॥
প্রভুর চরণে মন, করি সমর্পণ।
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে যেন, থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
হৃদয়ে এরূপ ভাব, দাও দিন দিন।
পবিত্র করিয়া মন, রাখি চির দিন॥
পিতা ভিন্ন কে বুঝিবে, কন্যার বেদনা।
কাহাকে জানাব আর হৃদয় যন্ত্রণা॥
প্রভুকে পাইলে মন, বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
ভুলিব হে বিষাদ যন্ত্রণা সমুদয়॥

খাঁটুরা
১১ ই মাঘ
১২৭৯

জনৈক শান্তি গৃহপ্রার্থিনী
অবলা।

৮ম ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যা অনুসারে সূচীপত্র।

বৈশাখ—১০৫ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ—১০৬সংখ্যা।

আষাঢ়—১০৭সংখ্যা।

শ্রাবণ—১০৮ সংখ্যা।

ভাদ্র—১০৯ সংখ্যা।

৪। বিজ্ঞান।

৫। দেশাচার ও হিন্দুশাস্ত্র।

৬। নীতি ও ধর্ম্ম।

৭। ইতিহাস।

৮। ঐতিহাসিক উপন্যাস ও পুরাণ কথা।

৯। অদ্ভুত বিবরণ।

১০। গৃহ চিকিৎসা।

১১। বিবিধ।

১২। বামাগণের রচনা।

১৩। নূতন সংবাদ।